প্রথম প্রকাশ

শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৮৪

প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন

১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯। মীরা দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও হারাধন ঘোষ কর্তৃক বীণাপাণি প্রেস ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৭০০০০৬ হইতে মুদ্রিত।

নিবেদন

আমার প্রথম যাত্রার নাটক 'একদিনরাত্রে' আসরস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে আলোড়ন এনেছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যাত্রা উৎসবে এই নাটক প্রথম স্থান অধিকার করায় নাটকের মর্যাদা আরো বেড়ে যায়। তারপর টেলিভিশন, ডকুমেন্ট্রি, ছবি ইত্যাদিতে অনায়াসে স্থান লাভ করে।

'একদিন রাত্রে'র মূল উৎস প্রবোধবন্ধু অধিকারী। প্রবোধদা বহুদিন আগে থেকেই বলে আসছিলেন—যাত্রায় মিউজিক্যাল রোমান্টিক কমেডি নেই। তুমি লেখ, নিশ্চয়ই হিট্ করবে। আরব্য উপন্যাস থেকে কাহিনী নির্বাচন (কিং ফর্ এ ডে) তিনিই করে দিয়েছিলেন। তাঁর কথা মত লিখে ফেললাম। নাটকের নামকরণ তিনিই করে দিলেন। তারপর প্রবোধদাই আমাকে হাত ধরে নিয়ে গেলেন—সত্যম্বর অপেরায়।

সত্যম্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্ত নতুনের পূজারী এবং পাকা জহুরী। নাটক শুনেই বলে ফেললেন—সম্ভাবনা আছে; এই নাটক দিয়ে ভাল ব্যবসা হবে।

সেইদিন থেকেই শুরু হলো—যাত্রায় আমার জয়যাত্রা। গীতিকার সমরেন্দ্র ঘোষ নাটক রচনার সময় থেকে আসরস্থ করা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থেকে সর্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়ে আমায় লক্ষ্য স্থলে পৌঁছে দিয়েছেন। নাটকের সাফল্যে তাঁর অবদানও কম নেই।

নতুন কিছু করতে গেলে অনেক বাধা আসে। প্রযোজনার ক্ষেত্রে আমারও এসেছিল। কিন্তু শিল্পীদের সহযোগীতায় সমস্ত বাধা শেষ পর্যন্ত অপসারিত হয়েছিল। শিল্পীদের কথা আমি কোনো দিন ভুলব না। বিশেষ করে ছন্দা চ্যাটার্জী ও নবকুমারের কথা। সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই—যাত্রায় নতুন হলেও, সবার অলক্ষ্যে আমার লাগাম ধরা ছিল ছন্দার হাতে। ও আমাকে চালাতে না পারলে হয়তো মাঝপথেই রণে ভঙ্গ হয়ে যেত। ছন্দার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রযোজনা সম্বন্ধে বলে রাখি—এই নাটক অপেরা ঢংয়ে লেখা হলেও, প্রযোজনে গান নাচের অংশ বাদ দিয়ে অভিনয় করলেও নাটক জমিয়ে রাখা যাবে।

শৈলেশ গুহনিয়োগী

সত্যম্বর অপেরা প্রযোজিত

পঃ বঃ সরকারের যাত্রা উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও

নির্দেশনায় ২টি প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

একদিন রাত্রে

রচনা ও নির্দেশনা—শৈলেশ গুহনিয়োগী

গীতিকার : সমরেন্দ্র ঘোষ

সুর : রঘুনাথ দাস

কেশ সজ্জা : ফরহাদ হোসেন

প্রথম রজনী : দীনমুচির ঠাকুরবাড়ী। রঙ্গনা থিয়েটারের উল্টোদিকে

হারুন-অল্-রসিদ—অসিত বসু. পরে অসিত চৌধুরী

আবু হোসেন—নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উজীর—যশোদা চক্রবর্তী, পরে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়

মশরু—মাখন সমাদ্দার

কোটাল—রঞ্জন কুমার, পরে সুদীপ্ত চ্যাটার্জী।

সেপাই—শ্রীধর মুখার্জী।

রহমান—শ্যামসুন্দর গোস্বামী।

এনায়েত—অমিত রায়।

মকবুল—অনিল ভাদুড়ী।

মেহের—তাপস কুমার।

মির্জা—স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

জালিম—
হেকিম— } রতন কুমার।

হাসান—ভীম প্রামানিক।

দেহরক্ষী—ঐ ও নন্দ চক্রবর্তী, পরে গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী

প্রহরী— ঐ

জনৈক ব্যক্তি—যশোদা চক্রবর্তী, পরে মিলন আচার্য্য।

নর্ত্তকগণ— ঐ ভীম প্রামানিক।

জুবেদা—শ্রাবন্তী চ্যাটার্জী।

রোশেনা—ছন্দা চ্যাটার্জী।

শাকিলা—মীনাক্ষী দে।

জহুজা—রেখা ভট্টাচার্য্য।

জিপসী নর্ত্তকী—স্মিতা চক্রবর্তী ও রাজলক্ষ্মী দত্ত।

॥ চরিত্র লিপি ॥

পুরুষ

আবু হোসেন : বোগদাদ শহরের এক যুবক ।

হারুন-অল্-রশিদ : বোগদাদের খলিফা

উজির : প্রধান রাজকর্মচারী

মশরু : হারুন-অল-রসিদের পার্শ্বচর

কোটাল : „ „ „ নগর রক্ষক

সেপাই : „ „ „ „

রহমান : „ „ „ বান্দা

এনায়েৎ : „ „ „ আবু হোসেনের বন্ধু

মকবুল : „ „ „ „ কুসীদজীবি ।

মেহের : বোগদাদ বাজারের ফল বিক্রেতা

মির্জা : „ „ সরাব বিক্রেতা

জালিম : দাস ব্যবসায়ী

হেকিম : চিকিৎসক

হাসান : বোরখা পরিহিত ব্যক্তি

দেহরক্ষী : হারুন-অল-রশিদের দেহরক্ষক

প্রহরী : „ „ „ প্রাসাদের পাহারাদার

জনৈক ব্যক্তি : ফেরিওয়ালা

নর্ত্তকগণ : বোগদাদ বাজারের নর্ত্তক

স্ত্রী

জুবেদা : হারুন-অল-রসিদের বেগম

রোসেনা : „ „ „ পালিত কন্যা

শাকিলা : „ „ „ বাঁদী

আহজা : আবু হোসেনের মা ।

নর্তকী : বোগদাদ বাজারের জিপসী নর্তকী

এক দিন রাত্রে

প্রথম দৃশ্য

॥ বোগদাদ বাজার ॥

[বোগদাদ শহরের একটি জমজমাট বাজার। টাইটেল মিউজিক শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে আজানের সুরে দূর থেকে ভেসে আসবে—আল্লা মেহেরবান। আজান শেষ হবার পর বেজে উঠবে বিশেষ ছন্দপূর্ণ সঙ্গীত। সেই ছন্দের তালে-তালে নাচতে-নাচতে রঙ-বেরঙের পোষাক পরে প্রবেশ করবে ফল বিক্রেতা, মেহের, সরাবওয়ালা, মীর্জা এবং জনৈক ব্যক্তি, ফেরিওয়ালা। ফলবিক্রেতার গলায় ঝোলানো থাকবে গ্লাসসহ সরাবের হাঁড়ি এবং ফেরিওয়ালার ফেরিকাঠিতে ঝোলানো থাকবে নানারঙের জিনিস।

সঙ্গীতসহ এদের নাচ থামবে। এরা স্থির হয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাঁড়াবে বা বসবে। ভিন্ন সঙ্গীত বেজে উঠবে। তার তালে-তালে প্রবেশ করবে কোটাল ও সেপাই। এরা ছন্দে-ছন্দে বাজারে একবার ঘুরে প্রস্থান করবে আবার বেজে উঠবে পূর্ব সঙ্গীত। আগের সেই ছন্দেই নাচের তালে-তালে কেঁপে-কেঁপে চলাফেরা করতে থাকবে মেহের, মীর্জাও জনৈক ব্যক্তি। এরা থামবে এক সময়।

ভিন্ন সঙ্গীত বাজবে। প্রবেশ করবে জিপসী নর্তকী ও নর্তকদ্বয়, অবশ্যই নাচতে-নাচতে। কিছুক্ষণ চলবে এই নাচ। সঙ্গীতসহ নাচ থামবে। ভিন্ন ছন্দের বাজনা চলতে থাকবে। ফেরিওয়ালা বেদীতে উঠে সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুরেলা কণ্ঠে বলতে থাকবে নীচের ছড়া। উপস্থিত অন্যান্যরা কেউ-কেউ বিভিন্ন কথা ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে

ওই ছড়া উপভোগ করবে। প্রয়োজনে পূর্বোক্ত কমপোজিশন বাদ দিয়ে ছড়া বলা থেকেই নাটক শুরু করা যেতে পারে।]

জনৈক ব্যক্তি ॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
ভ্যাখো বোগদাদের বাজার ॥
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—
আকে মিঞা, দেখো একবার
একবার দেখলে, দেখবে বারবার
হরেক রকম মালের কারবার
রঙ-বেরঙের আছে বাহার।
পাঁচ মেশালী, গুনতি করলে
হবে সে হাজার ॥
আহা বোগদাদের বাজার—
বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
ভ্যাখো, বোগদাদের বাজার ॥
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার
আহা বোগদাদের বাজার—

[জনৈক ব্যক্তি নেমে দাঁড়ায়। তাল চলতে থাকবে। তালের সঙ্গে আরব দেশের সঙ্গীতের সুর বেজে উঠবে। একজন নর্তকী ট্যাম্বোলিন হাতে বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে জিপসী নাচ নাচতে থাকবে। অল্প সময় নেচেই সে নীচে নামবে। এ্যারাবিয়ন সুর বন্ধ হবে। তাল চলতে থাকবে। পূর্বের ব্যক্তি বেদীতে দাঁড়িয়ে আবার বলবে—]

জনৈক ব্যক্তি ॥ কেউবা বেচে কেউবা কেনে
কেউবা নাচে আপন মনে।
কারো জেবে ভর্তি টাকা

কারো জেব শুধুই ফাঁকা।
কুচ পরোয়া নেই যে তাতে
দিলখানা তো আছে সাথে।
চকমকি সব দেখে দেখে
দিলটা ভরবে চলবে হেঁকে॥
বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার।
দুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তার—
আহা, বোগদাদের বাজার—

[জনৈক ব্যক্তি পূর্বের মতন নেমে দাঁড়ায়। আরব-সুর বেজে ওঠে। নর্তকী বেদীতে উঠে আবার কিছুক্ষণ জিপসী নাচ নেচে নেমে পড়ে। সরাব বিক্রেতা মীর্জা বেদীর ওপর দাঁড়িয়ে পূর্বের ব্যক্তির মত তালে তালে বলতে থাকে—]

মীর্জা॥ মীর্জা মহম্মদ আমার নাম
সরাব বেচা শুধুই কাম
এক পাত্র খেলে পরে
রঙীন নেশা চোখে ধরে।
দু-পাত্র কেউবা খেলে চলবে সে যে হেলে দুলে।
তিন পাত্র ঢুকলে পেটে
উল্টা রাস্তা চলবে হেঁটে।
চার পাত্রে কিস্তিমাত্
মিঞা সাহেব কুপোকাত॥

জনৈক ব্যক্তি॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার।
দুনিয়ায়, নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—

[মীর্জা নেমে যায়। নর্তকী পূর্বের মতন একইভাবে জিপসী নেচে-নেচে নেমে পড়ে। ফল বিক্রেতা মেহের বেদীতে উঠে ছন্দে-ছন্দে বলে—]

মেহের ॥ মিঠা মিঠা আছে ফল
দেখে নাওগো মিঞা সকল।
সস্তা আছে ফলের কীমত্
খেলে পরে বাড়বে হিম্মত।
লাল গোলাপী আপেল আছে,
দেখলে বিবি ডাকবে কাছে।
তেজ দেখালে লড়কী কোনো
ঘাবড়িওনা তাতে যেনো।
আখরোট, পেস্তা, বাদাম কিনে
রাখবে তোমার সাথ
আর বলবে একটু বাত—
ব্যস্, মিঠা-মিঠা ফল খাওয়ালে
করবে বাজীমাত্,
লড়কী চলবে তোমার সাথ্।

জনৈক ব্যক্তি ॥ বাহবা বাহবা বাহবা—ক্যাইসা মজাদার
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার,
দুনিয়ায়, নেইকো জুড়ি তার
আহা, বোগদাদের বাজার—

[নাচতে-নাচতে মেহের ও মীর্জা বাদে সকলের প্রস্থান। প্রবেশ করে মকবুল]

মকবুল ॥ [মেহেরকে] এ্যাই, এ্যাই ব্যাটা মেহের আলি, খুবতো ব্যাটা ফল বেচে রোজগার করছিস—সুদের টাকা কত হয়েছে হিসাব আছে?

মেহের ॥ জি। মকবুল সাহেব! আমার সব হিসাব আছে। তোমার টাকা আমার কাছে থালি জমা হচ্ছে। জমা হতে-হতে হতে-হতে—হেঃ হেঃ

মকবুল ॥ হতে-হতে কি হবেরে?

মেহের ॥ একদিন এত টাকা হয়ে যাবে যে তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। তখন গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

মকবুল ॥ [খুশী হয়ে] গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে? এঁ্যা! বলিস কিরে! কিন্তু অতদিন তো আমি চুপচাপ থাকতে পারব না। টাকা না পেলে আমার রাতে ঘুম হয়না। কিরে কথা বলছিস না যে?

মেহের ॥ ভাবছি।

মকবুল ॥ কি ভাবছিস?

মেহের ॥ ভাবছি যে তখন তুমি এত বড়লোক হবে যে বাদশাও তোমাকে দেখে হিংসে করবে।

মকবুল ॥ হেঃ—হেঃ তুই তো বড় সুখের কথা শোনালি রে। ভাখ,তখন তোর কাছ থেকে এক পয়সাও সুদ চাইব না।

মেহের ॥ তাহলে ঐ কথাই রইলো, এখন যাও।

মকবুল ॥ যাব কিরে এ-মাসের সুদ দিবি না?

মেহের ॥ যা বাবা, এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম তাকি পানিতেই ভেসে গেল?

মকবুল॥ তুইও বাত কি বাত বললি আমিও বাত কি বাত শুনলাম, তাতে তো আর আসল বাত ভুলব না। টাকা কবে দিবি তাই বল।

মেহের ॥ তুমি বড় বেসমঝদার আদমি। রোজার পরই দিয়ে দেব। যাও তো, এখন একটু কারবার করি।

মকবুল ॥ কারবার করবি, তা কর। কিন্তু মনে থাকে যেন—রোজার পর, [একটু এগিয়ে আবার ফিরে এসে] আজ যখন টাকা দিলি না তখন গোটা দুই ফলই নিয়ে যাই।

[ফল তুলে নিয়ে সরাবওয়ালার কাছে যায়। মেহেরের প্রস্থান]

মকবুল ॥ এ্যাই সরাবওয়ালা, তুই তো ভারী বজ্জাত।

মীর্জা ॥ কেন কেন মকবুল সাহেব। বজ্জাতি কি করলাম?

মকবুল ॥ বজ্জাতি কি করলি? ব্যাটা দু-দুবার সুদ দিতে দেরী করলি?

মীর্জা ॥ তা এতে ভাবনার কি আছে? দেব।

মকবুল ॥ কবে দিবি?

মীর্জা ॥ কাল। কাল দেব।

মকবুল ॥ তুই রোজ 'কাল-কাল' বলে ফাঁকি মারছিস। আজ আর পারছিস না। নিকালো চার আশরফি। [জামা ধরে টানাটানি করে]

মীর্জা ॥ কুরতা ছাড়ুন, কুরতা ছাড়ুন—দিচ্ছি। [সওদাগরবেশী হারুন-অল-রসিদ ও তার পার্শ্বচর মশরুর প্রবেশ]

মশরু ॥ মৎ দেও, মৎ দেও (সুর করে) সুদের টাকা মৎ দেও।

মকবুল ॥ তুই ব্যাটা কেরে যে সুদের টাকা নিতে নিষেধ করছিস?

মশরু ॥ ইনি হচ্ছেন সওদাগর আর আমি হচ্ছি এনার ল্যাং?

মকবুল ॥ ল্যাং?

মশরু ॥ জী হাঁ-ল্যাং। এর মানে উনি যা বলতে চান আমি আগেই ওনার হয়ে তা বলে দিই। আবার উনি যা বলে ফেলেন আমি সেই কথা বারবার প্রতিধ্বনি করি। সেই জন্যই লোকে আমাকে ল্যাং বলে। ঠিক বলিনি সাহেব?

হারুন ॥ বিলকুল ঠিক। ল্যাং মিঞা, আমি এখানে সব অদ্ভুত জিনিষ দেখতে পাচ্ছি। আদমি খোদার ফকিরীর ভেক ধরে সুদে আশরফি খাটায়।

মকবুল ॥ আমার বদনাম করছিস? তুই ব্যাটা কাফের। জাহান্নামে যাবি।

মশরু ॥ হুজুর এরা আদমিও চেনেনা। আপনাকে কাফের বলল? তাই হুজুর এই জায়গাকে হারুন-অল-রসিদের রাজত্ব না বলে চিড়িয়াখানা বলতে ইচ্ছে করছে।

হারুন ॥ ঠিক বলেছ, তোমার বুদ্ধি আছে।

মশরু ॥ আজ্ঞে হুজুর সেইজন্যেই তো আমাকে মোটা তলব দিয়ে আপনার দরবারে রেখেছেন।

হারুন ॥ এক নির্বোধ তুমি। সওদাগরের কখনও দরবার থাকে?

মশরু ॥ [জিব কেটে] থুড়ী! ভুল হয়ে গেছে জাহাঁপনা।

হারুন ॥ চোপড়াও উল্লুক! আবার আমাকে জাহাঁপনা বলছ?

মশরু ॥ আরে ছি, ছি, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

হারুন ॥ ঠিকমত বাতচিত না করলে তোমাকেও এই চিড়িয়াখানায় রেখে দিয়ে যাব। জানোয়াররা তোমাকে খাবলে খাবলে খাবে।

মশরু ॥ হুজুর ঐ কামটি করবেন না। আমি আদমি হয়ে এই জানোয়ারের সঙ্গে থাকতে পারব না।

হারুন ॥ চলে এসো আমার সঙ্গে কম্বক, হরবকত শুধু বক্‌বক্।

মশরু ॥ চলুন হুজুর। [উভয়ের প্রস্থান]

মকবুল ॥ কিরে ব্যাটা পাজী, তুই যে সওদাগরের কথায় বেহুঁস হয়ে গেলি। আশরফি দিতে গিয়ে আবার ট্যাঁকে রাখলি কেন?

মীর্জা ॥ তাহলে ছাড়বেন না?

মকবুল ॥ ছাড়ব কি রে পাজী নচ্ছার।

মীর্জা ॥ এই নিন দুই আশরফি [আশরফি দেয়]

মকবুল ॥ বাকী দুই আশরফি?

মীর্জা ॥ কাল জরুর সব দিয়ে দেব। কথার নড়চড় হবে না।

[মীর্জার প্রস্থান]

মকবুল ॥ ঠিক হয়েছে, এমনি করে ব্যাটাদের কাছ থেকে সুদের টাকা আদায় করতে হবে। যাক্ এখন মসজিদে গিয়ে আজানটা সেরে এসে আবার তাগাদায় বেরুতে হবে।

সেপাই ॥ [নেপথ্যে] চোর, ডা

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে]

কোটাল ॥ [প্রস্থানরত মকবুলকে] আরে দাঁড়াও দাঁড়াও মকবুল সুদের বখরাটা দিয়ে যাও।

সেপাই বখরাটা দিয়ে যাও।

মকবুল ॥ সুদ ? সুদ কি বলছেন কোটাল সাহেব ?

কোটাল ॥ ওঃ, ব্যাটা যেন আসমান থেকে পড়ল। এই মাত্র দুটো আশরফি পেলে, তার থেকে একটা দাও। নাহলে গর্দান নেব।

সেপাই ॥ গর্দান নেব।

মকবুল ॥ হেঃ হেঃ সেই কথা ?

কোটাল ॥ সেই কথা, ব্যাটা জোচ্চোর।

সেপাই ॥ দাগাবাজ।

কোটাল ॥ কানকাটা।

সেপাই ॥ নাককাটা।

মকবুল ॥ হে-হে, দিচ্ছি দিচ্ছি। এই নিন এক আশরফি। [কোটালকে এক আশরফি দেয়]

কোটাল ॥ এবার যাও মসজিদে গিয়ে ভক্তি ভরে আজান দাওগে। ফের যদি বখরার টাকা দিতে ফাঁকি মার—

সেপাই ॥ কোতল করব।

মকবুল ॥ না না কোটাল সাহেব, আর বলতে হবে না। এবার থেকে সুদের টাকা পেলেই বখরা ঠিক পাবেন। হেঃ হেঃ সেলাম।

[মকবুল চলে যায়]

কোটাল ॥ খুব ভয় পেয়েছে।

সেপাই ॥ ভয়ে বাড়ী গিয়ে মরে যাবে।

কোটাল ॥ চল্ বাইজি পাড়ায় যাই। আরো কিছু রোজগার করতে হবে।

সেপাই ॥ কোটাল সাহেব, আমার একটা আরজি আছে।

কোটাল ॥ তোর আবার কি আরজি ?

সেপাই ॥ আপনি আমার মা-বাপ।

কোটাল ॥ তারপর ?

সেপাই ॥ আপনি আমার বিবির মতন।

কোটাল ॥ তোবা, তোবা, এই মোছ দাড়ি নিয়ে আমি তোর বিবির মতন ?

সেপাই ॥ তাই বলছিলাম ঐ যে আশরফিটা পেলেন—তার বখরাটা।

কোটাল ॥ তুই তো আচ্ছা ছিনে জোঁক। জানিস না সুলতানের রাজত্বে ঘুষ নেওয়া বারণ আছে ?

সেপাই ॥ আপনি যেটা নিলেন সেটা কি রমজানের সিন্নি ?

কোটাল ॥ কোটালের নেওয়ায় কোন কসুর নেই। কিন্তু সেপাইদের নকরীতে জবরদস্ত কানুন মানতে হয়। মন খারাপ করিস না। হুঁশিয়ারী দে, আমি এখন যাব।

সেপাই ॥ (অনিচ্ছা সহকারে নিম্নস্বরে) চোর, ডাকু, বদমাস, হুঁশিয়ার হো যাও।

[কোটাল ও সেপাই প্রস্থান করে]

[গান গাইতে-গাইতে আবু প্রবেশ করে সঙ্গে-সঙ্গে প্রবেশ করে মেহের, মীর্জা, এনায়েত ও অপর একজন]

॥ আবুর গান ॥

এই দুনিয়া দুটি দিনের
মজা লুটকে লেনা ভাই…

এনায়েত ॥ আবু আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি এতক্ষণ তুমি সরাব ছুঁয়ে না দিলে আমার নেশা হয় না।

আবু ॥ এই সরাবওয়ালা। সরাব পিলাও। এক ভাঁড় আমার আর দুসরা ভাঁড় আমার দোস্ত এনায়েতের।

মীর্জা॥ হাঁড়ি ভর্তি সরাব এনেছি। কত খাবে খাও। [উভয়ে সরাব পান করে] আবু গান ধরে—

গান*

[অসুবিধা হলে সুরেলা ঢংয়ে আবৃত্তি]

এই দুনিয়া দুটি দিনের
মজা লুটকে লেনা ভাই
জিন্দিগিটা রঙে রসে
স্বপ্নে ভ'রে নেনা তাই॥
কাল কি হবে নেইকো জানা
ভোলনারে এই গরীবখানা
লাল সরাবের নেশায় ভেসে
খুশির দেশে চলনা যাই॥
রঙিন নেশায় দু-চোখ তুলে
দিলের কবাট রাখনা খুলে—
সাকীর সাথে ঘুঙুর বাজা
স্বপ্নে দেখা রাতটা চাই॥

[জালিম রোশেনা নামে একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে-টানতে প্রবেশ করে]

জালিম॥ [উঁচু বেদী দেখিয়ে] উঠ যা ইসকে উপর। উঠ যা—

[রোশেনা উঠতে চায় না। জালিম চাবুক মারে। রোশেনা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে।]

আবু॥ আহা মারছ কেন মিঞা, মারছ কেন? অত নরম শরীরে চাবুকের ঘা সহ্য করতে পারছে না।

* প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে

জালিম ॥ এই বাঁদীকে না মারলে বাত শুনবে না। বহুত বদমাস আছে। (মারে) উঠ জল্‌দী।

আবু ॥ তুমি কি কসাই নাকি ? তোমার দিলে কি দয়া নেই ? (কাছে গিয়ে) উঠ বিবি, যা করতে বলছে তাই করো—না করলে আবার মারবে। ফুলের মতন মসৃণ বদন থেকে খুন ঝরাবে কেন ? যাও, যাও—যা করতে বলছে তাই কর।

রোশেনা ॥ আদমি এত দরদী কথা বলতে জানে আগে জানতাম না। জানি শুধু চাবুক খেতে। চাবুক খেতে-খেতে পিঠে আমার দগ্‌দগে ঘা হয়ে গেছে।

জালিম ॥ এই বাত বলবি তো আবার মারব। [চাবুক তোলে]

[রোশেনা বেদীর ওপর উঠে দাঁড়ায়. জালিম উচ্চ কণ্ঠে বলতে থাকে]

জালিম ॥ আ যাও মিঞা—আ যাও। আঁখ ফাড়কে দেখো, ইস্পাহানের বিবি। খুব সুরতি বিবি। নাচনেওয়ালী বিবি। একবার গান শুনলে মস্ত হয়ে যাবে। নাচ দেখলে দিল তড়পাবে। আ—হা—হা—ক্যায়া রোশনাই। ক্যায়া চমক। ঝম্ ঝমাঝম্, টম্ টমাটম্। গুলবাগের গুলাব—। আলাদিনের চিরাগ, যার নজর যাবে—তিরছি নজর মারবে। বদনকা খুন টগবগাবে, শির বনবনাবে। আ যাও মিঞা আ যাও মিঞা। দশ আশরফি—এক গানা, বিশ আশরফি—গানা অওর নাচনা। পঁচিশ আশরফি—হাত পাকড়না। শ' আশরফি—ঘর লেকে আপনা বিবি বনানা। আছে কোন বোগদাদের—মালদার, কোন জমিনদার, সওদাগর, আমীর, ওমরাহ্—ইস্পাহানের সুন্দরীকে নিজের জানানা বানাও।

আবু ॥ ভাই এনায়েৎ।

এনায়েৎ ॥ কি দোস্ত আবু ?

আবু ॥ বিবির নাচ গানের কিমৎ—কত বলল ?

এনায়েৎ ॥ বিশ আশরফি।

আবু॥ বিবিকে আমার ভাল লেগেছে। ওর চাহনিতে আমার নেশা ধরে গেছে।

এনায়েৎ॥ নেশার সঙ্গে একটু ঝমক্-ঝমক্ হলে বহুত মজা আসতো দোস্ত।

আবু॥ না, হবে না।

এনায়েৎ॥ কেন হবে না আবু, তোমার দিলদরিয়া মেজাজ। ওসব নাহলে চলবে কেন?

জালিম॥ কোই নেহি হায়? এই সুন্দরী বিবি বেকার ফিরে যাবে? হায় অন্ধ বোগদাদ, নিরস বোগদাদ, পাথর বোগদাদ, তুমি জমিনের নিচে চলে যাও। এখানে আদমী নেই, বাদশাহী মেজাজ নেই।

আবু॥ এনায়েৎ, কি বলল লোকটা। বাদশাহী মেজাজ নেই?

এনায়েৎ॥ দেখাও তো দোস্ত তোমার বাদশাহী মেজাজটা। চালটা একবার ঝেড়ে দাওতো।

জালিম॥ একবার আওর বোলেগা। যদি কারো দিল চাহেতো জলদি বোলো। বিবি চলে গেলে পিছে পস্তাবে। আপশোষ হোবে। জোয়ানী সরবৎ হোয়ে যাবে। আ—হা—হা—ক্যায়া খুব সুরতি বিবি।

এনায়েৎ॥ আবু, লোকটা আমাদের অপমান করছে, সহ্য করো না দোস্ত। তেজ দেখাও। আশরফি ছাড়।

আবু॥ আশরফি ছাড়লে ঘরের সওদা কি দিয়ে হবে এনায়েৎ।

এনায়েৎ॥ আরে সওদার বন্দোবস্ত আমি করব। এখন আশরফি ছুঁড়ে দিয়ে লোকটার মুখ ভোতা করে দাও। বিবিকে ডাক একটু ফুর্তি করা যাক্।

আবু॥ ডাকবো? তুমি ডাক।

এনায়েৎ॥ আচ্ছা আমি ডাকছি। এই মিঞা, কি নাম তোমার?

জালিম॥ আমার নাম জালিম।

এনায়েৎ ॥ আমার দোস্ত আবু হোসেন বহুত মালদার আদমি। বিবির নাচ দেখতে চায় গান শুনতে চায়।

জালিম ॥ বহুত আচ্ছা পহেলে বিশ আশরফি দাও মিঞা।

এনায়েৎ ॥ দোস্ত বিশটা আশরফি ফেলে দাও তো।

আবু ॥ এনায়েৎ, আমার ঘরের সওদার বন্দোবস্ত তুমি করবে তো?

এনায়েৎ ॥ মার গুলি ঘরের সওদা। আগে দিলের সওদা কর।

আবু ॥ ঠিক বলেছ, দিলের সওদা। এই জালিম মিঞা, ইধার আও। [জালিম এগিয়ে আসে] এই নাও বিশ আশরফি। আমি বাদশা আবু হোসেন, বিবিকে নাচতে বল, গাইতে বল।

জালিম ॥ সেলাম বাদশা হুজুর। সেলাম। [রোশেনার কাছে ছুটে গিয়ে] এই বিবি, বাদশা হুজুরকে গান শোনা, নাচ দেখা। খুশী করতে পারলে বহুত ইনাম দেবে।

[রোশেনা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।]

এনায়েৎ ॥ আও মেরী জান, আমাকেও একটু রং লাগাও।

[রোশেনা তবু নড়ে না]

কই মিঞা, তোমার ইস্পাহানের বিবি যে নড়ে না। আমার সিনায় আসতে বল। কলিজা ঠাণ্ডা করি।

আবু ॥ এনায়েৎ—

এনায়েৎ ॥ দোস্ত—

আবু ॥ আমি আশরফি দিলাম। আর বিবিকে নিয়ে তুমি কলজে ঠাণ্ডা করবে? আমার আশরফি ফিরিয়ে দিতে বল। আমি সওদা করব।

এনায়েৎ ॥ ও জালিম মিঞা বিবিকে জল্‌দি গাইতে বলো আমার দোস্ত আবার আশরফি ফেরৎ চাইছে যে—

জালিম ॥ জলদি গানা শুনা।

[জালিম রোশেনার হাত ধরে জোর টানে। রোশেনা মাটিতে পড়ে যায় এবং গান ধরে।]

গান

মনের কথা বলবো বলে
এলাম কেন জানলে না
সোনা চাঁদির খেলায় জিতে
আমায় কাছে টানলে না॥
আঁখির ভাষা বুঝলে নাকি
হায়রে মেহেরবান
রূপ বিকানোর এই বাজারে
গাইতে এসে গান,
এ দিল আমি তোমায় দিলাম
তা কি তুমি মানলে না॥

[গানের মধ্যে হারুণ-অল-রসিদ সব কিছু লক্ষ্য করে। গান শেষ হয়। জালিম রোশেনার হাত ধরে বেদীতে দাঁড় করিয়ে দেয়। জালিম থলের মধ্যে জিনিস পত্র গোছাতে থাকে। রোশেনা একদৃষ্টে আবু হোসেনের দিকে তাকিয়ে থাকে]

জালিম॥ মিঞা সাহেবরা শোন—আমার—ঘরে ফিরবার বক্ত হয়েছে। এই বিবিকে বেচে চলে যাব। একদম পানির দাম। পঁচাশ আশরফি। কৈ হ্যায়? ইস্পাহানের সুন্দরীকে সাথ নিয়ে যাবে! জলদি বোল—

আবু॥ এনায়েৎ আমাকে পঞ্চাশ আশরফী ধার দাও দোস্ত আমি বিবিকে কিনে নিই।

এনায়েৎ॥ আহা কি কথাই বললে দোস্ত। আশরফি থাকলে আমিই বিবিকে ঘরে নিয়ে যেতাম।

জালিম ॥ বোলো মিঞা বোলো, কেউ কিনবে এই বিবিকে। একদম পানির দাম।

হারুণ ॥ [মশরুকে] ল্যাং মিঞা বিবির চেহারাটা একবার ভাল করে দেখতো।

মশরু ॥ কেন, কিনবেন হুজুর ?

হারুন ॥ দেখে এস না কমবক্ শুধু বক্‌বক।

মশরু ॥ [এগিয়ে গিয়ে দেখে ফিরে এসে] একদম মাখ্যন। গরমি হলেই টুস্-টুস্-টুস্।

হারুন ॥ বা-বা-বা-বা, এই রকম বিবিইতো চাইছিলাম। গরমি হলেই টুস্-টুস্, বদনটা হবে তুলোর মত ফুস্ফুস্। এই মিঞা ইধার আও। আমি এই বিবিকে কিনব।

জালিম ॥ হুজুর মেহেরবান।

হারুন ॥ এই নাও পঞ্চাশ আশরফি।

[জালিম রোশেনার হাত ধরে হারুনের কাছে নিয়ে আসে]

জালিম ॥ যা বিবি সাহেবের ঘর-যা, সুখে থাকবি।

[জালিমের প্রস্থান]

[হারুন হাত দেখিয়ে রোশেনাকে বাইরে যাবার ইংগিত করে। রোশেনা সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে আবু হোসেনের দিকে ফিরে তাকায়]

আবু। যাও বিবি, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। খোদা নির্দয়। তাই তোমাকে জানানা করতে পারলাম না।

[হারুন-অল-রসিদ স্মিত হেসে রোশেনাকে আবার ইংগিত করে। রোশেনারা কিছুটা গিয়ে আবার ফিরে তাকায়।]

হারুন ॥ [ধমক দিয়ে] এই বিবি, আমি তোমাকে কিনেছি। ওদিকে নজর দিচ্ছ কেন ? চলে এস আমার সঙ্গে।

আবু ॥ বেদরদী আদমি—তুই আমার দিল থেকে চিড়িয়া নিয়ে গেলি, খোদা তোকে সাজা দেবে।

হারুণ ॥ বা বা বা বা বা।

[হারুন-অল-রসিদ আবুর দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসে। তারপর রোশেনাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ওদের পেছনে-পেছনে চলে যায় মশরু। প্রস্থান করে মেহের ও মীর্জা]

এনায়েৎ ॥ আমিও এখন ঘরে যাই দোস্ত।

আবু ॥ তুমি আমার সওদার বন্দোবস্ত কর দোস্ত। আশরফি ধার দাও।

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা আশরফি কোথায় পাব দোস্ত।

আবু ॥ তুমি যে বললে সওদার বন্দোবস্ত করবে?

এনায়েৎ ॥ নেশার ঘোরে কি বললাম—সে কথা কেন ধরলে আবু। আচ্ছা, আমি যাই দোস্ত।

আবু ॥ আমাকে পথে বসালে দোস্ত। কিছু দিয়ে যাও।

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা।

আবু ॥ দোস্ত শোন—

এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা [বলতে বলতে প্রস্থান]

আবু ॥ হায় খোদা—এ কেমন দোস্ত। এখন আমি কি করি? ঘরে সওদা না নিয়ে গেলে, মা, ব্যাটা ভুখা থাকতে হবে।

[দূর থেকে আবুর মা জাহুজার গলা শোনা যায়]

জাহুজা ॥ (নেপথ্যে) আবু-- আবু—

আবু ॥ ঐ আম্মা আসছে। এখন কি করি, কি বলি, হায় হায়। লুকিয়ে থাকি।

[চোখ বন্ধ করে লুকিয়ে থাকার ভান করে আবু]

জাহুজা ॥ আবু—আবু [হঠাৎ আবুকে দেখে] এই ব্যাটা তুই এখানে? কি হয়েছে তোর? সওদা করেছিস?

আবু ॥ আম্মা নেই।

জাহুরা ॥ কি নেই ?

আবু ॥ টাকা নেই।

জাহুরা ॥ এঁ্যা কি হলো অত টাকা ? হায় আল্লা, আবার সরাব খেয়েছিস ? হায়-হায় গরীব আদমির বাদশাহী মেজাজ, আমার কাল হলো গো। একে নিয়ে আমি কি করি। রোজ সরাব খাবে, রোজ সরাব খাবে !

আবু ॥ আমার কোন কসুর নেই। দোস্ত এনায়েৎ সব টাকা খরচ করিয়ে দিয়েছে।

জাহুরা ॥ হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার, ঐ দোস্ত তোকে জাহান্নামে পাঠাবে। এবার তোর হাড্ডি আমি গুঁড়ো করবো ?

[জাহুরা আবুকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যায়]

—দৃশ্যান্তর—

২য় দৃশ্য

[সুলতানের প্রাসাদের অন্দর মহলের একটি কক্ষ। বাঁদী শাকিলা পাখির পালকের তৈরী ঝাড়ু হাতে ঘর পরিষ্কার করছে]

শাকিলা ॥ হায় আল্লা খাটতে-খাটতে আমার দিল তবিয়ত্ খারাপ হয়ে গেল। একবার ইধার আও, একবার ওধার যাও। আহা আমি যদি বেগম হতে পারতাম কি মজাই না হতো আমার। বাঁদী আর বান্দাকে বলতাম এ-লাও, ও-লাও—খানা পিনা তুড়ন্ত লাও। যেমনি বাতটি না শুনতো মারতাম পিঠে ছুকোড়া (কপালে ঝাড়ু ছুঁইয়ে) হায় কিসমৎ !

[বান্দা রহমান প্রবেশ করে]

রহমান ॥ হায় কিসমৎ।

শাকিলা ॥ এই বেকুব তুই সুলতানের বান্দা হয়ে বেগমের অন্দর মহলে কেন এসেছিস ?

রহমান ॥ তুই আমার বুলবুলি, তোর হুকুম থাকলে আমি কি কাউকে ডরাই।

শাকিলা ॥ আহা, ঢং দেখে মরে যাই। জলদি পালা। বেগমসাহেবা দেখলে দুজনের গর্দান একসঙ্গে কচাকচ হবে।

রহমান ॥ (কান্নাভাঙ্গা গলায়) তাই হোক। এই জানের কোন দাম নেই। ডাক তোর বেগমসাহেবাকে আজই খতম করে দিক।

শাকিলা ॥ তুই মর আমি কেন মরব?

রহমান ॥ আয় বুলবুলি দুজনেই একসাথে মরি।

শাকিলা ॥ এই, আমার নাম বুলবুলি না, শাকিলা।

রহমান ॥ না, তুই আমার প্রাণের বুলবুলি।

শাকিলা ॥ হায় খোদা, এই বেকুবকে কি করে বোঝাই। ভাগ্ শিগগির, বেগমসাহেবা এলো বলে—

রহমান ॥ আমি কি তোর মত বোকা নাকি। বেগমসাহেবার হুকুম নিয়ে তবে অন্দর মহলে এসেছি।

শাকিলা ॥ কি করে তুই বেগমসাহেবার হুকুম পেলি?

রহমান ॥ (আমতা-আমতা করে) কি করে! আমি বেগমসাহেবাকে বললাম—আম্মাজী আমার বড় সখ শাকিলার সঙ্গে অন্দর মহলে কাম করতে।

শাকিলা ॥ বেগমসাহেবা কি বলল?

রহমান ॥ কি বলল? বলল ঠিক হ্যায়-বান্দা, তুই আর শাকিলা মিলকে-জুলকে অন্দর মহলে কাম করিস।

শাকিলা ॥ হুঁ, তোর মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। তুই ডুবে ডুবে পানি খেতে চাস—

রহমান ॥ কি বুদ্ধিরে তোর শাকিলা। তুই একটু ভরসা দে না—তাহলে ডুবে-ডুবে পানি না খেয়ে ভেসে-ভেসে তোর হাতের পানি খাই।

শাকিলা ॥ কি বললি?

রহমান ॥ আহা রাগ করিস কেন শাকিলা ? তোকে না দেখলে আমার দিল বহুত তড়পায়। একটু মিঠাবাত্ বল শাকিলা—

শাকিলা ॥ মিঠা বাত্ ?

রহমান ॥ (উৎসাহ নিয়ে) হ্যাঁ, মিঠা-মিঠা মহব্বতের বাত্ ।

শাকিলা ॥ (মিষ্টি করে) র-হ-মা-ন ।

রহমান ॥ (একই ভাবে) কিরে বুলবুলি—

শাকিলা ॥ আমার কাছে আয়—

রহমান ॥ (কাছে গিয়ে) বান্দা হাজির—

শাকিলা ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে) বেগমসাহেবা, রহমান আমাকে—

রহমান ॥ তোর গোর ধরি চেঁচাস না, তোর গোর ধরি—

শকিলা ॥ ধর, গোর ধর—

রহমান ॥ (মাথা চুলকে) সাচ্চা-সাচ্চাই ধরতে হবে ।

শাকিলা ॥ আলবাৎ ধরতে হবে না হলে আবার চেঁচাব।

রহমান ॥ কই বাত নেহি । পহলে তোর গোর ধরব, পিছে তোর দোনো হাত ধরব । উসকে বাদ্ তোর—হাঃ হাঃ ।

[শাকিলা গান ধরে]

গান*

শাকিলা ॥ পিরীতির রসের খেজুর গাছে
অসময়ে কিরে উঠতে আছে,
আশার গুড়ে পড়বেরে তোর ছাই
(বেয়াদপ) মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই ।

রহমান ॥ নাই-নাই-নাই তবুও তোরে আমি চাই, যদি তোর তিরছি নজর পাই, রং লাগায়ে খুশ মেজাজে দিলটা নিয়ে যাই ।

* "গান" ছড়ার কায়দায় বললেও চলবে অথবা বাদ দেওয়া যায় ।

শাকিলা ॥ বেয়াদপ, মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই। পেয়ার আমার তালাও ভরা পানী।

রহমান ॥ জানি জানি।

শাকিলা ॥ সেই পানীতে করিস না গুলতানী।

রহমান ॥ বাহারে দিল্ কা রাণী।

শাকিলা ॥ আহা-শোচ সমঝকে—চলনা-ফিরনা তাই—
বেয়াদপ, মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই।

রহমান ॥ পেয়ারের চাট্ নিতে
মিষ্টি যে হয় দিতে
জানিসনা কিছু ওর
বুদ্ধিটা ঢেঁকি তোর
দেমাকে তেঁতুল গোলা
লাগে বড় খাট্টা ॥

শাকিলা ॥ বামন হয়ে যে তুই
চাঁদে দিস হাতটা
মগজের ঘিলু তোর
নড়বড়ে খাট্টা ॥

রহমান ॥ বুলি তোর বড় ঝাল
ঝালে হই বেসামাল।
তবু আমি ভুলিনারে
পীরিতের পাঠটা ॥

শাকিলা ॥ বেশরম বেহায়া
পুরুষ এ জাতটা
পেলে তারা সাদী করে
বছরেই আটটা ॥

রহমান ॥ কি নসীব কিবা করি
মনে হয় আজই মরি।

শাকিলা ॥ দেব কি ফাঁসির দড়ি ?

রহমান ॥ না না না দড়ি নয়—
পরানের দেশে চল
নিয়ে কাঁথা কম্বল,
দুটি প্রাণ এক সাথে
হইরে ভোকাট্টা ॥

[গান জমে উঠেছে। জুবেদা বেগমের গলা শোনা যায় "কোথায় গেল শাকিলা"]

শাকিলা ॥ এই রে বেগমসাহেবা আসছে। জল্‌দী তুই কোন কাম করতে লেগে যা—

রহমান ॥ (ভয়ে) কাম করলেও বাঁচতে পারব না, জল্‌দি তুই আমাকে লুকোবার বন্দোবস্ত করে দে।

শাকিলা ॥ সে কি ? তুই বেগমসাহেবার হুকুম নিয়ে আসিস নি ?

রহমান ॥ না তো—

শাকিলা ॥ ওরে মুখ পোড়া, তুই তাহলে ঝুটা বাত বলেছিস ?

রহমান ॥ (আরো ভয়ে) এঁ্যা—

শাকিলা ॥ আর এঁ্যা—এইবার মরেছি। বেশরম বেহায়া, কেন তুই এখানে মরতে এলি ?

রহমান ॥ সে জবাব দিতে গেলে আমার গলা কাটা যাবে। এখন বল কোথায় লুকোই ?

শাকিলা ॥ আমার মাথায় লুকো। এখানে লুকোবার জায়গা কোথায় যে তোকে লুকোবার বন্দোবস্ত করব। হায়—হায়—

[আবার শোনা যায়—"শাকিলা"]

ঐ যে আবার। দুজনার গলাই একসঙ্গে কাটা যাবে। কি উপায় করি, যা ঐ দিকের কোঠায় গিয়ে লুকো [নেপথ্যের ডাক "শাকিলা"] দৌড়ো—

[রহমান দৌড়ে চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে জুবেদা বেগম]

জুবেদা॥ শাকিলা—

শাকিলা॥ (কুর্নিশ করে) সেলাম বেগমসাহেবা।

জুবেদা॥ তুই কি কালা নাকি? এত ডাকলাম শুনতে পাস্‌নি।

শাকিলা॥ শুনতে পাইনি বেগমসাহেবা।

জুবেদা॥ কানে একটু গরম তেল ঢেলে নিস্‌।

শাকিলা॥ জী!

জুবেদা॥ এখানে তুই কি করছিলিস?

শাকিলা॥ কোঠা সাফ্‌ করছিলাম।

জুবেদা॥ কারো সঙ্গে যেন বাত বলছিলি মনে হলো।

শাকিলা॥ না বেগমসাহেবা এদিকের হারেমেতো কেউ আসেনি।

জুবেদা॥ আমি স্পষ্ট শুনলাম—এক আদমির গলা—

শাকিলা॥ (ভয়ে ঢোঁক গেলে) আদমি। অন্দরমহলে আদমি কেমন করে আসবে বেগমসাহেবা?

জুবেদা॥ তবে কি আমি ভুল শুনলাম।

শাকিলা॥ একদম ভুল। বিলকুল ভুল।

জুবেদা॥ হুঁ। তাহলে আমারও কানের বেমারী হয়েছে। হাকিমের দাওয়াই খেতে হবে, তা ভ্যাখ শাকিলা আমি একটা মতলব করেছি।

শাকিলা॥ কি মতলব করেছেন আম্মাজী?

জুবেদা॥ তোকে আর এখানে রাখবো না, তোকে আমি সাদী দিয়ে দেব।

শাকিলা॥ সাদী—

জুবেদা ॥ হ্যাঁ—ভিন দেশের আদমির সঙ্গে সাদী দিয়ে তোকে ভিন দেশেই পাঠিয়ে দেব।

শাকিলা ॥ (শব্দ করে কাঁদে)—এ্যাঁ—

জুবেদা ॥ কাঁদছিস কেন ?

শাকিলা ॥ সাদী করতে আমার দিল্ চায়না।

জুবেদা ॥ কেন দিল্ চায় না ? সাদী তো আচ্ছা কাম। বিবি হয়ে থাকবি—দিল্ বহুত খুস থাকবে।

শাকিলা ॥ পুরুষ মানুষ আমার বেপসন্দ্।

জুবেদা ॥ বলিস কি শাকিলা ? পুরুষ মানুষ তোর বেপসন্দ্ ?

শাকিলা ॥ জী !

জুবেদা ॥ তুই যে নতুন কথা শোনালি। আচ্ছা মনে থাকবে আমার—

[ভেতরে প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় "চোর—চোর হোঁসিয়ার হো যাও চোর—হারেমে চোর"।]

শাকিলা ॥ তাইতো হারেমে চোর—

[একজন প্রহরী এক হাতে বল্লম ও অন্যহাতে রহমানকে ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে। শাকিলা ভয়ে কাঠ হয়ে যায়।]

প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা। এই আদমি অন্দর কোঠিতে লুকিয়ে ছিল। চুরি করবার মতলব ছিল।

জুবেদা ॥ তাজ্জব কি বাত্। অন্দর মহলে চোর।

রহমান ॥ আল্লার কসম, আমি চোর নই—বেগমসাহেবা।

জুবেদা ॥ তাহলে তুই কে ?

রহমান ॥ আমি বাদশার খোদ বান্দা রহমান।

জুবেদা ॥ এখানে কেন এসেছিস ?

রহমান ॥ দিল্ ঠাণ্ডা করতে।

[শাকিলা জিব কাটে]

জুবেদা॥ (মুচকি হেসে) শাকিলা এই বেয়াদপ বান্দাকে কি শাস্তি দিই বলতো?

শাকিলা॥ ওকে—ওকে—

জুবেদা॥ থাক্ তোকে বলতে হবে না। আমিই বন্দোবস্ত করছি।

শাকিলা॥ (ভয়ে) জী।

প্রহরী॥ বেগমসাহেবা এই চোরকে কাজীর কাছে নিয়ে যাই—

জুবেদা॥ না—আমিই বিচার করব। জল্লাদকে এত্তালা দাও। ধড় থেকে ওর মুণ্ডু আলাদা করে দিক্।

প্রহরী॥ জী-বেগমসাহেবা—

[প্রহরী চলে যায়। শাকিলা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে থাকে। রহমান ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে]

জুবেদা॥ তুই কাঁদছিস কেন?

শাকিলা॥ আমার মরতে ইচ্ছা করছে।

জুবেদা॥ বালাই, তুই মরবি কেন?

শাকিলা॥ জল্লাদকে হুকুম দিন, বান্দার সাথ-সাথ-আমারও গর্দান নিক।

জুবেদা॥ হুঁ, কিন্তু দোষ করেছে একজন, দু'জনের গর্দান তো নেওয়া চলবে না। যে কোন একজনের গর্দান নেওয়া যেতে পারে।

শাকিলা॥ তাহলে আমারই গর্দান নিন।

রহমান॥ ওর নেবেন না, আমার নিন।

শাকিলা॥ আমার কসুর, আমি ওকে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম।

রহমান॥ ও ঝুট্ বলেছে। পহলে আমিই ওর সাথে মোলাকাত করতে এসেছিলাম।

জুবেদা॥ কেন তুই ওর সাথে মোলাকাত করতে এসেছিলি?

রহমান॥ আমি ওকে বহুত্—

শাকিলা না—না—আমিই ওকে বহুত্—

জুবেদা ॥ (হেসে) পসন্দ্ করিস। তুইনা একটু আগে বললি পুরুষ মানুষ তোর বেপসন্দ্।   [প্রহরী প্রবেশ করে]

প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা, জল্লাদ হাজির।

জুবেদা ॥ জল্লাদকে চলে যেতে বল। ও বেকসুর খালাস।

প্রহরী ॥ যো হুকুম বেগমসাহেবা। [প্রস্থান]

শাকিলা ॥ বহুত মেহেরবানী বেগমসাহেবা।

জুবেদা ॥ আমি ইজাজত দিলাম, আজ থেকে এই বান্দা আর-তুই অন্দর মহলেই কাম করবি।

[রহমন কুর্নিশ করে। নেপথ্যে বিউগিল বাজে। নকীবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়ঃ দুনিয়াকা মালিক খোদাকা পয়গম্বর সুলতান হারুন-অল-রসিদ]

শাকিলা ॥ বেগমসাহেবা, সুলতান আসছেন।

জুবেদা ॥ তোরা যা, নজদীক্ থাকবি।

[শাকিলা ও রহমান কুর্নিশ করে চলে যায়। হারুন-অল-রসিদ প্রবেশ করে]

হারুন ॥ বেগম আজ তোমাকে এক সুসংবাদ দেবো।

জুবেদা ॥ কী সুসংবাদ জাঁহাপনা?

হারুন ॥ তোমার মনে এতদিন ক্ষোভ ছিল, তোমার কোন কন্যা নেই। তোমার সেই ক্ষোভ আজ থেকে আর থাকবেনা।

জুবেদা ॥ জাঁহাপনার হেঁয়ালী বুঝতে আমি অক্ষম।

হারুন ॥ ধর, আজ যদি আমি কাউকে কন্যা বলে সম্বোধন করি। তুমি তাকে কীরূপে গ্রহণ করবে।

জুবেদা ॥ তাকে কন্যা রূপেই গ্রহণ করব জাঁহাপনা, জাঁহাপনার কন্যা তো আমারই কন্যা।

হারুন ॥ তবে অপেক্ষা কর বেগম। আমি তোমাকে কন্যার সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিই।

[হারুণ-অল-রসিদ তিনবার হাততালি দেয়। মুহূর্তে রোশেনা প্রবেশ করে]

হারুন ॥ এই নাও বেগম, আমি তোমাকে এই কন্যা উপহার দিলাম।

জুবেদা ॥ এত সুন্দরী মেয়ে তুমি কোথায় পেলে সুলতান? এ যে আসমানের পরী, তোমার এই প্রাসাদ রোশনাই করে দিল।

হারুন ॥ বেটীর নামও কিন্তু রোশেনা। আমি যখন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করছিলাম, সেই সময় বোগদাদ বাজারে এক কারবারী একে বিক্রী করবার কৌশিশ করছিল, আমি তখন একে কিনে আনি।

জুবেদা ॥ আয় বেটি, আমার কাছে আয়—বাত বল। (রোশেনা অবাকভাবে জুবেদার কাছে যায়)

রোশেনা ॥ (চারিদিকে তাকিয়ে) এত আদর—এত স্নেহ—আমি কোথায় এসেছি বুঝতে পারছিনা।

জুবেদা ॥ তুই সুলতানের প্রাসাদে এসেছিস। তোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং সুলতান হারুণ-অল-রসিদ।

[রোশেনা কুর্নিশ করে]

হারুন ॥ বেটী আজ থেকে তুমি এই প্রাসাদেই থাকবে।

রোশেনা ॥ একজন দুঃখিনীর এতো সৌভাগ্য হয় এ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না।

হারুন ॥ তুমি আগে কোথায় ছিলে বেটী স্মরণ করতে পার?

রোশেনা ॥ হ্যাঁ, দস্যুরা আমার আব্বাজান আর আম্মাকে খুন করে আমাকে ইসপাহান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক কারবারীর কাছে বেচে দিয়েছিল।

জুবেদা ॥ তোর আর কোন দুঃখ থাকবে না রোশেনা। খোদার দয়ায় তুই সুলতানের বেটী হয়েছিস। এখন থেকে আমোদ-আহ্লাদ করবি, মনের সুখে থাকবি। তোকে একজন আচ্ছা বাঁদী দিচ্ছি, সে আমার বড় প্রিয়, সেই বাঁদীই তোর দেখাশোনা করবে। এই কে আছিস্ শাকিলাকে এত্তালা দে—

[নেপথ্যে পর-পর কণ্ঠ থেকে শোনা যায়—শাকিলা, শাকিলা, শাকিলা। শাকিলা প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

শাকিলা ॥ বাঁদী হাজির।

জুবেদা ॥ শাকিলা, এ আমার বেটি রোশেনা। বয়সে তোরা দুজনে সমান। সব সময় আমোদ-আহ্লাদ করে থাকবি। ওর হুকুম তামিল করবি। ওকে নিয়ে যা, সেরা মহলে রাখবি। যা বেটী আরাম কর গিয়ে—

[শাকিলা কুর্নিশ করে হেসে রোশেনার হাত ধরে নিয়ে যায়]

হারুন ॥ জুবেদা—

জুবেদা ॥ আজ্ঞা করো সুলতান।

হারুন ॥ বেটি তো পেয়ে গেলে, কিন্তু বেটির মনের কথাও যে তোমাকে স্মরণ রাখতে হবে।

জুবেদা ॥ ওর মনের কথা তুমি জানতে পেরেছ সুলতান?

হারুন ॥ হ্যাঁ, আমি জানতে পেরেছি। বোগদাদ বাজারে একদল লোক অর্থ ব্যয় করে ওর নৃত্যগীত উপভোগ করছিল। নৃত্যগীতের মাঝেই এক আদমীর প্রতি ও আকৃষ্ট হয়। দুজনের মনের কথা ওদের চোখের ভাষায় বলা হয়ে গিয়েছে। ওরা দুজনেই মহব্বতের জালে ধরা পড়েছে।

জুবেদা ॥ এতো খুশীর বাত্।

হারুন ॥ সেই আদমির আমার ওপর খুবই গোঁসা হয়েছে। সে তো জানে না যে আমি রোশেনাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্রীতদাসীর জীবন থেকে মুক্তি দিতে।

জুবেদা ॥ সুলতান মহানুভব। আমার একটা আর্জি আছে সুলতান।

হারুন ॥ আদেশ কর বেগম।

জুবেদা ॥ সুলতান আজই তুমি সেই আদমির খোঁজ কর। ওদের দুজনের মোলাকাত করিয়ে দাও। ওরা যে মহব্বতের আগুনে জ্বলছে।

হারুন ॥ মহব্বতের আদপ এখনও বেগমসাহেবার মালুম আছে।

জুবেদা ॥ সুলতানই যে বেগমকে মহব্বতের সুরা পান করিয়েছেন। এতো ভুলবার নয়।

হারুন ॥ না, না, বেগম তোমার ঐ যাদুভরা চোখই আমাকে সব কিছু শিখিয়েছে। ঠিক আছে বেগম তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। আমি সেই আদমির সঙ্গে রোশেনার মোলাকাত করিয়ে দেব। এই কোন্ বান্দা আছিস?

[রহমান প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

রহমান ॥ বান্দা হাজির।

হারুন ॥ তুই অন্দর মহলে?

রহমান ॥ বেগমসাহেবার ইজজাত্ আছে।

জুবেদা ॥ হ্যাঁ সুলতান, আমিই রহমানকে অনুমতি দিয়েছি অন্দর মহলে প্রবেশ করতে।

হারুন ॥ বেগমসাহেবার অভিপ্রায়?

জুবেদা ॥ সে কথা পরে বলব জঁাহাপনা। যে কাজের জন্য বান্দাকে ডেকেছ তাই বল।

হারুন ॥ উজীরকে এত্তালা দে— [রহমান প্রস্থান করে]

জুবেদা ॥ সুলতান, এই প্রাসাদে যারা কাজ করে তাদেরও মন বলে জিনিস আছে।

হারুন ॥ আছে বৈকি বেগম, তারাও তো ইনসান।

জুবেদা ॥ তাহলে বান্দা রহমানের জন্য আমার কাছে আর কৈফিয়ৎ চেয়ো না—

হারুন ॥ এই অন্দর মহলের মালকিন তুমি। সেখানকার কোন কৈফিয়ৎ চাই-বার স্পর্ধা আমার নেই বেগম।

[উজির ও মশরু প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

উজীর ॥ আদেশ করুন জঁাহাপনা।

হারুন ॥ উজীর। আমার রাজত্বে প্রজাদের মুখে হাসি নেই কেন?

উজীর ॥ আজ্ঞে জঁাহাপনা, প্রজারা তো হাসে।

হারুন ॥ কখন হাসে ?

উজীর ॥ আজ্ঞে যখন হাসির কোন ব্যাপার হয় তখনই তারা হাসে।

মশরু ॥ কিন্তু হাসির ব্যাপারও হয় না প্রজারা হাসেও না।

হারুন ॥ আমি যখন নগর পরিভ্রমণে যাই, তখন তো কারো হাসি দেখতে পাই না। যাকে দেখি তাকেই যেন মনে হয় দুঃখী।

মশরু ॥ জাঁহাপনা বোধহয় সারা দিনরাত ঠকছে তাদেরই দেখছেন। যারা ঠকায় তাদের দেখলে জাঁহাপনার মনে হতো—কিছু লোক হাসে!

উজীর ॥ তাহলে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। সুলতান হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বে হাসবে না এতো স্পর্ধা প্রজাদের!

জুবেদা ॥ প্রজাদের হাসি-খুশি রাখতেই হবে উজির, না হলে সুলতানের হাসিও যে মিলিয়ে যাবে।

উজীর ॥ যে আজ্ঞা বেগমসাহেবা। আমি আজ থেকেই ফরমান জারী করে দিচ্ছি। সবাইকে হাসতে হবে। যে না হাসবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

মশরু ॥ উজীর সাহেবের ফরমান জারী হলেই, যে মৃত্যু যন্ত্রণায় শায়িত তাকেও হাসতে হবে। স্বামীহারা রমণীকেও খিল-খিল করে হাসতে হবে। অভুক্ত আদমীদের অট্টহাসি হাসতে হবে! এই না দেখে তখন স্বয়ং জাঁহাপনাকেও হাউ-হাউ করে কাঁদতে হবে।

হারুন ॥ মশরু ঠিকই বলেছে। ফরমান জারী করে জবরদস্ত হাসি আমি চাই না। আমি চাই স্বতঃস্ফূর্তহাসি। আপনি অনুসন্ধান করুন কাদের পীড়নে প্রজাদের হাসি নেই। সেই সব অসৎ ব্যক্তিদের দরবারে হাজির করবেন।

উজীর ॥ যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।

হারুণ ॥ উজীর সাহেব।

উজীর ॥ আদেশ করুন জাঁহাপনা।

হারুন ॥ আমি এতদিন কোন্ কোন্ স্থানে ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করেছি। নথিতে লেখা আছে ?

উজীর ॥ বেশখ্ জাঁহাপনা (নথি বার করে পড়ে) ফারদৌথী চৌকি, আহম মহল্লা, চৌহাট্টা, গুলজারিয়া বাগ্ ফুলফুলী চাক্—

হারুন ॥ থাক ফিরিস্তি শোনাতে বলিনি। আজ আমি যাব বোগদাদ বাজারের আশেপাশে। একজন বিশ্বস্ত প্রহরী আমার চাই। যে সব সময় আমার থেকে তফাৎ চলবে। কিন্তু প্রয়োজন মত তাকে যেন নজদীক পাই।

উজীর ॥ যে আঁজ্ঞে জাঁহাপনা।

হারুন ॥ আরেকটা কথা—আজ আমার এবং মশরুর ছদ্মবেশ হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আগের সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না।

মশরু ॥ জাঁহাপনা কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদেরই অনুসরণ করছেন।

হারুন ॥ কি রকম ?

মশরু ॥ অসৎ ব্যক্তিরা বহুরূপী হয়। জাঁহাপনাও কিন্তু বারবার ভোল পাল্টে সেই বহুরূপীই হচ্ছেন।

হারুন ॥ কম্বক, অসৎ ব্যক্তিরা অন্তরে হয় বহুরূপী। আমরা বহুরূপী হই পোষাক পরিচ্ছদে!

মশরু ॥ তাহলে হুজুর। আজ আমার একটা রঙবাহারের পোষাক পরতে ইচ্ছে করছে।

হারুন ॥ ঠিক আছে। তোমাকে একটি আস্ত ভাঁড়ের পোষাক দেওয়া হবে। (সবাই হাসে)

[হারুন-অল-রসীদ প্রস্থান করেন সবাই তাকে অনুসরণ করে]

—দৃশ্যান্তর—

তৃতীয় দৃশ্য

[আবুর বাড়ী]

[আবু ও এনায়েতের প্রবেশ]

এনায়েৎ ॥ কি বলব দোস্ত দুঃখের কথা। ভর দিন শোচতে-শোচতে আমার দিল্ তবিয়ত সব খারাপ হয়ে গেল।

আবু ॥ কিসের তোমার এত দুঃখ আমি বুঝতে পারছি না।

এনায়েৎ ॥ আহা-হা তার তকলিফ দেখে আমার চোখে গল-গল করে পানী এসে গিয়েছিল।

আবু ॥ কার কথা তুমি বলছ এনায়েৎ?

এনায়েৎ ॥ আহা-হা, কোথায় তোমার ঘরে বিবি হয়ে এসে সুখে থাকবে, তা নয় কোথায় একটা ছোট বেখানদাসির সঙ্গে চলে গেল।

আবু ॥ তুমি কি বোগদাদ বাজারের সেই লড়কীর কথা বলছ?

এনায়েৎ ॥ আর কার কথা বলব দোস্ত? তার সঙ্গে আমার ভেলকীর মত মোলাকাত হয়ে গেল।

আবু ॥ এ্যাঃ—কি বলছ তুমি? তার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হ'য়েছে?

এনায়েৎ ॥ এই বোগদাদেই সে আছে। সে আদমি তাকে কিনেছিল, তার সঙ্গে কাল বাত্ বলে আমি জানতে পারি, তোমাকেই সে তালাশ করেছে।

আবু ॥ আমাকেই তালাশ করছে? কেন?

এনায়েৎ ॥ আর কেন? সেই লড়কী দিনরাত তোমার কথা বলছে আর কাঁদছে। আ—হা—হা!

আবু ॥ কি দেখলে বলনা দোস্ত।

এনায়েৎ ॥ দাঁড়াও একটু কেঁদে নিই—আহা—হা—

আবু ॥ শান্ত হও দোস্ত। বল কি দেখলে?

এনায়েৎ ॥ দেখলাম, তার গোর দুটো শেকল দিয়ে বাঁধা—যাতে পালিয়ে না

যায়। আমাকে দেখেই সেই লড়কী একেবারে হাউ-হাউ করে কাঁদতে দেখে আমিও ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললাম। একদিকে সে কাঁদছে হাউ-হাউ, আরেক দিকে আমি কাঁদছি ভেউ-ভেউ। কান্না চলছে—চলছে—চলছে—

আবু ॥ সে তো বুঝলাম। কান্না কি আর খতম হলো না দোস্ত?

এনায়েৎ ॥ অবশেষে কান্না খতম হলো, লেকিন ফোঁপানো চলল।

আবু ॥ ফোঁপানোও কি আবার চলছে—চলছে—চলছে—হবে নাকি দোস্ত?

এনায়েৎ ॥ তাতো হবেই। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল—আমার কলিজার আবু। মেরা দিল্‌কা চক্‌মক্‌, মেরা জানকা ধক্‌পক্‌ তুমি কোথায়? আমার কলিজার এই আগুনে কবে এসে তুমি পানী ঢালবে—বাপ।

আবু ॥ এঁ্যা—আমাকে আব্বাজান বলল?

এনায়েৎ ॥ আরে ছো-ছো, ভুল হয়ে গেছে। কি বলব দোস্ত, তোমার কথা বলছে আর ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আরো কি বলল জানো—যতদিন না তোমার সঙ্গে সাদী হচ্ছে ততদিন পানী পর্যন্ত স্পর্শ করবে না।

আবু ॥ তোমার কথা শুনে যে আমারও কান্না পাচ্ছে।

[ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে]

এনায়েৎ ॥ পাবেই তো—পাবেই তো—এ যে জানফাটা কারবার। লেকিন কাঁদলে তো হবে না আবু। এর একটা ফয়সালা করতে হবে।

আবু ॥ (একইভাবে) কি ফয়সালা করবে দোস্ত। সে তো দোসরা আদমির বিবি হয়ে গেছে।

এনায়েৎ ॥ আমি সব বন্দোবস্ত করে এসেছি। সেই আদমি আমাকে বলেছে—এই বিবিকে কিনে তার বহুত লোকসান হয়ে গেছে। ক্রীতদাসীর কাম আর তাকে দিয়ে করাতে পারছে না। তাই সে ঠিক করেছে মাত্র পঁচিশ আশরফি পেলেই বিবিকে সে বেচে দেবে।

আবু॥ সবই খোদার মেহেরবানি। খোদার মেহেরবানিতে সে নজদিকেই আছে।

এনায়েৎ॥ খোদা যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে, তুমিও প্রসন্ন দিলে পঁচিশটা আশরফি নিয়ে এসো।

আবু॥ পঁচিশ আশরফি কোথায় পাব দোস্ত। তোমার সঙ্গে সরাব খেয়ে ফুর্তি করে জমানো অর্থ ফতুর করে দিয়েছি।

এনায়েৎ॥ অত ভাববার কি আছে দোস্ত? পঁচিশ আশরফি না থাকে ঘরের কোনো কিমতদার চীজ নিয়ে এসো। বেচে পঁচিশ আশরফি যোগাড় করে নেব।

আবু॥ কিমতদার চীজ? কিমতদার চীজ…আব্বাজানের একটা আংটি তোরঙ্গের মধ্যে আছে।

এনায়েৎ॥ তবে তো যোগাড় হ'য়েই গেল। যাও নিয়ে এসো।

আবু॥ না এনায়েৎ, হবে না। আম্মা চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে।

এনায়েৎ॥ মারো গুলি চাবির! তোরঙ্গ ভেঙে নিয়ে এসো।

আবু॥ তোরঙ্গ ভাঙ্গলে যে বহুত কসুর হয়ে যাবে।

এনায়েৎ॥ মহব্বতের জন্য কনো কামেই কসুর হয় না। একবার ভাবতো দোস্ত —লড়কী তোমার জন্য কপাল ভাঙ্গছে। আর, তুমি তার জন্য একটা তোরঙ্গ ভাঙ্গতে পারবে না?

আবু॥ জরুর। মহব্বতের জন্য কত আদমি আগুনে ঝাঁপ দেয়। পানিতে ডুবে মরে। আমাকেও কিছু করতে হবে। সচ্চা মহব্বত কাকে বলে দেখিয়ে দেব। মহব্বতের দুনিয়ায় আমার নাম খোদাই করা থাকবে—লেখা থাকবে —আবু হোসেন মহব্বতের জন্য আম্মাজানের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে।

এনায়েৎ॥ বাঃ বাঃ চমৎকার। এই না হলে মরদ্।

আবু॥ তুমি অপেক্ষা কর, আমি ভেতরে গিয়ে তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটিটা নিয়ে আসছি। [আবু বুক ফুলিয়ে প্রস্থান করে]

এনায়েৎ ॥ ওঃ আমার ফিকিরের তুলনা নেই। নিজের বুদ্ধির কথা ভেবে নিজেরই গর্ব হচ্ছে। যাক্, আমার মনোবাসনা পূর্ণ হতে আর বেশী দেরী নেই। এক্ষুনি আংটিটা আমার হাতে এসে পড়বে।

[জাহুজার প্রবেশ]

জাহুজা ॥ ওরে বদমাস এনায়েৎ তুই আবার এসেছিস? তোকে না আমি হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলাম বাড়ীমুখো হবি না। হ্যাঁরে মুখপোড়া, তুই কি আমার বাত শুনবিনা। না কি তোর কপালে ঝাড়ু মেরে আসা বন্ধ করতে হবে?

এনায়েৎ ॥ তুমি ঝুটমুট্ আমার ওপর গোস্‌সা হচ্ছ আবুর মা। আবু আমার প্রাণের দোস্ত। তাকে এক রোজ না দেখে আমি থাকতে পারি না।

জাহুজা ॥ তোর ধাপ্পাতে আমি ভুলছিনা। তুই আমার বেটাকে সরাব পিলাতে পিলাতে জান খতম করে দিবি।

এনায়েৎ ॥ এই দ্যাখো, তোমাকে তো আসল কথাটাই বলা হয় নি। আমি যে কসম খেয়েছি।

জাহুজা ॥ কি কসম খেয়েছিসরে পাজী।

এনায়েৎ ॥ এই দ্যাখো আবার গালমন্দ করছ। আমি কসম খেয়েছি—জিন্দেগী ভর্ সরাব ছোঁবনা। নিজেই যদি সরাব না ছুঁই তাহলে—তাহলে প্রাণের দোস্তকে কখনও সরাব পিলাতে পারি?

জাহুজা ॥ তোর সব বাত ঝুট্।

এনায়েৎ ॥ বিলকুল সাচ্। আচ্ছা—তুমি তো আর জলদি জলদি বেহেস্তে যাচ্ছ না। আমার কসম তুমি পরখ করে নিও।

জাহুজা ॥ সাচ্ বলছিস্ তুই কসম খেয়েছিস্?

এনায়েৎ ॥ সাচ্—সাচ্—সাচ্। এখন থেকে আমি একদম আচ্ছা আদমি হয়ে থাকব। সরাব ইধর তো আমি উধর।

জাহুজা ॥ (নরম সুরে) তাহলে তোর ওপর আমার গোস্‌সা নেই। লেকিন বাত যেন নড়চড় না হয়।

এনায়েৎ ॥ বাত একদম পাককা—সরাব ছোঁবনা।

জাহুজা ॥ তুমি খাড়া থাক। আমি আবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেটাতো আমার খুব আচ্ছা। যা বলি তাই শোনে। আমি তাকে তোর সঙ্গে দোস্তী করতে বারণ করেছিলাম, সেই জন্যেই সে তোর সঙ্গে মোলাকাত করেনা। এখন গিয়ে হুকুম দিচ্ছি, তাহলেই সে এসে তোর সঙ্গে মোলাকাত করবে। বেটা আবু—বেটা আবু—

[জাহুজা ডাকতে ডাকতে প্রস্থান করে]

এনায়েৎ ॥ সরাব ছোঁবনা। হাঃ হাঃ হাঃ। আমার গুষ্টি সরাবের ভেতর পয়দা হলো—আর আমি কসম খেয়ে পয়গম্বর হব। হাঃ হাঃ হাঃ।

[আবুর প্রবেশ]

আবু ॥ এনায়েৎ—

এনায়েৎ ॥ এনেছ দোস্ত ?

আবু ॥ হ্যাঁ—এনেছি।

এনায়েৎ ॥ দাও—আমার হাতে জলদি দাও। আমি আংটি বেচে লড়কীকে তুরন্ত নিয়ে আসি।

আবু ॥ আমিও তোমার সঙ্গে যাব এনায়েৎ।

এনায়েৎ ॥ তুমি ফালতু কেন যাবে ? তুমি ঘরে গোছগাছ করো। আমি সেই লড়কীকে কিনে, মোল্লা মৌলবী সংগে নিয়ে আসব। আজই তুমি তাকে সাদী করে বিবি বানিয়ে ফেলো।

আবু ॥ (আনন্দে) আজই তাকে সাদী করে ফেলবো ?

এনায়েৎ ॥ এসব কামে কি দেরী করতে আছে ? ঝটপট কেল্লা ফতে করতে হয়।

আবু ॥ তাকে দেখবার জন্য আমার দিল্‌ বহুত তড়পাচ্ছে।

এনায়েৎ ॥ আহা—সাদীর আগে এমনই হয় বটে। কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে থাক দোস্ত। আমি গেলাম আর এলাম বলে।

আবু ॥ যাও যাও দোস্ত—দিলে আমার বহুত ফুর্তি। আজ আমার সাদী হবে। সাদী হবে তো?

এনায়েৎ ॥ আলবৎ হবে। আমি চললাম দোস্ত।

[এনায়েতের প্রস্থান]

আবু ॥ আমার সাদী হবে। ভাবতেই শরীরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। খুন একেবারে টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌ করছে। (ভাবতে থাকে) ঐ আমার বিবি আসছে—আসছে—আসছে—এই এসে গেল। মোল্লা এলো। মৌলবীও এসে গেল। কোরান শরীফও পাঠ হলো। সাদীও হয়ে গেল। (আবেগে) একবার সাদী হলে না ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে দেব। আর খুলবো না। বিবি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। হরবকত বিবির পেছনে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করব। [সুর করে নাচে]

[আবুর গান অথবা আবৃত্তি]

আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবেরে
তোমরা বিবি দেখবে কে?
আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবে রে।

[জাহুজা রণমূর্তি নিয়ে প্রবেশ করে। আবু তাকেও সুর করে একই কথা বলে]

জাহুজা ॥ (চেঁচিয়ে) তোর দিমাগ খারাপ হ'য়েছে? (আবু থামে) আমার তোরঙ্গ ভাঙ্গলে কে? তোরঙ্গ থেকে আংটি নিল কে?

আবু ॥ (আদুরে সুরে) আম্মা, আমার তো সাদী হবে, তাই আমি তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটি নিয়েছি।

জাহুজা ॥ কিসের সাদীরে উল্লুক?

আবু ॥ এনায়েৎ এসে বলল—পঁচিশ আশরফি দিলে, সে আমার পসন্দ কর

বিবিকে কিনে এনে দিয়ে যাবে। আম্মা, আমার তো পঁচিশ আশরফি নেই। তাই—

জাহুরা॥ তাই তুই তোরঙ্গ ভেঙে আংটি নিয়ে এনায়েৎকে দিয়েছিস?

আবু॥ হ্যাঁ—।

জাহুরা॥ হারামজাদা বেকুব। তোকে ঠকিয়ে আংটি নিয়ে গেল তুই বুঝতে পারলি না। তখনই আমার মন বলছিল—বদমাস এনায়েৎ কোনো মতলব নিয়ে এসেছে। হায় হায় আমার খসমের শেষ চিহ্নটাও আমার বেকুব বেটা শেষ করে দিল। তুই গোল্লায় যা। তুই মর—(কাঁদে)

আবু॥ আম্মা, ঐ লড়কীকে সাদী করতে আমার দিল্ চায় তো—

জাহুরা॥ আল্লা, আমার সাদা সরল বেটাকে একটু বুদ্ধি দাও। না হলে ওর দোস্তরা ওকে জানে প্রাণে খতম করবে।

আবু॥ জানো আম্মা, যাকে আমি সাদী করব না, সে আমার জন্য কেঁদে কেঁদে খালি ভিরমি খাচ্ছে—খালি ভিরমি খাচ্ছে।

জাহুরা॥ হারামজাদা বুদ্ধু তোকে আমি সাদী করাচ্ছি। চল অন্দর তোর বাপের সাদী আমি করিয়ে ছাড়ব। চল—

[জাহুরা আবুর কান ধরে চারদিকে চক্কর মারে। আবু সুর করে বলে—]

আমার সঙ্গী হবে সাদী হবে সাদী হবে রে
তোমরা বিবি দেখবে কে?
আমার সাদী হবে সাদী হবে সাদী হবেরে॥

[জাহুরা একই অবস্থায় আবুর কান ধরে প্রস্থান করে।]

চতুর্থ দৃশ্য

[বোগদাদ বাজার]

[জালিম, মেহের ও মীর্জার প্রবেশ]

মেহের ॥ ও জালিম মিঞা, আর কতক্ষণ বাজারে ঘোরাঘুরি করবে? বাজার ভেঙ্গে গেছে। আমরা এখন তল্পীতল্পা গোটাবো।

জালিম ॥ সেই মালদার আদমির জন্ত ইন্তেজার করছি। সে আমাকে ওয়াদা করেছে, রোজ আমার কাছ থেকে একজন করে বিবি খরিদ করবে। আমি তার জন্ত সাতজন বিবি জমা করেছি।

মীর্জা ॥ আরে মিঞা, সে এখন ইস্পাহানের বিবি নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। কাকে কি ওয়াদা করেছে, তার কি তা মনে আছে?

মেহের ॥ সেই সাতবিবিকে কোথায় রেখে এসেছ জালিম মিঞা? সুন্দরীদের একটু দেখতে পাব না?

জালিম ॥ তাদের এক নম্বর সরাই খানায় রেখেছি। বোগদাদের বিবি নয় সাহেব। ভিন দেশের বড়ঘরের বিবি। খানা পিনা দিয়ে আচ্ছা তবিয়তে রেখেছি। তাদের সুরত দেখতে ভী আশরফি খরচ করতে হয়।

মেহের ॥ আহা, আহা শুনেই আমার খুন টগবগ করছে। আর পেলেতো বেহুঁস হয়ে যাব। বদনসীব, আমরাতো পাব না। তবু একটু চোখের দেখা—

মীর্জা ॥ ঠিক বলেছ মেহের আলি। আমার বিবিটাকে আর আচ্ছা লাগছে না। দুসরা বিবি পেলে, এই বিবিটাকে তালাক দিতাম। মিঞা, তোমার কাছে পাঁচ আশরফি দামের বিবি আছে? থাকে তো দাওনা—নিকা করে ফেলি।

জালিম ॥ জরুর আছে, লেকিন—

মীর্জা ॥ লেকিন কি?

জালিম ॥ এক চোখ কানা;—কম নজর দেখে।

মীর্জা ॥ এঁ্যা—কানা!

জালিম ॥ কান ভী কালা। বাত শুনতে পায় না।

মীর্জা ॥ কানেও শোনে না?

জালিম ॥ অওর—

মীর্জা ॥ আবার কি?

জালিম ॥ একটা পা খোঁড়া। লাফ মারকে মারকে চলে।

[জালিম নিজেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেলাম জানিয়ে চলে যায়]

মীর্জা ॥ কানা খোঁড়া নিয়ে লাভ নেই—কি বলো?

মেহের ॥ জরুর। নিতে হলে খুবসুরত চাই। আমিও তো সেই মওকায় আছি।

[এনায়েৎ প্রবেশ করে]

মেহের ॥ ও এনায়েৎ সাহেব, এখন সওদা করতে এলে নাকি?

এনায়েৎ ॥ না মিঞা, আবুর সঙ্গে দোস্তি খতম হয়ে, আমার সওদাও খতম। দোসরা মালদার আদমি পাকড়াবার তালে আছি। পেলেই তার সঙ্গে দোস্তি করব। তার পয়সায় সরাব খাব, মজা লুটব। তাকে দেউলিয়া করে দোস্তি খতম করব। ফির আরেকটা মালদার আদমি পাকড়াবো।

মেহের ॥ এনায়েৎ সাহেবের বাহাদুরী আছে। যাকে পাকড়াও করে, তাকে একেবারে ছোবড়া করে দেয়।

এনায়েৎ ॥ এই বাহাদুরী আমার বংশের ঘরওয়ানা। আমার বাপ ছিল আরো শায়েনশা আদমি—এক রোজের দোস্তিতে সে, আমিরকে ফকির বানিয়ে ছাড়তো।

মীর্জা ॥ এনায়েৎ সাহেব, এক কাম করতে পার? মকবুল সাহেবের অনেক আশরফি আছে। ওর সঙ্গে দোস্তি কর না, আমরা বেঁচে যাই।

এনায়েৎ ॥ ঠিক বাত মকবুল, এতক্ষণ আদমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মসজিদে

গিয়ে পাকড়াতে হবে। সরাবওয়ালা, কাল তুমি একটা বড় হাঁড়ি ভর্তি সরাব নিয়ে এসো। মকবুলের আশরফিতেই কাল তোমার সরাব খাব।

মীর্জা॥ হাজার দফে সেলাম। এই কাম যদি করতে পার সাহেব, তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

এনায়েৎ॥ ঘাবড়াও মত। ঐ মকবুলকে ফতুর করতেই আমি চললাম।

[এনায়েতের প্রস্থান]

মীর্জা॥ এইবার ঠিক আদমি লাগিয়েছি। চল ভাই আজ আর খদ্দেরপাতি আসবে না। আমি চললাম।

[মীর্জা যেতে উদ্যত হয়। মকবুল প্রবেশ করে]

মকবুল॥ কোথায় চললিরে পাজী বদমাস ?

মীর্জা॥ সেলাম মকবুল সাহেব !

মকবুল॥ আর সেলাম দিতে হবে না। সেদিনের বাকী দুই আশরফি তুরন্ত দিয়ে দে।

মীর্জা॥ দেখুন মকবুল সাহেব। বেচা কেনা একদম নেই। কাল আপনার পাওনা একেবারে মিটিয়ে দেব।

মকবুল॥ কোনো বাত শুনব না। দুই আশরফি জলদি বার কর।

[নেপথ্যে শোনা যায়—চোর, ডাকু, গুণ্ডা, বদমাস হুঁশিয়ার হো যাও—]

মীর্জা॥ এই সর্বনাশ হয়েছে। কোটাল ব্যাটা আসছে। জলদি পালান মকবুল সাহেব। না হলে এক্ষুনি বখরা দিতে হবে।

মকবুল॥ ওরে বাবা, তাহলে আমি পালাই। মনে থাকে যেন, কোটাল চলে গেলেই কিন্তু পাওনা দিতে হবে হ্যাঁ।

[প্রস্থান]

১ম॥ ব্যাটা একটা কসাই।

মেহের॥ ঠিক বলেছ।

সেপাই ॥ (নেপথ্যে) চোর ডাকু গুণ্ডা বদমাস হুঁশিয়ার হো যাও—

[কোটাল প্রবেশ করে]

কোটাল ॥ (চড়া গলায়) কোতল করে ফেলব!

সেপাই ॥ জী! কোতল করে ফেলব।

কোটাল ॥ যে চুরি করবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

কোটাল ॥ ডাকাতি করবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

কোটাল ॥ সুদে আশরফি খাটাবে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

[লম্বা লম্বা পা ফেলে কোটাল পায়চারি করে। সেপাই অনুসরণ করে। হঠাৎ থেমে কোটাল হাঁক দেয়]

কোটাল ॥ সেপাই—

সেপাই ॥ হুঁজুর—

কোটাল ॥ ব্যাপার কি বলত? বাজারে ঢুকলাম অথচ ট্যাঁকে কিছু আসছে না কেন?

সেপাই ॥ এক্ষুনি ব্যবস্থা করছি হুঁজুর। (মেহেরকে) এই ফলওয়ালা, চল্ তোকে হাজতে নিয়ে যাই।

মেহের ॥ কেন—কেন সেপাই সাহেব? আমি কি করলাম?

সেপাই ॥ কি করলি আবার জিজ্ঞেস করছিস? কোটাল সাহেবের নজরানা এখনো—

মেহের ॥ ও এই কথা! তা এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। এই নাও এক আশরফি।

কোটাল ॥ সেপাই, বলে দে এক আশরফিতে আমার চলবে না। কমসে কম পাঁচ আশরফি আমার চাই।

মেহের ॥ মরে যাব। মরে যাব কোটাল সাহেব।

কোটাল ॥ তাহলে এক ঝুড়ি ফল আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবি। আমার বিবি খাবে। না দিলে—

সেপাই ॥ কোতল করব।

মেহের জরুর পাঠিয়ে দেব হুঁজুর। কোটাল সাহেবের বিবি বলে কথা।

[সেলাম করে প্রস্থান করে]

কোটাল ॥ (মীর্জাকে) গর্দান নেব।

সেপাই ॥ কচুকাটা করব।

মীর্জা ॥ কেন হুঁজুর ?

কোটাল ॥ দেখি তোর সরাব কি রকম ?

সেপাই ॥ দেখি কিরকম ?

[মীর্জা দু'জনকে দু'পাত্র সরাব দেয়]

কোটাল ॥ (এক চুমুক খেয়ে) গন্ধ !

সেপাই ॥ এঁ্যা গন্ধ ? [খেয়ে] হুঁ গন্ধ ! সরাবের গন্ধ।

কোটাল ॥ তোর জরিমানা হলো। তোর সরাবে সরাবের গন্ধ। পাঁচ আশরফি !

মীর্জা ॥ জরিমানা দিতে পারব না হুঁজুর।

কোটাল ॥ তাহলে আরো দু'পাত্র খাওয়াতে হবে।

মীর্জা ॥ জরুর খাওয়াব। (সেপাইকে দিতে যায়) আপনিও খান সেপাই সাহেব।

কোটাল ॥ উঁহু (নিজেকে দেখিয়ে) এদিকে। (দু'পাত্র খেয়ে নেয়) না— গন্ধ নেই।

সেপাই ॥ দেখি—দেখি—(সেপাই এক পাত্র খায়) না গন্ধ নেই। সরাবের গন্ধ নেই।

কোটাল ॥ সরাবে সরাবের গন্ধ নেই ! জরুর ভেজাল দিয়েছিস।

সেপাই ॥ হ্যাঁ ভেজাল দিয়েছিস।

কোটাল ॥ তোর দশ আশরফি জরিমানা হলো।

মীর্জা ॥ হায় খোদা, সরাব খাওয়ালাম তবু জরিমানা দিতে হবে।

কোটাল ॥ জরুর দিতে হবে।

মীর্জা ॥ গরীব আদমি হুঁজুর। মকবুল সাহেবের কাছ থেকে সুদে আশর' ধার নিয়ে কারবার করি।

কোটাল ॥ সেই মকবুলকেও কোতল করব। কোথায় মকবুল? কোথায় মকবুল? মকবুল নেই। (হাসি)

সেপাই ॥ মকবুল নেই নেই—নেই—নেই।

কোটাল ॥ আচ্ছা সরাবওয়ালা তুমি অমন মুখ ভার করে আছ কেন? তোমার মনে কিসের দুঃখু?

সেপাই ॥ হ্যাঁ বল কিসের দুঃখু? কোটাল সাহেব তোমার সব দুঃখু সারিয়ে দেবে। সেদিন একজনের খুব দুঃখু হয়েছিল। কোটাল সাহেব কত বোঝালে,—দুঃখু কোরনা—দুঃখু কোর না। তবু লোকটা দুঃখু করল। তখন কোটাল সাহেব তার গলাটা কুচ করে কেটে দিল। ব্যস অমনি সব দুঃখু সেরে গেল।

কোটাল ॥ হ্যাঁ বাবা। আমি ওরকম করেই দুঃখু সারাই।

মির্জা ॥ না হুজুর, আমার কোনো দুঃখু নেই। আমার মনে খুব ফুর্তি।

কোটাল ॥ এই তো চাই। বুঝলে সরাবওয়ালা, আমার মনেও খুব ফুর্তি। সেপাই, তোমার? [তরোয়াল বার করে]

সেপাই ॥ আমার মনেও খুব ফুর্তি।

কোটাল ॥ তাহলে একটা গান গাও।

[মীর্জার প্রস্থান]

[কোটাল অথবা সেপাই গান করে, দরকার হলে গান বাদ দেওয়া অথবা ছড়ার আকারে আবৃত্তি করলেও চলবে।]

গান

মৌরসি পাট্টার তালে তালে ভাই।
পিটে যাও জীবনের ডঙ্কা।
দুঃখের কলজেটা ভেজে খাও।
ফুর্তির তেলে দিয়ে লঙ্কা।
ফকিরির বেশে চলে সুদখোর
ঝুটাবাত্ নয় এযে যাচ্চা
আশরফি তায়ে বসে দেখ ভাই
মাসে মাসে দেয় শুধু বাচ্চা।
(তাই) যত পার দুই হাতে লুটে নাও
দুনিয়ার সেরা চীজ টঙ্কা॥

[কোটাল ও সেপাই গাইতে গাইতে চলে যায়]

[আবুর প্রবেশ]

আবু॥ সন্ধ্যো হয়ে গেল—বাজারে একজনও আদমি নেই। তবে কি আমার নসীব খারাপ। কোনো মেহমানকে ঘরে নিয়ে খানা খাওয়াতে পারব না। ঐ তো মনে হচ্ছে দু'জন আসছে।

[হারুন ও মশরু ছদ্মবেশে প্রবেশ করে]

মশরু॥ হুঁজুর বাজারতো ভেঙ্গে গেছে। আর এখানে চক্কর মেরে কি হবে?

হারুন॥ হুঁ, তাইতো দেখতে পাচ্ছি। চলো অন্য দিকে পরিভ্রমণ করি।

আবু॥ সাহেবদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কোনো তকলিফে পড়েছেন কিনা।

হারুন॥ কে মিঞা, তুমি একলা দাঁড়িয়ে আছ?

আবু॥ আমার নাম আবু হোসেন। এই বোগদাদ শহরে আমার বাস। আমি আমি একজন মুসাফিরের তালাস করছি।

হারুন॥ এতো অদ্ভুত কথা শুনছি। মুসাফিরের কেউ তালাস করে?

মশরু॥ শুধু অদ্ভুত নয় হুঁজুর। কিম্ভূত কিমাকার।

হারুন ॥ ঠিক বলেছ কিম্ভূত কিমাকার।

আবু ॥ সাহেবদের কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে। আপনারা কি কোনো দিন এই বাজার থেকে কোনো বিবিকে খরিদ করেছিলেন?

হারুন ॥ এ মিঞা বলে কি? আমি ভিন দেশের সওদাগর। এ আমার নোকর। গিড্ডু মিঞা। আমরা বহুত দূর দেশ থেকে আসছি। যাব বহুত দূর। সেই বসরা। আজ রাতটা বোগদাদেই কাটাব। আমাদের জোর ভুক লেগেছে। তাই সরাইখানা তালাস করছি।

আবু ॥ তাহলে আমারই আদমী পহচানতে ভুল হয়েছে। তা আমি থাকতে আপনাদের ভাবনা কি সাহেব? আমি তো আপনার মতই একজন মুসাফিরের তালাস করছি। মেহেরবানি করে আমার বাড়ী চলুন। খানা পিনা করে রাতটা আরামে ঘুমোবেন। তারপর বেহানে খুস দিল্ নিয়ে বসরা রওনা হবেন।

হারুন ॥ বহুত বহুত সুক্রিয়া। তোমার দাওয়াতে খুব খুশী হ'লাম। আজ থেকে তোমার সঙ্গে দোস্তি করলাম।

আবু ॥ না সাহেব—দোস্তির কারবার আর করবনা।

হারুন ॥ সে হয়না মিঞা, দোস্তি তোমাকে করতেই হবে। তুমি এত উপকার করলে আমার। তোমার সঙ্গে দোস্তি না করলে কি করে চলে।

আবু ॥ তবে যাও মিঞা তুমি সরাইখানায়।

হারুন ॥ কেন—কেন? দোস্তি করতে তোমার এত ডর কেন মিঞা?

আবু ॥ দোস্তরা সব বেইমান হয়। তাই ঠিক করেছি, এক এক রাত এক এক মুসাফিরকে দাওয়াত দেব। লেকিন দোস্তি করব না।

হারুন ॥ ঠিক আছে মিঞা তোমার যা ইচ্ছে তাই হোক। আমি মেহমান হয়েই তোমার ঘরে রাত কাটাব।

আবু ॥ তাহলে আসুন মুসাফির আমার সঙ্গে—খানা তৈয়ার।

[আবু হারুন ও মশরুকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করে]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

পঞ্চম দৃশ্য

[প্রাসাদ। জুবেদা ও শাকিলার প্রবেশ]

জুবেদা ॥ না—না শাকিলা, রোশেনার মুখে হাসি ফোটাতেই হবে। সুলতানের প্রাসাদে তার বেটি মুখ ভার করে থাকলে কিছুতেই চলবে না।

শাকিলা ॥ আপনি ভাববেন না বেগম সাহেবা। আমি আজ রোশেনা বিবিকে হাসাবার আচ্ছা ফিকির করেছি।

জুবেদা ॥ তাইতো বলি। তোর কাছে কেউ না হেসে থাকতে পারে না। তবে রোশেনার মুখে হাসি আনতে তোর এত দেরী হচ্ছে কেন? তাকে যদি আজ সত্যি হাসাতে পারিস, তোকে বহুত ইনাম দেব।

শাকিলা ॥ জরুর সে হাসবে। একটু পরে এসে দেখবেন—রোশেনা বিবি হাসতে হাসতে ইধারসে উধার গড়িয়ে পড়ছে। আবার উধারসে ইধার গড়িয়ে পড়ছে।

জুবেদা ॥ বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। আমি তাহলে যাচ্ছি—রোশেনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। [জুবেদার প্রস্থান]

শাকিলা ॥ হায় খোদা, কি ফ্যাসাদেই পড়লাম। বিবি হাসবে না, তবু তাকে জোর করে হাসাতেই হবে। অমাবস্যার আসমানে চাঁদ উঠবে না, তবু চাঁদ ওঠাতেই হবে। বেগম সাহেবার আদেশ, এখন ঠ্যালা সামলাও—। রহমানটা এখনও হাসির দাওয়াই নিয়ে আসছেনা কেন? কখন গেছে, হাজির হবার নামটি নেই। কি করি—

[রহমান প্রবেশ করে]

রহমান ॥ প্রাণের বুলবুলি—

শাকিলা ॥ বেকুব, আমি এদিকে ছটফট করছি—তবু তোর পাত্তা নেই। হেকিম সাহেবের কাছ থেকে হাসির দাওয়াই এনেছিস?

রহমান ॥ আলবৎ এনেছি। এই ছাখ দশ বড়ি এনেছি। হেকিম সাহেব

বলেছে—একটা যে খাবে—হেসে গড়িয়ে পড়বে। দুটো যে খাবে আসমানে সে উড়বে। আর তিনটে যে খাবে জমীনের নীচে সে চলে যাবে।

শাকিলা॥ তুই আমাকে বাঁচালি রহমান। বেগম সাহেবাকে আমি ওয়াদা করেছি—রোশেনা বিবিকে আজ যে করেই হোক হাসাবই। শুনে বেগম সাহেবা আমাকে কি বলেছে জানিস?

রহমান॥ কি বলেছেরে বুলবুলি?

শাকিলা॥ আমাকে বহুত ইনাম দেবে।

রহমান॥ ওহোঃ তুই তো আজ কামাল করবিরে বুলবুলি।

শাকিলা॥ ইনাম মিললে না—তোকেও বখরা দেব।

রহমান॥ বখরা চাইনা বুলবুলি। তোকে মিললেই আমি খুশ দিলে থাকব।

শাকিলা॥ দে দে, হাসির বড়ি আমার হাতে দে।

রহমান॥ (দিয়ে) এই নে—

শাকিলা॥ এখন জলদি পালা—রোশেনা বিবি এখুনি আসবে।

রহমান॥ একটু আমার কাছে আসবিনা বুলবুলি?

শাকিলা॥ মরণ! (কাছে গিয়ে) এই এসেছি—

রহমান॥ (হাত ধরে) কি নরম নরম তোর হাত।

শাকিলা॥ আহা ক্যায়া মিঠা তেরা বাত্।

রহমান॥ তবে চল্ চল্ মেরা সাথ্।

শাকিলা॥ (গুঁতো মেরে) বেশরম্—আভি হাট্।

রহমান॥ (কপালে হাত দিয়ে] হায় হায় সব কুছ বরবাদ।

[রহমান কপালে হাত রেখে প্রস্থান করে]

[রোশেনা প্রবেশ করে]

শাকিলা॥ এই যে বিবি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

রোশেনা॥ গুলবাগে শাকিলা ছিলাম।

শাকিলা ॥ তুমি যে হারেমের সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছ।

রোশেনা ॥ কেন?

শাকিলা ॥ সবাই বলেছে—রোশেনা বিবি হাসে না কেন?

রোশেনা ॥ সত্যিরে শাকিলা—এত সুখেও আমার হাসি আসে না। সব সময় কোশিশ করি আমোদ করতে ফুর্তি করতে। কিন্তু কিছুতেই পারি না।

শাকিলা ॥ ঘাবড়াও মত বিবি। হেকিম সাহেবের কাছ থেকে বড়িয়া দাওয়াই এনেছি। খেলেই সব কুছ গড়বড় ঠিক হয়ে যাবে। এই নাও বিবি, একটা বড়ি খাও।

রোশেনা ॥ বড়ি কেন খেতে বলছিস? আমার তো বেমারী হয়নি।

শাকিলা ॥ ওহো—তুমি বুঝতে পারছ না। এ তোমার জবরদস্ত বেমারী। দাওয়াই না খেলে কিছুতেই সারবে না।

রোশেনা ॥ আচ্ছা দে খাই। আমার জন্য প্রাসাদে সবাই মুখ কালো করে থাকবে—এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

[রোশেনা বড়ি খায়]

শাকিলা ॥ আর কুছ ভাবনা নেই বিবি। এখুনি দিল্ তবিয়ত সব কুছ ঠিক হয়ে যাবে।

রোশেনা ॥ শাকিলা, আমার শিরে কিরকম চক্কর মারছে—

শাকিলা ॥ ব্যস ব্যস, দাওয়াইয়ের কাম শুরু হয়েছে।

রোশেনা ॥ আমার নাচতে ইচ্ছে করছে শাকিলা—

শাকিলা ॥ নাচতে ইচ্ছে করছে? বাঃ বাঃ!

রোশেনা ॥ গানও করতে ইচ্ছে করছে।

শাকিলা ॥ আরে বাঃ বাঃ!

রোশেনা ॥ তোকেও এই দাওয়াই খেতে হবে।

শাকিলা ॥ আমি তো হাসি খুশী আছি। আমার দিল্ তবিয়ত ঠিক আছে। আমি কেন দাওয়াই খাব?

রোশেনা ॥ বেয়াদপ বাঁদী, আমার আদেশ না শুনলে এখুনি জল্লাদ ডেকে তোর শির কেটে ফেলব।

শাকিলা ॥ দোহাই বিবি আমাকে মেরো না।

রোশেনা ॥ তবে খা দুটো বড়ি।

শাকিলা ॥ হায় আল্লা, দুটো বড়ি খেতে হবে! আচ্ছা বিবি, আমি দুটো বড়িই খাচ্ছি।

[শাকিলা দুটো বড়ি খেয়ে বড়ির ঠোঙা রোশেনার হাতে দেয়। রোশেনা হাসতে শুরু করে]

রোশেনা ॥ এখন মজা পাবি। বহুত মজা।

[শাকিলা দু'হাত তুলে পাখির ডানা নাড়ার মত নাড়তে থাকে]

শাকিলা ॥ বিবি, আমি যে আসমানে উঠে যাচ্ছি। কি হবে বিবি! বান্দা রহমান যে নীচে থেকে গেল।

রোশেনা ॥ এইবার ঠিক হয়েছে। এত কাছাকাছি থেকে কি মহব্বত জমে? যা—আসমানে।

শাকিলা ॥ বান্দা রহমানকে বলে দিও বিবি ও যেন দোসরা বাঁদীর দিকে নজর না দেয়।

রোশেনা ॥ (আরো হেসে) তুইও আসমানে গিয়ে অন্য কোনো বান্দার দিকে নজর দিস না।

শাকিলা ॥ কি হবে বিবি, আসমান জমীন যে বহুত ফারাক্। কি করে আমি তোমার কাছে যাব বিবি?

[রোশেনা ও শাকিলা গান ধরে]

গান

[গান বাদ দিলেও চলবে]

রোশেনা ॥ তুই আসমানেরই ছবি
একি খেলিস লুকোচুরি।

কোন যাদুতে হুলিয়ে তুই
বিনি সুতোর ঘুড়ি।

শাকিলা ॥ আমার জান বাঁচে না মরি।
এখন ফিকির কিবা করি ;
আমায় গুণ করেছে তোরই
ঐ হেকিমেরই বড়ি ॥

[জুবেদা প্রবেশ করে]

জুবেদা ॥ কি হলোরে এখানে ? এত গান নাচ সোরগোল কিসের ? শাকিলা তুই পাখীর মত হাত নাড়ছিস কেন ?

শাকিলা ॥ আমি আসমানে উড়ছি বেগমসাহেবা।

রোশেনা ॥ আম্মাজি, আজ আমরা খুব ফুর্তিতে আছি।

জুবেদা ॥ বহুত আচ্ছা বেটি। আমি তো এই চাই।

রোশেনা ॥ আম্মাজী, তুমিও আমাদের সঙ্গে আনন্দ করো, ফুর্তি করো—

জুবেদা ॥ জরুর করব বেটি। বল্ আমাকে কি করতে হবে ?

রোশেনা ॥ হেকিমের তিনটে বড়ি খেয়ে নাও। খেলেই দিলে মজা আসবে।

জুবেদা ॥ তুই যাতে খুশী হোস্, সেই কাম আমি জরুর করব। দে আমাকে তিনটে বড়ি।

রোশেনা ॥ এই নাও আম্মাজী।

[রোশেনা বড়ি দেয়। জুবেদা খায়]

জুবেদা ॥ এবার খুশী হয়েছিসতো বেটি ?

রোশেনা ॥ জী আম্মাজী। একটু পরে আমার চাইতে তুমিই বেশী খুশী হবে।

জুবেদা ॥ বেটি আমি জমীনের নীচে চলে যাচ্ছি কেন ?

রোশেনা ॥ (হাসতে হাসতে) এইবার ধরেছে।

জুবেদা ॥ (হাত দুটো শূন্যে তুলে) আমাকে ধর বেটি আমি পড়ে যাব। ইস্‌ কত বড় সুড়ঙ্গ। ওপর থেকে দড়ি ফেল বেটি, আমি বেয়ে বেয়ে উঠি।

শাকিলা ॥ আমি যে নামতে চাই বেগম সাহেবা।

জুবেদা ॥ আমি যে উঠতে চাই শাকিলা।

[রোশেনা গান ধরে]

গান

[বাদ দিলেও চলবে]

দ্যাখো দ্যাখো এই দুনিয়া,
কেমন মজাদার।
এক পলকে বেগম নীচে
বাঁদী উপর তার ॥
উঠতে গেলে নামতে হবে,
নিয়ম দুনিয়ার।
ওঠা নামার খেলায় দেখ,
বেগম মানে হার ॥

[গাইতে-গাইতে রোশেনা দু'জনের হাত ধরে নিয়ে চলে যায়]

দৃশ্যান্তর

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আবু হোসেনের বাড়ী]

[আবু এবং ছদ্মবেশী হারুন ও মশরুর প্রবেশ।]

আবু ॥ আইয়ে, বৈঠিয়ে আমার গরীবখানায়। আম্মাখানা দাও। নিন সাহেব শুরু করুন—

হারুন ॥ হাঃ হাঃ ক্যায়া বড়িয়া খানা। কভি নহি খায়া এইস্থা বৈগুনকা ভরতা। সুরায়া কাবাব যেন মুখেই লেগে থাকছে।

আবু ॥ মুরগীর ছালামটা কেমন খেলেন সাহেব।

হারুন ॥ মুরগীর ছালামটাতো সবসে উমদা। আমি সব খানা খেতেই পারিনি।

মশরু ॥ হুজুর। আমি কিন্তু আরো খেতে পারতাম।

হারুন ॥ বেকুব অতো খেয়ো না। কৈ রোজ দম বন্ধ হয়ে পেট ফেটে মরে যাবে।

হারুন ॥ আচ্ছা আবু ভাই তুমি আমাদের এত উপকার করলে বিনিময়ে তোমার যদি কিছু উপকার করতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হতো। আচ্ছা ভাই তোমার কি মনের কোন সাধ নেই ?

আবু ॥ সাধ যা আছে, তা হবার নয় মুসাফির।

হারুন ॥ কি এমন সাধ যে হবার নয় ভাই।

আবু ॥ যদি একদিনের জন্য বাদশাহীটা পাইতো সব পাজী বদমাস আদমিকে খুব সাজা দিই।

হারুন ॥ কোন্ কোন্ আদমি বদমাস আমাকে বলবে ভাই। আমার—জানতে ইচ্ছে করে।

আবু ॥ পয়লা নম্বর আমার সঙ্গে যার আগে দোস্তী ছিল, সেই এনায়েৎ।

হারুন ॥ কেন কি করেছে সে ?

আবু ॥ আমার ধনদৌলত লুটে-পুটে খেয়েছে। ঘরের বহুত দামী দামী জিনিস ঠকিয়ে নিয়েছে।

হারুন ॥ তবে তো তোমার দোস্তের জরুর সাজা পাওয়া উচিত। আচ্ছা দোসরা নম্বর বদমাস কে বলতো ?

আবু ॥ ঐ সুদখোর মকবুল।

হারুন ॥ সে আবার কি বদমাইসি করলো ?

আবু ॥ আমার আম্মা তার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছিল। বন্ধকীর টাকা ফেরৎ দিয়ে আম্মা যখন জিনিস ফেরত চাইল, তখন মকবুল জিনিস না দিয়ে বহুত. গালমন্দ করলো। আর বলল বন্ধকীর সুদের টাকা জমা হয়ে মাল বেদখল হয়ে গেছে। আর মাল ফেরত পাবি না।

হারুন ॥ তেসরা নম্বর কে বদমাস আবু মিঞা ?

[নেপথ্যে শোনা যায় চোর-ডাকু-গুণ্ডা-বদমাস হোঁসিয়ার হো যাও।]

আবু ॥ এইরে কোটাল আসছে।

হারুন ॥ তাতে ডরের কি আছে ?

আবু ॥ এখুনি এসে হরেকরকম বাহানা করবে।

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে।]

কোটাল ॥ গর্দান নেবো।

সেপাই ॥ শূলে চড়াবো।

কোটাল ॥ কি বললি ?

সেপাই ॥ শূলে চড়াবো।

কোটাল ॥ বুদ্ধু সেপাই, গর্দ্দান নেবার পর মরা আদমীকে শূলে চড়ালে তার কি দরদ মালুম হবে ?

সেপাই ॥ তাহলে আগে শূলে চড়িয়ে তারপর গর্দান নেব।

কোটাল ॥ (আবুকে) হ্যাঁ, আগে শূলে চড়িয়ে তারপর গর্দান নেব।

আবু ॥ কেন কোটাল সাহেব ?

কোটাল ॥ জানিস না খালিফা হারুন অল রসিদের রাজত্বে কারো রাত জাগবার হুকুম নেই।

আবু ॥ এমন হুকুমতো জানিনা। কবে থেকে হলো?

কোটাল ॥ সেপাই বলে দে কবে থেকে।

সেপাই ॥ তাইতো কবে থেকে বলি? আজ থেকেই বলে দিই হুজুর।

কোটাল ॥ তাই বলে দে।

সেপাই ॥ এই, আজ থেকেই খালিফার হুকুম জারী হয়েছে কেউ রাত জাগতে পারবে না।

মশরু ॥ হুজুর, আমার হাসি পাচ্ছে।

হারুন ॥ চোপরও বেকুব।

কোটাল ॥ সেপাই, লোকটা হাসছে কেন?

সেপাই ॥ জরিমানা করে দিন হুজুর।

কোটাল ॥ এই তোর জরিমানা হলো এক আশরফি। দু'জনের তিন আশরফি জলদি জমা কর।

সেপাই ॥ কোটাল সাহেব তিন আশরফি দুই ভাগ করতে অসুবিধা হবে, আরো এক আশরফি ঐ লোকটাকে জরিমানা করে দিন। চার আশরফি হলে ভাগে দুই আশরফি থাকবে।

কোটাল ॥ আচ্ছা ওকেও এক আশরফি জরিমানা করলাম। এবার সবার জরিমানা দিয়ে ফেলো।

হারুন ॥ ঘাবড়াও মত আবু। আমি সবার জরিমানাই দিয়ে দিচ্ছি। এই নিন কোটালসাহেব।

[কোটাল ও সেপাইকে আশরফি দেয়]

কোটাল ॥ সেপাই, হুঁসিয়ারী দে—আমি যাব।

[সেপাই হুঁসিয়ারী দেয়—"চোর-ডাকু-গুণ্ডা বদমাস হোঁসিয়ার হো যাও!" উভয়ে প্রস্থান করে।]

আবু॥ আপনি জানতে চাইছিলেন না সওদাগর সাহেব, তিসরা নম্বর বদমাস কে?

হারুন॥ আর বলতে হবে না। কোটাল আর সেপাই তিসরা আর চৌঠা নম্বর বদমাস। আচ্ছা আবু তুমি যদি সত্যি-সত্যি একদিনের বাদশাহী পাও তাহলে খুশী হও?

আবু॥ খুব খুশী হই। তাহলে এই বদমাসগুলোকে আচ্ছা শিক্ষা দিই। (হারুন হাসে) আপনি হাসছেন কেন সাহেব?

হারুন॥ বলা যায় না কার নসীবে কি আছে?

[জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ মেহমানদের আরো খানা দেব?

হারুন॥ আর কিছু চাই না, তবে যদি ঠাণ্ডা সরবৎ থাকে তো তিনজনের জন্য তিন পাত্র দিতে পারেন। খেয়ে দিল্ ঠাণ্ডা করি।

জাহুজা॥ জরুর দিতে পারব। আবু বেটা আমার সঙ্গে অন্দরে আয়। তিন আদমির সরবৎ আমি একা আনতে পারবো না।

[আবু ও জাহুজার প্রস্থান]

হারুন॥ শোন মশরু মিঞা। আমি গোপনে আবুর সরবতের সঙ্গে একটা দাওয়াই মিশিয়ে দেব। সেই সরবৎ খেলেই আবু ঘুমিয়ে পড়বে। তারপর তুমি, আর বাইরে যে নোকর অপেক্ষা করছে, দু'জন মিলে আবুকে তুলে নিয়ে সোজা আমার প্রাসাদে চলে যাবে। দেখো তুমি যেন বোকার মত সব কিছু ভণ্ডুল করে দিও না।

মশরু॥ না, না, হুজুর, পেট ভর্তি থাকলে আমার মাথা ঠিক থাকে।

হারুন॥ চুপ, আসছে। যা বললাম, সেইমত কাজ করবে।

মশরু॥ যো হুকুম জাঁহাপনা।

[জাহুজা ও আবু তিন পাত্র সরবৎ হাতে প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ গুলাবী রস মিশিয়ে বহুত্ আচ্ছা সরবৎ তৈয়ার করে নিয়ে এলাম। খেয়ে নিন মুসাফির।

হারুন ॥ আর আপনাদের তকলিফ দেব না। আপনি অন্দরে যান। আমরা সরবৎ পান করেই শুয়ে পড়ব।

জাহুরা ॥ আজ রাতের মত তাহলে সেলাম মুসাফির।

হারুন ॥ সেলাম।

[জাহুরার প্রস্থান]

আবু ॥ এবার তাহলে শুরু করুন।

[তিনজন চুমুক দেয়]

হারুন ॥ এ সরবৎ তো আমি খেতে পারব না।

আবু ॥ কেন, কেন, কী কসুর হলো সাহেব ?

হারুন ॥ আমার অভ্যেস সরবতের সঙ্গে একটা মরিচ খাই। তুমি যদি মেহেরবানী করে অন্দর থেকে একটা মরিচ আমার জন্য এনে দাও—

আবু ॥ এ আর এমন কি তকলিফের কাম। আমি এখুনি নিয়ে আসছি।

[আবু প্রস্থান করে]

[হারুন এক পুরিয়া ওষুধ আবুর সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।]

হারুন ॥ যাক্, কাম হাসিল।

মশরু ॥ জাঁহাপনার মতলব কিছু বুঝতে পারলাম না।

হারুন ॥ মতলব পরে বুঝতে পারবে।

[আবু একটা লালরঙের মরিচ নিয়ে প্রবেশ করে।]

আবু ॥ এই নিন সাহেব মরিচ। আপনার অভ্যেসমতই সরবৎ খান।

[হারুন এক চুমুক সরবৎ খেয়ে মরিচ মুখে দেয়।]

এবার তুমিও খাও আবু। অনেক রাত হলো।

আবু ॥ হ্যাঁ, খাই। (আবু সরবৎ খায়) স্বাদ যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে।

হারুন ॥ বহুত্ আচ্ছা স্বাদ (হারুন পান করে)।

আবু ॥ সাহেব, আমার ঘুম পাচ্ছে।

হারুন ॥ শুয়ে পড়ো—শুয়ে পড়ো—

আবু ॥ মনে কিছু করো না—আমি তাহলে শুয়েই পড়লাম।

[আবু শুয়ে পড়ে]

হারুন ॥ আর জাগবে না। এইবার নিতে হবে।

[হাততালি দেয়। প্রহরী প্রবেশ করে]

প্রহরী ॥ আদেশ করুন জাঁহাপনা—

হারুন ॥ একে নিয়ে চলো—

[আবুকে নিয়ে সবাই প্রস্থান করে]

দৃশ্যান্তর

সপ্তম দৃশ্য

॥ পথ ॥

[নেপথ্যে কোলাহল শোনা যায়—ডাকু—ডাকু—ডাকু, চোর—চোর চোর—। মেহের পরক্ষণেই 'চোর, চোর' বলে প্রবেশ করে।]

মেহের ॥ কোথায় গেল চোরটা? আঁধারে ছায়ামূর্তি দেখলাম আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে এল। একবার খুঁজে পাই না, আজ দোজাগে পাঠাব। একি হারামীর পয়সা যে চুরি করলে গতরে লাগবে না। রীতিমত মেহনত করে রোজগার। ভাগল কোথায়? এদিকেই তো দৌড়ে এলো। আমিও পেছন পেছন কুঁদে এলাম। জরুর কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। (চড়াগলায়) এই চোর কোথায় লুকিয়ে আছিস্ জলদি নিকলে আয়। আজ তোর এক রোজ কি আমার এক রোজ। আয় বলছি। সাড়া দিচ্ছে না কেন? শুনতে পাচ্ছে না নাকি? (আরো চেঁচিয়ে) এই চোর, শুনতে পাচ্ছিস না আমি ডাকছি। সাড়া দিচ্ছিস না,

এর ফল পরে টের পাবি। তবু সাড়া দিচ্ছিস না? এই চোর, গভীর রাত হয়ে গেছে ইয়ার্কী ভাল লাগছে না বলে দিচ্ছি। আমার ঘুম পাচ্ছে। তোর জন্য আমি খাড়া থাকতে পারব না। (হঠাৎ চেঁচিয়ে) কিরে, বাত কানে ঘুসছে না? মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিল্লাগী হচ্ছে? আমার ঘরে বিবি নেই? মাঝরাতে তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলব? জ্যান্ত চোরটাকে নাকের সামনে রেখে ঘুমোই কি করে। (হাইতুলে, নরম স্বরে) এই চোর আয় না ভাই। আয় মালিক, মিঠাই খাওয়াবো। কেন ঝুট্‌মুট্ দেরী করছিস। আচ্ছা যা, তোকে এক আশরফি বকশিশ দেব। নাঃ, কিছুতেই বাগে আসছে না। অস্তরে ঘা দিতে হবে, তবে যদি বেরোয়। (হাত তুলে) আল্লার দোহাই, হজরতের দোহাই, বাদশা হারুন-অল-রসিদের দোহাই—আপেলের দোহাই, বেদানার দোহাই, আঙ্গুরফলের দোহাই—(দাঁতে দাঁত রেখে) তোর চোদ্দ গুষ্টির দোহাই—বেরিয়ে আয় হারামী—

[নেপথ্যে শোনা যায়—"চোর চোর!" বোরখা পরা একজন ছুটতে ছুটতে এসে মেহেরের পাশে দাঁড়ায়। মেহের খুশী হয়]

মেহের ॥ পেয়েছি, পেয়েছি। (ভাল করে দেখে) ইয়ে আল্লা—এতো একজন জানানা। জানানা চোর। তা হোক জানানা চোরের চোরটা কেটে দিলাম, জানানাটা নিয়ে নিলাম। চলো বিবি আমার ঘরে চলো। তুমি চুরি করতে এসে আমার দিল্ চুরি করে নিলে। বহুত আচ্ছা হলো। পুরানো বিবিটাকে আর ভাল লাগে না। তোমাকে পেলে আমি মাদী হাতীটাকে তালাক দিয়ে দেব। আহা কি খুসবু বেরোচ্ছে শরীর থেকে। বোরখা খুলে ফেললে একেবারে ম-ম-ম করবে।

[মীর্জা লাঠি হাতে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে]

মীর্জা ॥ কোথায় গেল চোরটা? (দেখে) এইতো! (ভাল করে দেখে) জানানা!

মেহের ॥ (গম্ভীর ভাবে) হাঁ—জানানা!

মীর্জা ॥ (দাঁত বার করে) চলো-চলো কিছু বলব না। স্ত্রীলোক চুরি করতে এসেছে জানতে পারলে আমি কখনও তাড়া করি? আহ্লাদ করে ঘরে ডেকে নিই না? বোরখা দেখেই আচ্ছা লাগছে, বোরখার অন্দরে জরুর তুমি সুন্দরী। রূপসী চোর। আহা—হা—চলো—চলো—

মেহের ॥ 'চলো চলো' মতলব? আমার বিবিকে তুমি 'চলো চলো' বলছ কোন আক্কেলে?

মীর্জা ॥ তোমার বিবি কি করে হলো? আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল। আমি তাড়া করলাম—আর তোমার বিবি হয়ে গেল?

মেহের ॥ ঝুট্ মত্ বোলো—পহলে আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল। এ আমার বিবি।

মেহের ॥ কভী নহী হোগা—এ বিবি আমার।

মীর্জা ॥ এ বিবি আমার।

মেহের ॥ বরতমীজ, বেইমান!

মীর্জা ॥ কম্বক, উল্লুকা পাঠা।

মেহের ॥ বিল্লিকা গাধ্বা!

মীর্জা ॥ (শ্লোগানের সুরে) লড়কে লেঙ্গে এই বিবি, লড়কে লেঙ্গে এই বিবি—

মেহের ॥ (শ্লোগানের সুরে) জানসে কবুল এই বিবি,—
জানসে কবুল এই বিবি—

মীর্জা ॥ (ছন্দে) আ—আ—আ

মেহের ॥ (একই ছন্দে) আরে যা—যা—যা—

[যন্ত্র সঙ্গীত বেজে ওঠে। উভয়ে তালে-তালে। লাঠি দিয়ে যুদ্ধ শুরু করে। যুদ্ধ করতে-করতে বিবিকে নিয়ে টানাটানি চলতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর বিবি সুযোগমত পা টিপে টিপে যেতে থাকে। উভয়ে খেয়াল করে বিবি নেই। যুদ্ধ থেমে যায়]

মেহের ॥ কোথায় গেল।

মীর্জা ॥ ভেসে গেল?

মেহের ॥ (তাকিয়ে) ঐ তো যাচ্ছে।

মীর্জা ॥ পাকড়ো—

[উভয়ে "পাকড়ো—পাকড়ো" বলে ছুটে চলে যায়]।

দৃশ্যান্তর

অষ্টম দৃশ্য

[হারুন-অল-রসিদের প্রাসাদের একটি কক্ষ।

হারুন ও জুবেদা কথা বলছে।]

হারুন ॥ বেগমসাহেবা আজ আমি এক তামাসা করব। যাকে এনে এই বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওর ঘুম ভাঙ্গার পর ওকে আমি এক রোজের বাদশাহী দিতে চাই।

জুবেদা ॥ সুলতানের কথার অর্থ আমি বুঝতে অক্ষম।

হারুন ॥ কাল আমি যখন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে যাই ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মেহমান হয়ে আমি খানাপিনা করি। সেই সময় এই লোকটি মনের সাধ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে এক রোজের বাদশাহী পেলে সে সুখী হয়। তাই আমি স্থির করেছি এক রোজের জন্য ওকে বাদশাহী ছেড়ে দেব।

জুবেদা ॥ একি অদ্ভুত তামাশা জাঁহাপনা!

হারুন ॥ বিচলিত হয়োনা বেগম, এতে দুই উদ্দেশ্যই সফল হবে। এই ব্যক্তির মনের সাধ পূরণ হবে আর আমার বেটি রোশেনা তার মনের আদমিকেও কাছে পাবে।

জুবেদা ॥ তবে কি এই আদমি....

হারুন ॥ হ্যাঁ বেগম। এর নাম আবু হোসেন। তুমি রোশেনার কাছে কিছু প্রকাশ কোরো না। ওরা প্রথম দর্শনেই অবাক হয়ে যাক। বেটিকে আদেশ করবে সে যেন আবুকে বাদশার মতই আপ্যায়ন করে। অন্দরমহলে নতুন বাদশার পরিচর্যার ভার তার হাতেই ছেড়ে দিও। তাতে ওরা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে। ওদের চঞ্চল দিল্‌ও ঠাণ্ডা হবে।

জুবেদা ॥ জাঁহাপনার তারিফ না করে পারছি না। হাজার কাজের মধ্যেও জাঁহাপনার রসিক মন এখনও নিরলস।

হারুন ॥ সে তো তোমার জন্যই জুবেদা। তোমার উৎসাহ, তোমার সাহারা না পেলে এতবড় রাজত্বের সমস্যা নিয়ে সব সময় আমাকে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কাটাতে হতো।

জুবেদা ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাক প্রিয়তম। তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। আমি এখুনি গিয়ে সব ব্যবস্থা করছি।

[জুবেদা চলে যায়]

হারুন ॥ এই কে আছিস্?

[রহমান প্রবেশ করে কুর্নিশ করে]

রহমান ॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

হারুন ॥ বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের পাঠিয়ে দে। [রহমান চলে যায়। একটু পরেই প্রবেশ করে উজির মশরু]

হারুন ॥ শুনুন উজির সাহেব। আমার আদেশ—আবু হোসেনের ঘুম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে একেই যেন সুলতান বলে ভেবে নেবেন এবং আমার দৈনিক কার্যসূচী অনুযায়ী একেও চালিত করবেন। শুধু তাই নয়, আমার

আদেশ যেমন সবার শিরোধার্য, তেমনি আবু হোসেনের প্রতিটি আদেশ সুলতানের আদেশ মনে করে যাতে অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার ব্যবস্থা করবেন।

উজির॥ যো হুকুম জঁাহাপনা।

হারুন॥ প্রতিদিন যেমনি করে বৈতালিক গান গেয়ে আমার ঘুম ভাঙ্গায় আজ বৈতালিকের পরিবর্তে আমার বেটি রোশেনা গান গেয়ে আবু হোসেনের ঘুম ভাঙ্গাবে।

উজির॥ যো হুকুম জঁাহাপনা।

হারুন॥ রহমান তুই বেগমসাহেবাকে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়ে, রোশেনাকে সঙ্গে নিয়ে এই কক্ষে আসতে বল। [রহমানের প্রস্থান] আমার ঘুম ভাঙ্গার পর মশরু যেমন করে আমার গাত্রোত্থান করায়, তেমনি করেই আবুকে ডাকবে।

মশরু॥ আপনার আদেশ মতই কাজ করব জঁাহাপনা।

হারুন॥ উজির সাহেব।

হারুন॥ আবু হোসেনকে দরবারের বিশেষ পোষাক পরিয়ে দরবার কক্ষে নিয়ে যাবেন।

উজির॥ যো হুকুম জঁাহাপনা।

হারুন॥ আরেকটা কথা উজির সাহেব, আজ দরবারে বিচারের বিশেষ ব্যবস্থা করবেন। আবুর বিচার করবার পদ্ধতি আমি অন্তরাল থেকে দেখব। অপরাধীদের নামের তালিকা নাজির সাহেবের কাছে আছে। আবু তাদের বিচার করতে চাইবে। যথা সময়ে তাদের হাজির রাখবেন।

উজির॥ তাই হবে জঁাহাপনা।

[জুবেদা, রোশেনাকে নিয়ে প্রবেশ করে]

হারুন॥ (সবাইকে) আপনারা সবাই বাইরে যান। আবুর ঘুম ভাঙ্গানো হলে

আপনারা আমার নির্দেশমত কাজ করবেন। (সবাই চলে যায়) বেগম, আমি অন্তরালে যাচ্ছি। সেখান থেকেই সব কিছু লক্ষ্য করব।

জুবেদা ॥ যাও সুলতান, সব কিছু সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। [হারুন চলে যায়]

রোশেনা ॥ আমি বুঝতে পারছি না আম্মাজি এ অদ্ভুত খেয়াল কেন সুলতানের হলো।

জুবেদা ॥ তাঁর খেয়ালের পেছনে সব সময় সৎ উদ্দেশ্য থাকে বেটি। আর কোনো প্রশ্ন করিস না আমি যাই, তুই গান সুরু কর। [জুবেদার প্রস্থান]

[রোশোনা আবুকে কুর্নিশ করে গান ধরে।*]

পূব আসমান সুরজের ছবি আঁকে
গুলবাগ জাগে ভোরের পাখির ডাকে ॥
হাজার বাতির নেই রোশনাই
আগরবাতিরা পুড়ে হলো ছাই,
ওঠো সুলতান, এ সময়ে বলো আর কি ঘুমায়ে থাকে ॥

[গান শেষ হলে রোশেনা একপাশে গিয়ে দাঁড়ায়।
মশরু প্রবেশ করে]

আবু ॥ আহা স্বপ্নের গান কি মধুর। এমন সুর এমন গানের কথা স্বপ্নেই সম্ভব। স্বপ্নটা যদি সত্য হতো আর সত্যিটা যদি স্বপ্ন হতো তাহলেই কেল্লা মেরে দিয়েছিলাম।

মশরু ॥ জাঁহাপনা উঠুন। উপাসনার সময় হয়েছে। জাঁহাপনা উঠুন।

আবু ॥ স্বপ্নেতো সব কিছু আচ্ছাই দেখছি। কিন্তু জাঁহাপনা কে? তাকে তো দেখতে পারছি না।

মশরু ॥ জাঁহাপনা আর বিলম্ব করবেন না।—দরবারের ওয়াক্ত হয়ে এলো। সভায় একটু পরেই আমীর-ওমরাহ সব এসে উপস্থিত হবে।

[*প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে]

আবু ॥ আমীর-ওমরাহো। স্বপ্ন যেন মনে হচ্ছে বেপাকে চলে যাচ্ছে।

মশরু ॥ জাঁহাপনা উঠুন! (আবু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে। নিজের গায়ে বাদশার পোষাক দেখে) হায় হায়, আমাকে কি দৈত্য তুলে নিয়ে এল নাকি? এই সুন্দর স্বপ্ন, সুন্দর ঘরবাড়ী! এটা কি পরীর দেশ? এই তো সামনে দাঁড়িয়ে একজন পরী। হায় আল্লা এইবার গেছি। (মশরুকে) দোহাই বাবা আমার গর্দান নিও না। আমি তোমাদের আচ্ছা ভেট দেব।

মশরু ॥ জাঁহাপনা আজ একি রসিকতা করছেন?

আবু ॥ রসিকতা কে করল বাবা? সাফ কথা বলোতো—কখন দৈত্য পাঠিয়ে আমাকে তুলে নিয়ে এলে? আর কেমন করে এমন মজাদার স্বপ্ন দেখালে?

মশরু ॥ জাঁহাপনার কি বান্দার প্রতি কোন আজ্ঞা করতে ইচ্ছা হয়?

আবু ॥ তোমাদের দেশে কি জাঁহাপনা বলে সম্বোধন করে তারপর জবাই করে?

মশরু ॥ জাঁহাপনা!

আবু ॥ বুঝতে পেরেছি, তাহলে গলা কাটবেই?

মশরু ॥ জাঁহাপনা, যদি আমাকে কৌতুক করা অভিপ্রায় হয়—

আবু ॥ জনাব, এই হতভাগ্যকে কাবার করা যদি আপনার অভিপ্রায় হয়, তাহলে মেহেরবানী করে একবার আমার আম্মার সঙ্গে দেখা করিয়ে আনুন।

মশরু ॥ জাঁহাপনা, পরিহাস পরিত্যাগ করুন। ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে।

আবু ॥ না—এ জবরদস্ত স্বপ্নই বটে। ঘোর এখনও কাটেনি। (রোশেনাকে) ও বাবা পরী, একবার এদিকে এসোতো। [রোশেনা এগিয়ে যায়]

রোশেনা ॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

[দু'জনে তাকাতেই চমকে যায়]

আবু ॥ এ কি পরীর মুখখানা যে বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। স্বপ্ন আর বাস্তব মিলে জটঘট হয়ে গেল। তুমি কে ঠিক করে বলতো।

রোশেনা ॥ আমি আপনার বেতনভোগী গায়িকা। আপনি আমাকে প্রতিদিন এই সময় দেখেন। আমিও রোজ এই সময় গান গেয়ে আপনার ঘুম ভাঙ্গাই।

আবু॥ না, তাহলে তো মিলছে না। আচ্ছা বাবা পরী, ঠিক করে বলোতো আমি কে।

রোশেনা॥ আপনি দুনিয়ার মালিক। সর্ব্বগুণের অধিকারী। অগতির গতি। দয়াবান খালিফা। আপনার কৃপাতেই আমরা বেঁচে আছি।

আবু॥ ও বাবা। এ যে আরেক কাঠি ওপরে। আচ্ছা, আমার হাতে একটা কামড় দাও তো—দেখি এ লটঘট স্বপ্নটা সত্যি কিনা? [রোশেনা আবুর হাতে কামড় দেয়]

আবু॥ ও হো হো—ছাড় ছাড়, বুঝতে পেরেছি খুবই দাঁতালো স্বপ্ন।

[উজিরের প্রবেশ]

উজির॥ জাঁহাপনা দরবারে সবাই অপেক্ষা করছে।

আবু॥ তুমি আবার কোন মূর্তি বাবা? এতক্ষণ তো অনেক বাতই শুনলাম। তুমি আবার দরবারের কথা বলে নতুন কথা শোনাতে এলে। তা হয়েছে এবার তোমার পরিচয়টা দাওতো।

উজির॥ আমি আপনার বেতনভোগী উজির।

আবু॥ তা বাবা উজির, আমি বেশ বুঝতে পারছি আজ আমার গলা কাটবে। কিন্তু বাবা, আমার কাটা মুণ্ডুটা নিয়ে তোমাদের কি উপকার হবে?

উজির॥ অধীনের সঙ্গে আজ এ কিরূপ ঠাট্টা করছেন বাদশা।

আবু॥ ঠাট্টা! ঠ্যালায় পড়ে আব্বাজানের নাম ভুলে যাচ্ছি, আর আমি করব ঠাট্টা!

উজির॥ প্রস্তুত হয়ে নিন জাঁহাপনা, আর বিলম্ব করবেন না।

আবু॥ কেন, জল্লাদ হাজির বুঝি?

[মশরু প্রবেশ করে। তার হাতে আবুকে পরাবার জন্য লম্বা কুর্তা]

মশরু॥ জাঁহাপনা, দরবারের পোষাক এনেছি।

আবু॥ উজির তো বুঝলাম গলা কাটবে। তা তুমি কি আমার পেট কাটবে?

তা গরীব বেচারাকে মারবার জন্য এত কসরৎ কেন ? এখান থেকেই গলা আর পেট এগিয়ে দিচ্ছি, কাম হাসিল করে চলে যাও।

[শাকিলা একটা থালার ওপর সুলতানের মুকুট নিয়ে প্রবেশ করে সঙ্গীত বাজতে থাকে। শাকিলা থালাটা নিয়ে নাচতে আরম্ভ করে]

আবু ॥ বাঃ বাঃ বাঃ স্বপ্নটা বেশ জমে উঠেছে। নাচ, গান, উজির বান্দা—হাঃ—হাঃ—আমিও একটু নাচি। [লাফ দিয়ে নেমে সঙ্গীতের তালে নাচতে থাকে]

উজির ॥ জাঁহাপনা, এটা জলসাঘর নয়। শান্ত হোন, শান্ত হোন।

[আবু নাচ থামায়]

মশরু ॥ জাঁহাপনা, আপনাকে দরবারের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছি।

আবু ॥ মরতেই যখন হবে, বেশ জাঁকজমক করে মরাই ভাল, পরাও—

[মশরু পোষাক পরায়। আবু পোষাক পরে নানা ভঙ্গী করতে থাকে]

উজির ॥ জাঁহাপনা, এবার মাথায় মুকুট পরতে হবে।

আবু ॥ আবার জিজ্ঞেস করছ কেন, ওটকে দাও।

[উজির মাথা থেকে মুকুট নিয়ে আবুর মাথায় পরায়]

আবু ॥ এবার আমার বাদশাহী মেজাজটা আসছে। (লম্বা লম্বা পা ফেলে এদিক ওদিক হাঁটতে থাকে) স্বপ্নটা সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক বাদশাহী চালটা একবার মেরে নিই ! এই কৈ হায় ? [রহমান প্রবেশ ক'রে কুর্নিশ করে]

রহমান ॥ বান্দা হাজির।

আবু ॥ আমি দরবারে যাব, আমার হাতের ফুল কোথায়—ফুল ?

উজির ॥ ফুল ?

মশরু ॥ ফুল ?

শাকিলা ॥ ফুল ?

রহমান॥ ফুল ?

[রহমান দ্রুত প্রস্থান করে একটা লাল গোলাপ নিয়ে এসে আবুর সামনে ধরে]

আবু॥ ব্যাটা জোয়ান মর্দ্দ। তোর হাতের ফুল সুলতান নেবে ? (রোশেনাকে দেখিয়ে) ঐ সুন্দরী পরী আমাকে ফুল দেবে। ওগো সুন্দরী পরী ফুলটা তোমার কোমল হাতে দাও [রোশেনা রহমানের হাত থেকে ফুল নিয়ে স্মিতহাস্যে আবুর সামনে উঁচু করে ধরে। আবু তন্ময় হয়ে ফুল ধরতে গিয়ে রোশেনার হাত ধরে তাকিয়ে থাকে]

রোশেনা॥ [লজ্জিত হয়ে, মৃদু হেসে] জাঁহাপনা যেটা ধরেছেন, সেটা ফুল নয়, আমার হাত।

আবু॥ [চমক ভাঙ্গে] ও হাত ! (হাত ছেড়ে ফুল নিয়ে) যদি দরবার থেকে জ্যান্ত বেঁচে আসি, তখন তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। উজির সাহেব, আমি প্রস্তুত। দরবারে নিয়ে চলুন।

[নেপথ্য সংগীতের সঙ্গে সুলতানী প্রথায় সকলের প্রস্থান]

—দৃশ্যান্তর—

নবম দৃশ্য

[মসজিদের কাছে একটি নিজন স্থান। মকবুল প্রবেশ করে]

মকবুল॥ পাজী বদমাসরা কেউ সিধা মাফিক সুদ দিতেই চায় না। খালি ঘোরায়, খালি ঘোরায়। দেখি আজ ভরদিনে কত সুদ আদায় করলাম। (থলে বার করে আশরফি গোনে) এক, দো, তিন, চার, পাঁচ, ছে, সাত, আট, নও, দশ। (চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে) আঃ দশ আশরফি। (থলের মধ্যে আশরফি ঢুকিয়ে থলে বুকে চেপে ধরে) আমার বুকের ধন। কটা আশরফি নিয়েই বা সুদের কারবার শুরু করেছিলাম। বাড়তে বাড়তে অনেক হয়েছে।

আরও হবে। মূলধন খালি আণ্ডা দেবে, খালি আণ্ডা দেবে! আশরফিতে আমার বাড়ী-ঘর বোঝাই হয়ে যাবে। আশরফির পাহাড় হয়ে ঘরের চালে ঠেকে যাবে। (খিল খিল করে হেসে ওঠে) চাল ফুটো করে তখন আরও আশরফি তার ওপর ঢালব। শেষকালে আশরফির পাহাড আসমানে গিয়ে ঠেকবে। (আবার খিল খিল করে হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়) কেউ চাইলে এক আশরফিও দেব না। কেন দেব? আমি দিমাগ খাটিয়ে, বন্ধকী মাল তামাদী করে, ভড়কী দিয়ে সঞ্চয় করেছি। না—কাউকে দেব না। কাউকে না—

[এনায়েৎ চুপি চুপি প্রবেশ করে চাপা গলায় ডাকে]

এনায়েৎ॥ মকবুল সাহেব, মকবুল সাহেব—

ইমাম॥ (চমকে) কে! (থলে লুকোয়) ও এনায়েৎ!

এনায়েৎ॥ দেখে এলাম।

মকবুল॥ কি দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ গুপ্তধন।

মকবুল॥ গুপ্তধন!

এনায়েৎ॥ জী মকবুল সাহেব। প্রচুর গুপ্তধন। সোনা আর চাঁদির হাজার হাজার বাট। তার চারদিকে ছড়ানো আছে হীরা, জহরৎ, মণি মুক্তো।

মকবুল॥ এঁ্যা—বলো কি? কোথায় দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ (চারদিকে তাকিয়ে) কেউ শুনতে পাচ্ছেনা তো?

মকবুল॥ না—না, কেউ শুনতে পাচ্ছেনা। তুমি বলো কোথায় দেখে এলে?

এনায়েৎ॥ সব বলছি মকবুল সাহেব। লেকিন ওয়াদা করুন। যা পাবেন, আমাকে তার কিছু দেবেন।

মকবুল॥ জরুর দেব।

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব যে গুপ্তধন আমি দেখে এসেছি, আপনার নামেই তা জমা করা আছে। একমাত্র আপনি ছাড়া তা কেউ নিতে পারবে না।

মকবুল ॥ (খুশী হয়ে) এঁ্যা—বলো কি? আমার নামে জমা করা আছে? আমি ছাড়া তা কেউ নিতে পারবে না!

এনায়েৎ ॥ না। গুপ্তধন পহলে আমার নজরে পড়তেই আমি ভেবেছিলাম, সব গুপ্তধন আমি একাই নিয়ে নেব। বহুত ধনী আদমি বনে যাব। লেকিন—

[চারদিকে তাকিয়ে]

কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তুমি বলো।

এনায়েৎ ॥ যেই আমি গুপ্তধনে হাত লাগাতে যাব,—(একই ভাবে) কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ পাচ্ছে না। যেই তুমি হাত লাগাতে গেলে, তারপর কি হলো?

এনায়েৎ ॥ অমনি একেবারে ফোঁস।

মকবুল ॥ সাপ?

এনায়েৎ ॥ জী সাপ! অত বড় প্রকাণ্ড সাপ জিন্দেগীতে দেখিনি। তাল গাছের সমান উঁচু হয়ে ফণা তুলে আমার সামনে দুলতে লাগল। ভয়ে আমি তো পিছাতেও পারি না, এগোতেও পারি না। কোনরকমে আল্লার নাম উচ্চারণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপ ধোঁয়ার মত হয়ে গেল। আর সেই ধোঁয়ার অন্দর থেকে বেরিয়ে এলো—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। ধোঁয়ার অন্দর থেকে কি বেরিয়ে এলো?

এনায়েৎ ॥ মস্তবড় একটা দৈত্য।

মকবুল ॥ দৈত্যকে তুমি দেখলে?

এনায়েৎ ॥ জী, এই দোনো আঁখ দিয়ে দেখলাম। একদম ঝুট বলছিনা।

মকবুল ॥ তারপর?

এনায়েৎ ॥ দৈত্যটা সামনে খাড়া হয়ে হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ করে বিকট হাসি

হাসতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বিকট শব্দে বলল—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ কি মুসীবত্! বললাম তো কেউ শুনতে পাচ্ছে না। দৈত্যটা বিকট শব্দে কি বলল, তাই বলো না?

এনায়েৎ ॥ বলল—খবরদার, এই গুপ্তধন তুই স্পর্শ করবি না। যে আল্লার ফকিরী করে, মসজিদে দিনরাত আল্লার উপাসনা করে, আল্লার নামে দিওয়ানা হয়ে যায়, সেই নিঃস্ব, রিক্ত মকবুলই একমাত্র এই গুপ্তধনের অধিকারী। অন্য কেউ স্পর্শ করলে, তার কলজেটা নিকলে চুসে চুসে খাব!

মকবুল ॥ দৈত্যটা আমার নাম করল?

এনায়েৎ ॥ শুধু আপনার নামই বলল না। তুড়ন্ত এই খবরটা আপনাকে জানিয়ে দিতে বলল। মকবুল সাহেব, আপনার ওয়াদা মনে আছে তো? গুপ্তধনের কিছু অংশ এই গরীব এনায়েৎকে দেবেন তো?

মকবুল ॥ জরুর দেব। এনায়েৎ, আমি তো দেখছি, তুমিই আমার সাচ্চা দোস্ত। দুসরা আদমী হলে, এই খবরটা বেমালুম চেপে যেত। (হাত তুলে) আল্লা আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। আমি অনেক অর্থ, অনেক সম্পদ চেয়েছিলাম। তার চাইতেও জাদা পেলাম।

এনায়েৎ ॥ (হাত তুলে) আল্লা, আমার মনোবাসনা যেন পূর্ণ হয়। মকবুল সাহেবের কৃপা দৃষ্টি যেন আমার ওপর বলবৎ থাকে।

মকবুল ॥ থাকবে, থাকবে এনায়েৎ। এবার বলোতো সেই গুপ্তধন কোন জায়গায় আছে?

এনায়েৎ ॥ এখান থেকে সোজা গিয়ে, ডাইনে যে জঙ্গল আছে, সেই জঙ্গলের পথ ধরে এগোলেই—কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো?

মকবুল ॥ না-রে বাপু, তুমি বলো।

এনায়েৎ ॥ হ্যাঁ, সেই জঙ্গলের পথ ধরে এগোলেই দেখবেন, একটা বড় গর্ত। পাঁচ কদম সেই গর্তে নামলেই একটা সুরঙ্গ। সুরঙ্গের মুখটা পাথর দিয়ে

ঢাকা। পাথরের গায়ে তিন দফে টোকা মারলেই পাথরটা আপসে সরে যাবে। ব্যস্, সেই সুরঙ্গে ঢুকে পড়লেই দেখতে পাবেন—তাল তাল সোনা—চাঁদি আর হীরা জহরৎ!

মকবুল ॥ বাপরে বাপ—আমার শরীরটা কেমন ঠক ঠক করে কাঁপছে।

এনায়েৎ ॥ মন শক্ত করুন। গুপ্তধন না দেখেই যদি কাঁপতে থাকেন, দেখলে তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন।

মকবুল ॥ ঠিক। বেশী কাঁপাকাঁপি করলে আদমি জানাজানি হয়ে যাবে। সবাই বলবে হিস্‌সা দাও। না—আর কাঁপবো না। আমি তাহলে এখন গুপ্তধনের পথে এগোই?

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব, আপনার জেবে আশরফি টাশরফি-কিছু নেই তো? এক কানা কড়ি থাকলে কিন্তু গুপ্তধন স্পর্শ করতে পারবেন না।

মকবুল ॥ এই থলেতে দশ আশরফি আছে।

এনায়েৎ ॥ রেখে যান, রেখে যান। নাহলে কিন্তু বেকার গিয়ে ঘুরে আসবেন।

মকবুল ॥ ঠিক বলেছ এনায়েৎ। দৈত্যতো তোমাকে বলেছিল—নিঃস্ব, রিক্ত মকবুলকে গুপ্তধন দেবে।

এনায়েৎ ॥ তবে?

মকবুল ॥ আমাকে তো নিঃস্ব রিক্ত হয়েই যেতে হবে।

এনায়েৎ ॥ তবে?

মকবুল ॥ (থলে দিয়ে) এই আশরফির থলেটা তোমার কাছে রাখতো দোস্ত। আমি ওখান থেকে ঘুরে এসে ফেরত নেব। সাবধানে রেখো। হারিয়ে যেন না যায়।

এনায়েৎ ॥ এই শক্ত করে পাকড়ে রাখলাম।

মকবুল ॥ আমি তাহলে চল্‌লাম।

এনায়েৎ ॥ আসুন।

মকবুল ॥ থলেটা যেন হাত থেকে ফস্কে পড়ে না যায়।

এনায়েৎ ॥ না—না, কস্‌কে রেখেছি, ফস্‌কে পড়বে না।

মকবুল ॥ আমি যাচ্ছি।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ আমি এসে কিন্তু আশরাফির থলেটা ফেরত নেব দোস্ত।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ আমি না ফেরা পর্যন্ত তুমি এখানে খাড়া থেকো দোস্ত।

এনায়েৎ ॥ জী।

মকবুল ॥ ভয়ের কিছু নেই তো দোস্ত ?

এনায়েৎ ॥ কিছু নেই। আপনি হাসতে হাসতে চলে যা

মকবুল ॥ হাসব দোস্ত ?

এনায়েৎ ॥ হাসুন— জোরে জোরে হাসুন।

[মকবুল বিকৃতভাবে হাসতে-হাসতে, উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাঁপাতে-কাঁপাতে প্রস্থান করে। এনায়েৎ থলেটাকে উঁচু করে ধরে চুম্বন করে]

এনায়েৎ ॥ দোস্ত! হাঃ হাঃ হাঃ। মক্ষীচুষের কাছ থেকে একটা কানা কড়ি কেউ বার করতে পারে না। আমি তাপ্পী মেরে এক থলে আশরফি আত্মসাৎ করলাম। সরাবওয়ালাকে বলেছিলাম, মকবুলের টাকায় সরাব খাব। যেই বাত সেই কাম ইমাম আমাকে দোস্ত বলে গেল। ফিরে এসে দেখবে, দোস্ত ভেল্কীর মত অদৃশ্য। জিন্দেগীটা আমার আচ্ছাই চলছে। নয়া নয়া দোস্ত পাকড়াও, চোষো, ছিবড়ে করো, ছুঁড়ে ফেলে দাও—হাঃ হাঃ হাঃ। দোস্তী করতে করতে যখন সব আদমি ফুরিয়ে যাবে—তখন ? কিচ্ছু ভেবোনা এনায়েৎ, দোস্তী করার জন্য যখন একটি আদমিও থাকবে না, তখন তুমি শেষ বারের মত নিজের সঙ্গে দোস্তী করে, নিজেকে আচ্ছা করে ঠকিয়ে, দুনিয়াকে বিদায় সেলাম জানিয়ে, বেহেস্তে চলে যেও—হাঃ হাঃ হাঃ।

[প্রস্থান]

—দৃশ্যান্তর—

দশম দৃশ্য

॥ দরবার কক্ষ ॥

[দরবার কক্ষে সুলতানের অধস্তন কর্মচারীরা অপেক্ষা করছে। নকীবের কণ্ঠস্বর শোনা যায়। "খোদাকা পয়গম্বর দুনিয়াকা মালিক সুলতান হারুন-অল-রসিদ।" আবু, উজির, কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে। আবু একবার চারিদিকে দেখে নিয়ে লম্বা সংগীতের সঙ্গে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসে। হাতের ইসারায় সবাইকে বসতে বলে। একটু পরে উজির ঘোষণা শুরু করে।]

উজির ॥ সভাসদগণ! প্রতিদিনের মত আজ এখন দরবারের কাজ শুরু হবে। আপনারা মেহেরবাণী করে সুলতানের নিকট কম আর্জি পেশ করবেন। সুলতান আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।

আবু ॥ আপনি একটি আস্ত বেকুব। ফূর্তির দিল্ নিয়ে আমি এলাম দরবার করতে, আর আমাকে বলছেন পরিশ্রান্ত। যার যত আর্জি আছে নিয়ে এস। আমি ফয়সলা করে ছাড়ব।

উজির ॥ বলুন আপনারা, জাঁহাপনা আপনাদের সব বক্তব্য শুনবেন।

[কেউ কোন কথা বলে না]

আবু ॥ কারো বাক্যি নেই উজির? এদের কি জবান বন্ধ হয়েছে?

উজির ॥ বোধহয় কারো কোন অভিযোগ নেই। কি করে থাকবে জাহাপনা— আপনার রাজত্বে সবাই সুখী।

আবু ॥ আমি তো জানি কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির আদমি আছে যাদের পীড়নে অনেকেই অসুখী।

উজির ॥ তাদের নাম যদি জাঁহাপনার স্মরণ থাকে অনুগ্রহ করে প্রকাশ করুন। এখনি তাদের দরবারে হাজির করার ব্যবস্থা করব।

আবু ॥ তাদের হাজির করাটা ফুস মন্তরের কাজ নয়। আমি যাদের নাম বলব, তারা কেউ ধারে কাছে থাকে না।

উজির ॥ জাঁহাপনার রাজত্বে যে যেখানেই থাক, তাকে মুহূর্তের মধ্যে হাজির করার কৃতিত্ব রাজকর্মচারীরা রাখে।

আবু ॥ তাই নাকি? দেখি আপনাদের কৃতিত্বের বহরটা। এই মুহূর্তে বদমাস এনায়েৎ খাঁকে হাজির করুন।

উজির ॥ কোটাল সাহেব। অবিলম্বে সুলতানের আদেশ পালন করুন।

[কোটাল বাইরে যায় এবং পরক্ষণেই এনায়েৎকে সঙ্গে করে প্রবেশ করে]

উজির ॥ এনায়েৎকে হাজির করা হয়েছে জাঁহাপনা।

আবু ॥ বাঃ বাঃ সত্যিই তো আমার রাজকর্মচারীরা সুযোগ্য, দক্ষ এবং অপদার্থ।

উজির ॥ দক্ষতা আর অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয় জাঁহাপনা?

আবু ॥ মগজে ঘিলু থাকলে বুঝতে পারতেন। অপেক্ষা করুন, পরে বুঝিয়ে দেব।

উজির ॥ তাহলে বিচার শুরু করুন জাঁহাপনা।

এনায়েৎ ॥ আরে আবু, তুমি কি করে সুলতানের সিংহাসনে বসলে দোস্ত?

আবু ॥ উজির সাহেব, এই ব্যক্তি আমাকে আবু বলে সম্বোধন করছে কেন?

উজির ॥ ওর ভীমরতি ধরেছে জাঁহাপনা। নেশার ঘোরে খোয়াব দেখছে।

এনায়েৎ ॥ আবু, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

আবু ॥ চেনাচ্ছি তোমাকে। উজির সাহেব এক ব্যক্তি খুবই সরাব খায়। নিজের রোজগারের পয়সায় খেলে, ওর কসুর মাপ করা যেতো। এর কামই হচ্ছে আদমির সঙ্গে দোস্তী করে, তাকে ফতুর করা। বিশ্বাসঘাতকতা করা, বেইমানি করা।

উজির ॥ দোষীকে শাস্তি দিন জাঁহাপনা।

আবু ॥ একে বড় এক হাঁড়ি সরাব খাইয়ে বেহুঁস করে দিন।

এনায়েৎ ॥ (আনন্দে) এক হাঁড়ি সরাব খেতে দেবে দোস্ত! একেই বলে নসীব। এইরূপ শাস্তি আমায় রোজ দিও দোস্ত। আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

উজির ॥ সরাবীকে সরাব খাবার আদেশ দিয়ে কিরূপ শাস্তির বিধান দিলেন জাঁহাপনা?

আবু ॥ ও আমায় দোস্ত বলে সম্বোধন করেছে। তাই বিচিত্র শাস্তি ওকে দিতে হবে। শাস্তির বিধান এখনও শেষ হয়নি উজির সাহেব। সরাব খেয়ে বেহুঁস হবার পর, এক হাঁড়ি মিঠাইয়ের রস ওর শরীরে ভাল করে মাখিয়ে দিন। তারপর একশত বিষধর পিপীলিকা ওর সর্বাঙ্গে ছেড়ে দেবেন।

এনায়েৎ ॥ একশত পিপীলিকার কামড়ে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে।

আবু ॥ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে? তাহলে তো আমার দোস্তের ক্ষত স্থান পূরণ করে দিতে হবে। আমি আদেশ দিচ্ছি এর ক্ষত বিক্ষত স্থান যেন নিমক লাগিয়ে পূরণ করে দেওয়া হয়।

এনায়েৎ ॥ (চিৎকার করে) হ্যায় আল্লা—

আবু ॥ বাইরে নিয়ে যান।

[কোটাল ও সেপাই টানতে টানতে এনায়েৎকে বাইরে নিয়ে যায়।]

উজির ॥ আপনার বিচার পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি জাঁহাপনা।

আবু ॥ আমার বিচার পদ্ধতি যতো দেখবেন, ততোই হাত-গোড় পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

[কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে।]

উজীর ॥ এরপর কাকে হাজির করতে আজ্ঞা হয় জাঁহাপনা।

আবু ॥ সুদখোর মকবুলকে হাজির করুন।

[কোটাল ও সেপাই বাইরে গিয়ে মকবুলকে নিয়ে আসে।]

উজির ॥ মকবুল হাজির জাঁহাপনা।

আবু ॥ অপরাধীকে মুহূর্তের মধ্যে হাজির করায় আমি চমকিত হচ্ছি।

কোটাল ॥ জাঁহাপনা। আমি এই ভাবেই আমার রাজকার্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে থাকি।

সেপাই ॥ এবং আমিও।

আবু ॥ বুঝেছি একটু অপেক্ষা করুন। আপনাদের দুজনকেই আমি পুরস্কার দেব।

কোটাল ॥ সুলতান মহানুভব।

সেপাই ॥ সুলতান দয়ালু।

আবু ॥ বাস্ আর বলতে হবেনা। দয়ার পরিমাণ পরে দেখতে পাবেন।

উজির ॥ মকবুলের বিচার শুরু করুন জাঁহাপনা।

আবু ॥ মকবুল সাহেব। আপনি কি কার্য করেন ?

মকবুল ॥ খোদার ফকিরী করি জাঁহাপনা।

আবু ॥ খোদার ফকিরী করে কত অর্থ সঞ্চয় করেছেন ?

মকবুল ॥ যা সঞ্চয় করেছি—সবই খোদার মেহেরবাণীতে।

আবু ॥ খোদাও কি আপনার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছে।

মকবুল ॥ আজ্ঞে না জাহাঁপনা।

আবু ॥ তবে কি খোদা আসমান থেকে আপনার মাথার ওপর আশরফির বৃষ্টি করেছেন ?

মকবুল ॥ আজ্ঞে না জাহাপনা।

আবু ॥ ব্যাটা ভণ্ড, দাগাবাজ, ঠগ, লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে বলছ, খোদার মেহেরবানীতে হয়েছে ?

উজির ॥ মকবুলকে শাস্তি দিন হুজুর।

আবু ॥ এর নাকে দড়ি লাগিয়ে মসজিদের সামনে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখুন। আর কপালে খোদাই করে লিখে দিন—"খোদার প্রেরিত দোজাখের ঝুলন্ত

সুদখোর "। আমার আদেশ প্রচার করে দিন—মসজিদে প্রবেশ করার আগে সবাই যেন একে ধরে একবার করে ঝুল খেয়ে যায়। নিয়ে যান।

[কোটাল ও সিপাই মকবুলকে বাইরে নিয়ে যায়।]

কোটাল ॥ এবার কোন বদমাসকে হাজির করব জাঁহাপনা?

আবু ॥ আর কাউকে হাজির করতে হবে না। এবার আপনাদের দুজনকে পুরস্কৃত করব। উজির সাহেব! এই দুই রাজকর্মচারী কি কার্য করেন?

উজীর ॥ জাঁহাপনা তো জ্ঞাত আছেন কোটাল আর সেপাই প্রজাদের রক্ষক।

আবু ॥ আমি তো জ্ঞাত আছি এরা প্রজাদের ভক্ষক।

উজির ॥ কিরূপ জাঁহাপনা।

আবু ॥ সরষের মধ্যেই ভূত। আমার নাম করে ভয় দেখিয়ে গরীব প্রজাদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে।

উজির ॥ কি সাংঘাতিক!

আবু ॥ এবার নিশ্চয়ই আপনার মগজে প্রবেশ করেছে—রাজকর্মচারীর দক্ষতা ও অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয়।

উজির ॥ অবিলম্বে এইরূপ ব্যক্তিকে রাজকার্য্য থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন।

আবু ॥ তার পূর্বে পুরস্কৃত করাও প্রয়োজন। আমার আদেশ এদের দুজনের পেট ফুটো করে একশত আশরফি পুরস্কার স্বরূপ পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হোক।

কোটাল ॥ কসুর মাফ করুন জাঁহাপনা। আর কোন দিন উৎকোচ গ্রহণ করবো না।

সেপাই ॥ আপত্তি করছেন কেন? আশরফিগুলোতো গোপন জায়গায় থাকবে।

কোটাল ॥ বুদ্ধু, পেট ফুটো করে আশরফি ঢোকালে জানে বাঁচব?

উজির ॥ আপনারা বাইরে যান। কোষাধ্যক্ষ কাটারী দ্বারা পেট ফুটো করে আশরফি ঢোকাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

[কোটাল ও সেপাই বাইরে যায়]

[মেহের ও মীর্জা একজন বোরখা পরিহিত লোকের দুহাত দুদিক থেকে ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে।]

মেহের ॥ জাঁহাপনা আমার একটি আর্জি আছে। এই স্ত্রী লোকটি আমার বিবি। কিন্তু আমার প্রতিবেশী ঐ মীর্জা নির্লজ্জের মত দাবী করছে এ নাকি তার বিবি।

আবু ॥ এখানেও সেই স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। একটু ভাল হয়ে বসা যাক্।

মীর্জা ॥ জাঁহাপনা, মেহের ঝুট্ বলছে। এই বিবি আমার।

আবু ॥ সবই যেন চেনা মুখ। এখনও তাহলে ভেল্কী চলছে, চলুক, আমিও প্রস্তুত। ঠিক করে বল কার বিবি।

মেহের ॥ এই বিবি আমার। বিবিকে আমি সাদী করেছি।

মীর্জা ॥ ওর কথা সত্যি নয় জাঁহাপনা। আমিই বিবিকে সাদী করেছি।

আবু ॥ বাঃ বাঃ জমে উঠেছে। আর একটু চলুক্। তারপর দিচ্ছি ঠাণ্ডা করে। দুজনেই বিবিকে আলাদা আলাদা জিজ্ঞেস কর, সে কার বিবি।

মেহের ॥ বিবি তুমি বল আমার কিনা।

[হাসান বোরখার ভিতরে থেকে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

মীর্জা ॥ একবার আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বল তুমি আমার বিবি কিনা।

[হাসান পুনরায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়]

উজির ॥ জাঁহাপনা। এই স্ত্রীলোকটি উভয়ের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি জানাচ্ছে। বহুত মুস্কিল হয়ে গেল জাঁহাপনা।

আবু ॥ অযথা চিন্তিত হবেন না। মুস্কিল আসান করে দিচ্ছি। স্ত্রীলোকটিকে জল্লাদের কাছে নিয়ে দুই খণ্ড করে দুজনকে দিয়ে দিন।

[হাসান ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বোরখা খুলে আত্মপ্রকাশ করে]

হাসান ॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাঁহাপনা—আমি স্ত্রীলোক নই।

আবু ॥ তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু স্ত্রীলোকের ভড়ং ধরেছিলে কেন ?

হাসান ॥ জাঁহাপনা। আমি ডাকাতের তাড়া খেয়ে ভয়ে মেহেরের বাড়টী কে

পড়ি। আমার গোড়ের শব্দে মেহের চোর মনে করে হল্লা করে। আমি ভয়ে মেহেরের বিবির বোরখা পাশে দেখতে পেয়ে সেটা পরে ফেলি। তারপর সেখান থেকে দৌড়ে মীর্জার বাড়ীর দিকে যাই। মীর্জা আমাকে চোর মনে করে তাড়া করে। তখন আমি দুবাড়ীর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুদিক থেকে এসে নিজের বিবি বলে টানাটানি করে।

আবু॥ তুমি বেকসুর খালাস।

হাসান॥ জয় সুলতানের জয়। [হাসানের প্রস্থান]

আবু॥ আসল অপরাধী মেহের আর মীর্জা। এদের দুজনের নিজের বিবিতে অরুচি ধরেছে। তাই অন্য বিবির প্রতি মোহ। আমি আদেশ দিচ্ছি—দু'জনের বিবি পাল্টাপাল্টি করে দেওয়া হোক। তাহলেই এদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। যাও।

মেহের ও মীর্জা॥ (খুশি হয়ে) জয় সুলতানের জয়! জয় সুলতানের জয়!!

[মেহের ও মীর্জার প্রস্থান]

উজির॥ অপূর্ব বিচার—অপূর্ব বিচার।

আবু॥ গর্দভের মত চেঁচাতে হবে না। আমি তো প্রতিদিনই অপূর্ব বিচার করি।

উজির॥ জাহাপনা। আর কারো আর্জি নেই! এইবার দরবার শেষ করতে আজ্ঞা হয়।

আবু॥ আমার আজ্ঞা—দরবার শেষ।

[রোশেনা একপাত্র পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে।]

রোশেনা॥ জাঁহাপনা দরবার শেষে সরবৎ পান করুন।

আবু॥ দরবার শেষে সরবৎ পান করতে হয় নাকি?

রোশেনা॥ জাঁহাপনাতো প্রতিদিনই দরবার শেষে একান্তে সরবৎ পান করে থাকেন।

আবু॥ একান্তে পান করি? আজ আমার ভ্রম হয়েছিলো। সভাসদগণ!

আপনারা তো ভারী বে-আক্কেলে। কোন নারী যখন জাঁহাপনাকে একান্তে সরবৎ পান করাতে আসে তখন কোন্ আক্কেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের মুখপানে ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকেন? আমি আদেশ দিচ্ছি—আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হোন। আমি—সরবৎ পান করব।

[সবাই তাড়াহুড়ো করে সেলাম জানিয়ে চলে যায়]

রোশেনা ॥ জাঁহাপনা সরবৎ পান করুন।

আবু ॥ করব—করব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও তো দেখি।

রোশেনা ॥ আজ্ঞা করুন জাঁহাপনা।

আবু ॥ তুমি এক একটা কাজ নিয়ে আমার কাছে এসে ফুরুৎ করে পালিয়ে যাও কেন? উঃ।

রোশেনা ॥ আমি যে আপনার বাঁদী জাঁহাপনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় আপনার কাছে থাকলে আপনিই তো আমাকে কঠোর দণ্ড দেবেন।

আবু ॥ তোমার মত সুন্দরীকে কখনও দণ্ড দেওয়া যায়? বরং তুমি কাছে না থাকলে আমি নিজেই দণ্ড ভোগ করি।

রোশেনা ॥ প্রতিদিনই তো আমাকে দেখেন জাঁহাপনা তবে আজ বাঁদীর প্রতি জাঁহাপনার এরূপভাব কেন?

আবু ॥ তাইতো, প্রতিদিনই তোমাকে দেখি। আজ তাহলে এরূপভাব কেন? ওহো বুঝেছি। তোমার সঙ্গে ভাব করবার জন্যই আমার এইরূপ ভাব ভাব মনোভাব।

রোশেনা ॥ জাঁহাপনা! আমি আপনার বাঁদী।

আবু ॥ বয়ে গেছে। এক ঠ্যালায় বেগম করে দিতে পারি জান?

রোশেনা ॥ জাঁহাপনা যে ঘোষণা করেছেন আজীবন বেগমশূন্য হয়ে থাকবেন।

আবু ॥ সর্বনাশ করেছে। এই ঘোষণা করেছি নাকি? বেকুব উজিরটা

আমাকে সুপরামর্শ দিতে পারে নি? তুমিও তো আমাকে এই দুষ্কর্মে বাধা দিতে পারতে।

রোশেনা ॥ তখনতো আপনার এরূপ চঞ্চল ভাবের উদয় হয়নি জাঁহাপনা। তাই আপনি বেগমশূন্য থাকবার কথা ঘোষণা করেছিলেন।

আবু ॥ সেইখানেই তো নিজের দফাটা নিজেই শেষ করে রেখেছি। আচ্ছা সুন্দরী, আমি তো সুলতান। আমি ইচ্ছা করলে তো পূর্বের ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারি।

রোশেনা ॥ আপনি সর্বশক্তিমান। আপনি ইচ্ছা করলে সব কিছুই করতে পারেন।

আবু ॥ তবে তোমার মত চিন্তিত হবার কি আছে।

রোশেনা ॥ আমি তো চিন্তিত নই। স্বয়ং জাঁহাপনাই চিন্তিত।

আবু ॥ আমতো চিন্তিত খুবই। উজবুকের মত একটা ঘোষণা করে আমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারি? যাক্ ফয়সালা হয়ে গেছে। এক ঘোষণায় বেগমশূন্য করতে চেয়েছি, আরেক ঘোষণায় বেগম পূরণ করে দেব। ল্যাটা চুকে যাবে। তুমি প্রস্তুত থেকো কাল প্রত্যুষেই বেগম গ্রহণ করার সঙ্কল্প ঘোষণা করব।

রোশেনা ॥ আজ তাহলে সরবৎ পান করুন।

আবু ॥ হ্যাঁ দাও। সরবতের সঙ্গে তোমার সঙ্গীতের রসও পান করতে চাই। (রোশেনা সরবৎ দেয়) তুমি একটা গান করো।

[রোশেনা গান ধরে। আবু সরবৎ পান করতে থাকে এবং গান গায়।]

গান

রোশেনা ॥ তোমার খুশির মেহফিলে আমি বেমানান।

আবু ॥ আমি জানি তুমি আমার মনের মেহমান ॥

রোশেনা ॥ আমি বাঁদী বাদশা তুমি, তুমি খোদাবন, আসমান-জমীন ফারাক

রেখে চলি যে দুজন। (এই) ডালিম ফুলে নজর দিলে তোমার অপমান ॥
আবু॥ মানি না এ আদব আমি বেগানা ফরমান ॥
তুমি রানী গুলবাগিচায়
গুলাব তুমি ফুলের তোড়ায়।
রোশেনা॥ আতর দানীর আতর আমি নেইকো ফরিয়াদ।
আবু॥ তোমার ঢালা খুশবু ছাড়া জীন্দেগী বরবাদ।
রোশেনা॥ কসুর হলে মাপ করোগো, সেলাম মেহেরবান।
আবু॥ তুমি ঈদের প্রথম দেখা, চাঁদেরই আসমান ॥

[উজিরের প্রবেশ ।]

উজির॥ জাহাঁপনা, আপনার নগর পরিভ্রমণের ওকৃত্ হয়েছে।

আবু॥ আপনি একটি আস্ত বেরসিক। এমন সুখের সময় কেউ বাধ সাধে ?

উজির॥ আপনারই নির্দ্ধারিত কর্মসূচী জাহাঁপনা। প্রতিদিনই দরবারের পর কিঞ্চিত বিশ্রাম করে নগর পরিভ্রমণ করেন।

আবু॥ কবে যে কার্যসূচী নির্ধারণ করলাম, খোদাতালাই জানেন। সুন্দরী আমি নগর পরিভ্রমণে যাচ্ছি। আবার তোমার সঙ্গে মোলাকাত হবে। আজকের দিনটা শুধু মোলাকাত-মোলাকাত। কালই ঘোষণা করে তোমাকে কুপোকাত। [রোশেনার প্রস্থান]

দশম দৃশ্য

উজির॥ জাহাঁপনা আপনার নগর পরিভ্রমণের সব ইস্তেজাম করা হয়েছে, আসুন।

আবু॥ উজিরসাহেব আনন্দে আজ আমার আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে।

উজির॥ আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে ?

আবু ॥ আজ আমি আসমানে উড়ে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করব।

উজির ॥ আসমানে কি করে উড়বেন জাহাঁপনা।

আবু ॥ আমি সুলতান, আমার যা মনে হবে তাই করব। যান, আমার আসমানে উড়বার ইন্তেজাম করুন।

উজির ॥ সর্বনাশ করছেন জাহাঁপনা। আপনাকে আসমানে উড়াবার কোন তরিকাতো আমার জানা নেই!

আবু ॥ ওসব জানা নেই টানা-নেই আমি শুনতে চাইনা। আমার মুখ দিয়ে যখন নিকলে গেছে আমি আসমানে উড়ব, আমাকে উড়াবার ইন্তেজাম আপনাকে করতেই হবে। না পারলে আপনার গর্দান যাবে।

[মশরুর প্রবেশ]

মশরু ॥ উজিরসাহেবকে যেন খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে।

উজির ॥ মশরু, জাহাঁপনা আজ আসমানে উড়ে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করতে চাইছেন।

মশরু ॥ চাইবেনইতো। উনি আমার বা আপনার মত বেতনভোগী উজির বা মশরু নন। খোদ বাদশা।

মশরু ॥ জাহাঁপনা খোদার অনেক বুদ্ধি আছে।

আবু ॥ খোদারতো বুদ্ধি থাকবেই কমবক্ত।

মশরু ॥ চিড়িয়া আসমানে ওড়ে তার পাখা আছে।

আবু ॥ হ্যাঁ তা আছে।

মশরু ॥ আদমী জমিনে হাঁটে তার পাখা নেই।

আবু ॥ তা নেই।

মশরু ॥ জাহাঁপনা যদি আসমানে উড়তে চান তাহলে হাত দু-খানার পরিবর্তে দু-খানা পাখা দরকার।

আবু ॥ জরুর দরকার।

মশরু ॥ পিপীলিকারও পাখা নেই জাহাঁপনা।

আবু ॥ তাতে কি হ'ল।

মশরু ॥ পিপীলিকার যখন পাখা গজায় তখন কী হয় ?

আবু ॥ পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।

মশরু ॥ আপনারও যদি পাখা গজায়, সেটাও হবে ঐ মরিবার তরে।

আবু ॥ তুমি আমাকে পিপীলিকার সঙ্গে তুলনা করছো ?

মশরু ॥ গোস্তাকী মাফ করবেন জাহাঁপনা। খোদার এই দুনিয়ায় আমরা সবাই পিপীলিকা। কেউ বড় পিপীলিকা, কেউ মাঝারি পিপীলিকা, কেউ ছোট পিপীলিকা। আপনার রাজত্বে যত মিঠাইয়ের রস আছে—সব বড় পিপীলিকারাই সাবাড় করে দেয়, আর যতটুকু পড়ে থাকে তা মাঝারি পিপীলিকারা চেটেপুটে খায়, আর ছোট পিপীলিকারা এসে কিছুই পায় না। তারা শুধু ঐ রস-শূন্য জায়গায় ঘূরপাক খেতে থাকে—যদি একটু পাই, যদি একটু পাই, যদি একটু পাই।

আবু ॥ তোমার কথাতো আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা। বড়, ছোট, মাঝারি, পিপীলিকা আবার কোত্থেকে এলো!

মশরু ॥ ওই তো আমার দোষ। কথাটা কিছুতেই সোজা করে বলতে পারিনা।

আবু ॥ তোমার যা বলার স্পষ্ট করে বল।

মশরু ॥ উঁচুতে উঠে কখনো নীচু আদমির তকলিফ জানা যায় না। নীচু আদমির তকলিফ জানতে হলে নীচু হয়ে তাদের অন্দরে ঢুকতে হয়।

আবু ॥ তোমার কথা বিলকুল সহি মশরু। উঁচুতে থেকে কখনও নীচু আদমির তকলিফ জানা যায় না। তাই যদি যেত তবে দুনিয়ায় এত গরীব পয়দা হতো না।

মশরু ॥ তাহলে আসুন জাঁহাপনা, আমরা আসমানে উড়ে যাবার আশা পরিত্যাগ করে, নীচু জমিনে হেঁটে নীচু আদমিদের তকলিফ জানার কৌশিশ করি।

আবু ॥ তাই চলো।

[যন্ত্র সংগীতে সুলতানের গমন বার্তা ঘোষিত হয়। আবু, উজির ও মশরু প্রস্থান করে।]

[রোশেনার প্রবেশ]

রোশেনা ॥ তুমি কে? কি-বা তোমার পরিচয়? কিছুই জানি না। তবু মনে হয়, তুমি আমার অনেক চেনা—আমার দিলের কাছের আদমি।

[শাকিলার প্রবেশ]

শাকিলা ॥ সুন্দরী, তুমি বারবার এসে ফুরুত করে পালিয়ে যাও কেন? উঃ?

রোশেনা ॥ তুই শুনেছিস?

শাকিলা ॥ শুনেছি বিবি, সব শুনেছি।

রোশেনা ॥ জানিস শাকিলা। আমার মনের মধ্যে যার তস্বীর আঁকা, এই আদমি ঠিক তার মত দেখতে। তবে কি খোদার মেহেরবানীতে বাদশা তাকেই নিয়ে এলো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শাকিলা।

শাকিলা ॥ হায়—হায়, বিবি যে মজেছে! শোনো বিবি মজেছ—মজেছ, লেকিন মজে পচে যেওনা বাদশার মর্জিতে এক-রোজকা খেল খেলছ। রোজ ফুরালেই খেল খতম্, তোমার ফুর্তিভী হজম।

রোশেনা ॥ এ খেলা যদি হররোজ খেলতে পারতাম। আর আমি কিছু চাইতাম না। কারবারীর সঙ্গে কত জায়গা ঘুরেছি। কত আদমি দেখেছি। লেকিন তার মতো কোনো আদমি দেখিনি। সব আদমির নজরে দেখেছি শুধু লালসা। তারা আমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে খেতে চায়। দিনের পর দিন এসব দেখে পুরুষ মানুষের প্রতি আমার ঘৃণা এসেছিল। ভেবেছিলাম সব পুরুষই জানোয়ার। তারা আচ্ছা বাত বলতে জানে না। পেয়ার করতে জানে না। জানানার ইজ্জত দিতে জানে না। লেকিন তার পহেলা নজরে দেখলাম চোখে আছে মহব্বতের সুরমা, গলায় আছে দরদভরা মিঠাবাত—তাইতো আমি পাগল হয়েছি শাকিলা!

শাকিলা ॥ হায় আল্লা—বিবির দিমাগ্ যে সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে। সামলাই কি করে!

রোশেনা ॥ শাকিলা, আমার দিলে কি হলো বলতো? কেন এমন তোলপাড়?

শাকিলা ॥ তোমার দিল যে সাগরের পানী।

রোশেনা ॥ এই পানীতে যদি নাও ভাসাতে পারতাম!

শাকিলা ॥ ডুবে মরবে গো বিবি—ডুবে মরবে!

রোশেনা ॥ এই মরণেও সুখ শাকিলা, এই মরণেও সুখ!

[রোশেনার প্রস্থান]

শাকিলা ॥ তোমার তো মরণে সুখ, আমার যে রহমানকে না দেখে দিলে বড় দুক্। গেল কোথায়! [শাকিলার প্রস্থান]

একাদশ দৃশ্য

॥ নগরের এক অংশ ॥

[মীর্জার প্রবেশ]

মীর্জা ॥ হায় আল্লা, কেন যে মরতে পরের বিবির দিকে নজর দিতে গিয়েছিলাম। পাঁচ পাঁচটা নিকা করে তালাক দিলাম। নিজের বিবির কাছে কোনোদিন এই রকম গোলাম হ'য়ে থাকতে হয়নি। এই খাণ্ডারনীকে নিয়ে মেহের আলি ঘর করতো কেমন করে?

[মেহেরের প্রবেশ]

মেহের ॥ আমারও সেই বাত মীর্জা। এই রকম জল্লাদ মেয়েছেলে তুমি ঘরে পুষতে কেমন করে?

মীর্জা ॥ তোমার বিবি আমাকে দিয়ে তার গোড় টেপায়, শির টেপায়। কুর্তা কামিজ সাফা করায়।

মেহের ॥ তবুতো আমার বিবি তোমাকে জানে মারতে চায় না। তোমার বিবি যে আমাকে কাটারী নিয়ে তাড়া করে।

মীর্জা ॥ বল কি মিঞা ?

মেহের ॥ আমি একটুও ঝুট বলছি না মীর্জা।

মীর্জা ॥ তোমার দজ্জাল বিবিও আমার জান কয়লা করে দিচ্ছে। আগে তোমার বিবিকে লুকিযে লুকিযে দেখে কতইনা আচ্ছা লাগত।

মেহের ॥ তোমার বিবিকেও আমি লুকিযে লুকিযে দেখতাম আর ভাবতাম আহা এমন কচি বিবি পেলে কত সোহাগই না করব। সেই কচি এখন আমার গলায় কাঁচি হযে লেগেছে।

মীর্জা ॥ নিজের নিজের বিবিই আমাদের আচ্ছা ছিল মিঞা।

মেহের ॥ কেন সাধ করে বাঁশ নিতে গেলাম মিঞা—

মীর্জা ॥ ও হো—হো—আপসোস্।

মেহের ॥ আ—হা—হা আপসোস্।

[দুজনে কাঁদতে থাকে]

[আবুর প্রবেশ]

আবু ॥ প্রজাগণ তোমাদের যদি কোনো দুঃখ দুর্দশা থাকে আমার কাছে ব্যক্ত করো।

মেহের ॥ (লক্ষ্য করে) আবে-এ যে আমাদের আবু মিঞা। ও আবু মিঞা। তুমি যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছো।

আবু ॥ আমি সুলতান। আমাকে সেলাম করো বেযাকুব।

মীর্জা ॥ সুলতানের মতই তোমাকে দেখাচ্ছে বটে। দরবারে গিয়ে দেখলাম-সুলতানেব চেহারাও অবিকল তোমারই মতো !

আবু ॥ আরে মূর্খ আমিহ সেই সুলতান। আমাকে সেলাম কব।

মির্জা ॥ দ্যাখো আবু মিঞা, তুমি যাদ এমনি সেলাম চাও, একশবার সেলাম করবো। কিন্তু বাদশার ভড়ং ধরে যদি থাক তাহলে কাঁচকলা দেখাব।

আবু ॥ সুলতানকে কাঁচকলা দেখাব! দাঁড়াও মজা টের পাওয়াচ্ছি। (হাততালি দেয়) কে-আছিস?

[রহমান প্রবেশ করে]

রহমান ॥ বান্দা হাজির জাহাঁপনা।

আবু ॥ এই দুই আদমি আমাকে সুলতান বলে গ্রাহ্য করছে না। জল্লাদকে হাজির হতে বল, এক্ষুনি দুজনের গলা কাটতে হবে।

রহমান ॥ যো হুকুম জাহাঁপনা।

[রহমানের প্রস্থান]

[যন্ত্রসংগীতের সঙ্গে আবু বাদশাহী কায়দায় হাঁটতে থাকে। মেহের ও মীর্জ্জা ভীত হয়]

মেহের ॥ ও মীর্জ্জা, আমাদের বোধহয় ভুলই হচ্ছে। এই বোধহয় সুলতান হবে।

মীর্জ্জা ॥ এ্যাঁ তাহলে তো নির্ঘাৎ গর্দান যাবে। এসো সেলামটা তাহলে জলদী জলদী সেরে ফেলি।

[উভয়ে সেলাম করে]

সেলাম জাঁহাপনা।

আবু ॥ ও ভাবে নয়। চেঁচিয়ে বলো জয় সুলতানের জয়।

উভয়ে ॥ জয় সুলতানের জয়।

আবু ॥ আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। ভবিষ্যতে যেন সুলতান চিনতে ভুল না হয়। কোথাকার কে আবু তার সঙ্গে আমার তুলনা!

[রহমানের প্রবেশ]

রহমান ॥ জল্লাদ হাজির জাহাঁপনা! অন্তরালে অপেক্ষা করছে।

আবু ॥ এদের কসুর মাফ করে দিয়েছি। জল্লাদকে চলে যেতে বল।

রহমান ॥ যো হুকুম জাহাঁপনা।

[রহমানের প্রস্থান]

মীর্জ্জা মেহের ॥ জয় সুলতানের জয়!

আবু ॥ হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না। আচ্ছা তোমরাতো বোগদাদ বাজারে সরাব আর ফল বেচে কারবার করো। যাও দেখি এক পাত্র সরাব আর পাকা ফল নিয়ে এসো—

মীর্জা ॥ জাহাঁপনা বাদশাহী বাডয়া সরাব পান করেন। ছোট কারবারীর দেশী সরাব আচ্ছা লাগবে না।

আবু ॥ দেশী আর বিদেশীর তফাৎ কতটা তাই দেখব। যাও নিয়ে এসো।

উভয়ে ॥ জী হুজুর। [উভয়ের প্রস্থান]

আবু ॥ দেশী সরাব আচ্ছা লাগবেনা! দেশীসরাব খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল!

[মীর্জা ও মেহের এক ভাঁড় সরাব ও ফল নিয়ে প্রবেশ করে]

মীর্জা ও মেহের ॥ এই নিন জাঁহাপনা।

আবু ॥ (পান করতে করতে) হ্যাঁ-এহ না হলে সরাব। দেশী সরাব না পান করলে কি দিলে ফুর্তি আসে! (গান ধরে) "এই দুনিয়া দুটি দিনের মজা লুটকেলেনা" (হঠাৎ খেয়াল করে) নাঃ এই বাদশাগিরি করতে গিয়ে দিল্ খুলে কিছু করবার উপায় নেই, যাকগে। তোমাদের তকলিফ জানাবার জন্যেই আমি নগর পরিভ্রমণে বেরিয়েছি। বলো তোমাদের কি তকলিফ আছে?

মেহের ॥ নির্ভয়ে বলব জাহাঁপনা?

আবু ॥ নির্ভয়ে বলো—

মীর্জা ॥ জাহাঁপনা, দরবারে আপনার আদেশ মত আমরা বিবি পাল্টা পাল্টি করে নিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম নতুন বিবি নিয়ে কতই না সুখে থাকব। এখন দেখছি নতুন বিবি আমাদের ঘাড়ে পেত্নী হয়ে চেপে বসেছে।

আবু ॥ পরের বিবির প্রতি মোহ কেটেছে তাহলে?

মেহের ॥ বিলকুল কেটেছে হুজুর।

আবু ॥ এখন থেকে পরের বিবি দেখলেই চোখ বুঁজে থাকবে।

মেহের ॥ থাকব জাঁহাপনা।

আবু ॥ আমি ইজাজত দিলাম নিজের নিজের বিবি আবার ঘরে এনে তার দিকে চোখ মেলে তাকাও।

উভয়ে ॥ জয় সুলতানের জয়—জয় সুলতানের জয়!

[জয়ধ্বনি করতে করতে উভয়ের প্রস্থান]

আবু ॥ জয়ধ্বনি শুনে শরীরটা আনন্দে নেচে নেচে উঠছে। দেশী সরাবের নেশাটাও বেশ জমে উঠেছে। হাঃ হাঃ, বলে দেশী সরাব আচ্ছা লাগবে না। দেশী সরাবের মত চীজ আছে। কিন্তু এই জবর জং পোষাকটাই অস্বস্তি ঠেকছে। ইচ্ছে করছে সর্বাঙ্গ পোষাক শূন্য হয়ে একটু জিরিয়ে নিই। নাঃ, আমি সুলতান, আমার জিরোবার ফুরসত নেই। খালি কাম। খালি কাম।

আবু ॥ লেকিন হাজার কামের মধ্যেও একটি মুখ আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠছে। রোশেনা, এরই নাম শাযেদ মহব্বত। কিন্তু মহব্বত কি করে করতে হয় তার তরিকাটা কি? উঃ। আমি জানিনা। জানতে হবে। আমি সুলতান। সর্ববিষয়ে আমাকে পারদর্শী হতে হবে। (চেঁচিয়ে) কে হায়? [রহমানের প্রবেশ]

রহমান ॥ বান্দা হাজির।

আবু ॥ মহব্বত করার তরিকা কি?

রহমান ॥ (অবাকভাবে) জী!

আবু ॥ (চড়াস্বরে) মহব্বত করার তরিকা কি?

রহমান ॥ (অনর্গল বলতে থাকে) ম্যয়ে তেরা, তু মেরা, ম্যায় তেরা—তু মেরা।

আবু ॥ (ধমকে) খামোশ। ...তুমি কখনও মহব্বত করেছো?

রহমান ॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাঁহাপনা, আমার বহুত ডর লাগছে।

আবু ॥ না না, আমি দয়ালু সুলতান, নির্ভয়ে বলো তুমি কখনও মহব্বত করেছ?

রহমান ॥ জী!

আবু ॥ মহব্বত কি করে করতে হয় জলদি বল।

রহমান ॥ নির্ভয়ে ?

আবু ॥ সম্পূর্ণ নির্ভয়ে।

রহমান ॥ আমি দু কদম বাড়লাম। সে এক কদম বাড়ল। আমি চার কদম, সে দু কদম বাড়লো। আমি দশ কদম বাড়লাম, সে পাঁচ কদম বাড়ল। আমি মুস্কাড়ালাম সে ঝ্যাংটা মেরে ইনকার করল। আমি উল্টা ফিরলাম।

আবু ॥ তারপর ?

রহমান ॥ আমি তাকে চুপকে-সে দেখলাম। সে আমাকে চুপকে-সে দেখল। সে তিরছি নজর মারল। আমি সিধা নজর মারলাম। দুজনে ফিন বরাবর হলাম। সে মুস্কাডালো (দাঁত বার করে) আমি গলে গেলাম।

আবু ॥ তারপর ?

রহমান ॥ তারপর—

[মূকাভিনয়ে যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে ঘন ঘন চুম্বন ভঙ্গী করে। রহমান চলে যায়।]

আবু ॥ হুঁ বুঝেছি। মহব্বত করার তরিকা আমি সমঝে গেছি। জানানা পহেলে রাজী হয় না। ইনকার করে। আর সেইজন্যই বোধহয় রোশেনা হরবকত তফাৎ থাকতে চায়। লেকিন তফাৎ তাকে থাকতে দেব না।

[উজিরের প্রবেশ]

উজির ॥ আবু হোসেনের মা জাহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে চায়। সে নাকি কোন তকলিফে পড়েছে।

আবু ॥ কে আবুহোসেনের মা ?

উজির ॥ একজন স্ত্রীলোক।

আবু ॥ স্ত্রীলোক !

উজির ॥ আজ্ঞে-হ্যাঁ জাঁহাপনা। আবুহোসেনের মা একজন স্ত্রীলোক।

আবু ॥ মঞ্জুর। [কুর্নিশ অন্তে উজিরের প্রস্থান]

আবু ॥ যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই শুনছি—আবুহোসেন। কি এমন পয়গম্বর বাবা! আমার চেহারাটা নাকি আবুহোসেনের মত দেখতে! হাঃ হাঃ হাঃ আমি সুলতান, আর সে একজন নগণ্য প্রজা; কোথায় আসমানের চাঁদ আর জমীনের পোড়া তন্দুরী! কার সঙ্গে কার তুলনা। নাঃ, এর একটা বিহিত করতে হবে। না হলে দু'দিন বাদে আমাকে কেউ মান্য করবে না। হুঁ পেয়েছি আবুকে মুগুর পেটা করে ওর মুখটা তুবড়ে দিলেই দু'জনের চেহারা বিল্‌কুল ফারাক হয়ে যাবে। কালই আবুকে পাকড়াবার জন্য হুলিয়া বার করব।

[জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা ॥ সেলাম জাহাঁপনা।

আবু ॥ বলো তোমার কি তকলিফ? আমার মুখের দিকে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে কি দ্যাখা হচ্ছে?

জাহুজা ॥ জাহাঁপনাকে দেখতে ঠিক আমার বেটা আবুর মত।

আবু ॥ আবার সেই বাত! আমাকে দেখতে তোমার বেটার মত কি উল্লুকের মত তা জানার আমার প্রয়োজন নেই।

জাহুজা ॥ ঠিক আমার বেটার মত নাক, চোখ।

আবু ॥ তোমার বেটার নাক আমি কেটে দেব, চোখ কানা করে দেব! সুলতানের সঙ্গে দিল্লাগী করা হচ্ছে! তোমার যদি কোনো তকলিফ থাকে জলদি বলো।

জাহুজা ॥ আমার বেটা কাল থেকে হারিয়ে গেছে। কোথাও তালাস করে পাচ্ছি না। তার জন্য আমি বড়ই কাতর হয়ে পড়েছি জাহাঁপনা।

আবু ॥ হুঁ, তোমার বেটার উমর কত?

জাহুজা ॥ তা হবে সাতাশ বরষ।

আবু ॥ সাতাশ বছরের বুড়ো ঢেঁকি কখনও হারায় যে, তুমি একেবারে কাতর

হয়ে পড়েছ ! সেকি বাচ্ছা লড়কা যে তোমার কোল ছাড়া হলে ট্যাঁ-ট্যাঁ করে কাঁদবে। জাহান্নমে যাক। তুমি কিছু ভেবো না।

জাহুজা ॥ কোনো দিন এমন হয় না। গরীব আদমি। মা বেটা কোনো রকমে দিন গুজরান করি। বেটা চলে গেল-এখনতো আমাকে ভুখা থাকতে হবে।

আবু ॥ আমার মত দয়ালু স্থলতান থাকতে, তুমি কখনও ভুখা থাকতে পার ? (মুদ্রার থলি দিয়ে) এই নাও একশত মুদ্রা। নোকর নোকরানী বহাল করে আরামসে দিন গুজরান করো।

জাহুজা ॥ অর্থ নিয়ে তো আমার বুক ভরবে না জাহাঁপনা। কে আমাকে আম্মা বলে ডাকবে ?

আবু ॥ কেউ না ডাকে। আমি রোজ গিয়ে আম্মা বলে ডাকব। হলো ?

জাহুজা ॥ (একদৃষ্টে তাকিয়ে) তুই তাহলে জরুর আমার আবু বেটাই হবি।

আবু ॥ বেয়াদপ স্ত্রীলোক। ফের যদি আমাকে আবু বলবে তো জল্লাদ ডেকে এখুনি কোতল করব।

জাহুজা ॥ ওরে বাবা—আর বলব না, গোস্তাকী মাফ করুন জাহাপনা।

আবু ॥ যাও—

জাহুজা ॥ এক্ষুনি যাচ্ছি—সেলাম।

[জাহুজা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করে]

আবু ॥ সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে। আবু-আবু-আবু- উচ্চস্বরে) কোথায় সেই আবু ? তাকে একবার পেলে মুণ্ডটা কেটে পানিতে ভাসিয়ে দেব। (নরম স্বরে) নাঃ আমি তো দয়ালু স্থলতান। পহলে তাকে— এই ভাবে আলিঙ্গন করব—। (ক্রুদ্ধভাবে) তারপর তাকে এমনি করে পদাঘাত করব।

[জোরে পদাঘাত করতে গিয়ে পায়ে আঘাত পায় এবং কাতরাতে থাকে। দ্রুতবেগে উজিরের প্রবেশ]

উজির ॥ কি হয়েছে জাহাঁপনা ?

আবু ॥ আর কি হয়েছে! পদাঘাত করতে গিয়ে গোড়ে চোট খেয়েছি। আজকের মত নগর পরিভ্রমণে ইস্তফা দিচ্ছি। প্রাসাদে ফিরে যাবার ইন্তেজাম করুন।

উজির ॥ চিন্তিত হবেন না জাহাঁপনা। দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তুত। মুহূর্তে রাজ প্রাসাদে পৌঁছে দেবে।

আবু ॥ অশ্বের পিঠ থেকে যদি আবার চিৎ পটাং হই?

উজির ॥ জাহাঁপনা তো অতি উত্তম অশ্বারোহণ করেন।

আবু ॥ সব ভুলে যাচ্ছি! সব ভুলে যাচ্ছি—। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে আব্বাজানের নামও ভুলে যাব।

[যন্ত্রসংগীত বেজে ওঠে। আবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যায়। উজির তাকে অনুসরণ করে।]

দ্বাদশ দৃশ্য

॥ প্রাসাদ ॥

[হারুন ও জুবেদার প্রবেশ]

হারুন ॥ জলসাঘরের (মাইফেল) আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বেগম সাহেব?

জুবেদা ॥ সম্পূর্ণ সুলতান।

হারুন ॥ সুলতানের মর্জির জন্য আজ বেগম সাহেবাকে অনেক পরিশ্রমী হতে হলো।

জুবেদা ॥ বেটি রোশেনার মুখের দিকে চেয়ে এই পরিশানী। এই পরিশানীতে অনেক তৃপ্তি আছে সুলতান।

হারুন ॥ তুমি খোদাতালার এক অপূর্ব সৃষ্টি। আমার অন্তরের কামনা বাসনা এমন ভাবে পূরণ করে দাও যে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশই থাকে না।

জুবেদা॥ শুধু বিলাসিতা আর ভোগ করার জন্যই বেগমের পদ সৃষ্টি হয়নি জাঁহাপনা। দয়ালু সুলতান যেখানে প্রজার জন্য ভেবে ভেবে দিন অতিবাহিত করেন, সেখানে সুলতানের সদিচ্ছাকে রূপায়িত করাও বেগমের দায়িত্ব।

হারুন॥ বিলকুল ঠিক। আর এই জন্যই তুমি আমার কাছে এত আদরের, এত প্রিয়। বেগম, একটি কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে।

জুবেদা॥ কি কথা সুলতান?

হারুন॥ আবুহোসেনকে প্রাসাদে আনবার পর থেকে, রোশেনার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি?

জুবেদা॥ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি জাঁহাপনা। যে রোশেনার মুখে হাসির রেশ পর্যন্ত ছিলনা, পাথরের মত অনড়, অচল নির্বাক হয়ে দিন কাটাতো, আজ সেই রোশেনা উচ্ছল, চঞ্চল, সদা হাসিতে ভরপুর। বেটিকে দেখে মনে হয়, ওর মত সুখী কেউ নয়।

হারুন॥ জলসাঘরেই ওদের শেষ মিলন। আবুহোসেন একদিনের বাদশাহী চেয়েছিল। আজ রাত্রেই একদিন পূর্ণ হবে। তারপর—

জুবেদা॥ তারপর কি জাঁহাপনা?

হারুন॥ যেমন করে আবুকে বেহুঁস করে প্রাসাদে আনা হয়েছিল, ঠিক তেমনি করেই তাকে স্বগৃহে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (একটু হেসে) বেগমসাহেবার মুখখানা মলিন হয়ে গেল? একদিনের অধিক তাকে সুলতানের পদে অধিষ্ঠিত রাখা চলে না জুবেদা। রাজকার্যে তাতে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

জুবেদা॥ এই বিচ্ছেদ আমার বেটি কেমন করে সহ্য করবে জাঁহাপনা। এই যদি জাঁহাপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন আশার প্রদীপ তার সম্মুখে জ্বেলে দিয়ে—আবার তা নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন? [প্রস্থান]

হারুন॥ (স্মিত হেসে) এটাই আমার শেষ অভিপ্রায় নয়। মহব্বতের

ব্যাপারে নারী বড়ই অধৈর্য। বোঝনা সাময়িক বিচ্ছেদই এনে দেয় চূড়ান্ত সাফল্য।

[মশকর প্রবেশ]

মশরু ॥ সেলাম হারুন-অল-রসিদ মিঞা?

হারুন ॥ বরতমীজ্, কম্বক, আমি সুলতান। আমার নাম ধরে তুমি ডাকছ? এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার? এই মুহূর্তে আমি তোমার গর্দান নেব।

মশরু ॥ (হাসতে হাসতে) কি করে আমার গর্দান নেবেন হারুন-অল রসিদ মিঞা? আজ তো আর আপনি সুলতান নন। বর্তমান সুলতান আবুহোসেন। একমাত্র তিনিই আমার গর্দান নিতে পারেন।

হারুন ॥ ও! কালই তো আমি আবার সুলতান হব।

মশরু ॥ আমিও কাল আপনাকে—সেলাম করে—জাঁহাপনা, সুলতান, বাদশা, হুজুর সব বলব।

হারুন ॥ তাই বলে একদিন ক্ষমতায় না থাকলে তুমি আমাকে হারুন অল-রসিদ মিঞা বলবে নির্বোধ।

মশরু ॥ তাইতো হয় মিঞা। এই দুনিয়ার নিয়মই এই। ক্ষমতা যতক্ষণ থাকবে, সবাই আপনাকে তুলে নাচবে। যেই ক্ষমতা গেল-একেবারে আসমান থেকে জমীনে চিপিস করে ফেলে দেবে। যাক, আপনার যখন "মিঞা" শুনতে আপত্তি, আমি আপনাকে জাঁহাপনাই বলব। সেলাম জাঁহাপনা।

হারুন ॥ পরিহাসের মধ্যে দিয়ে তোমার কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পেরেছি মশক। একদিনের জন্য সুলতানের ক্ষমতা আবুহোসেনকে দিলেও ক্ষমতার যাতে অপব্যবহার না হয় তার জন্য আমার সজাগ দৃষ্টি-সর্বদাই রয়েছে। কাল থেকেই দেখতে পাবে আমি সেই সর্বশক্তিমান সুলতান হারুন-অল-রসিদ।

[প্রস্থান]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

জলসাঘর

[সৌখিন পালকের ঝাড়ু হাতে বান্দা রহমানের প্রবেশ]

রহমান॥ এরই নাম জলসাঘর। বাদশা নরম মখমলের গদিতে আরামসে বসেন। অমনি ফুলপরীরা ঝিনিক ঝিনিক পায়েল বাজিয়ে বাদশাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। বাদশা যেই একটু হাসেন, অমনি ফুলপরীরা তাঁর গা বেয়ে জোঁকের মত উঠতে শুরু করে দেয়। কেউ তাঁর মোছে আতর মাখিয়ে দেয়। কেউবা তার আঙুলগুলো ধরে পুট্ পুট্ করে ফুটিয়ে দেয়। আবার, কেউবা তার পিঠে সুরসুরি দিয়ে দেয়। পারলে, যেন বাদশাকে নিয়ে তারা ছিনিমিনি খেলে। বাদশা হচ্ছেন একটা তালগাছ। তাঁরা গা বেয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিলে, টুপ টুপ করে তাল পড়বে। আর ফুলপরীরা সেই তালগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু আজ আর তা হচ্ছেনা সুরতওয়ালিরা। আজ বাদশা আসছেন না। আসছেন, নকল বাদশা আবুহোসেন। এক লাথি ঝাড়বে তো ফুলপরীরা হুমড়ি খেয়ে আরব সাগরের পানীতে গিয়ে পড়বে। তার এক নজর রোশেনা। বিলকুল আমার মত। আমার ভী এক নজর শাকিলা। সে যেমন রোশেনাকে পেয়ার করে, আমিও তেমনি শাকিলাকে পেয়ার করি। সে যেমন এক রোজের বাদশা, আমিও তেমনি জীন্দেগী ভর বান্দা। হায় মেরা তগদীর! আয় মেরা ঝাড়ু তুই আমার শাকিলা বন্‌যা। তোকে নিয়ে আমি নাচ করবো। তোকে নিয়ে পেয়ার করবো। তোকে নিয়েই আমি ফুর্তি করবো। মেরে পেয়ারে ঝাড়ু, তু আমার সীমায় আযা।

[রহমান ঝাড়ুকে শাকিলা ভেবে নিয়ে নাচ শুরু করে। যন্ত্রসংগীত বাজে। নাচতে থাকে রহমান। প্রবেশ করে উজির। উজিরকে দেখে নাচের ছন্দেই প্রস্থান করে রহমান]

[আবু প্রবেশ করে]

আবু ॥ এই কক্ষটি এত সুসজ্জিত কেন উজির সাহেব ?

উজির ॥ এটাইতো জলসা ঘর জাহাঁপনা।

আবু ॥ হুঁ—সব কিছুই যেন আজ আমার নতুন মনে হচ্ছে।

উজির ॥ প্রতিদিনের মতই ইন্তেজাম করা হয়েছে। কোনো কিছুই অতিরিক্ত করা হয়নি জাহাঁপনা।

আবু ॥ তা—হবে। আমারই বোধ হয় ভীমরতি ধরেছে। সুলতানেরই যদি এইরূপ ভুল হয় তাহলে দুদিনেই রাজত্বের দফারফা হয়ে যাবে।

[পানীয় হাতে রোশেনা প্রবেশ করে]

রোশেনা ॥ সেলাম জাহাঁপনা।

আবু ॥ এসো এসো সুন্দরী, তোমার কথা আমার ভর দিন মনে পড়েছে। কোন কামেই আমি সুষ্ঠুভাবে মননিবেশ করতে পারিনি। উজির সাহেব, আমার বার বার ভুল হবার কারণ আমি পাকড়ে ফেলেছি। আমি একটা বুড়ো সুলতান, অথচ আমার একজন বেগম নেই। এই বয়সে পাশে একজন স্ত্রীলোক ছাড়া সবারই দিল গরবর হয়ে যায়। আর আমি তো সুলতান!

আবু ॥ শুনুন উজির সাহেব, আপনি ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করে দিন কাল প্রত্যুষেই আমি বেগম গ্রহণ করব। যান।

উজির ॥ যো হুকুম জাহাঁপনা। [প্রস্থান]

আবু ॥ যাক কাল থেকে তোমাকে নিয়ে একেবারে মত্ত হয়ে যাব! রাজত্ব চালাব! আচ্ছা—সুন্দরী, এই জলসাঘরে কাণ্ডকারখানাটা কি হয়, আমাকে একটু স্মরণ করিয়ে দাও তো! আমারতো কিছুই মনে পড়ছে না।

রোশেনা ॥ প্রতি রাত্রে এখানে এসে আপনি আমোদ ফূর্তি করেন। নর্তকী নৃত্যগীত করে আর আপনি সরাব পান করতে করতে উপভোগ করেন

আবু ॥ যাক তাহলে একটা জমজমাট মজাদার ব্যাপার হবে। ইস্ এর সঙ্গে যদি দেশী সরাব পাওয়া যেত—মারমার কাটকাট হয়ে যেতো!

রোশেনা ॥ জাহাঁপনাতো দেশী সরাব পান করেন না।

আবু ॥ আরে পাই না, তাই পান করি না। পেলে ছাড়তাম নাকি!

আবু ॥ দেশী সরাব পান করতে করতে নর্তকীর নৃত্যভোগ—বহুদিন আগের একটা স্বপ্নের কথা আমার মনে পড়ে যাচ্ছে।

রোশেনা ॥ কি স্বপ্ন জাহাঁপনা?

আবু ॥ আমি বোগদাদ বাজারে বসে দেশী সরাব পান করছি। চারদিকে হৈ চৈ। নানা রকমের আদমির যাতায়াত। এমন সময় এক কারবারী তোমার মত একজন সুন্দরী লড়কীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বলল—যে বিশ আশরফি দেবে, সেই লড়কী তাকে নাচ দেখাবে। গান শোনাবে। আমি বিশ আশরফি দিয়ে তার নাচ দেখলাম। গান শুনলাম। তার গানের কথা আমার দিল তোলপাড় করে দিল। তারপর—আমি কারবারীর কাছ থেকে সেই লড়কীকে কিনতে গেলাম।

রোশেনা ॥ তারপর কি হলো জাহাঁপনা?

আবু ॥ তারপর স্বপ্নটা যে কি হলো ইয়াদ নেই। তার গানের কথাও স্মরণ করতে পারছিনা। অথচ সেই গানখানা এত চমৎকার, যে একবার শুনেই আমি মত্ত হয়েছিলাম—

[রোশেনা এককলি গান ধরে]

"মনের কথা বলল বলে এলাম কেন—
জানলে না,
সোনা চাঁদির খেলায় জিতে আমায় কাছে
টানলে না॥

আবু ॥ এইতো সেই গান—আমার স্বপ্নের গান তুমি জানলে কি করে?

রোশেনা ॥ এ গানতো আমি হামেশাই করি।

আবু॥ (উত্তেজিত ভাবে) হামেশাই কর! তুমি কে? কি তোমার পরিচয় জলদি বলো।

রোশেনা॥ আমি আপনার বাঁদী রোশেনা।

আবু॥ আমার বাঁদী রোশেনা। আশ্চর্য! সেই একই গান—একই সুরত। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা সত্যি, আমি ঠাহর করতে পারছি না। তবে কি সেটাই সত্যি, তুমিই স্বপ্ন! না তুমি সত্যি, সেটা স্বপ্ন—কোনটা সত্যি—সব যেন ধাঁধাঁর মত লাগছে—

[আবু অস্থির হ'য়ে ওঠে। রোশেনা নাচ্‌তে থাকে। কিছুক্ষণ নাচের পর, রোশেনা নাচের মধ্যেই পানীয় দেয় আবুকে। আবু পান করে। নাচ থেমে যায়। আবু দুহাতে মাথা ধরে নিজে শুয়ে পড়ে। অচৈতন্য হয়ে যায়। প্রবেশ করে হারুন, মশরু, জুবেদা, প্রহরী ও রহমান]

হারুন॥ এবার আবুকে ওর নিজের পোষাক পরিয়ে বাড়ীতে রেখে দিয়ে এসো।

[মশরু, রহমান প্রহরী আবুকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করে]

জুবেদা॥ (রোশেনাকে) তোর তুলনা নেই রোশেনা। সুলতানের আদেশ তুই ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পেরেছিস।

হারুন॥ আমি খুব খুশী হয়েছি বেটি। তোমার কাজের পুরস্কার আমি তোমায় দেব।

রোশেনা॥ জাহাঁপনাকে খুশী করতে পেরেছি এই আমার বড় পুরস্কার। আর কিছু আমি চাইনা জাহাঁপনা।

হারুন॥ না বেটি সামান্য পুরস্কারে তুমি খুশী থাকতে পার, আমি মোটেই খুশী নই। তোমার জন্য বড় রকমের পুরস্কারের ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে। চলো জুবেদা, বেটি পরিশ্রান্ত।

[হারুন ও জুবেদার প্রস্থান]

রোশেনা॥ আমি পরিশ্রান্ত। তোমারা কেউ বুঝলে না এই পরিশ্রম আমার কত সুখের ছিল।

—দৃশ্যান্তর—

চতুর্দশ দৃশ্য

[প্রাসাদের অন্দর মহল। শাকিলার প্রবেশ]

শাকিলা॥ রোশেনা বিবির মনে দুক্কু হয়েছে। তার মনের আদমি চলে যাচ্ছে, তাই দুক্কু। যতক্ষন কাছে ছিল, ততোক্ষণ পাওয়ার দুক্কু। এখন চলে যাচ্ছে, তাই যাওয়ার দুক্কু। এই দুক্কের বাত শুনতে শুনতে আমার দোনো কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল! সব সময়-মনের আদমি, মনের আদমি, মনের আদমি! তা তোমার মনের আদমির বাত যদি আমাকে ভররোজ শুনতে হয়। তাহলে আমার মনের আদমির বাত কখন শোচব বিবি? আমার গোসসা হয়ে গেছে। বাইরের একটা ফালতু আদমিকে মনের মধ্যে ঘুসানোর কি জরুরত ছিল বিবি? সুলতানের বেটি হয়েছিস ইমানদার আদমির সঙ্গে মহব্বত কর! তা নয় কোথাকার আবু না টাবু, ছোঃ! ঐ তো মহব্বত হয়ে গেল! বাদশার মজ্জিতে এক ঠ্যালায় পগার পার। হ্যাঁ-মহব্বত বলতে হয় আমার। জ্যায়সা আ গয়া, ঐ-সাহি রহ গয়া। সব সময় শরীরের অন্দর ধড়ক, ধড়ক করছে। কতবলি ওরে বেশরম মহব্বত, দিলকা অন্দর একটু চুপ চাপ থাক। অমন করে ধড়ক ধড়ক করিস না, আমি হোঁচট্ খাব। তা কিছুতেই শুনবে না। ঐ যে আবার করছে। (কানপেতে)

শাকিলা॥ ও দিল, অমন করছিস কেন? রহমানকে দেখতে ইচ্ছে করছে? কোথায়—তাকে পাই বল? কামের ফাঁকে ফাঁকে কত ইশারা করলাম। একটা আঁখ কতবার ছোটোবড় করলাম, তবু বেকুবটা কিছুতেই বুঝল না।

[চেঁচাতে চেঁচাতে রহমান প্রবেশ করে]

রহমান। এসে গেছি—এসে গেছি—এসে গেছিরে প্রানের বুলবুলি। শুকিয়ে

মুখ ঘুরিয়ে নিলি কেন? এদিকে একটু ফিরেচা! ওহো সমঝে গেছি। এতক্ষণ দেখা করিনি বলে গোসসা হয়েছে?

শাকিলা। আমার বয়ে গেছে।

রহমান। না-রে বুলবুলি অমন করে বলিস নারে, •দিলে বড় চোট্ লাগে। কি করব বল? বাদশার কাম করতে করতে ফুরসত মিলল কই? লেকিন কাম করতে করতে ভী তোর বাত হররকত্ মনে হয়েছে। মনে হতে হতে তোর তসবীর আমার দিলে ফুটে উঠেছে। যেই না ফুটে ওঠা অমনি আমি খপ করে ধরে দিলের মধ্যে আচ্ছা করে সেঁটে দিয়েছি।

শালিকা। সরে যা আমি যাব।

রহমান। (বাঁধাদিয়ে) কোথায় যাবিরে? আমি এলাম আর তুই গেলেই হলো? একটু নজর ফেরা! অমন করে থাকিস না। তাহলে কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব হ্যাঁ।

শাকিলা। আমার বহুত কাম আছে—হাট্ হাট্।

রহমান। আমার দিল ফাট্‌ফাট্, আর তুই বলছিস কিনা হাট্ হাট্। হ্যাঁরে তোর দিলে কি দয়া নেই?

শাকিলা। না।

রহমান। মায়া নেই?

শাকিলা। না।

রহমান। পেয়ার নেই?

শাকিলা। না-না না।

রহমান। (কান্না গলায়) হায়—আমি মজনু, তুই লায়লা, করিস না জান কয়লা।

শাকিলা। (ভেংচে) আহা কোথাকার একটা ছোটা বান্দা। তাকে আমার পেয়ার করতে হবে।

রহমান। কেন-কেন, ছোট কেন? বাদশার খোদ বান্দা রহামান।

শাকিলা। তবু যদি তার মতো হতো।

রহমান। কার কথা বলছিসরে?

শাকীলা। আহা ক্যাহসা সে জোয়ান মরদ! টানকে সীনা চলে—

রহমান। টানকে সীনা চলে? এইতো আমি সীনা টানটান করলাম। (বুকে চাপড় দিয়ে) আগে লাগ যাও ইসমে। একচুল হটাব না।

শাকিলা। সে ক্যায়সা পেয়ার কা বাত বলে—

রহমান। পেয়ারকা বাত বলে—পেয়ারকা বাত বলে—(গদগদ স্বরে) মেরা দিলকা চিড়িয়া—মেরা জানকা পুরিয়া—

শাকিলা। ক্যায়সা তার আঁখোমে যাদুভরা।

রহমান। (আঙুলদিয়ে চোখ টেনে) এই ছাখ, এই দেখ আমার আঁখিতেও কেমন মিঠাইকা রস ভরা।

শাকিলা। কোথায় আসমান কা বান্দা, আর কোথায় জমীন কা বান্দা, ছোঃ!

রহমান। মর গয়া আল্লা। ওরে, কাউকে তুই আবার লটকেছিস নাকি?

শাকিলা। তবে কি তোর সঙ্গে লটকে থাকব?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। নাকি তোর পোড়া মুখ ছাখবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করব?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। আমি কি কাউকে পরোয়া করি?

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। যাই তার সঙ্গে মোলাকাত করে আসি—

রহমান। নাঃ।

শাকিলা। না করছিস,আমি কি তোর কেনা বাঁদী?

রহমান। (একই ভাবে) হ্যাঁ।

শাকিলা। যা, তুই গলায় দড়ি দে গিয়ে—

রহমান। হ্যাঁ।

শাকিলা। দূর ছাই, সে আমার জন্য ইন্তেজার করছে—আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে প্যানপ্যানানি শুনছি—

[শাকিলা যেতে উদ্যত হয়। রহমান গান ধরে। শাকিলাও গানে যোগ দেয়। সুরেলা ছন্দে এই গান আবৃত্তি করলেও চলবে। গান প্রয়োজন বোধে বাদ দেওয়া যেতে পারে।]

গান

রহমান। আরে রুখসানা—

শোন শোন ওরে তুই যাসনা।
(তোকে) খিলাবো হরদম
লাড্ডু কি চমচম
যতখুশি আজ তুই চাসন॥

শাকিলা। চাইনা-চাইনা-চাইনা।

রহমান। (তবে) চাঁদ ভেঙে দেব নথ
লিখে দেব দাসখৎ
ফিক্ করে আহা তুই হাসনা॥

শাকিলা। রাখ তোর ঝুটাবাত
ধোঁকা দিস দিনরাত
আমি তোর তুরুপের তাসনা॥

রহমান। হায়—হায়—
(তবে) মোল্লাকে ধরাবো
কলমাটা পড়বো
তোরে আমি সাদী করবো॥

শাকিলা। তারপর? (সলজ্জ হাসি)

রহমান। মুন্না!

. [মূকাভিনয়]

[মূকাভিনয়ে রহমান একটি শিশুকে কোলে নেবে। যন্ত্রসংগীত বাজতে থাকবে। বিভিন্ন ভাবে শিশুকে নিয়ে আদর করবে। খেলবে। ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবে। শাকিলাও যোগ দেবে মূকাভিনয়ে। শাকিলা, রহমানের কাছ থেকে চেয়ে, কোলে নেবে শিশুটিকে।.......এইভাবে খুশির আমেজে, হাসিমুখে (লজ্জামিশ্রিত) উভয়েই প্রস্থান করবে।]

॥ দৃশ্যান্তর ॥

পঞ্চদশ দৃশ্য

(আবুর বাড়ি)

[আবুকে ঘুমন্ত অবস্থায় রাজপ্রাসাদের কয়েকজন ধরে প্রবেশ করে শয্যায় শুইয়ে প্রস্থান করে। জাহুজা প্রবেশ করে]

জাহুজা ॥ বেটা আবু, তুই কোথায় ছিলিরে! আমি কাল ভোরদিন তোর জন্ম কেঁদে কেঁদে মরেছি। ওঠ বেটা, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আবু ॥ (চোখ বুঁজে) এ আবার কোন বদখদ আওয়াজ বাবা। আওয়াজ হতে থাক, আমি চোখ চাইছি না। রোশেনা গাইবে, মশরু গা ঠেলে বলবে —জনাব, হুজুর, জাহাঁপনা, সুলতান—তবে চোখ মেলে চাইব।

জাহুজা ॥ ওঠ বেটা।

আবু ॥ আঃ ভ্যানর ভ্যানর করিসনি, আমার ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে।

জাহুজা ॥ ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যেই তো তোকে ডাকছি বেটা—ওঠ।

আবু ॥ রোশেনা, রোশেনা গান ধর। আমার ঘুম ভেঙে আসছে।

জাহজা। এসব কি বলছিস আবু! ঘুমের ঘোরে—ভুল বকছিস নাকি?

আবু। এ আবার কি বেখাপ্পা স্বপ্ন দেখা দিল বাবা! উজির, উজির।

জাহজা। ও কিরে, কাকে ডাকছিস?

আবু। নাঃ এতো ভারী বেজুত লাগছে। চোখ চেয়ে আপদের স্বপ্নটা ছুটিয়ে দেই। (চারদিকে তাকায়) এ আবার কোথায় এলাম!

জাহজা। ও বেটা, অমন করছিস কেন?

আবু। চোপরাও। কোটাল, ইসকো পাকড়ো যাদু কিয়া।

জাহজা। ও বাবা, ও মাণিক—

আবু। ভাখ্, মার খাবি বলছি। দূর হ আমার সামনে থেকে।

জাহজা। আমি যে তোর আম্মা, চিনতে পারিস না?

আবু। কি, তুই বাদশার আম্মা? তুই ডাইনী। আমাকে কোথায় উড়িয়ে আন্‌লি বল। যদি ভাল চাস্ তো আমার প্রাসাদ নিয়ে আয়। আমার পোষাক নিয়ে আয়। উজির। বান্দা, রোশেনা সবাইকে নিয় আয়।

জাহজা। হায়, হায়! আমার আচ্ছা বেটার কি হলো গো।

আবু। তবেরে পাজী ডাইনী, দূর হ।

জাহজা। হায় আল্লা! এতো পাগল হয়ে গেছে। উল্টাপালটা বকছে।

আবু। কোটাল, বাঁধো এই বজ্জাত ডাইনীকে। আমার দরবারে নিয়ে চলো। আমি বিচার করে সাজা দেব।

জাহজা। (আরো কাঁদে) কে কোথায় আছ গো আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

আবু। সুলতানের সামনে ন্যাকা কান্না, এখুনি তোর গর্দান নিচ্ছি।

[আবু তাড়া করে, জাহজা চারদিকে দৌড়াতে থাকে]

জাহজা। আমাকে মারিস না বাবা। আমি হেকিমের কাছে যাচ্ছি। তোর মাথার বেমারী সারিয়ে দেবে। কোন ভয় নেই বেটা, হেকিম এলো বলে।

আবু। তবেরে, নিকালো—নিকালো—(জাহজা দৌড়ে বাইরে যায়) আমার

গেছে, জরুর ঐ ডাইনী যাদু করেছিল। দিলো আমার সাধের ঘুমটা ভাঙ্গিয়ে। চোখ বুজে থাকি কিছুক্ষণ, যাদুর গুণ নষ্ট হয়ে যাবে।

[আবু চোখবুজে শুয়ে পড়ে। আবু স্বপ্ন দেখতে থাকে। চোখবুজে খিল খিল করে হেসে ওঠে। স্বপ্নে, শুভ্র পোষাকে সজ্জিতা রোশেনা আসে।]

রোশেনা। জাহাঁপনা, জাহাঁপনা তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? আমাকে যে দৈত্য বন্দী করে রেখেছে। এই রাক্ষসপুরী থেকে তুমি আমাকে মুক্ত করো জাহাঁপনা, আমাকে বাঁচাও। [আবু চৌকির ওপর উঠে দাঁড়ায়]

আবু। এইতো আমি এসেছি! তোমার কোন ভয় নেই। এক্ষুণি আমি দৈত্যকে হত্যা করে তোমায় উদ্ধার করব রোশেনা।

রোশেনা। এই দৈত্য যে ভীষণ শক্তিশালী জাহাঁপনা।

আবু। আমার শক্তি সম্বন্ধে কি তোমার সন্দেহ আছে রোশেনা? দুই হাতে আমার প্রচণ্ড শক্তি।

রোশেনা। জানি জাহাঁপনা। তবে এই দৈত্যের সামনে বড় বড় দুটো দাঁত আছে জাহাঁপনা।

আবু। এই রয়েছে। ভাল করে ছাখোতো দুটো না তিনটে।

রোশেনা। দুটো জাহাঁপনা।

রোশেনা। তবে আর ভয় নেই। দুহাতে দুটো উপড়ে নিয়ে আসতে পারব।

রোশেনা। তাই কর সুলতান।

আবু। অপেক্ষা কর। আমি ঝাঁপ দিয়ে তোমার কাছে আসি।

(আবু চৌকি থেকে মাটিতে লাফ দেয়।) কোথায় দৈত্য?

রোশেনা। মন্ত্রবলে দৈত্যটা অদৃশ্য হয়ে আছে। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি সে আমাকে আঁকড়ে ধরে আছে। উঃ দৈত্যের হাতের লোমগুলো সুঁচালো

শলাকা। আমার সর্বাঙ্গে বিঁধিঁয়ে দিচ্ছে। আমি সহ্য করতে পারছি না জাহাঁপনা।

আবু॥ দাঁড়াও, আমি তরবারি দিয়ে দৈত্যের হাতদুটো কেটে দিচ্ছি। (আবু শূন্য হাতে তরবারি দিয়ে কাটার মত ভঙ্গী করে)—হাঃ, হাঃ, হাঃ।

রোশেনা॥ (আর্তনাদ করে) আঃ কি করলে জাহাঁপনা। দৈত্যের হাত কাটতে গিয়ে আমার হাত কেটে দিলে?

আবু॥ এ্যাঁ! বল কি? তোমার হাত কেটে দিলাম? দুঃখ কারো না তোমায় আমি সোনার হাত গড়িয়ে দেব। (মূকাভিনয়ের মধ্যে হাত গড়িয়ে দেয় আবু) কিন্তু দৈত্যটা গেল কোথায়।

রোশেনা॥ তোমার ভয়ে পালিয়েছে।

আবু॥ যাক বাঁচা গেছে। এবার চলো, আমরা নির্ভয়ে প্রাসাদে ফিরে যাই।

রোশেনা॥ (যেতে গিয়ে) এই বিশাল বনভূমি কি করে পার হব। চেয়ে দেখ সহস্র সর্প ফণা তুলে আছে।

আবু॥ চেয়ে দেখতে হবে না। আমার পোষাকের মধ্যেও দু'চারটে সর্প ঢুকে কিলবিল করছে।

[নড়তে থাকে]

রোশেনা॥ সর্বনাশ! কামড়াবে, পোষাক ঝেড়ে ফেল।

আবু॥ তুমি চিন্তা করো না। আমি বাঁশী বাজিয়ে সহস্র সর্পের মাথাগুলো জমীনে মিশিয়ে দিচ্ছি।

রোশেনা॥ তুমি বাঁশী বাজাতে জান?

আবু॥ আমি কিনাজানি। আমি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একটি আস্ত পক্কা সুলতান।

রোশেনা॥ তবে জলদি বাজাও বাঁশী। তোমার বাঁশীর সুরে সর্প মুক্ত হয়ে যাক এই বনভূমি।

আবু॥ শোন—

[আবু আঙুল নাড়িয়ে বাঁশী বাজানোর ভঙ্গী করে। নেপথ্য থেকে বাঁশী বাজানোর সুর ভেসে আসে। রোশেনা নৃত্য করে।]

রোশেনা॥ একি আশ্চর্য্য, মুহূর্ত্তের মধ্যে সর্পগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল!

আবু॥ হেঃ, হেঃ, হতেই হবে।

রোশেনা॥ এই বনভূমি যে গুলবাগে পরিণত হলো!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ মন মাতানো সৌরভ!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ চিড়িয়ার মিঠা বুলি!

আবু॥ হোতেই হবে।

রোশেনা॥ এই জাহাঁপনা, গুলবাগে লুকোচুরি খেলি।

আবু॥ হোতেই হবে। (রোশেনা চৌকির পেছনে গিয়ে লুকানোর মত ভঙ্গী করে বসে। আবু আপন মনে দুই একবার বলে—"হোতেই হবে"। সাড়া না পেয়ে খোঁজে) গেল কোথায়। রোশেনা—রোশেনা—মেরা দিলরুবা!

রোশেনা॥ কু।

আবু॥ রোশেনা!

রোশেনা॥ কু।

আবু॥ রোশেনা!

[রোশেনা গান ধরে। আবুও গানে যোগদিয়ে খোঁজার ভঙ্গী করে]

[গানের পরিবর্তে আবৃত্তি অথবা গান বাদ দেওয়াও যেতে পারে]

গান

রোশেনা॥ তোমায় আমি, কোয়েল ডাকা মধুর সুরে ডাকি—
দিলবাহারি খেলায় তবু
ধরা ছোঁয়ার তফাৎ থাকি॥

আবরু দিয়ে রূপ ঢেকেছি ওড়নাতে
ফুলপরীদের সঙ্গে নামি মাঝরাতে
হাত বাড়ালে আমার দিকে
বুঝবে তখন সব ফাঁকি ॥

আবু ॥ ফাঁকি দিতে পারবেনাগো শোনো যাদুকরি
সবুর করো একটু, আমি হাওয়াই ঘোড়া চড়ি ॥

[গান শেষে তালে-তালে আবু ঘোড়া চালাবার ভঙ্গী করে। রোশেনা আবুর পেছনে শরীর এমন ভাবে নাড়ে, যেন মনে হবে ; আবু তাকে পেছনে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটে চলছে। হঠাৎ একটি যন্ত্রসংগীতের সুরে রোশেনা হাওয়ায় ভেসে যাবার মত ঘুরে ঘুরে প্রস্থান করে। হেকিমও জাহুজা প্রবেশ করে]

হেকিম ॥ কোথায় পাগল ?

জাহুজা ॥ ঐতো গান গাইছে, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে !

হেকিম ॥ ঘাবড়াও মৎ। পাগলামির চিকিৎসা করতে হবে। এই পাগল—

[আবু গান থামায়]

আবু ॥ তোর বাপ পাগল, তোর গুষ্টি পাগল।

হেকিম ॥ চোপরাও উল্লুক।

আবু ॥ চোপরাও ভল্লুক।

হেকিম ॥ হুকুম দাড়াম ফাট্, মারব চড় চাপাট, গলা টিপে নেবো তোর জান্। শরীরটা বাঁকিয়ে ডালগোল পাকিয়ে পাগলামী ছুটে গিয়ে হবে খান্ খান্।

আবু ॥ ডাক তোর নানাকে, তাকত্ কুছ্ বানাকে, বাদশার সামনেতে হয়ে যাবে ছাই যতো তোর বুকনি, এলে খাবি ঝাঁকুনি বাপ ডেকে বলবি পালাই পালাই।

হেকিম ॥ ভাখ্ তবে মজাটা, পাবি তোর সাজাটা মগজের ঘিলুটা বার করে নেব, নিমক মাখিয়ে তাতে লঙ্কার গুঁড়ো সাথে মুখে ফেলে পানি দিয়ে কৎ করে

খাব। (ধমক দিয়ে) বস্—বস্ এখানে। ঝাঁড় ফুঁক করতে হবে। বেয়াদপি করবিতো মাথা ফাটিয়ে চৌচাকলা করে দেব।

[জোর করে ধরে চৌকিতে বসিয়ে দেয়। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধতে থাকে।]

আবু। [চেঁচিয়ে] এই ব্যাটা পাজী! আমাকে বাঁধছিস কেন? আমি সুলতান। হাট যা—হাট যা— [পা ছোড়ে]

আহজা। ও ব্যাটা আবু। চেঁচাসনা বাঁধতে দে (হেকিম সাহেবকে)। তোর মাথায় বেমারী আচ্ছা করে দেবে।

আবু। চুপ কর ডাইনী বুড়ি। আবার যাদু করছিস্? উজির, কোটাল, এই দুটোকে ধর। একটা ডাইনী আর একটা দৈত্য। দুজনে যুক্তি করে এসেছে। আমাকে মারতে পারলেই বুড়োবুড়ী সাদী করে বাদশা বেগম হবে। কভি নেই হোগা!

[হাকিম মন্ত্র বলতে থাকে]

হেকিম। লাগ্ লাগ্ লাগ্ লাগ্
ফুস মন্তর লাগ্
শিরকা বেমারী যত
দুনিয়াসে ভাগ্।
(এই) লাগে মাথা ঠোক্‌র।
(এই) দেয় যদি চক্‌কোর।
(এই) হেকিমের ভেঁচ্‌কী
(এই) খাবি শুধু হেঁচ্‌কী।
বলে বাপ হক্কা—
কুচ নেই ফক্কা—
দেব তোরে থাপ্পা—
হোস্ যদি খাপ্পা—

মন্তর যন্তর—
নেই কোন যন্তর—
খোয়া কুছ তুকতাক্
নেই তাতে কোনো ফাঁক

হেকিম ॥ ভূতে ধরে পাগলামী
মিশে গিয়ে ছাগলামী
শিরকা বেমারী যত
জাহান্নামে যাক্।

[মন্ত্র বলা শেষ হয়। আবু মাথাটা একবার ঝাঁকুনী দেয়]

আবু ॥ তাইতো। তবে কি আমি সত্যিই পাগল হয়েছি? একবার বাদশার মহল, একবার ভাঙ্গা বাড়ী। একবার রোশেনা সুন্দরী, আরেক বার ডাইনী বুড়ি। (চিৎকার করে) আমি কে? (নিজেই প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে! (আবার চেঁচায়) আমি? (প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে! (আবার চেঁচায়) আমি কে? (প্রতিধ্বনি করে) আমি কে—আমি কে—আমি কে !

জাহুজা ॥ তুই আমার বেটা আবু?

আবু ॥ আবু? সেই বোগদাদ সহরের আবু?

জাহুজা ॥ হ্যাঁ বেটা।

আবু ॥ (স্বাভাবিক ভাবে) আম্মা—

জাহুজা ॥ আমার বেটা আম্মা বলেছে।

হেকিম ॥ তোর বেটার জ্ঞান ফিরে এসেছে।

জাহুজা ॥ (আনন্দে) আমার বেটার জ্ঞান ফিরে এসেছে, (চেঁচিয়ে) ওগো সবাই শোন গো—আমার বেটার মাথার বেমারী আচ্ছা হয়ে গেছে! বহুত মেহেরবানী হেকিম সাহেব। এই নিন এক আসরফি আপনার ফুস মন্তরের দাম।

হেকিম ॥ দাও (নিল)। দড়িটা খুলে নিয়ে যাই। (দড়ি খোলে) আমি চললাম। বেটাকে সামলে রেখ।

[হেকিম চলে যায়

আবু ॥ হুঁ, বুঝেছি। ঐ সওদাগর বেটাই কলকাঠি ঘুরিয়ে ছিল। বাদশাহীটা পুরোপুরি ধাপ্পাবাজী, যাদু করে আমাকে রোশেনা দেখিয়েছিল। সবটাই গুল গাপ্পা।

জাহুজা ॥ আবু বেটা তুই আচ্ছা হয়ে গেছিস। স্বপ্নের কথা আর ভাবিসনি।

[সওদাগর বেশে হারুনের প্রবেশ]

হারুন ॥ কি আবু মিঞা, তুমি এখানে? বাদশাহীটা তোমার কোথায় গেল?

আবু ॥ তুমি ব্যাটা আবাব এসেছ? অনেক তো যাদু ছাডলে, মশরু দেখালে, এখন নিজের পথ দেখ।

জাহুজা ॥ এ যে সেই সওদাগর!

আবু ॥ এ ব্যাটাইতো ভেল্কীর খেলা খেলেছিল।

হারুন ॥ একি কথা বলছ আবু? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

আবু ॥ তুমি না বোঝ, আমি হাডে হাডে বুঝেছি। সব তোমার ধোঁকাবাজী।

হারুন ॥ ছিঃ দোস্ত।

আবু ॥ আর কাজ কি বাবা দোস্তীতে। যার গায়ে পুরুহাল, তার সঙ্গে দোস্তী করগে।

হারুন ॥ আবু মিঞা, তুমি ঝুটমুট আমাকে গালমন্দ করছো। আমি ভুত, প্রেত, দৈত্য কিছুই নই। গতকাল তোমায় সুলতান রূপে দরবারে দেখেছিলাম। আজ যাচাই করে দেখতে এসেছি তুমি সেই আবু হোসেন কিনা।

আবু ॥ দেখতে এসেছ? ত্যাখ। দেখছ? যাও।

হারুন ॥ নাঃ, দেখছি তোমার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে।

আবু ॥ সেতো তোমারই কাজ বাবা। মানে মানে সরে পড, নইলে তোমার মাথা ফাটিয়ে আমি যাদু বার করবো।

হারুন ॥ তুমি যখন আমাকে সত্যি সত্যিই যাদুকর ভেবেছ, তখন তোমাকে

একবার শেষ যাদুর খেলা দেখাব। (হাত শূন্যে তুলে ধরে) রোশেনা, আযাও—

[জুবেদা রোশনাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে]

জাহুজা॥ এরা সব কারা আবু?

আবু। (আনন্দে) এইতো আমার রোশেনা। রোশেনা, তুমি এসেছ? সওদাগর সাহেব, তুমি যেই হও, আমার আর কোন রাগ নেই, রোশেনাকে দেখেছি। স্ফূর্তিতে দিল আমার ভরে গেছে। কিন্তু এতো যাদুর খেলা। এখুনিত রোশেনাকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেবে।

জুবেদা॥ না আবু, উনি যাদুকর নন্। উনি পরম দয়াবান ছদ্মবেশী সুলতান হারুন-অল-রসিদ।

আবু॥ (নতজানু হয়ে) জাহাঁপনা, না জেনে আপনাকে কত কটুকথা বলেছি।

জাহুজা॥ বাদশা-বেগম আমার গরীবখানায়। বসতে কি দেই। এখুনি যে গর্দান যাবে।

হারুন॥ না আবুর মা, তোমাদের গরীবখানায় এসে আমি খানাপিনা করে আগেই তৃপ্ত হয়েছি। ওঠ আবু, তুমি কোন অপরাধ করনি। তুমি আমার নিকট ব্যক্ত করেছিলে—যদি একদিনের বাদশাগী পাও, তাহলে অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেবে। তোমার সেই সাধ পূরণ হয়েছে। একদিনের বাদশা সাজতে গিয়ে তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, তার প্রতিদানে আমার সব চাইতে প্রিয় জিনিষটি তোমাকে উপহার দেব। (রোশেনার হাত ধরে আবুর হাতে) এই নাও।

আবু॥ এটা জ্যান্ত না মৃত জাহাঁপনা।

হারুন॥ একেবারে জীবন্ত রোশেনা, তোমাকে দিলাম। সারা জীবনের মত এ তোমার সম্পদ হয়ে রইল।

আবু॥ হায় খোদা, এতো আবার স্বপ্ন দেখছি না [সবাই হেসে ওঠে]

[রহমান ও শাকিলা গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। বাদশা ও বেগম ছাড়া সকলেই গান গায়। প্রয়োজনে গান বাদ দিলেও চলবে]

গান

স্বপ্ন নয় স্বপ্ন নয়
বেগম বাদশার দয়ায়
সেলাম বাদশা সেলাম বেগম
সেলাম সেলাম সবায়।

[আবু, জাহুজা, মশরু, শাকিলা ও রহমান, বাদশা-বেগমকে মাঝখানে রেখে গানে যোগ দেন এবং সেলাম করে। হারুন ও জুবেদা স্মিতহাস্তে সেলাম গ্রহণ করে। সবাই প্রস্থান করে।]

—যবনিকা—

দমকল

প্রযোজনায় ক্যালকাটা মেরী মেকার্স' ক্লাব

চরিত্র লিপি

সুনেত্রা—বেলা রায়। লিলি—জলি চ্যাটার্জী। শিশির—বিমল রায়। বিনয়—রামেশ্বর রায়। হরপ্রসাদ—শিবকুমার শর্মা। যোগেশ—তারাপদ ভট্টাচার্য। অমর—অজিত দাস। গৌরী প্রসাদ—বিমান বিশ্বাস। মিষ্টার সেন—মিলন রায়চৌধুরী। ম্যানেজার—ভিক্টর ঘোষ। প্রশান্ত—তুষার ঘোষরায়। বীরু—বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী। কানাই—বিশ্বনাথ দাস। বলাই—কমল চন্দ্র। মধু—নিরঞ্জন দে।

নেপথ্যে

পরিচালনা	পিকলু নিয়োগী।
সঙ্গীত	শিবকুমার শর্মা।
রূপসজ্জা	নিমাই দাস।
আবহ সঙ্গীত	অশোক মাইতি ও পঞ্চানন দাস।
আলোক	মিলন রায় চৌধুরী।
ব্যবস্থাপনা	রঞ্জন রায়, অজিত দত্ত, সুখেন্দু বোস, কালীপদ মুখার্জী, সুধীর তপস্বী, সঞ্জীব সমাদ্দার।

প্রথম অংক

প্রথম দৃশ্য

[সাধারণ হোটেলের একটি ঘর। একপাশে আলনায় স্তূপাকার করা ময়লা জামা কাপড। তার পাশে পুরোন একটি টেবিল ও গোটা কয়েক নডবড়ে চেয়ার। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খাট পাতা। তার ওপর একটি স্লেচিটে চিরস্থায়ী বিছানা। খাটের নীচে দুটো ট্রাংক। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার হাওয়ায় উল্টে গেছে।

এই ঘরে বিনয় ও শিশির, দু'বন্ধু থাকে। দু'জনেই বেকার। পর্দা খুলতে দেখা যায় —খাটের দু'প্রান্তে দু'টি মাথা। অর্থাৎ বিনয়ের পায়ের দিকে শিশিরের মাথা। দু'জনেই শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ পডছে। কিছু সময় অতিবাহিত হলে, কেউ কোন কথা না বলে কাগজের পাতাগুলো পাল্টাপাল্টি করে নেয়। আবার কিছুক্ষণ পড়ে। অবশেষে দু'জনেই একসঙ্গে কাগজ হাতে উঠে বসে।]

বিনয়॥ ঠাকুর-চাকরগুলোর হলো কি? এত বেলা হয়ে গেল অথচ চা-জলখাবার আনছেনা কেন?

শিশির॥ একটা ড্রাস্টিক্ এ্যাকশন্ নেওয়া দরকার। ভেবেছে কি? আমরা কি অর্ডিনারী লোক নাকি যে যখন খুশী ব্রেকফাষ্ট আনলেই চলবে।

বিনয়॥ সেইজন্যেই বলেছিলাম আমাদের মত রেস্পেক্টেবল্ লোকদের কোন বড হোটেলে থাকা উচিত। ছোট হোটেল মানেই এইরকম মিস্ম্যানেজমেণ্ট।

শিশির॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির ॥……চায়ের সংগে একটা এগ ফ্রাই আনিস।

বিনয় ॥……আমার জন্য পেঁয়াজী পেস্তা।

শিশির ॥ ছি ছি—এইরকম ডাকাডাকি করে ব্রেকফাষ্ট খেতে হলে প্রেস্টিজ বলে আমাদের কিছু থাকবেনা।

বিনয় ॥ আমি কমপ্লেন করব। সিরিয়াসলি বলছি আমি কমপ্লেন করব। এই রকম আন্‌টাইমলি সারভিং কিছুতেই টলারেট করব না।

শিশির ॥ কার কাছে কমপ্লেন করবি? কমপ্লেন বোঝবার মত একটি লোকও এই হোটেলে নেই। ম্যানেজারটা তো কলাপাতা মার্কা হোটেল থেকে এসেছে।

বিনয় ॥ সেই কথা ভেবেই এবারকার মত ছেড়ে দিলাম।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

শিশির ॥ বিনয়, কর্মখালির কলমটা ভাল করে দেখেছিস্?

বিনয় ॥ দেখেছি। একটা চাকরীও স্যুইটেবেল নেই। সব ক্লার্ক আর টাইপিষ্ট। আমি শুধু ভাবি লোকগুলো দেড়'শ টাকার চাকরী কেন করে! মিনিমাম হওয়া উচিত পাঁচ'শ টাকা।

শিশির ॥ না না ছ'শ হওয়া উচিত। বাড়ীভাড়া অনেক বেড়ে গেছে।

বিনয় ॥ বাড়ীভাড়া আমি ছেড়েই দিলাম। সেকথা যদি বলিস—একটু ওয়েল ফার্নিশড্ রুম নিতে গেলেই সাত'শ টাকা দরকার।

শিশির ॥ আহা আমি কি ওয়েল ফার্নিশড রুমের কথা বলছি? সেকথা যদি বলিস, তাহলে আট'শ টাকা কামাই না করলে ওয়েল ফার্নিশড্ রুমে থাকাই যায় না।

বিনয়। মোটামুটি ন'শ হলে চলে, কি বলিস?

শিশির ॥ সভ্যভাবে থাকতে হলে চাই হাজার।

[ফটাশ করে বেলুন ফাটবার শব্দ শোনা যায়]

কি ফাটলরে ?

বিনয় ॥ হোটেলের গ্যাস বেলুন।

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[ম্যানেজার একটি ট্রেতে খাবার নিয়ে প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ একটু দেরী হয়ে গেল—।

শিশির ॥ একি ম্যানেজারবাবু, আপনি নিজে বয়ে এনেছেন কেন ?

ম্যানেজার ॥ কি করি ! চাকর-বাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই। কি খাওয়াতে কি খাইয়ে ফেলবে। নিজ হাতে সব কিছু দেখে শুনে নিয়ে এলাম। শিশিরবাবুর এগফ্রাইও এনেছি, বিনয়বাবুর পেঁয়াজী-পেস্তাও এনেছি। দয়া করে খেয়ে নিন।

বিনয় ॥ দয়া চাইলেই পাওয়া যায় না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর দেবেন ম্যানেজারবাবু। ব্রেকফাষ্ট মানে সকালের খাওয়া ভুলে যাবেন না।

ম্যানেজার ॥ আজ্ঞে জানি। তবে আপনারা বেকার, বাইরের কিছু কাজকর্ম নেই ভেবে দেরি করেছি।

বিনয় ॥ বেকার বলে খাওয়া-দাওয়া আনটাইমলি করতে পারি না। আফটার অল্ আমাদের খিদে আছে।

ম্যানেজার ॥ তাতো ঠিকই। নিন এবার খান। খাওয়া হলে ডাকবেন, আমি ডিশগুলো নিয়ে যাব।

শিশির ॥ আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন ? কানাই-বলাইকে পাঠিয়ে দেবেন।

ম্যানেজার ॥ তাতে দোষ কিছু নেই শিশিরবাবু। আপনাদের দুজনের দায়িত্ব আমি নিজেই নিয়েছি। খান, আমি আসছি।

[ম্যানেজার অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে চলে যায়। দু'জন খেতে আরম্ভ করে]

শিশির ॥ ব্যাপারটা একটু ঘোরাল মনে হচ্ছে !

বিনয় ॥ কেন ?

শিশির ॥ ম্যানেজার নিজে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে এলো !

বিনয় ॥ রেসপেক্টেবল লোক বুঝে নারভাস হয়ে পড়েছে। ও-নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

শিশির ॥ নে চটপট খেয়ে নে। খাবার পর আবার চিন্তা করতে হবে, কি করে টাকা ইনকাম করা যায়।

বিনয় ॥ আমি কি ভাবছি জানিস শিশির ? একটা বিজনেস করব। এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট। হেড অফিস করব বোম্বে। ক্যালকাটা, ম্যাড্রাস, দিল্লী সব জায়গায় একটা করে ব্রাঞ্চ অফিস খুলব। ওয়ার্থলেস কর্মচারীগুলোকে পটাপট ধরব আর ঝটাপট সাসপেণ্ড করব।

শিশির ॥ না না সাসপেণ্ড করিস না। ইউনিয়ন থাকলে বিজনেস ডকে নিয়ে যাবে।

বিনয় ॥ সেও তো কথা। তাহলে কি করা যায় বলতো ?

শিশির ॥ ওসব বিজনেস-টিজনেস না করে চাকরীর চেষ্টা কর।

বিনয় ॥ কিন্তু চাকরী যদি না পাই !

শিশির। কেন পাবি না, এ্যাম্বিশন থাকলে নিশ্চয়ই পাবি।

[ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ আশা করি আপনাদের কিছুটা খাওয়া হয়েছে।

শিশির ॥ তা হয়েছে।

ম্যানেজার ॥ খাবারের স্বাদ কি রকম হয়েছে ?

বিনয় ॥ ওঃ, ওয়াণ্ডারফুল টেষ্ট !

ম্যানেজার ॥ কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো ?

শিশির ॥ না, না কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। কিন্তু আপনি আজ বারবার আসছেন কেন ?

ম্যানেজার ॥ এই খাওয়াই আপনাদের শেষ খাওয়া কিনা, তাই জন্মের খাওয়া খাইয়ে দিলাম।

বিনয় ॥ তার মানে।

ম্যানেজার ॥ এখুনি আপনাদের ঘাড় ধরে বার করে দেব।

শিশির ॥ আমাদের অপরাধ ?

ম্যানেজার ॥ কাল রাত্তিরে টাকা দেবার কথা ছিল। আজ বেলা ন'টা হয়ে গেল তবু টাকা দিলেন না।

বিনয় ॥ সামান্য ক'টা টাকার জন্যে আমাদের মত রেসপেক্টেবল লোককে আপনি তাড়াতে চান ?

ম্যানেজার ॥ সামান্য নয়। ছ' মাসের বাকী ছ'শ টাকা।

শিশির ॥ চাকরী করে ছ'হাজার দিয়ে দেব।

বিনয় ॥ ব্যবসা করে দশ হাজার দিয়ে দেব।

ম্যানেজার ॥ সব বুঝেছি। এই ছোট হোটেলে আপনাদের মত বড়লোক আমি রাখতে রাজী নই। আপনারা গ্র্যাণ্ড হোটেলে যান।

শিশির ॥ বড়লোক হলেও আমরা মনে-প্রাণে অত্যন্ত ছোটলোক।

বিনয় ॥ তাছাড়া বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ দেখাটাও আমাদের কর্তব্য।

ম্যানেজার ॥ আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে হবে না। আপনাদের জন্যে অন্য বোর্ডারদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে বসেছে। নিশ্চিন্তে তেল-সাবান পর্যন্ত বাইরে রাখতে পারে না।

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, আপনারা বোঝা উচিত কতটা উদার মন হলে অন্যের জিনিষগুলোকে নিজের মনে করে ব্যবহার করতে পারে!

ম্যানেজার ॥ নিকুচি করেছি আপনাদের উদারতার। এখুনি বেরোন।

বিনয় ॥ দুঃখ পেলাম ম্যানেজারবাবু। উদারতার কোন মূল্য না দিয়ে আপনি তাকে কুচি কুচি করে দিলেন।

ম্যানেজার ॥ হ্যাঁ দিলাম। মানে মানে সরে পড়ুন এখান থেকে।

বিনয় ॥ খাওয়া শেষ হোক।

ম্যানেজার ॥ অর্দ্ধেক খাওয়া অবস্থায় তাড়াতে চাই যাতে জীবনে আর এ-মুখো না হ'ন!

[ম্যানেজার অর্দ্ধসমাপ্ত খাবারের প্লেট দুটো সরিয়ে নেয়। তারপর জামার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে যায়]

যাবেন কিনা বলুন?

শিশির ॥ (হাত চাটতে চাটতে) যাব, যাব। মারামারি করবেন না। আমরা নিরিহ, ভদ্র-সন্তান। নে বিনয়, বিছানাটা বেঁধে ফেল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব।

বিনয় ॥ (বিছানা গোটাতে গোটাতে) ভারি ভয় দেখাচ্ছে! যেখানে রেসপেক্টেবল্ লোকের মান রাখতে জানেনা সেখানে না থাকাই ভাল। আমরা গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব! ইংলিশ খাবার খাব, পেগ ড্রিংক করব, এই সব থার্ডক্লাস ম্যানেজারগুলোকে দেখব আর হর্‌র্ হর্‌র্ ভমিট্ করব।

ম্যানেজার ॥ দয়া করে সেখানেই যান।

[বিনয় হঠাৎ চিৎকার করে শুয়ে পড়ে]

বিনয় ॥ লাষ্ট চান্স—আপনার ভবিষ্যৎ—

[ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের জামা ধরে টানতে থাকে]

ম্যানেজার ॥ তবেরে জোচ্চর! বেরোও—বেরোও—

[পাশের ঘরের প্রশান্তবাবু প্রবেশ করে]

প্রশান্ত ॥ কি হলো? বিনয়বাবুর জামা ধরে টানছেন কেন?

ম্যানেজার ॥ ছ'মাস ধরে একটা পয়সা ছোঁয়াবার নাম নেই শুধু লম্বা-চওড়া কথা। আপনারাওতো হোটেলে আছেন প্রশান্তবাবু। ক'দিন পয়সা না দিয়ে থেকেছেন ?

প্রশান্ত ॥ থাক ছেড়ে দিন। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে।

বিনয় ॥ তার উপর রেসপেক্টেবল্ লোক !

ম্যানেজার ॥ চুপ, জোচ্চোর কোথাকার !

প্রশান্ত ॥ আজকের মত ছেড়ে দিন।

ম্যানেজার ॥ বেশ, আপনার কথামত ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার সামনে কথা হোক, কবে এরা টাকা দেবে।

প্রশান্ত ॥ বলুন আপনারা কবে টাকা দেবেন ?

শিশির ॥ সেভেন ডেজ। সাত দিনের মধ্যে। হাজার টাকা ইনকাম হলে ছ'শ টাকা দিতে এক সেকেণ্ড।

ম্যানেজার ॥ ঐ শুধু কথা। এত করে করে মাসের পর মাস কাটিয়ে দিচ্ছে।

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, ঠিক সাত দিনের মধ্যে টাকা দিতে পারবেন কিনা !

শিশির ॥ সিওর। তবে মনে ভয় থাকলে আপনারা আরো সাতদিন টাইম দিতে পারেন। মাপ করবেন আমি সাতদিনের বেশী টাইম নিতে পারব না।

প্রশান্ত ॥ বেশ পনেরো দিন টাইম আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যে করে হোক টাকা শোধ করে দেবেন।

ম্যানেজার ॥ প্রশান্তবাবু, আমি আপনার কথামত পনের দিন অপেক্ষা করব। তারপর আমি কোন কথা শুনব না। যতসব জোচ্চর এসে জুটেছে !

[ম্যানেজার প্লেট দু'টো নিয়ে চলে যায়]

প্রশান্ত ॥ আপনাদের কেন যেতে দিলাম না জানেন ?

শিশির ॥ কেন ?

প্রশান্ত ॥ আমার পনের টাকা চোট হয়ে যাবে বলে। টাকাটা কবে দিচ্ছেন ?

বিনয় ॥ এখুনি দিতে পারতাম। তবে পনের টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাই। সেইজন্যে কিছুদিন দেরী হবে।

প্রশান্ত ॥ টাকা আপনারা জীবনেও শোধ করতে পারবেন না জানি। সেইজন্যে ঋণ শোধ করবার জন্যে আমি একটা মতলব বার করেছি।

শিশির ॥ কি ?

প্রশান্ত ॥ আমার পায়ে ক্র্যাম্প হয়েছে। ডাক্তার বলেছে পনের দিন ম্যাসেজ করতে হবে। এই কাজটা আপনারাই করে দিন।

বিনয় ॥ আপনি রেসপেক্টেবল লোক দিয়ে পা ম্যাসেজ করাতে চান ?

প্রশান্ত ॥ কি করব বলুন ? এছাড়া টাকা শোধ হবার কোন উপায় দেখছি না। আমি ঘরে আছি। দয়া করে আজ থেকেই কাজ শুরু করুন।

[প্রশান্ত চলে যায়]

বিনয় ॥ পা-ম্যাসেজের বাংলা অর্থ কি জানিস ?

শিশির ॥ কি ?

বিনয় ॥ পা-টেপা।

শিশির ॥ আমরা বাংলা অর্থে পা না-টিপে ইংলিশ অর্থেই পা টিপব।

বিনয় ॥ আশ্চর্য ! একটা ন'শ টাকার চাকরীও জুটছে না।

শিশির ॥ আমি পাঁচশ' টাকার চাকরী পেলে করতাম।

বিনয় ॥ আমি পঞ্চাশ টাকাতেও রাজী।

শিশির ॥ আমি পঁচিশ।

['চুঁই'—করে আওয়াজ শোনা যায়]

বিনয় ॥ কিসের আওয়াজ ?

শিশির ॥ সাইকেলের টায়ার পানচার হলো। আয়, আরেকবার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা যাক।

[দু'জন কাগজ নিয়ে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজের পাতাগুলো পালটাপালটি করে নেয়। শিশির চিৎকার করে উঠে বসে]

শিশির ॥ পেয়েছি—!

বিনয় ॥ কি!

শিশির ॥ একরাত্রের মধ্যে হাজার টাকা।

[বিনয় আনন্দে উঠে বসে]

বিনয় ॥ সত্যি?

শিশির ॥ সত্যি! (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[কানাই প্রবেশ করে]

কানাই ॥ কানাই, কানাই করে চেঁচাচ্ছেন কেন? সকাল হতে একার হাতে সব কাজ করতে হচ্ছে।

বিনয় ॥ বলাই কোথায়?

কানাই ॥ সে ব্যাটা বগলে রসুন লাগিয়ে শরীরের উত্তাপ বাড়াচ্ছে। বলুন কি চাই?

শিশির ॥ দুপুরে আমাদের মোরগমসল্লাম চাই।

কানাই ॥ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে দেখি রাজী হয় কিনা।

শিশির ॥ রাজী না হবার কিছু নেই। ভাল করে তোর ম্যানেজারকে বুঝিয়ে বল আমার অবস্থা দু'দিনের মধ্যে ফিরে যাবে। আমাকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে বল।

কানাই ॥ আপনার অবস্থা যদি ফিরে যায়, দয়া করে আমার ব্যবস্থা একটু করবেন। জানেন তো বলাইটা ফাঁকি মারতে ওস্তাদ। বেশী কাজ দেখলে বগলে দেশী কল লাগিয়ে শুয়ে থাকে। সব কাজ করেও মাস গেলে মাত্র ঐ ক'টা টাকা!

শিশির ॥ ঘাবড়াচ্ছিস কেন? তোকে আমি স্পেশাল এ্যালাওয়েন্স দেব। হোটেলের ইউনিফর্ম তৈরি করিয়ে দেব।

কানাই ॥ সে-যদি করেন তো আপনার গুষ্টির চাকর হয়ে থাকব মাইরী!

শিশির ॥ যা তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা কর।

[কানাই চলে যায়]

বিনয় ॥ ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। টাকার সন্ধান তুই কোথায় পেলি?

শিশির ॥ এই কাগজেই পেয়েছি। এ্যামেরিকান পিস্তল!

বিনয় ॥ তার মানে?

শিশির ॥ ডাকাতি করব। আজ রাত্রেই। মোরগমল্লাম খেয়ে দুপুর থেকেই নার্ভগুলোকে ষ্ট্রং করে নিচ্ছি। তার পরই ফায়ারিং গুড়ুম্ গুড়ুম!

বিনয়। পিস্তল কোথায় পাবি?

শিশির ॥ (কাগজ দেখায়) এই যে দেখ কাগজে! সমস্ত ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়। আসল পিস্তলের আওয়াজ। দাম মাত্র সাড়ে ছ'টাকা। সেল্ফ মেড ফিউচার। হাঃ হাঃ—

বিনয় ॥ ডাকাতি করে রোজগার। আমি ওর মধ্যে নেই। ধরা পড়ে জেলে যেতে পারব না। আমার সামনে বিরাট প্রসপেক্ট পড়ে আছে।

শিশির ॥ হোপ্‌লেস্!

বিনয় ॥ ইডিয়েট্!

শিশির ॥ ফুল!

বিনয় ॥ ষ্টুপিড!

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই—

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই—

[শিশির কাগজখানা নিয়ে শুয়ে পড়ে। বলাই প্রবেশ করে]

বলাই ॥ কানাই তো বলে গেল আমার শরীর খারাপ হয়েছে। তবু ডাকাডাকি করছেন কেন?

বিনয় ॥ ম্যানেজারকে বলে দে ,আমার মোরগমসল্লায় দরকার নেই। ডাল-ভাতই যথেষ্ট।

বলাই ॥ আপনাদের জন্যে ফ্যানভাতের ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিনয় ॥ তাতেই হবে। ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ফ্যান্-ভাত, ডাল-ভাত, মাছ-ভাত, মাংস-ভাত, অবশেষে—

বলাই ॥ ভাতে-ভাত। সকাল বেলা আপনাকে ম্যানেজারবাবু কি খাইয়ে গেছেন ?

বিনয় ॥ পেঁয়াজী-পেস্তা।

বলাই। সেই জন্যেই তো আপনার মাথায় দোষ হয়েছে। পেঁয়াজ ভয়ানক গরম।

বিনয় ॥ পেঁয়াজের গরম নয়রে, টাকার গরম! আচ্ছা, তুই কত মাইনে পাস ? তিরিশ ? আমি তোকে ডবল টাকা দেব। আমার কোম্পানীতে কাজ করবি ? ব্রাইট ফিউচার।

বলাই ॥ করব। নিশ্চয়ই করব। আজ থেকেই দয়া করে কাজে লাগিয়ে দিন। ম্যানেজারের রোয়াব আর ভাল লাগে না!

বিনয় ॥ আজ হবে না। আগে প্ল্যান করে নিই। তবে রিসেণ্টলি হয়ে যাবে। আজ দুপুরে বড় বড় দু'চাকা মাছ দিস।

বলাই ॥ মাছ দেওয়া তো মানা আছে।

বিনয় ॥ তোর ভাগ থেকে না হয় একচাকা দিস। আমি তোকে চার চাকা দেব। তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

বলাই। নিশ্চয়ই দেব। নিজে না খেয়ে আপনাকে দেব। দেখবেন, ভুল করে আমার কাজটা যেন কানাই না পায়।

বিনয় ॥ ইনপসিবল! তুই নিশ্চিন্তে চলে যা।

[বলাই চলে যায়। শিশির উঠে বসে]

শিশির ॥ কানাই—

শিশির ॥ বলাই—

[বলাই পুনরায় প্রবেশ করে]

বলাই ॥ কি বলছেন ?

বিনয় ॥ তোর কাছে লাল সুতোর বিড়ি আছে ?

বলাই ॥ একটা আছে।

বিনয় ॥ দিয়ে যা, আমি তোকে বার্মা চুরুট খাওয়াব।

[বলাই বিড়ি দেয়। বিনয় ধরায়]

বলাই ॥ চাকরীটা সত্যি সত্যি পাব তো ?

বিনয় ॥ পাবি না মানে ? তুইতো পাবিই—উপরন্তু তোর চেনাশুনা যত আছে সবাই পাবে।

বলাই ॥ (খুশী হয়ে) তবে তো গাঁ শুদ্ধো ঝেঁটিয়ে নিয়ে আসব !

বিনয় ॥ আনিস, আনিস। পুরো সাব-ডিভিশন নিয়ে আসিস, আমি সবাইকে প্রভাইড করে নেব।

[বলাই আনন্দিত হয়ে চলে যায়। একটু পরে প্রশান্ত প্রবেশ করে]

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর গলায়) আপনারা আসছেন না কেন ?

বিনয় ॥ মাপ করবেন। আপনার পা আমি টিপতে পারব না।

প্রশান্ত ॥ শিশিরবাবুরও কি একই কথা ?

শিশির ॥ এখন পিস্তল ছাড়া আর কোন কথাই হতে পারে না।

[শিশির খবরের কাগজটাকে মুড়িয়ে, পিস্তলের মত করে হাতে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে]

সেভ্ ইওর লাইফ প্রশান্তবাবু—

[প্রশান্ত কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে, শিশিরের হাত থেকে কাগজটা টান মেরে নিয়ে নেয়]

প্রশান্ত ॥ আপনারা কি বিনা বাক্য-ব্যয়ে আসবেন, না আমার পেশীগুলো সঞ্চালন করতে হবে ?

বিনয়॥ ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ আপনার পনের টাকার ট্র্যানজাকশনে আমার কোন শেয়ার ছিল না।

প্রশান্ত॥ (গলা চড়িয়ে) একটি ব্লো মেরে দু'টি করে চোয়াল জোড়া লাগিয়ে দেব! এই আমার শেষ কথা—যদি আপনারা বাঁচাতে চান, তবে এক, দুই, তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে পা টিপতে আরম্ভ করুন: এক—দুই—তিন! [শিশির ও বিনয় দৌড়ে গিয়ে প্রশান্তর দু'টো পা দু'দিক থেকে টিপতে আরম্ভ করে]

—দৃশ্যান্তর—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ধনী ব্যবসায়ী যোগেশ রায়ের একমাত্র কন্যা সুনেত্রার সুসজ্জিত ঘর। সময় রাত দশটা। সুনেত্রা দামী খাটে আধশোয়া অবস্থায় ম্যাগাজিন পড়ছে। ঘরের অন্য কোনে রেডিওতে পাশ্চাত্য সংগীতের অনুষ্ঠান চলছে। যোগেশ রায়ের নিম্নতম কর্মচারী মধু প্রবেশ করে]

মধু॥ দিদিমণি, আপনাকে এক্ষুণি একবার নীচে যেতে হবে।

সুনেত্রা॥ কেন?

মধু॥ লিলি দিদিমণি গাড়ীতে বসে আছেন। আপনাকে কি একটা জরুরী কথা বলে চলে যাবেন।

সুনেত্রা॥ বল আমার শরীর খারাপ নীচে যেতে পারব না। লিলিকেই ওপরে আসতে বল।

মধু॥ তখনই জানতাম আপনি যাবেন না। সন্ধ্যে থেকে চড়কী বাজীর মত একবার ওপরে উঠছি আর নামছি।

[মধু চলে যায়। রেডিওতে যন্ত্রসংগীত তখনও চলছে। একটু পরে প্রবেশ করে করে আধুনিক সাজে সজ্জিতা লিলি]

লিলি ॥ কিরে সুনেত্রা, তোর এমনই শরীর খারাপ যে একটিবার নীচে যেতে পারলি না?

সুনেত্রা ॥ বিশ্বাস কর—আজ সকাল থেকে শরীরটা সত্যি খারাপ।

[সুনেত্রা উঠে গিয়ে রেডিওটা বন্ধ করে দেয়]

লিলি ॥ রাত দশটার সময় আমাকে দেখে অবাক হচ্ছিস, না?

সুনেত্র ॥ মোটেই না। ওটা তোর আজকাল অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।

লিলি ॥ না রে, ভেবেছিলাম তোর কাছে সন্ধ্যের দিকে আসব। কিন্তু তোকে তো বলেছি, সুবীর ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে ফিরেছে। তার কাছ থেকে ছাড়া পাওয়াই মুস্কিল।

সুনেত্রা ॥ সন্ধ্যের দিকে এলে আমারও দেখা পেতিস না।

লিলি ॥ কেন?

সুনেত্রা ॥ আমার মলয়কুমারও বারইপুর থেকে ফিরেছে।

লিলি ॥ মলয়কুমার আবার কে?

সুনেত্রা ॥ কবি মলয়কুমার

লিলি ॥ যে তরুণ কবি কিছুদিন আগে রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন?

সুনেত্রা ॥ হ্যাঁ—।

লিলি ॥ সে কিরে—সে তো বিরাট নাম করা লোক!

সুনেত্রা ॥ নাম করা হলে বুঝি আমার হতে পারে না?

লিলি ॥ কিরে ডুবেছিস নাকি?

সুনেত্রা ॥ একটু বাকী আছে। ভাবছি এবার ডুবেই যাব।

লিলি ॥ বিশ্বাস করতে পারছি না। মলয়কুমারের মত ছেলে, তোর কাছে ধরা দেবে? হতে পারে না!

সুনেত্রা ॥ আমি জানতাম তুই বিশ্বাস করবি না। সেই জন্যেই এতদিন তোকে

বলিনি। আমার নিজেরই মাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়। এত নাম করা লোক অথচ কত সহজভাবে আমার সঙ্গে মেশে। আমি ওকে প্রায়ই বলি, আমার মত একটা মেয়ের জন্যে তুমি নিজেকে কেন এতটা বিলিয়ে দিয়েছ! শুনে কি বলে জানিস? আমাকে ছাড়া নাকি ওর সমস্ত প্রতিভা ম্লান হয়ে যাবে।

লিলি ॥ সুবীর যা বলে শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি। আমার ইন্‌সপিরেশন না থাকলে নাকি ও ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট হোতেই পারতো না।

সুনেত্রা ॥ সুবীর নিশ্চয়ই জার্মান থেকে তোর জন্যে অনেক জিনিস এনেছে, তাই না?

লিলি ॥ নারে—, ওর ইচ্ছে ছিল পুরো ওয়েষ্ট বার্লিনটাই আমার জন্যে তুলে নিয়ে আসে। কিন্তু, কাষ্টম্‌সের যন্ত্রণায় গোটা দুই নেকলেস ছাড়া কিছুই আনতে পারেনি।

সুনেত্রা ॥ মলয়ের যা কাণ্ড। কত নিষেধ করি শুনবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে একটা করে শাড়ী প্রেজেণ্ট করে চলেছে। দু'টো আলমারী বোঝাই হয়ে গেছে।

লিলি ॥ দেখতে কেমন রে?

সুনেত্রা ॥ আমার বলাটা ঠিক নয়। তবে একথা জোর করে বলতে পারি— অত সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়বে না।

লিলি ॥ সুবীরকে দেখিসনি, তাই ও কথা বলছিস। ওকে দেখলে মনে হবে একজন ইওরোপীয়ান ইণ্ডিয়াতে এসেছে। লাল টক্ টক্ করছে রঙ।

সুনেত্রা ॥ ছেলেদের লাল টকটকে রঙ মোটেই ভাল দেখায় না। বোকা বোকা মনে হয়। সেদিক থেকে মলয় অনেক ভাল।

লিলি ॥ আলাপ করিয়ে দিবি না?

সুনেত্রা ॥ সুযোগ হলে নিশ্চয়ই দেব।

লিলি ॥ সুযোগ তো রয়েছে সামনে। তোর কাছে যেজন্যে আজ এসেছি—

সামনের রবিবার আমার জন্মদিন। তোকেও নেমন্তন্ন করলাম, তোর মলয়কুমারকেও নেমন্তন্ন করলাম। নিয়ে যাস সঙ্গে করে।

সুনেত্রা ॥ দেশে নিয়ে যাব। সেদিন সুবীরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিবিতো?

লিলি ॥ নিশ্চয়ই দেব। এবার বল মলয় কি খেতে ভালবাসে? সেই অনুযায়ী সব ব্যবস্থা রাখব।

সুনেত্রা ॥ কি যে খেতে ভাল না-বাসে বলা মুস্কিল। এক কথায় ভীষণ পেটুক।

লিলি ॥ মলয় আর কত পেটুক? সুবীরকে তো দেখিস নি! খাবার সামনে পেলে আমাকে পর্যন্ত ভুলে যায়। (লিলি লক্ষ্য করে সুনেত্রা কি যেন ভাবছে) কিরে কি ভাবছিস?

সুনেত্রা ॥ আমি তো কথা দিয়ে বসলাম, শেষ পর্যন্ত গেলে হয়।

লিলি ॥ সেকিরে! এইটুকু জোর যদি তার ওপর না থাকে, তাহলে কি করে বিশ্বাস করব—মলয়কুমারকে তুই একান্তভাবে পেয়েছিস?

সুনেত্রা ॥ (একটু ভেবে) ঠিক আছে, তোকে বিশ্বাস করিয়ে দেব। কথা দিলাম মলয়কে তোর জন্মদিনে নিয়ে যাবই।

লিলি ॥ যাক এই সুযোগে একজন বিখ্যাত কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে।

সুনেত্রা ॥ ঠিকইতো। এতদিন সুবীরের কত সুনাম তোর মুখে শুনেছি। এবার সেই পরমারাধ্য মানবের দর্শন পাওয়া যাবে, কি বলিস?

[দু'জন হেসে ওঠে]

লিলি ॥ অনেক রাত হলো, এখন যাইরে।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা।

[লিলি চলে যায়। সুনেত্রা উঠে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে টেলিফোন করতে থাকে]

সুনেত্রা ॥ হ্যালো—কে—দিদিমা কথা বলছ? দাদুকে দাও। নেই? সাড়ে দশটা বাজে এখনও বাড়ী ফেরেনি! কোথায় গেছে জান?……খুব

দরকার।……না-না সে-সব কিছু নয়। শোন, দাদুকে টেলিফোন করে বলে দাও আমার এখানে এক্ষুণি চলে আসতে। না—না কাল সকালে এলে চলবেনা। এঁ্যা? বেশী রাত্তির হলে এখানেই থাকবে।…হ্যাঁ।…(বিরক্ত হয়ে) আছেরে বাবা আছে। উঃ কথা বললে বিশ্বাস করনা কেন? বলছিতো শরীর ভালই আছে। ছেড়ে দিচ্ছি…হ্যাঁ…(গলা চড়িয়ে) ছেড়ে দিচ্ছি! জ্বালাতন!

[সুনেত্রা টেলিফোন রেখে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে। মধু এক গ্লাস জল নিয়ে হাই তুলতে তুলতে প্রবেশ করে]

মধু ॥ এখন জল দেব?

সুনেত্রা ॥ না।

মধু ॥ গরম দুধ?

সুনেত্রা ॥ না।

মধু ॥ বরফজল?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধুর দু'চোখ ঘুমে ভেঙ্গে আসে]

মধু ॥ আমি তাহালে শুতে যাব?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধু যাবার সুযোগ খোঁজে]

মধু ॥ আমি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকব?

সুনেত্রা ॥ না।

[মধু তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টা করে। সুনেত্রা ডেকে ফেরায়]

সুনেত্রা ॥ এই মধু চলে যাচ্ছিস যে?

মধু ॥ আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে বারণ করলেন—

সুনেত্রা ॥ বাবা এসেছে?

মধু ॥ না।

[সুনেত্রা ম্যাগাজিনে আবার চোখ রেখে একটার পর একটা প্রশ্ন করতে থাকে]

সুনেত্রা ॥ কোথায় গেছে জানিস ?

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ ম্যানেজারবাবু ?

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ হোপলেস্।

মধু ॥ না।

[সুনেত্রা অদ্ভুত উত্তর শুনে মধুর দিকে চেয়ে দেখে মধু দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় উত্তর দিচ্ছে।]

সুনেত্রা ॥ মধু—

মধু ॥ না।

সুনেত্রা ॥ (চড়া গলায়) এই মধু !

[মধু চমকে উঠে তাকায়]

মধু ॥ এঁ্যা ?

সুনেত্রা ॥ এত সকাল সকাল তোর ঘুম পায় কেন ?

মধু ॥ কি জানি, মাত্র সন্ধ্যে সাড়ে দশটায় কেন যে ঘুম পায় ! চোখে জল দিয়ে আসব ?

সুনেত্রা ॥ কেন ?

মধু ॥ সারারাত জেগে থাকবার জন্যে ?

সুনেত্রা ॥ হতভাগা, তোকে আমি সারারাত জেগে থাকতে বলেছি ?

মধু ॥ তা নয় তো কি? এগারটা বাজতে চললো—নিজেও ঘুমবেন না, আমাকেও ঘুমতে যেতে দেবেন না।

সুনেত্রা ॥ যা ঘুমো গিয়ে।

[মধু জলের গ্লাসটা ঢেকে রেখে চলে যায়। সুনেত্রা একের পর এক

রেডিও স্টেশনগুলো ধরতে থাকে। সুনেত্রার দাদু হরপ্রসাদ প্রবেশ করে। তাকে দেখে সুনেত্রা রেডিওটা বন্ধ করে দেয়]

হরপ্রসাদ ॥ মাই ডার্লিং সুনেত্রা, অসময়ে খবর পাঠিয়েছ শুনে ফিফ্‌টি মাইল স্পীডে গাড়ী চালিয়ে চলে এসেছি।

সুনেত্রা ॥ এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাক ?

হরপ্রসাদ ॥ থাকব আর কোথায়। তোমাদের বাড়ীর কাছেই রিটায়ার্ড লোকেদের আড্ডায়। তুমি তো এই বুড়োকে পছন্দ করবে না। না হলে তোমার বাড়ী এসে বসে থাকতাম।

সুনেত্রা ॥ থাক তোমাকে আর ঢং করে কথা বলতে হবে না। আমার যন্ত্রণায় বলে মরে যাচ্ছি।

হরপ্রসাদ ॥ কি হয়েছে ডার্লিং ? কেন হেরি তব মলিন বদন ? আমার সেকেণ্ড ওয়াইফের বিষণ্ণবদন আমি সহ্য করতে পারছিনা।

সুনেত্রা ॥ আমার বান্ধবী লিলিকে তো তুমি চেনো।

হরপ্রসাদ ॥ ইয়েস ইয়েস লিলিকে আমি চিনি। সি ইজ্‌ মাই থার্ড ওয়াইফ।

সুনেত্রা ॥ তার কাছে একটা মিথ্যে কথা বলে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি। ধরা পড়ে গেলে আর প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবেনা।

হরপ্রসাদ ॥ কি মিথ্যে বলেছ ডার্লিং, যার চিন্তা তোমাকে সমুদ্রের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে ?

সুনেত্রা ॥ দাদু, তুমি শুনলে রাগ করবে না তো ?

হরপ্রসাদ ॥ নো—নেভার। আমার ডার্লিংয়ের ওপর রাগ করে অযথা আমার রোমান্টিক ফিলিংস নষ্ট করতে চাই না। তুমি বলে ফেল মাই সুইট হার্ট।

সুনেত্রা ॥ লিলিটা রোজ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে—সুবীর নামে একটি ছেলে জার্মান থেকে ফিরেছে। সে নাকি লিলিকে ভালবাসে।

হরপ্রসাদ ॥ ইন্টারেস্টিং ইন্টারেস্টিং—আমার সঙ্গে ট্রেচারী করেছে তোমার বান্ধবী। আমি তাকে ডিভোর্স করব।

সুনেত্রা ॥ (বিরক্ত হয়ে) আঃ, আসল কথাটা শুনবে তো!

হরপ্রসাদ ॥ বলো।

সুনেত্রা ॥ রোজ ঐ রকম ঘ্যানর ঘ্যানর শুনতে শুনতে আমার ভীষণ হিংসে হোত। আমিও দুম করে একটা মিথ্যে কথা বলে বসেছি। বিখ্যাত কবি মলয়কুমারও আমাকে—

হরপ্রসাদ ॥ ভালবাসে। নাউ হিয়ারিং অল দি ফ্যাক্টস্ আই এ্যাম টু সে ছাট্ ইওর কেস্ ইজ আণ্ডার সেকশন্ ফোর-টোয়েন্টি—

সুনেত্রা ॥ এখন ভাবছি মিথ্যে কথাটা না বললেই ভাল করতাম।

হরপ্রসাদ ॥ তাতে দোষের কিছু নেই। যৌবনকালে আমিই কি কম মিথ্যে কথা বলেছি। এই ধর না তোমার দিদিমাকে তো স্রেফ ধাপ্পা মেরে পটিয়েছিলাম। চাকরীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীতে অতি সাধারণ একটি কাজ করতাম। কিন্তু বাইরে এসে তোমার দিদিমাকে কি বলতাম জান? আমি এ^জন মেরীন ইঞ্জিনীয়ার! আমি জানতাম বাঙ্গালী মেয়েদের ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর একটু দুর্বলতা থাকে। তোমার দিদিমা আমার প্রথম প্রপোজালে একটু আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু যেই শুনল আমি একজন ইঞ্জিনীয়ার, গলে একেবারে তরল। ভাগ্যের জোরে পরে অবশ্য সেই কোম্পানীতে একটা বড় পোষ্ট পেয়ে গিয়েছিলাম।

সুনেত্রা ॥ তোমার পুরোন গল্প হাজারবার শুনে আমার কোন লাভ হবে?

হরপ্রসাদ ॥ রাইট, তোমার কথা এখন শোনা দরকার। বল।

সুনেত্রা ॥ ব্যাপার হচ্ছে এখন সেই মলয়কুমারকে এমনভাবে ম্যানেজ করতে হবে যাতে মিথ্যে না ধরা পড়ে।

হরপ্রসাদ ॥ এত নারভাস হচ্ছ কেন? তোমার বান্ধবীকে যা বলেছ বেশ বলেছ। লেখক কবিরা চিরকাল পর্দার অন্তরালে থাকেন। তাদের নামে হাজার গণ্ডা মিথ্যে বললেও কেউ ধরতে পারবেনা।

সুনেত্রা ॥ সেই ভেবেই তো বলেছিলাম। কিন্তু বিপদ হয়েছে সামনের রবিবার

লিলির জন্মদিনের নেমনতন্ন। সেদিন লিলি সুবীরের সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে। আমিও কথা দিয়েছি—মলয়কুমারকে সঙ্গে নিয়ে লিলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।

হরপ্রসাদ॥ এটা কিন্তু ভুল করেছ। কাউকে এনগেজ্ না করেই কথা দেওয়া উচিৎ হয়নি।

[নেপথ্যে যোগেশ রায়ের গলা শোনা যায়—'সুনি—সুনি ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?" সুনেত্রা উত্তর দেয়—না।]

সুনেত্রা॥ দাদু, বাপী আসছেন। সাবধান বাপী যেন এসব কথা জানতে না পারেন।

হরপ্রসাদ॥ কিন্তু আমি কেন এসেছি, যদি জানতে চায়?

সুনেত্রা॥ যা হয় একটা কিছু বলে দিও।

[যোগেশ রায় ঢোকে। তার পরণে কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাদি]

যোগেশ॥ (হরপ্রসাদকে) আপনি এত রাত্রে?

হরপ্রসাদ॥ আমার ডার্লিং ডেকে পাঠিয়েছে তার সঙ্গে গল্প করতে হবে। আজ রাত্রে আমি এই বাড়ীতেই থাকব।

যোগেশ॥ (চেঁচিয়ে) ঠাকুর, ঠাকুর—

হরপ্রসাদ॥ থাক, আমি রাত্রে কিছু খাবনা।

[সুনেত্রা উঠে গিয়ে যোগেশ রায়ের কোট খুলে নিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়।]

যোগেশ॥ আপনার শরীর এখন কেমন?

হরপ্রসাদ॥ আমি এখন ভালই আছি। তোমার মায়ের শরীর খুব ভাল নেই। তুমিতো এমাসে একবারও ও বাড়ীতে যাওনি।

যোগেশ॥ না যাওয়া হয়নি। বিজনেসের যা চাপ্!

হরপ্রসাদ॥ ছাখো যোগেশ, আজ বিশ বছর থেকে তোমার মুখে শুনছি

বিজনেস কর। কিন্তু কিসের যে বিজনেস্ কর তা এখনও জানতে পারলাম না।

যোগেশ॥ ম্যানুপুলেশন্ বাই ক্যালকুলেশন।

হরপ্রসাদ॥ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন! সেটা কি জিনিস?

যোগেশ॥ থিয়োরী হচ্ছে—ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়ান্টস্ এ মোশন্ উইদাউট বদারেশন।

হরপ্রসাদ॥ কিছুই বুঝতে পারলাম না।

যোগেশ॥ না বোঝবারই কথা। বাঙ্গালীদের পক্ষে বোঝা মুস্কিল। একমাত্র আমিই একটু আধটু বুঝি।

হরপ্রসাদ॥ থাক ঐ দুর্বোধ্য বিজনেস আমার বুঝে দরকার নেই। কি যেন থিওরীটা বললে?

যোগেশ॥ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়ান্টস্ এ মোশন্ উইদাউট বদারেশন।

হরপ্রসাদ॥ থাক—থাক। চিরকাল ছাই চাকরী করে কাটিয়েছি। বিজনেস কি করে বুঝব?

[সুনেত্রা প্রবেশ করে]

সুনেত্রা॥ বাপী, তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে।

যোগেশ॥ হ্যাঁ—যাই। সুনি মা, দাদুকে পেয়েছ বলে, গল্প করবার জন্যে সারারাত ওনাকে জাগিয়ে রেখো না।

সুনেত্রা॥ এক্ষুণি দাদুকে ছেড়ে দেব।

[যোগেশ চলে যায়]

বাপীকে কিছু বলনি তো?

হরপ্রসাদ॥ কিছুই বলিনি। শুধু শুনেছি—ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন।

সুনেত্রা॥ এবার বলো—মলয়কুমারের কি ব্যবস্থা করা যায়?

হরপ্রসাদ ॥ রবিবার আসতে এখনও দু'তিন দিন দেরী আছে। তারমধ্যে পছন্দমত একজন মলয়কুমার জোগাড় করে নাও !

সুনেত্রা ॥ জোগাড় করা যেন খুব সহজ কাজ।

হরপ্রসাদ ॥ তাহলে আজ রাত্তিরটা ভাল করে ভাবতে দাও। তুমিও বেশ করে ভাব। কিছু একটা ফন্দী মাথা থেকে নিশ্চয়ই বেরোবে।

[হরপ্রসাদ উঠে দাঁড়ায়]

সুনেত্রা ॥ তুমি কি এরই মধ্যে শুতে যাচ্ছ নাকি?

হরপ্রসাদ ॥ হ্যাঁ যাই। এখানে দু'জনে মুখোমুখি না বসে বরং বিছানায় শুয়ে শুয়ে গভীরভাবে ভাবি গিয়ে।

সুনেত্রা ॥ বাঃ এই বাড়ীতে ঘুমোবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি বুঝি? একটা কিছু বুদ্ধি বার করো।

হরপ্রসাদ ॥ একা একা চিন্তা না করলে কিছুতেই বুদ্ধি বেরোবেনা। ভাবতে হবে। ভীষণভাবে ভাবতে হবে। ঐ ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন জাতীয় একটা কিছু বার করতে হবে। তুমি শুয়ে পড় সুনি, অনেক রাত হয়েছে। তোমার মাথায় যদি কিছু আসে আমায় জানিও, আমার মাথায় যদি কিছু আসে আমি জানাব। গুড নাইট।

[হরপ্রসাদ চলে যায়। সুনেত্রা সাদা আলো নিভিয়ে, নীল আলো জ্বেলে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ে। একটু পরে শিশির কালো কাপড়ে নাক-মুখ ঢাকা অবস্থায় পিস্তল হাতে জানালা টপকে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। আস্তে আস্তে সুনেত্রার খাটের দিকে এগিয়ে যায়। পকেট থেকে একটা রুমাল বার করে, সুনেত্রার নাকের কাছে কিছুক্ষণ নেড়ে আবার রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। ঘরের চারদিকে খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট চামড়ার সুটকেশ বার করে। সুটকেশটা দু'হাতে নাড়াতেই ভেতরে ঢক্ ঢক্ শব্দ হয়। কি ভেবে সুটকেশটা আস্তে করে রেখে দেয়। আরেকবার পকেট থেকে রুমাল বার করে সুনেত্রার

নাকের কাছে নাড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। তারপর পাশ থেকে স্যুটকেশস্টা তুলে নিয়ে খুলতে চেষ্টা করে। সুনেত্রা বেড সুইচ্ টিপে আলো জ্বেলে উঠে বসে। শিশির ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে পিস্তল উঁচু করে ধরে]

শিশির ॥ খবরদার চেঁচা—চা—চালেই গুলি করব!

সুনেত্রা ॥ (ভয়ে) কি চাই—?

শিশির ॥ টাকা পয়সা—ধন দৌ—দৌলত সব চাই। তাড়াতাড়ি বার করে দিন, না হলে রিভল্বার আনলক্ করা আছে গুলি বেরিয়ে যাবে।

সুনেত্রা ॥ গুলি করবেন না। আমার কাছে যা আছে সব দিচ্ছি।

[শিশিরের সমস্ত গা দিয়ে ঘাম ঝরতে থাকে। পিস্তল ধরা হাতখানা কাঁপতে কাঁপতে নিজের দিকে চলে আসে। শিশির নিজের হাতের দিকে চেয়ে দেখে—পিস্তলের মুখটা তার বুকের দিকে। তাড়াতাড়ি হাতটাকে ঘুরিয়ে পিস্তলটাকে সোজা করে ধরে। সুনেত্রা চুপ করে বসে সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে থাকে]

শিশির ॥ দিচ্ছি বলে চুপ করে বসে আছেন কেন? আমি দুর্ধর্ষ ডাকাত। বলামাত্র কাজ না করলে কাউকে বাঁ—বাঁচতে দিইনা।

[শিশিরের হাতখানা আবার নিজের দিকে ঘুরে আসে। এবার সে দু'হাত একসঙ্গে করে ঘুরিয়ে, পিস্তলটাকে শক্ত করে ধরে রাখে। দুটো হাতই তার একসঙ্গে কাঁপতে থাকে। সুনেত্রার বুঝতে বাকী থাকে না যে লোকটা অপটু হস্তে রিভলবার ধরে আছে। তার মনে সাহস ফিরে আসে]

শিশির ॥ (গলা ঝেড়ে) আপনি কিন্তু ভীষণ দেরী করছেন। হাত থেকে গুলি বেরিয়ে গেলে পরে কিন্তু দো—দোষ দিতে পারবেন না।

সুনেত্রা ॥ রিভলবারে কটা গুলি ভরেছেন ?

শিশির ॥ রিল ভরে দিয়েছি। ট্রিগার টিপলেই শুধু হর-হর-হর-হর করে গুলি বেরোবে।

সুনেত্রা ॥ আপনি জানেন, আমি যোগেশ রায়ের মেয়ে?

শিশির ॥ জানি বলেই তো ডাকাতি করতে এসেছি।

সুনেত্রা ॥ আরো জানেন কি, এই ঘরে এমন এ্যারেঞ্জমেণ্ট করা আছে, সুইচ টিপলেই সমস্ত মেঝেটা ইলেকট্রিফাইড হয়ে যাবে?

[শিশির ভয়ে লাভ দিয়ে একটা চেয়ারের ওপর উঠে দাঁড়ায়]

শিশির ॥ নন্ কণ্ডাক্টর চেয়ারে দাঁড়িয়েছি। আর আমার ভয় নেই। এবার এখান থেকেই গুলি চালাব।

সুনেত্রা ॥ চেয়ারে দাঁড়িয়ে কোন লাভ হবেনা। এখানে বসেই আপনার বডির ওপর ইলেকট্রিক চার্জ করে দেব। এক সেকেণ্ডে আপনার বডি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

[শিশির দৌড়ে এসে কাঁপতে কাঁপতে পিস্তলটা সুনেত্রার কাছে ফেলে দেয়]

শিশির ॥ দোহাই আপনার। পুড়িয়ে মারবেন না। এটা আসল রিভলবার নয়। টয় রিভলবার!

সুনেত্রা ॥ সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি যে টয় রিভলবার নিয়ে ডাকাতি ডাকাতি খেলা করতে এসেছেন। ধাপ্পা মেরে কোন কাজ সফল হয় না জানেন?

শিশির ॥ বিশ্বাস করুন ধাপ্পা মারার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলনা। ডাকাতিতে আমার যথেষ্ট সিনসিয়ারিটি ছিল। কিন্তু ক্লোরোফরমে বোধ হয় ভেজাল দেওয়া আছে, তাই—আপনাকে অজ্ঞান করতে পারলাম না।

সুনেত্রা ॥ মুখ থেকে কালো কাপড় সরান।

[শিশির মুখ থেকে কালো কাপড় সরিয়ে ফেলে। সুনেত্রা তার দিকে

চেয়ে দেখে একজন সুদর্শন যুবক। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। শিশিরের সমস্ত শরীর দিয়ে তখনও অবিরাম ঘাম ঝরে চলেছে]

শিশির ॥ আমি তাহলে যাই ?

সুনেত্রা ॥ কোথায় ?

শিশির ॥ নিরাপদ জায়গায়।

সুনেত্রা ॥ না। এখন আপনি যাবেন পুলিশ স্টেশনে। আমি থানায় টেলিফোন করে দিচ্ছি। পুলিশের গাড়ী এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

শিশির ॥ পুলিশ ডেকে আপনার কি লাভ হবে ? ছেড়ে দিন চলে যাই। এরপর গেলে হয়তো লাষ্ট বাস্ পাবনা।

[কথাটা শুনে সুনেত্রা মুখটিপে হেসে আবার গম্ভীর হয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ এত রাত্রে আপনি একজন যুবতীর ঘরে জানলা টপকে ঢুকেছেন এবং ধরা পড়েছেন। এক্ষেত্রে আপনি সেই যুবতীর কাছ থেকে কি ব্যবহার আশা করেন ?

শিশির ॥ আনেকজাণ্ডার পুরুর প্রতি যেরকম ব্যবহার করেছিলেন, ঠিক সেই রকম ব্যবহার আশা করি।

সুনেত্রা ॥ কেন এসব করতে এসেছিলেন ?

শিশির ॥ আগে এক গেলাস জল দিন গলা শুকিয়ে গেছে।

[সুনেত্রা একটু ভেবে ঢাকা দেওয়ার জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয়। শিশির একটু জল খেয়ে নেয়]

আপনার ঘরে টেবিল ফ্যান নেই ?

সুনেত্রা ॥ না।

শিশির ॥ তাহলে ঐম্যাগাজিনদিয়ে আমার মাথায় একটু হাওয়া করুন।

সুনেত্রা ॥ আপনার স্পর্ধা তো কম নয় ?

শিশির ॥ যা বলছি করুন, না হলে এক্ষুনি হার্টফেল করে মরে যাব। শেষকালে আপনি আমার জন্যে বিপদে পড়ে যাবেন।

[সুনেত্রা একটা ম্যাগাজিন দিয়ে শিশিরের মাথায় হাওয়া করে]

আপনার হাতটা জলে ভিজিয়ে ভিজে হাতটা আমার মুখে চেপে চেপে ধরুন না !

[সুনেত্রা ইতস্তত করতে থাকে]

দিন। আমার সময় হয়ে এসেছে।

[সুনেত্রা অনিচ্ছা সত্বেও হাতটা ভিজিয়ে নিয়ে সেই হাত শিশিরের মুখে চেপে চেপে ধরতে থাকে]

আঃ খুব ভাল লাগছে ! আর বোধহয় মরলাম না।

[সুনেত্রা হাতটা সরিয়ে নেয়। একটু সময় তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।]

সুনেত্রা ॥ আপনাকে দেখে তো ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছে।

শিশির ॥ কেন মনে হবে না ? আই এ্যাম কামিং ফ্রম এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি।

সুনেত্রা ॥ চুরি করতে এসেছিলেন কেন ?

শিশির ॥ আমার নিজের জন্যে তো আসিনি, এসেছিলাম পাওনা-দারদের জন্যে।

সুনেত্রা ॥ চাকরী করে টাকা রোজগার করেন না কেন ?

শিশির ॥ আমার তো চাকরী করবার ইচ্ছে আছে কিন্তু যারা চাকরী দেবে তারাই গা করেনা।

[পাশের ঘরে হরপ্রসাদের গলা শোনা যায়—"সুনি সুনি"]

সুনেত্রা ॥ (শিশিরকে) আপান তাড়াতাড়ি খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ুন।

শিশির ॥ কালো কাপড়টা মুখে জড়িয়ে নেব ?

সুনেত্রা ॥ না।

শিশির ॥ রিভলবারটা হাতে রাখব ?

সুনেত্রা ॥ কেন ?

শিশির ॥ যদি এ্যাটাক করে তাহলে ডিফেণ্ড করব।

সুনেত্রা ॥ কথা না বলে যা বললাম তাই করুন।

[শিশির তাড়াতাড়ি পিস্তলটা হাতে নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ে। হরপ্রসাদ প্রবেশ করে]

হরপ্রসাদ ॥ সুনু, তুমি এখনও ঘুমোওনি?

সুনেত্রা ॥ না দাদু ঘুম আসছে না।

হরপ্রসাদ ॥ দ্যাখো ডার্লিং, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। সেটা হচ্ছে তুমি একজন সুদর্শন বেকার যুবকের খোঁজ কর। তাকে তোমার বাবার অফিসে একটি চাকরী দেবার ব্যবস্থা করা হবে? কণ্ডিশন থাকবে—প্রয়োজন মত কবি মলয়কুমারের অভিনয় তাকে করতে হবে। অনুসন্ধান করে দেখো, তাতে কোন বেকার যুবক রাজী হয় কি না।

[শিশির খাটের নীচ থেকে বলে ওঠে—"রাজী"। হরপ্রসাদ ঘরের চারদিকে তাকাতে থাকে]

কেউ যেন 'রাজী' বলল মনে হলো!

সুনেত্রা ॥ কে আবার বলতে আসবে। তোমার শোনার ভুল।

হরপ্রসাদ ॥ তা হবে। সে যাই হোক, আমার বুদ্ধিটা তোমার কি রকম মনে হলো?

সুনেত্রা ॥ বুদ্ধি তো ভালই দিয়েছ। কিন্তু বেকার যুবক কোথায় খুঁজতে যাব?

[শিশির খাটের নীচ থেকে বলে ওঠে—"এখানে"। হরপ্রসাদ আবার চারিদিকে তাকাতে থাকে]

হরপ্রসাদ ॥ তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা, একজনে কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভেসে আসছে?

সুনেত্রা ॥ (আমতা আমতা করে) কৈ আমিতো কিছু শুনতে পাচ্ছিনা।

হরপ্রসাদ ॥ রীতিমত ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছনা, অথচ আমি শুনতে পাচ্ছি। ব্যাপারটা অনুসন্ধান করা দরকার।

সুনেত্রা ॥ তোমাকে অনুসন্ধান করতে হবে না। তুমি ঘুমোতে যাও।

হরপ্রসাদ ॥ আচ্ছা আমি ঘুমোতেই যাই। যে বুদ্ধিটা দিলাম সে সম্বন্ধে ভেবে দেখো।

[হরপ্রসাদ কিছুটা যায়। খাটের নীচ থেকে শিশির হাঁচি দেয়। হরপ্রসাদ ঘুরে তাকায়। তাকে দেখে সুনেত্রা নিজের নাকটা ডলতে থাকে]

হাঁচিটা কি তুমি দিলে?

সুনেত্রা ॥ এই ঘরে অন্য কে হাঁচতে আসবে? ঠাণ্ডা লেগে আজ সকাল থেকে আমার কি রকম—

[শিশির আবার হাঁচি দেয়]

হরপ্রসাদ ॥ এই হাঁচিটাও কি তুমি দিলে?

সুনেত্রা ॥ তুমি এই ঘর থেকে যাওতো।

হরপ্রসাদ ॥ দেখো সুনি, আমার কি রকম গা ছম ছম করছে। মনে হচ্ছে আমরা কোন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি।

সুনেত্রা ॥ কোথায় কি শব্দ হচ্ছে, তাই নিয়ে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? এই না গল্প করতে—তোমার দুর্দান্ত সাহস ছিল, ভাল শিকারী ছিলে?

হরপ্রসাদ ॥ সাহস আমার এখনও আছে। তবে তোমাকে নিয়ে ভাবনা। একা ঘরে ভয় না পাও।

সুনেত্রা ॥ রোজ বুঝি তুমি এসে আমাকে পাহারা দাও?

হরপ্রসাদ ॥ তাও তো ঠিক। আচ্ছা আমি তাহলে শুতেই যাই।

[হরপ্রসাদ চলে যায়। শিশির আরেকটা হাঁচি দেয়। সুনেত্রা তাড়াতাড়ি ভেতরের দিকের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়]

সুনেত্রা ॥ (খাটের নীচে চেয়ে) বেরিয়ে আসুন খাটের নীচ থেকে।

[শিশির খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে আসে। দেখা যায় তার মাথা ভর্তি ভুলো।]

শিশির ॥ চলে গেছেন ?

সুনেত্রা ॥ হ্যাঁ। আপনার মাথায় অতো তুলো কি করে লাগল ?

শিশির ॥ এই তুলোই তো নাকের ভেতর ঢুকে হাঁচি আসছিল। খাটের নীচে বালিশটা মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম।

সুনেত্রা ॥ ঐ পুরোন ছেঁড়া বালিশটা আপনি মাথায় দিয়েছিলেন ?

শিশির ॥ কি করব, সিমেন্টের ওপর মাথা রেখে মাথার নীচে একটা আলু হয়ে গেছে।

সুনেত্রা ॥ খাটের নীচ থেকে কথা বলছিলেন কেন ?

শিশির। চাকরীটা ফস্কে না যায়, সেই জন্যে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হলো আমি তো লুকিয়ে আছি, তারপর আর একটি কথাও বলিনি।

সুনেত্রা ॥ (হেসে) ভেবেছিলাম আপনাকে কঠিন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করব। কিন্তু আপনার কাণ্ডকারখানা দেখে মায়া হচ্ছে।

শিশির ॥ এই জন্যেই বাঙ্গালী মেয়েদের তুলনা নেই। সহজেই তারা সহানুভূতিশীল, ভালবেসে তারা দেউলিয়া।

সুনেত্রা ॥ এত কথা কি করে জানলেন ? কোন মেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন নাকি ?

শিশির ॥ না-না মেয়ের সংস্পর্শে আসাবার সুযোগ তো এই প্রথম এলো। সে যাকগে, চাকরীটা কবে দিচ্ছেন ?

সুনেত্রা ॥ কিসের চাকরী ?

শিশির ॥ ঐ যে, কবি মলয়কুমার না কার অভিনয় করতে হবে ?

সুনেত্রা ॥ (আগ্রহ প্রকাশ করে) সত্যি আপনি অভিনয় করতে পারবেন ? তাহলে বাবাকে বলে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা চাকরী দিয়ে দেব।

শিশির ॥ কেন পারব না ? থিয়েটার হলে ষ্টেজ ফাটিয়ে ছেড়ে দেব। সিনেমা হলে—

সুনেত্রা ॥ থিয়েটার সিনেমা কোনটাই নয়।

শিশির ॥ তবে?

সুনেত্রা ॥ আমার এক বান্ধবীর কাছে।

শিশির ॥ ওরে বাবা সে যে আরেকটা ডাকাতি।

সুনেত্রা ॥ ভয় পেয়ে গেছেন তো?

শিশির ॥ ভয় পাব না!

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য! আমার ঘরে ঢুকতে আপনার যতটা সাহস দরকার হয়েছিল, তার চাইতে অনেক কম সাহসেই আপনি এই কাজ করে আসতে পারেন। ভেবে দেখুন তার পরিবর্তে বাবার অফিসে একটি ভাল চাকরী।

শিশির ॥ আপনি অভয় দিচ্ছেন?

সুনেত্রা ॥ দিচ্ছি।

শিশির ॥ বেশ আমাকে কি করতে হবে বলুন?

সুনেত্রা ॥ কাল সকালে আপনি আমাদের বাড়ী আসুন। তবে জানলা টপকে নয়, সামনের গেট দিয়ে। কি করতে হবে কাল সব বুঝিয়ে বলব। এখন আপনি চুপি চুপি চলে যান।

শিশির ॥ আজ কি তাহলে খালি হাতেই ফিরব?

সুনেত্রা ॥ তার মানে?

শিশির ॥ কিছু টাকার দরকার। পাওনাদারদের দিতে হবে। আমি চাকরী করে আবার শোধ করে দেব।

সুনেত্রা ॥ কত টাকা?

শিশির ॥ শ' তিনেক হলেই চলবে।

সুনেত্রা ॥ না, অত টাকা নেই।

শিশির ॥ তাহলে অন্য কোথাও ডাকাতি করার চেষ্টা করি গিয়ে। আমাকে আজ রাত্রেই টাকা জোগাড় করতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।

[শিশির জানালার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়]

স্থনেত্রা ॥ শুনুন, (শিশির ফিরে দাঁড়ায়) দু' একদিন পরে টাকাটা পেলে চলবে ?

শিশির ॥ তাহলে আজ রাত্রে কখনও লাইফ রিস্ক করে আপনার ঘরে ঢুকি ? কাল সকালেই পাওনাদারগুলো গলা চেপে ধরবে। আচ্ছা আর দেরী করে লাভ নেই—চলি।

[শিশির জানলার দিকে এগোতেই হরপ্রসাদের গলা শোনা যায়—দাঁড়াও। স্থনেত্রা ও শিশির ঘুরে তাকায়। হরপ্রসাদ ভেতরদিককার দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢোকে]

হরপ্রসাদ ॥ (শিশিরকে) এদিকে এগিয়ে এসো।

[শিশির ভয়ে তার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়। স্থনেত্রা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে]

ভেবেছ, জানলা দিয়ে পালালে কেউ টের পাবে না ? দু' হাত তুলে দাঁড়াও। (চড়া গলায়) আই সে হ্যাণ্ডস্ আপ্ !

[শিশির বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে হাত দু'টো তুলে দাঁড়ায়। হরপ্রসাদ স্লিপিং গাউনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনখানা একশ' টাকার নোট বার করে]

এই নাও—

শিশির ॥ কি ?

হরপ্রসাদ ॥ তিনশ' টাকা। তোমাকে হাতছাড়া করে তো আর আমার ডার্লিংকে জলে ফেলে দিতে পারি না।

[স্থনেত্রা আনন্দে হেসে ফেলে। শিশির হাত তোলা অবস্থায় স্থনেত্রার দিকে তাকায়। স্থনেত্রা চোখের ইশারায় তাকে টাকা নিতে বলে। শিশির ভয়ে ভয়ে হাত নামিয়ে হরপ্রসাদের কাছ থেকে টাকা নেয়]

কাল সকালে আসবে তো ?

শিশির ॥ (আরো ভয়ে) না—আর জীবনে কোনদিন আসব না।

হরপ্রসাদ ॥ এ্যাঁ! তাহলে টাকাগুলো এমনি এমনি দিলাম নাকি?

শিশির ॥ তাহলে আসব। ঘুম থেকে উঠেই চলে আসব।

[হরপ্রসাদ ও সুনেত্রা একসঙ্গে জোরে হেসে ওঠে। শিশিরও হতবুদ্ধি হয়ে তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়। সুনেত্রা খুশী হয়ে হরপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরে]

সুনেত্রা ॥ লং লিভ দাদু!

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হোটেলের সেই ঘর। ঘরে এবার দুটো খাট পাতা। একটা খাটে আগের সেই বিছানা। তার পাশে ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার। অন্য খাটে দামী নতুন বিছানা। পাশে ঝক ঝকে টেবিল চেয়ার। নতুন জিনিসগুলো ব্যবহার করে শিশির, পুরোণগুলো ব্যবহার করে বিনয়।

শিশিরকে দেখা যায় ধোপ-দুরস্ত জামা কাপড় পরে, টেবিল চেয়ারে বসে খাবারের শেষ অংশটুকু মুখের মধ্যে চিবোচ্ছে। সামনে দাঁড়ান কানাই, হোটেল বয়ের ড্রেস পরে ডিসগুলো নেবার জন্য অপেক্ষা করছে।]

শিশির ॥ (চোখ বুঁজে চিবোতে চিবোতে) কি কি বলেছি মনে আছে তো?

কানাই ॥ মনে আছে।

শিশির ॥ মনে থাকলে আজ ভুল করলি কেন ?

কানাই ॥ কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন মাথার কাছে চা, আটটা বাজতেই ডিম, সন্দেশ, কলা। দুপুরে ভাতের সঙ্গে মাংস।

শিশির ॥ রোজ নয়। একদিন মাংস একদিন মাছ। একদিন মাছ একদিন মাংস। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিবি।

কানাই ॥ তাই দেব। এতদিন পেট শুকিয়ে পড়েছিলেন। এখন ভাল সময় এসেছে, যা বলবেন, তাই আপনার গলায় সেঁধিয়ে দেব।

[ম্যানেজার প্রবেশ করে]

ম্যানেজার ॥ এই কানাই, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস, ভেতরের কাজগুলো করবে কে ?

কানাই ॥ বলাই করবে। এখন আমি ড্রেস পরে ফেলেছি। আজ আর ভেতরের কাজ করতে পারবনা।

ম্যানেজার ॥ খুব লম্বা লম্বা কথা শিখেছিস যে—

কানাই ॥ অবস্থা ফিরে গেছে, এখন লম্বা বলবনা তো কবে বলব ?

ম্যানেজার ॥ তোর অবস্থা কোথায় ফিরল ? অবস্থা ফিরেছে শিশিরবাবুর। তুই ব্যাটারছেলে যে চাকর ছিলি, সেই চাকরই আছিস।

কানাই ॥ তাই যদি বলেন, তাহলে সবাই চাকর। আমিও চাকর আপনিও চাকর। শিশিরবাবু যে এতবড় চাকরী পেয়েছেন, সে ব্যাটাও চাকর।

ম্যানেজার ॥ সাবধান হয়ে কথা বল হতভাগা। আমাকে যা বললি, বললি। শিশিরবাবুকে যদি চাকর বলিস তবে তোকে আস্ত রাখবনা।

শিশির ॥ কানাইকে কিছু বলবেন না ম্যানেজারবাবু। ওর এই সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে বলেই আমার কাজে ওকে নিয়েছি।

ম্যানেজার ॥ (দাঁত বার করে) তা আছে। ব্যাটারছেলে কাজ কম করলেও খুব ইনটেলিজেন্ট।

শিশির ॥ দেখুন ম্যানেজারবাবু, আপনি একটু আগে কানাইকে ভেতরে গিয়ে কাজ করার কথা বলছিলেন। কিন্তু আপনার বোঝা উচিৎ যে আমি ওকে এখানে থাকতে বলেছি।

ম্যানেজার ॥ (গদ গদ কণ্ঠে) ও—আপনি বলেছেন। তা আমি কি করে জানব বলুন? হতভাগাটা আমাকে একবার ইশারা করেও তো বলতে পারত। সত্যিইতো আপনার এখানে একজনের থাকা দরকার।

শিশির ॥ আমি অবশ্য এখুনি বেরোব। এখানে আর ওর থাকবার দরকার নেই। তবু আমার মনে হয় এখন ওর রেষ্ট দরকার।

ম্যানেজার ॥ তাই হবে। আপনার যা মনে হবে আমি তাই করব। এখুনি বিছানা পেতে দিয়ে আমি ওর রেষ্টের ব্যবস্থা করি গিয়ে।

[ম্যানেজার যেতে থাকে। শিশির ডেকে ফেরায়]

শিশির ॥ ম্যানেজারবাবু—

ম্যানেজার ॥ বলুন?

শিশির ॥ আলাদা ঘর না হলে আমার অসুবিধে হচ্ছে। একঘরে দু'জন থেকে আমার অবস্থার উন্নতি একেবারেই উপলব্ধি করতে পারছিনা।

ম্যানেজার ॥ আজকের দিনটা অপেক্ষা করুন। কাল সকালেই বিনয়বাবুকে ঘর থেকে বার করে দেব। (একগাল হেসে, এই কানাই শুতে আয়—।

কানাই ॥ আপনি যান আমি আসছি।

[ম্যানেজার চলে যায়]

শিশির ॥ এই ঘর আলাদা করে পেলে কি করব জানিস?

কানাই ॥ কি করবেন?

শিশির ॥ মেঝেতে কার্পেট পাতব। একদিকে সোফা সেট, অন্য দিকে রেডিও সেট। পেছনদিকে ফ্লাওয়ার ভাস্, মাথার কাছে টেলিফোন।

কানাই ॥ (আনন্দে) আর বলবেন না মাইরী। শুনেই আমার লাফাতে ইচ্ছে করছে। আর হলে তো শালার স্বর্গে চলে যাব।

শিশির ॥ আমি এখন বেরোচ্ছি। তুই আমার জিনিসগুলো গুছিয়ে রেখে নিতে চলে যা।

কানাই ॥ আপনি যান। আমি গুছিয়ে টিপটিপ্ করে দিচ্ছি।

[শিশির চলে যায়। কানাই ঘরে শিশিরের অংশটুকু গোছাতে থাকে এবং বিনয়ের অংশটুকু ইচ্ছে করে অগোছাল করে দেয়। বলাই প্রবেশ করে]

বলাই ॥ এই কানাই, ভেতরকার কাজগুলো আমার জন্যে জমিয়ে রেখেছিস কেন ?

কানাই ॥ ভেতরকার কাজ আমি আর করব না।

বলাই ॥ কেন ?

কানাই ॥ কেন আবার—আমি কি তোর মত এখনও চাকর আছি নাকি ? আমি বয় হয়েছি। আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হয়েছে।

বলাই ॥ তুই বয় হয়েছিস বলে কি তোর জমান কাজগুলো আমি করব নাকি ?

কানাই ॥ (হাসতে হাসতে) তাহলে আর কে করবেরে বলা ? এতদিন তো বগলে রসুন লাগিয়ে শুয়ে থাকতিস। এখন আর সেটি হচ্ছে নারে বলা।

বলাই ॥ (রেগে) চুপ কর কানা। এর প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। বিনয়বাবু আমার মাইনে বাড়িয়ে দিলেই তোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে নেব।

কানাই ॥ তাহলে আমার পুরোন জুতো জোড়া এখন থেকেই পায়ে দিয়ে রাখ। নাহলে সেই সময় পালিশ করবার জন্যে জুতোই খুঁজে পাবি না।

[কানাই হো হো করে হেসে ওঠে। বাইরে থেকে প্রবেশ করে মধু। তাকে দেখে কানাই থেমে যায়। মধুর পোষাক পরিচ্ছদে একটু পরিপাটি দেখা যায়]

মধু ॥ শিশিরবাবু আছেন ?

কানাই ॥ না। আপনি কোত্থেকে আসছেন ?

মধু ॥ আমি আসছি যোগেশ রায় এ্যাণ্ড ডটার কোম্পানি থেকে। আমি ঐ কোম্পানীর লোক।

কানাই ॥ ও—তাই বলুন। আপনি দাঁড়িয়ে কেন বসুন।

[মধু একটা চেয়ারে বসে পায়ের ওপর পা রেখে নাড়তে থাকে]

মধু ॥ এটা কি হোটেল নাকি ?

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

মধু ॥ মাংস পাওয়া যায় ?

কানাই ॥ মাংস পাওয়া যাবে না কেন ? শিশিরবাবু থাকতে থাকতে একদিন আসবেন, খাইয়ে দেব।

মধু ॥ এখন পাওয়া যাবে না ?

কানাই ॥ এখন খেতে গেলে আপনার গাঁট থেকে পয়সা দিতে হবে।

মধু ॥ থাক দরকার নেই। শিশিরবাবু কখন আসবেন ?

কানাই ॥ তা—ধরুন দুপুরে।

মধু ॥ এলে বোলো যোগেশ রায় এ্যাণ্ড ডটার কোম্পানি থেকে মধুবাবু এসেছিলেন। সন্ধ্যের দিকে যেন সুনেত্রা দিদিমণির সঙ্গে দেখা করেন।

কানাই ॥ কার নাম বললেন ?

মধু ॥ সুনেত্রা দিদিমণি।

কানাই ॥ (হাসতে হাসতে) বুঝতে পেরেছি।

বলাই ॥ (একই ভাবে) আমিও বুঝতে পেরেছি।

মধু ॥ কি বুঝতে পেরেছ ?

কানাই ॥ চাকর ব্যাটা বাবু সেজে এসেছেরে।

মধু ॥ খবরদার চাকর বলবে না।

কানাই ॥ কি বলব, মধুবাবু ?

মধু ॥ হ্যাঁ মধুবাবু।

কানাই ॥ বেশ তাই বলব। শিশিরবাবু এলেই বলব মধুবাবু এসেছিলেন।

মধু ॥ (রেগে) আমি চললাম।

[মধু কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে আসে]

আচ্ছা আমার চেহারাটা কি সত্যি চাকরের মত দেখতে ?

কানাই ॥ চেহারা তো বাবুর মতই করেছেন। কিন্তু কথা যে চাকরের মতই রয়ে গেছে ?

মধু ॥ কোন কথা বলতো, যা শুনে তোমরা আমাকে চাকর বলে ধরে ফেললে ?

কানাই ॥ 'দিদিমণি' শুনে। ওটা এমন একটা মার্কামারা কথা, যার মুখ দিয়ে বেরোবে সেই ব্যাটাই চাকর।

মধু ॥ ঈশ্....দিদিমণি না বললেই হোত !

কানাই ॥ তাতে আর কি হয়েছে ? ঐ যে বলাই দাঁড়িয়ে আছে, সেও একই দলে।

বলাই ॥ কানাই, মুখ সামলে কথা বলবি বলছি।

মধু ॥ ঈশ্...না বললেই হোত। ঈশ্—

[মধু ও কানাই চলে যায়। বলাই রাগে মুখটাকে বিকৃত করে রাখে। পরক্ষণেই প্রবেশ করে বিনয়]

বিনয় ॥ কিরে বলাই এত মুখ ভার করে আছিস কেন ?

বলাই ॥ মুখ ভার করবনাতো কি করব ! কানাইটা মুখের ওপর যাচ্ছেতাই করে বলে যাচ্ছে, অথচ আপনি আমার অবস্থা ফেরাবার কোন চেষ্টাই করছেন না।

বিনয় ॥ মনে করনা তোর অবস্থা ফিরে গেছে।

বলাই ॥ আপনার নিজের অবস্থাই ফেরাতে পারলেন না, আমার অবস্থা আর কি করে ফিরবে ?

[বিনয় হঠাৎ বলাইকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে তারস্বরে চিৎকার করতে থাকে]

বিনয় ॥ ওরে বলাই আমার অবস্থা ফিরে গেছেরে—আমি কি নাচব নাকিরে ?

কানাই ॥ (ছাড়াতে চেষ্টা করে) কি করছেন,…কি করছেন…

বিনয় ॥ ওরে তুই আমাকে খুন কর, না হয় আমি তোকে খুন করি…

[বিনয়ের চিৎকার শুনে ম্যানেজার এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে বিনয় বলাইকে ছেড়ে দেয়]

ম্যানেজার ॥ কি ব্যাপার বিনয়বাবু, অসভ্যের মত চিৎকার করছেন কেন ? এই হোটেলে আরো পাঁচজন ভদ্রলোক থাকে। ভুলে যাবেন না।

বিনয়। আপনিও ভুলে যাবেন একজন রেসপেক্টবল লোকের সঙ্গে আপনি কথা বলছেন।

ম্যানেজার ॥ ওসব কথা অনেক শুনেছি। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, কাল সকালেই আপনি এ ঘর ছেড়ে দেবেন।

বিনয় ॥ আপনি বললেই আমি ঘর ছাড়ব না। আজ থেকে আমি পাকাপাকি- এই ঘরে থাকব।

ম্যানেজার ॥ ছ'মাসের টাকা বাকী রেখে কথা বলতে লজ্জা করছেনা ?

বিনয় ॥ না।

ম্যানেজার ॥ কেন ?

বিনয় ॥ এখুনি আপনার টাকা দিয়ে দেব।

ম্যানেজার ॥ দিন তো দেখি ক্ষমতা—

বিনয় ॥ পাতুন তো দেখি হাতটা—

ম্যানেজার ॥ (হাত পেতে) এইতো পাতলাম।

[বিনয় পকেট থেকে কিছু টাকা বার করে দেয়]

বিনয় ॥ এই তো দিলাম।

ম্যানেজার ॥ কত টাকা ?

বিনয় ॥ কত চাই ?

ম্যানেজার ॥ তিনশ চাই।

বিনয় ॥ চার'শ দিলাম।

ম্যানেজার ॥ কেন?

বিনয় ॥ এক'শ আপনাকে মিষ্টি খেতে।

ম্যানেজার ॥ (দাঁত বার করে) বি—ন—য়—বা—বু—

বিনয় ॥ (একই ভাবে) কি—?

ম্যানেজার ॥ আপনি আবার চেঁচান।

বিনয় ॥ চেঁচাতে ইচ্ছে করছেনা।

ম্যানেজার ॥ তাহলে যা হয় একটা কিছু করুন।

বিনয় ॥ আসুন আপনাকে আদর করি।

ম্যানেজার ॥ করুন।

বিনয় ॥ (ম্যানেজারের থুতনি ধরে) আমার ক্ষ্যাপা ছেলে!

ম্যানেজার ॥ এবার যাই?

বিনয় ॥ যান।

ম্যানেজার ॥ এই বলাই, ভেতরের কাজগুলো পড়ে আছে করিসনি কেন?

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, বলাইকে কাজের কথা বলবেন না। অনেক কাজ করেছে। এখন ওকে বিশ্রাম নিতে দিন।

ম্যানেজার ॥ তাই হবে। ওর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এঁটো বাসন-টাসন যা আছে, আমি মেজে নিচ্ছি। চল বলাই, কানাইয়ের পাশে তোকেও ঘুম পাড়িয়ে দিই।

বলাই ॥ এখন আমার ঘুম আসবে না।

ম্যানেজার ॥ আসবে, আসবে। বর্গী এলো দেশে গান শোনাব; নিশ্চয়ই ঘুম আসবে।

বলাই ॥ না এখন আমি ঘুমব না।

ম্যানেজার ॥ লক্ষ্মী, সোনা আমার দুষ্টুমী করে না। ঘুমোবে এসো।

বলাই ॥ (কান্নার সুরে) আমি যাব না—আমি যাব না—

বিনয়॥ থাক ম্যানেজারবাবু, আপনি যান। আমি বলাইকে বুঝিয়ে সুজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ম্যানেজার॥ আচ্ছা তাই করুন। (হেসে বলাইকে) দুষ্টু ছেলে।

[ম্যানেজার চলে যায়]

বিনয়॥ শোন বলাই, আজ থেকেই তোর মাইনে বাড়িয়ে ডবল করে দিলাম। কাল সকালে আমার সঙ্গে দোকানে যাবি, তোকে বেয়ারার ড্রেস কিনে দেব।

বলাই॥ (খুশী হয়ে) কি করে এত টাকা পেলেন বিনয়বাবু?

বিনয়॥ বিনয়বাবু আর বলবিনা। আমি এখন সাহেব। সর্টকাটে বলবি—সাব্।

বলাই॥ তাই বলব।

বিনয়॥ আর এখন থেকে হিন্দীতে কথা বলবি। সঙ্গে জুড়ে দিবি দু'চারটে ইংরিজি শব্দ। তাহলেই সমস্ত পরিবেশটার উন্নতি করা যাবে।

বলাই॥ যা বোলেগা তাই করেগা। (হেসে) এই সব ব্যাপার দেখ্‌কে কানাই ব্যাটার আক্কেল গুড়ুম হোযায়গা।

[প্রশান্ত হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

প্রশান্ত॥ একটা সুসংবাদ শুনলাম বিনয়বাবু—

বিনয়॥ বাইরে যান। পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকুন।

[প্রশান্ত বাইরে গিয়ে বলে—"মে আই কাম ইন?"]

কাম্ ইন্।

[প্রশান্ত আবার প্রবেশ করে]

বলুন কি বলছিলেন?

প্রশান্ত॥ আপনার উন্নতি হয়েছে শুনে খুবই আনন্দিত হলাম।

বিনয়॥ ধন্যবাদ, আর কিছু?

প্রশান্ত॥ সহকর্মীর উন্নতি হলে বলার কি আর শেষ আছে?

বিনয় ॥ আপনার সহকর্মী ছিলাম ওয়ান্স আপন্ এ টাইম, হোয়েন ব্রহ্মদৈত্য ওয়াজ রুলিং। এখন আমি অনেক ওপরে উঠে গেছি।

প্রশান্ত ॥ যাই হোক—তাতেই আমার আনন্দ। তা—জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করেছ কি করে এত উন্নতি করলেন ?

বিনয় ॥ কনট্রাক্ট সারভিস্। এখনও চাকরীতে জয়েন করিনি। তবে কোম্পানী মোটা এ্যাড্ভান্স দিয়ে আমাকে বুক করে রেখেছে। (পকেট থেকে কিছু বার করে বলাইকে দেয়) বলাই, কিছু টাকা এখন রাখ। তোর যা ইচ্ছে করে তাই কিনে খরচা কর। কাল এসে আরো টাকা নিয়ে যাস।

বলাই ॥ জরুর আসেগা। কাল আস্কে দু'পকেট ভরকে টাকা লে যায়গা।

প্রশান্ত ॥ (লোলুপ দৃষ্টে) বাঃ আপনার সঙ্গে সঙ্গে চাকরটার উন্নতি হয়েছে দেখে আরো খুশী হ'লাম। ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলব। কিন্তু—

বিনয় ॥ বলুন।

প্রশান্ত ॥ একটু প্রাইভেট।

বিনয় ॥ ও! বলাই—

বলাই ॥ সাব্ ?

বিনয় ॥ বাইরে যা।

বলাই ॥ যাতা হায়।

[বলাই চলে যায়]

বিনয় ॥ এবার বলুন ?

প্রশান্ত ॥ আপনার এই উদার মনোবৃত্তি—

বিনয় ॥ কিসের ?

প্রশান্ত ॥ টাকা দেওয়ার ব্যাপারে।

বিনয় ॥ অযথা সময় নষ্ট করবেন না। কিছু বলার থাকলে চট পট বলুন।

প্রশান্ত ॥ আমি কিছু ধার দেনায় জড়িয়ে পড়েছি। তাই যদি আপনার কিছু সাহায্য পেতাম—

বিনয় ॥ কত ?

প্রশান্ত ॥ শতখানেক হলেই হয়ে যেতো।

বিনয় ॥ এতক্ষণ বলছেন না কেন ? দিচ্ছি দাঁড়ান।

[পকেট থেকে টাকা বার করে]

প্রশান্ত ॥ (হেসে) আপনার অসীম দয়া।

বিনয় ॥ প্রশান্তবাবু, টাকাটা কি এমনি এমনি দেওয়া ঠিক হবে ? কিছুর পরিবর্তে দেওয়া কি ভাল নয় ?

প্রশান্ত ॥ বলুন, কিসের পরিবর্তে দিতে চান ?

বিনয় ॥ বলতে একটু দ্বিধা বোধ করছি—

প্রশান্ত ॥ আহা দ্বিধা করছেন কেন ? দয়া করে বলেই ফেলুন না।

বিনয় ॥ আমার পায়ে একটা মাস্‌কুলার পেইন হয়েছে। ডাক্তার বলেছে ম্যাসাজ করাতে হবে। তাই আপনি যদি—

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর ভাবে) থাক দরকার নেই আপনার টাকার।

বিনয় ॥ সে তো ভাল কথা। তবে ভেবে দেখুন, এখন ঘরে কেউ নেই। চট করে পা টিপে পট্ করে, টাকা নিতে পারতেন।

প্রশান্ত ॥ আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি ভেবেছেন আপনার ঐ এক'শ টাকার জন্যে আমি আপনার পা টিপতে যাব ?

বিনয় ॥ বেশ না টিপলেন। ভদ্রতা হিসেবে আমি এক, দুই, তিন বলা পর্যন্ত টাইম দিচ্ছি। টাকা পেতে হলে আশা করি এই সময়ের মধ্যে পা টিপতে শুরু করবেন। এক—দুই—তিন ?

[প্রশান্ত দৌড়ে গিয়ে বিনয়ের পা টিপতে আরম্ভ করে।]

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অমর সিংহের বাড়ীর ভেতরের দিকের একখানা ঘর। ঘরটি অপ্রয়োজনীয় হলেও লিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মোটামুটিভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। সেই ঘরে অমর সিংহ বসে বসে একটা ফাইল দেখছে। ভেতর থোক উৎসবের নানা রকম আওয়াজ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। টেবিলের ওপর টেলিফোন ক্রিং ক্রিং করে বেজে ওঠে। অমর রিসিভার তোলে।]

অমর ॥ অমর সিন্‌হা স্পিকিং…। হ্যাঁ আমিই ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার। কি দরকার বলুন?… …না আজ আমার মেয়ের জন্মদিন। আপনি বরং কাল আমার অফিসে যাবেন।…নমস্কার।

[অমব রিসিভাব রেখে দেয়। বাহিরের দিক থেকে ইনরিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট বীরুবাবু প্রবেশ করে]

বীরু ॥ আমাকে ডেকেছেন স্যার?

অমর ॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন?

বীরু ॥ পার্টির চেকগুলো রেডি করছিলাম।

অমর ॥ পার্টির চেক রেডি করে আমার তাতে কোন উপকার হবে? ফায়ার ইনসিওরেন্স খুলেছিলাম লাভ করবার জন্যে। কিন্তু আপনাদেব মত ওয়ার্থলেস্ এজেন্টদের জন্যে ঘর থেকে শুধু টাকাই গুণে যাচ্ছি। যেখানেই কেস্ করছেন, সেখানেই আগুন লাগছে।

বীরু ॥ আমার প্রত্যেকটা কেস্‌ই জেনুইন ফায়ার।

অমর ॥ (রেগে) সেটা কি খুব আনন্দের কথা? মাথায় একটু বুদ্ধি আনবার চেষ্টা করুন।

বীরু ॥ (একটু চুপ করে থেকে) বলুন স্যার ডাকলেন কেন?

অমর ॥ যোগেশ রায়কে দিয়ে যে আমাদের কোম্পানীতে দশ লাখ টাকার চিনির গুদামের ইন্‌সিওর করিয়েছেন, লোকটাকে জানেন ?

বীরু ॥ জানবনা কেন স্যার ? আপনার মেয়ের বান্ধবী সুনেত্রা দেবীর বাবা। আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত লোক।

অমর ॥ পরিচিত লোকেরাই বেশী সর্বনাশ করে তা বোধহয় জানেন না !

বীরু ॥ কেন, কি হয়েছে স্যার ?

অমর ॥ যোগেশ রায়ের বিজনেস্‌ই হচ্ছে—ফায়ার ইনসিওর করে গুদামে আগুন লাগিয়ে দেয়, আর কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা মোটা টাকা পেমেণ্ট নেয়।

বীরু ॥ আপনি কার কাছ থেকে জানলেন স্যার ?

অমর ॥ (ফাইলের একটা কাগজ সামনে ধরে), এই দেখুন, ইন্‌সিওরেন্স এ্যাসোসিয়েশন থেকে ব্ল্যাক লিষ্ট বার করেছে। অলরেডি তিনটে কোম্পানীকে ডকে তুলে দিয়েছে এই যোগেশ রায়।

বীরু ॥ তা আমি কি করে জানব স্যার ? দশ লাখ টাকার লোভ সামলাতে না পেরে আমি ঝপাং করে কেস্‌টা টেক আপ করেছি।

অমর ॥ সেই জন্যেইতো আপনার প্রত্যেকটা কেস্‌ই জেনুইন ফায়ার হচ্ছে ! ভাগ্যি ভালো যে খবরটা আমি আগেই পেয়ে গেছি।

বীরু ॥ তাহলে এখন কি হবে স্যার ?

অমর ॥ কি হবে বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এখন চেষ্টা করতে হবে যাতে আগুন ধরাতে না পারে। অলরেডি আমি একটা মতলব বার করেছি। ফায়ার ব্রিগেড অফিসার মিষ্টার সেনকে অমি লিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে নেমনতন্ন করেছি। তাকে সকলের আগে হাত করা দরকার। আপনি বাইরের ঘরে বসে থাকুন। মিষ্টার সেন এলেই আমার এখানে নিয়ে আসবেন।

বীরু ॥ দেবানন্দ জালানের ছ'লাখ টাকার চেক্‌টা রেডি করব নাকি, স্যার ?

অমর ॥ না এখন কিচ্ছু করতে যাবেন না। মিষ্টার সেন সার্টিফাই না করলে জালানকে আমি এক পয়সাও দেব না যত সব জোচ্চুরী কেস্ কি আপনার হাতেই আসে ? যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে।

[বীরু চলে যায়। ভেতর থেকে লিলি প্রবেশ করে। সে জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজে সজ্জিতা]

লিলি ॥ ড্যাডি, তোমাকে যে কথাটা বলেছিলাম মনে আছে তো ?

অমর ॥ কেন মনে থাকবে না। আমার অফিসে একটি ছেলেকে চাকরী দিতে হবে, এই তো ? আমার ঠিক মনে আছে। ছেলেটিকে কাল আমার অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি নিশ্চয়ই তাকে একটি চাকরী দিয়ে দেব।

লিলি ॥ তুমি তো তাকে দেখতে চাইলে না ড্যাডি ? ইচ্ছে করলে দেখতে পার। ভেতরে বসে আছে।

অমর ॥ আমার দেখার কিচ্ছু দরকার নেই। তুমি যখন রেকমেণ্ড করেছ, ছাট ইজ এনাফ্।

লিলি ॥ ছেলেটির সঙ্গে আমার একটা কণ্ডিশন আছে। আমার একটা কাজ যদি ঠিক ঠিক মত করতে পারে তাহলেই সে চাকরী পাবে।

অমর ॥ বেশ, ছেলেটি তোমার কাজ ঠিক মত করতে পারল কিনা আমাকে জানিও। আমি সেই অনুযায়ী তাকে চাকরী দেব।

লিলি ॥ থ্যাংক ইউ ড্যাডি। ড্যাডি তুমি তো বললে না ভেতরে কি রকম সাজান হয়েছে ?

অমর ॥ চমৎকার হয়েছে। তুমি ভেতরে যাও লিলি। লোকজনের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়।

লিলি ॥ আমি যাচ্ছি ড্যাডি।

[লিলি খুশী মনে চলে যায়। বাইরে থেকে বীরু, মিষ্টার সেনকে নিয়ে প্রবেশ করে। মিষ্টার সেনের পরিধানে ফায়ার ব্রিগেটের পোষাক এবং হাতে প্রেজেনটেশনের প্যাকেট]

মিষ্টার সেন ॥ নমস্কার মিষ্টার সিন্‌হা।

অমর ॥ নমস্কার, নমস্কার মিষ্টার সেন। টেক ইওর সীট প্লিজ। আপনার কথাই হচ্ছিল।

মিষ্টার সেন ॥ (চেয়ারে বসে) আমার কথা! কেন বলুন তো?

অমর ॥ বলছি। (বীরুকে) বীরুবাবু আপনি বাইরের ঘরে যান। লোকজন এলে ভেতরে নিয়ে যাবেন।

বীরু ॥ আচ্ছা স্যার। (বীরু বাইরের দিকে চলে যায়।)

অমর ॥ বলছিলাম কি, দেবানন্দ জালানের কেস্‌টা কি করলেন?

মিষ্টার সেন ॥ দেবানন্দ জালানকে আপনাদের টাকা পেমেণ্ট করতেই হবে।

অমর ॥ কোন রকম করে পেমেন্ট স্টপ করা যায় না?

মিষ্টার সেন ॥ কি করে করব? চারটে ইঞ্জিন লাগিয়েও, উই কুড নট সেভ হিজ গোডাউন।

অমর ॥ আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। দয়া করে বলে দিন না কিছু মাল বেঁচে গেছে। তাহলে টাকার দিক থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতাম। একসঙ্গে ছ'লাখ টাকা, বুঝতেই পারেন। যদি দরকার হয় আপনাকে কিছু ক্যাশ্‌—

মিষ্টার সেন ॥ উপায় নেই মিষ্টার সিন্‌হা। আমার স্টেটমেণ্ট দেখলেই বুঝতে পারবেন কিভাবে সমস্ত গুদামটা পুড়েছে।

অমর ॥ স্টেটমেণ্ট দেখে আর কি হবে? আপনি বরং ঘটনাটা আরেকবার বলুন। আমি শুনে দেখি কোন ফাঁক বার করা যায় কিনা।

মিষ্টার সেন ॥ বেশ শুনুন। আমি গিয়ে দেখলাম গোডাউনের দক্ষিণে আগুন জ্বলছে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম, আগুন উত্তরে এলেই, উত্তর দিক থেকে আমরা জল দেওয়া শুরু করব। কিন্তু আগুন চলে গেল পূর্বে। আমার তখনও ধারনা ছিল, পূর্বদিক পুড়ে যাবার পর, আগুন উত্তরে নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার; আগুন উত্তরে এল না। আগুন চলে গেল

পশ্চিমে। আমি আরেকবার ক্যালকুলেশন করে দেখলাম, পশ্চিম দিক পুড়ে আগুন উত্তরে আসবার সম্ভাবনা রয়েছে। হোলও তাই। দক্ষিণ দিক, পূর্বদিক এবং পশ্চিমদিক সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়ে অবশেষে সেই আগুন উত্তর দিকে এলো। এ্যাটওয়ান্স আমরা চারটে ইঞ্জিন স্টার্ট করলাম। কিন্তু জল দেবার আগেই সম্পূর্ণ উত্তর দিক পুড়ে গিয়ে, আগুন আপনা থেকেই নিভে গেল। তবু আমরা ছাড়লাম না। কন্টিনিউয়াসলি একঘণ্টা ধরে জল দিলাম। ইভন ফর মেজর সেফটি উই এ্যাপলায়েড গ্যাস্।

অমর ॥ আপনার স্টেটমেন্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন মাল বেঁচেছে, সেকথা বলতে চান না।

মিষ্টার সেন ॥ একজাক্টলি। আমি নিজে চোখে দেখেছি, মালগুলো পুড়ে সব পয়মাল হয়ে গেছে। তাছাড়া আমরা ছাইগুলো নিয়ে ডক্টরেট অফ এ্যাশকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেছেন, দ্যাট ওয়াজ পিওর এ্যাশ। কোন মালের অস্তিত্ব ছাইগুলোতে পাওয়া যায়নি। সুতরাং দুঃখের সঙ্গে আবার বলতে হচ্ছে—নাথিং লেফট্ উইদাউট এ্যাশ, ইনস্টেড অফ ইওর ক্যাশ।

[ভেতর থেকে হরপ্রসাদ রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে]

অমর ॥ আসুন, আসুন, হরপ্রসাদবাবু। খাওয়া দাওয়া হোল ?

হরপ্রসাদ ॥ লিলি ডার্লিং ছাড়লনা। জবরদস্তি অনেক কিছু খাইয়ে দিল।

অমর ॥ আপনার সঙ্গে যে লিলির এতটা খাতির আছে জানা ছিল না।

হরপ্রসাদ ॥ খাতির খুব। একেবারে সুনেত্রার সঙ্গে ব্যালান্স করা খাতির; কারোদিকে একটু কমবেশী হবার উপায় নেই। এমন কি সুনেত্রাকে কোন বিষয়ে পরামর্শ দিলে, তার সমতা রক্ষা করবার জন্যে লিলিকেও আরেকটা পরামর্শ দিতে হয়।

অমর ॥ তাই নাকি ?

হরপ্রসাদ ॥ তবে আর বলছি কি। এই সব ইয়ং গ্রুপদের নিয়ে আমার সময় বেশ কেটে যায়। আই লাইক দেম ভেরীমাচ্।

অমর ॥ ফায়ার বিগ্রেড অফিসার মিষ্টার সেনের সঙ্গে বোধ হয় আপনার আলাপ নেই?

হরপ্রসাদ ॥ না, এখনও বাড়ীতে আগুন লাগেনি।

[মিষ্টার সেন হাত তুলে নমস্কার জানায়। হরপ্রসাদও হাসতে হাসতে হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানায়। বাইরে থেকে প্রবেশ করে বীরু]

বীরু ॥ (অমর) স্যার, মিষ্টার চন্দ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি ওনাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

অমর ॥ হঠাৎ বাড়ীতে এসে দেখা করতে চায় কেন ?

বীরু ॥ উনি নতুন ধরনের দেয়াশলাই আবিস্কার করেছেন, যাতে বারুদ থাকবেনা, অথচ তা দিয়ে যে কোন জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া যাবে।

অমর ॥ তাতে আমার কোন উপকার হবে।

বীরু ॥ উনি একটা ফাংশন করে, সহজে আগুন ধরাবার পদ্ধতি ডেমোনোস্ট্রেশন করে দেখাবেন। সেই ফাংশনে আপনাকে সভাপতি হবার জন্যে অনুরোধ করতে এসেছেন।

অমর ॥ (উত্তেজিতভাবে) তাড়িয়ে দিন! মারতে মারতে বার করে দিন লোকটাকে।

বীরু ॥ কিন্তু আমি যে ওনাকে মিষ্টিমুখ করে যেতে বলেছি।

অমর ॥ কেন বলেছেন?

বীরু ॥ ভাবলাম বাঙ্গালীর নতুন আবিষ্কার।

অমর ॥ বাঙ্গালীর আবিষ্কারে আমার সর্বনাশ হবে বুঝতে পেরেছেন? ঐ দেয়াশলাই চালু হলে ইনসিওর করা গুদামগুলো পুড়িয়ে ছাই করে দেবে। আর আমি যাব দেয়াশলাই ডেমোনোস্ট্রেশনের সভাপতি হতে? মারুন, লোহার ডাণ্ডা মারুন লোকটার মাথায়!

মিষ্টার সেন ॥ মিষ্টার সিন্‌হা, ছাইকে আপনি খারাপ জিনিস ভাববেন না। কারণ ভবিষ্যতে ছাই আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে।

অমর ॥ আপনি কি রসিকতা করছেন মিষ্টার সেন ?

মিষ্টার সেন ॥ রসিকতা নয়। আমাদের ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেছেন, ছাইয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে।

হরপ্রসাদ ॥ দাঁড়ান, দাঁড়ান জিনিসটা ভাল করে বুঝে নিই। ছাইয়ের মধ্যে প্রোটিন !

মিষ্টার সেন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। রিসার্চ যদি সাকসেসফুল হয়, তাহলে চালের যত ক্রাইসিস্‌ হোক না কেন, তখন কোন অসুবিধে হবে না। লোকে তখন ভাতের পরিবর্তে ছাই খেতে পারবে।

অমর ॥ আপনি যাই বলুন, এখনকার মত মিষ্টার চন্দকে আমি সিম্প্‌লি কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে দিচ্ছি। এছাড়া আমি কিছু করব না। আসুন বীরুবাবু। যতো ছাই আমার কপালে।

[অমর ও বীরু চলে যায়]

হরপ্রসাদ ॥ ছাইয়ের এত গুণ, আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে জানতেই পারতাম না।

মিষ্টার সেন ॥ শুধু কি তাই হরপ্রসাদবাবু ? ছাইয়ের গুণ আরো আছে। সাধু সন্ন্যাসীরা কেন সারা দেহে ছাই মাখে, তা নিয়েও রিসার্চ হয়েছে। তাতে দেখা গেছে, দেহে কাপড়ের আবরণের চেয়ে ছাইয়ের আবরণ অনেক বেশী স্বাস্থ্যসম্মত। তাই ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন কিছুদিনের মধ্যে কাপড়ের আবরণ উঠে গিয়ে সারাদেহে ছাই মেখে রাখার রীতি প্রচলিত হবে।

হরপ্রসাদ ॥ আমার ধারণা ছিল আপনাদের কাজ শুধু আগুন নেভান। এখন বুঝতে পারছি, আপনারা সর্ববিষয়ে পারদর্শী।

[ভেতর থেকে লিলি প্রবেশ করে]

লিলি ॥ মিষ্টার সেন, আপনি ভেতরে চলুন।

মিষ্টার সেন ॥ এখানেই ভাল আছি। ভীড়ের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই।

লিলি ॥ ভীড় একদম কমে গেছে। এখন খেতে আপনার অসুবিধে হবে না।

মিষ্টার সেন ॥ মিষ্টার লিন্‌হার সঙ্গেই খাব (উপহারের প্যাকেট দিয়ে) এই নিন, প্রেজেণ্টেশন্‌ ফর ইউ।

লিলি ॥ থ্যাংক ইউ।

[লিলি খুশী হয়ে প্যাকেট খুলতেই তার ভেতর থেকে বেরোয় একটি লাল রঙের লম্বা কৌটো। কৌটোর গায়ে লাগা'ন একটি ছোট নল। লিলি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে]

এটা কি মিষ্টার সেন ?

মিষ্টার সেন ॥ মিনিয়েচার ফায়ার এক্সটিংগুইসার। নীচের দিকে একটা সুইচ আছে দেখুন।

লিলি ॥ (অবাক হয়ে) এটা দিয়ে আমি কি করব ?

মিষ্টার সেন ॥ সঙ্গে রাখবেন, ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে। প্রয়োজন হলে আগুন নেভাতে পারবেন। এই যে আপনি নাইলন শাড়ী পরে ঘুরছেন সামান্য দেহের উত্তাপে আগুন ধরে যেতে পারে।

হরপ্রসাদ ॥ ঠিক বলে'ছেন, মিষ্টার সেন। আবার এই নাইলন শাড়ী, কোন একটি টেরিলিন সার্টের কাছাকাছি হলেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হতে পারে।

মিষ্টার সেন ॥ অসম্ভব নয়। কেমিক্যাল রিএ্যা'কশনে তাও হতে পারে।

হরপ্রসাদ ॥ সবইতো বুঝলাম। কিন্তু যুবক যুবতীদের মনের আগুন নেভাবার কোন এক্সটিংগুইসার আপনার কাছে আছে ?

লিলি ॥ (চোখ পাকিয়ে) দাদু, ল্যাংগোয়েজ প্লিজ।

[মিষ্টার সেন হাসতে থাকে। বীরু প্রবেশ করে]

বীরু ॥ মিষ্টার সেন, আপনি ও-ঘরে চলুন। স্যারের টেবিলে আপনার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মিষ্টার সেন ॥ আচ্ছা চলুন। চলি হরপ্রসাদবাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম।

হরপ্রসাদ ॥ ধন্যবাদ।

[মিষ্টার সেন ও বীরু চলে যায়]

লিলি ॥ কৈ দাদু, এত রাত হয়ে গেল, তবু যে সুনেত্রার পাত্তা নেই।

হরপ্রসাদ ॥ আসবে, আসবে। কবিবর সঙ্গে আসছেন তাই দেরি হচ্ছে। ভাল কথা, তুমি সেই ছেলেটিকে বেশ করে ট্রেনিং দিয়ে রেখেছ তো?

লিলি ॥ তা দিয়েছি। সত্যি দাদু আপনি না থাকলে কি বিপদেই পড়তাম বলুন তো। ঠিক যেমনটি চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনটি। কি করে খুঁজে বার করলেন?

হরপ্রসাদ ॥ আমাকে খুঁজে বার করতে হয়নি। ছেলেটিই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছে। তোমার কাছে যেদিন শুনলাম, একজন স্মার্ট ছেলে তোমার চাই, যে নাকি জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের অভিনয় করতে পারবে। সেদিন থেকেই আমার সন্ধানী চোখ দু'টো সমস্ত ইয়ংম্যানদের ওপর গিয়ে পড়তো। একদিন গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ এই ছেলেটি হাত তুলে আমার গাড়ীটা দাঁড় করাল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমার কাছে দেয়াশলাই আছে কিনা। আমি দেয়াশলাই বার করতেই বলল — দেয়াশলাই যখন আছে, তখন সিগারেট নিশ্চয়ই আছে। ছেলেটাকে খুব ইন্টারেস্টিং মনে হলো। সঙ্গে সঙ্গে সিগারেট প্যাকেটটাও দিলাম। সিগারেট ধরাতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম - কি কাজ করা হয়? ও উত্তর দিল কাজ কিছুই করা হয় না, শুধু প্ল্যান করা হয়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের প্ল্যান? ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল — কি করে একটা বড় চাকরী পাওয়া যায় তারই প্ল্যান। আমি বুঝলাম একে দিয়েই তোমার কাজ হবে। আমি তৎক্ষণাৎ তাকে গাড়ীতে তুলে নিলাম।

লিলি ॥ আমার মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আপনাকে অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হলো, তাই না ?

হরপ্রসাদ ॥ ওটা মিথ্যে কথা নয়, বল যৌবনের কল্পনা। তা এই বয়সে সবাই একটু আধটু করে বৈকি। তুমি না হয় তোমার বান্ধবীর কাছে ঠাট্টা তামাশার ছলে বলেই ফেলেছ।

লিলি ॥ (হেসে) ঠিক। তবে ব্যাপারটা এতটা সিরিয়াসলি টার্ণ নেবে ভাবতে পারিনি।

হরপ্রসাদ ॥ যাক সমস্যার যখন সমাধান হয়ে গেছে, আর ভাবনা নেই। এখন চেষ্টা করো যাতে সুনেত্রার মলয়কুমার এসে তোমার কল্পনার সুবীরের ওপর টেক্কা না মারতে পারে।

লিলি ॥ তা পারবে না। এখনই দেখে এলাম ছোকরার মুখে খৈ ফুটছে। পকেটে একটা পয়সা নেই, অথচ হাজার হাজার টাকা ছাড়া কোন কথাই বলে না।

[বাইরে সুনেত্রার গলা শোনা যায়]

দাদু, সুনেত্রারা বোধহয় এসে গেছে।

হরপ্রসাদ ॥ তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও। ওদের এই ঘরে বসিয়ে তারপর তোমার সুবীরকে এখানে নিয়ে আসবে।

[বাইরে থেকে সুনেত্রা ডাকে—"লিলি, লিলি"]

লিলি ॥ এই ঘরে আয় সুনেত্রা।

[পরমুহূর্তে সুনেত্রা ও মলয়কুমার-রূপী শিশির প্রবেশ করে। শিশিরের গায়ে গিলে করা পাঞ্জাবী ও কাঁধে সিল্কের চাদর]

সুনেত্রা ॥ এক্সকিউজ মি লিলি এবং দাদু! আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। সুবীরবাবু আসেননি ?

লিলি ॥ এসেছে কি এখন! কাজের লোক, কত রকম মিথ্যে কথা বলে আটকে রাখতে হয়েছে।

সুনেত্রা। কি করব বল। মলয়ের জন্যে দেরী হলো। ওকে জাতীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে আসতে হলো। তবুও তো কবিতাটার শেষটুকু শুনিয়ে আসতে পারল না।

শিশির॥ (মিহি গলায়) হ্যাঁ লিলি দেবী, অৰ্দ্ধসমাপ্ত কবিতা পাঠ করা খুবই যন্ত্রণাদায়ক, পীড়াদায়ক।

লিলি॥ আমি অত্যন্ত দুঃখিত মলয়বাবু। আমার জন্মদিনে হয়তো আপনার অনেক ক্ষতি করে দিলাম।

শিশির॥ না, না ক্ষতি নয়। আপনার জন্মদিনও যা, আমার জন্মদিনও তা। তাই তো আমার প্রথম কবিতায় লিখেছিলাম—

"যত কাজ থাক ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
দলিয়া মলিয়া চলিয়া বলিয়া
বরণ করিতে জন্মতিথি,
মুখে কিঞ্চিৎ পোলাও কালিয়া,
কিম্বা একটু রাবড়ী ঢালিয়া
উপহার মেগে ধরাইব ভীতি।"

হরপ্রসাদ॥ (জোরে হেসে) উপহার মেগে ধরাইব ভীতি হাঃ হাঃ হাঃ।— সুন্দর তোমার কবিতা।

শিশির॥ হ্যাঁ দাদু—কবির সৃষ্টি সবই সুন্দর। তার চোখে অসুন্দর কিছু নেই: তাই তো আমার দ্বিতীয় কবিতায় লিখেছিলাম—

"সুন্দর আমি, সুন্দর তুমি,
সুন্দর যাহা, তাহারে নমি
কত সুন্দর আছে অজানা
জানে সুন্দর অন্তর্যামী।"

লিলি॥ আপনি যে একজন বড় কবি, তার প্রমাণ যে-কোন জিনিস নিয়েই আপনি কবিতা রচনা করতে পারেন।

হরপ্রসাদ ॥ তা পারে। তবে বেশি কবিতা বলতে না দেওয়াই উচিত। কি বল সুনেত্রা ?

সুনেত্রা ॥ ঠিক বলেছেন দাদু। আজ সারাদিন ধরে কবিতার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। (শিশিরকে) আর তোমাকে কবিতা বলতে হবে না। এবার একটু বিশ্রাম করো।

শিশির ॥ বেশ তাই হোক। বসে বসে বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু সুনেত্রা, আমার মনের ভেতর যদি জোয়ার আসে আমি কবিতার প্লাবন করে দেব। তুমি আমায় বাধা দিওনা। তাহলে আমি কষ্ট পাব, ব্যথা পাব।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে। লিলি, সুবীববাবুকে নিয়ে আয়, আলাপ করা যাক।

লিলি ॥ তোরা বোস্। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।

[লিলি ভেতরের দিকে চলে যায়। হরপ্রসাদ এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বলে]

হরপ্রসাদ ॥ খুব সাবধান। শেষরক্ষা যেন হয়।

শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে) আমার বুকের ভেতর কিরকম ধড়াস ধড়াস করছে।

সুনেত্রা ॥ কি বলছেন আপনি ? তীরে এসে তরী ডোবাবেন নাকি ? মনে সাহস আনুন।

শিশির ॥ সাহস কোত্থেকে আসবে ? মাত্র দুটো কবিতা নিজে লিখে মুখস্ত করে এসেছিলাম। তাওতো বলে দিয়ে শেষ করে দিলাম। ধরুন যদি আরেকটা কবিতা শুনতে চায়, তাহালেই দফা শেষ !

সুনেত্রা ॥ (রেগে) কেন আপনি মাত্র দুটো কবিতা মুখস্ত করে এসেছেন ? আপনাকে আমি বলেছিলাম অন্ততঃ দশখানা কবিতা মুখস্ত করে আসবেন।

শিশির ॥ আপনি বললেই হয় আর কি! দশখানা কবিতা তা আবার নিজে লিখে মুখস্ত করা। একটা লাইনের সঙ্গে আরেকটা লাইন মেলান সোজা-কথা কিনা। উঃ, কান দুটো কি রকম গরম হযেছে হাত দিয়ে দেখুন।

হরপ্রসাদ ॥ থাক, থাক, অযথা দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে কাজ নেই। দু'টো কবিতা বলেই তুমি মলয়কুমার হিসেবে এষ্টাব্লিশ্‌ড হয়ে গেছ। এখন শুধু সুনেত্রার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা আছে, সেইটুকু অভিনয় করতে হবে।

শিশির ॥ ওরে বাবা, এখনই যেন কিরম মনে হচ্ছে।

সুনেত্রা ॥ চুপ, ওরা আসছে।

[সবাই চুপ করে যায়। লিলি বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। বিনযের পরিধানে সুট, টাই ইত্যাদি। তার পোষাক পরিচ্ছদ সবই প্রায় নতুন। শুধু তাড়াতাড়িতে পুরোন তালিমারা জুতো জোড়া পাল্টে আসতে ভুলে গেছে। শিশির ও বিনয় প্রথমে অবাক হয়ে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকিযে থাকে। তারপর আস্তে আস্তে দুজনেই মাথা নীচু করে নেয। আবার কি মনে করে দু'জনই দু'জনের দিকে চোখ বড় করে তাকায়]

লিলি ॥ এসো সুবীর সকলের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই এই হচ্ছে আমার বান্ধবী সুনেত্রা।

সুনেত্রা ॥ নমস্কার।

বিনয় ॥ (মাথা নীচু করে) হামবুর্গ।

সুনেত্রা ॥ (অবাক ভাবে) কি বললেন?

লিলি ॥ (সুনেত্রাকে) জার্মান ভাষায় তোমাকে প্রতি-নমস্কার জানাল।

সুনেত্রা ॥ তাই বল।

লিলি ॥ (শিশিরকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন বাংলা দেশের বিখ্যাত কবি মলয়-কুমার। (বিনয়কে দেখিয়ে) সুবীর তলাপাত্র ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং-এ ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হয়ে ফিরেছে।

শিশির ॥ (হাত জোড করে,) নমঃ নমঃ নমঃ !

বিনয় ॥ (মাথানীচু করে) হামবুর্গ !

লিলি ॥ বাংলায় বল না। তোমার জার্মান ভাষা সবাই জানে নাকি ?

বিনয় ॥ আমি মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমি ইণ্ডিয়াতে এসেছি এখনও আমার মনে হয় জার্মানীর রাজধানী স্ক্যাণ্ডেনোভিয়াতেই আছি।

হরপ্রসাদ ॥ ভূগোল পরীক্ষায় কত পেয়েছিলে মিষ্টার জার্মান ?

বিনয় ॥ কেন বলুন তো দাদু ?

হরপ্রসাদ ॥ জার্মানীর রাজধানী বার্লিন, এতদিন জানতাম।

বিনয় ॥ আই এ্যাম সরি দাদু জার্মান থেকে ফেরার পথে স্টকহোম স্কটল্যাণ্ড, স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া হয়ে ফিরেছি তো, তাই ভুল করে মুখ দিয়ে স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া বেরিয়ে গেছে।

শিশির ॥ (দাঁড়িয়ে জোড হাত করে) নমঃ নমঃ নমঃ !

বিনয় ॥ (গম্ভীর গলায়) হামবুর্গ !

লিলি ॥ তোমরা কথায় কথায় শুধু নমস্কার বিনিময় করবে নাকি ? কথাবার্তা বল।

শিশির ॥ ঠিক বলেছেন লিলি দেবী। অন্তরের যোগাযোগ তো হয়ে গেল। এবার আমাদের কথাবার্তা আরম্ভ করা যাক। (বিনয়কে) আচ্ছা সুবীরবাবু, জার্মানীতে নদীনালা, পথঘাট, হাটমাঠ কেমন ? বাংলা দেশের মত কি সেই দেশের ধান ক্ষেতে ঢেউ খেলে ? দখিণা বাতাস কি সেই দেশে মুহুমুহু বয় ? মেঘের আড়ালে কি সূর্য্যমামা কু দিয়ে লুকোচুরি খেলে ?

বিনয় ॥ (অট্টহেসে) হাঃ হাঃ ডাম্বুস্টাক ! হাঃ হাঃ হাঃ ডাম্বুস্টাক !

শিশির ॥ আপনি হাসছেন কেন ?

বিনয় ॥ জার্মানীতে ওসব জিনিস দু'শ বছর আগে উঠে গেছে। সেখানে

প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। আছে শুধু মেশিন এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি। যাকে জার্মানীতে বলা হয় ভাস্থুস্টাক। হাঃ হাঃ হাঃ!

শিশির॥ তবে কি সেখানে কোন কবি নেই?

বিনয়॥ আছে। কিন্তু তাদের কাজ কবিতা লেখা নয়, নাট-বল্টু টাইট করা।

শিশির॥ (কাঁদ কাঁদ স্বরে) সে দেশের লোকেরা তবে কেন গলায় দড়ি দিয়ে মরে যায় না? সাদামুখো, লালমুখো, মরে যা।

হরপ্রসাদ॥ সে কথা বলতে পার না মলয়। সে দেশের যে রীতি।

বিনয়॥ একজাক্টলি। কবিতা বাস্তব জগতে কোন কাজেই লাগেনা। আর একান্তই যদি দরকার হয়, তারজন্যে মেসিন আছে। সুইচ্ টিপলেই রেডিমেড কবিতা বেরিয়ে আসবে। যাকে জার্মানীতে বলা হয় বিম্বরিক্যাল ফ্যাশা।

শিশির॥ আচ্ছা সুবীরবাবু, ইঞ্জিনীয়ারিং-এ কি কি পড়তে হয়?

বিনয়॥ হয়ে—পড়তে হয় অনেক কিছু। তবে আমি স্পেশাল সাবজেক্ট পড়েছি—হেভি মেশিন এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং।

সুনেত্রা॥ সুবীরবাবু, আপনার সুটটা বড় বড় মনে হচ্ছে, কোথা থেকে করিয়েছেন?

বিনয়॥ মার্কেট—জার্মান মার্কেট থেকে।

শিশির॥ আপনার তালিমারা জুতো জোড়াও কি জার্মানীর?

বিনয়॥ জুতোর দিয়ে চেয়ে থমমত খায়) জুতো জোড়াও জার্মানীর। তবে ওটা তালিমারা নয়। প্যাচ্ওয়ার্ক বাই সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো।

শিশির॥ (দাঁড়িয়ে) নমঃ নমঃ নমঃ!

বিনয়॥ (একইভাবে) হামবুগ!

লিলি॥ আবার হঠাৎ নমস্কার বিনিময় আরম্ভ হোল কেন? বেশ তো জার্মানীর গল্প হচ্ছিল।

বিনয় ॥ জার্মানীর গল্প আর নয়। এবার আমরা মলয়বাবুর স্বরচিত কবিতা শুনব।

শিশির ॥ বেশ তো, বেশ তো, আনন্দের কথা! (সুনেত্রার দিকে চেয়ে) সুনেত্রা তুমি কিছু বল? ভেতরের ব্যাপার তো তুমি জান।

সুনেত্রা ॥ কি আর বলব? যা ভাল বুঝবে তাই করবে।

শিশির ॥ বেশ না বললে আমিই বলি। কিন্তু কি কবিতা বলব? হাজার কবিতা যার সৃষ্টি, একটা তার মধ্য থেকে কি করে বেছে নেব? একি নিদারুণ পরীক্ষা!

লিলি ॥ নতুন ধরনের কোন কবিতা শোনান।

শিশির ॥ বেশ, নতুন ধরনের কবিতাই শোনাচ্ছি। একটি কবিতা থেকে আরেকটি কবিতায় চলে যাব। সেটাই হবে আমার নতুনত্ব।

"আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে
আমি যেন সেই কাজ করি ভাল মনে।
আমাদের ছোটনদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি
দাঁড়াওনা একবার ভাই।
ঐ ফুল ফোটে বনে যাই মধু আহরণে
দাঁড়াবার সময়তো নাই।

বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) থামুন, থামুন। শিশুদের কবিতা আমরা শুনতে চাইনা।

শিশির ॥ কিন্তু ভাই কবির মনতো সবসময় শিশু সুলভ। সহজ—সরল, সাদা—কাদা।

লিলি ॥ কবিতার লাইনগুলোতে আপনার লেখা নয়, মলয়বাবু?

শিশির ॥ হতে পারে। তবে সংযোজনা আমার নিজস্ব।

বিনয় ॥ সেটা কি জিনিস?

শিশির ॥ সেটা অনেকটা সুবীর তলাপাত্রের ঐ পাচ্ওয়ার্ক বাই সান্‌ফ্রানসিস্কোর মত। অর্থাৎ নতুন করে আর কিছু বলবার অথবা লিখবার নেই। এখন নতুন কবিতা মানেই পুরোনো লেখা গুলোকে জোড়াতাড়ি মেরে চালান। আমি যার নামাকরণ করেছি—কবিতাস্কোপ।

হরপ্রসাদ ॥ কবিতাস্কোপ ?

শিশির ॥ হ্যাঁ দাদু। এই কবিতাস্কোপ প্রবর্তনার জন্তেই আমি আজ ভারতের ভাগ্যাকাশে উদয়মান ! সংক্ষেপে উদো।

বিনয় ॥ হামবুর্গ !

শিশির ॥ (একইভাবে) নমঃ নমঃ নমঃ !

লিলি ॥ এবার সবাই ভেতরে চলুন, মিষ্টিমুখ করবেন।

শিশির ॥ মিষ্টিমুখ সে তো আনন্দেরই কথা। সুনেত্রা, তাড়াতাড়ি চলো। সবাই চলুন মিষ্টিমুখ—

হরপ্রসাদ ॥ তোমরা যাও। আমি ওসব আগেই সেরে নিয়েছি। আমি বরং বাড়ী যাই।

লিলি ॥ সুনেত্রা তোরা ভেতরে যা। আমি দাদুকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসছি।

[শিশির, সুনেত্রা ও বিনয় ভেতরে যায়]

লিলি ॥ (আনন্দে) ওঃ দাদু, আপনার জন্যে আজ বেঁচে গেলাম। আপনি একটু দাঁড়ান, আমি ড্রাইভারকে দিয়ে আপনারা গাড়ীটাকে রাস্তায় বার করিয়ে দিচ্ছি।

[লিলি বাইরের দিকে যায়। হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বিনয়]

বিনয় ॥ দাদু, আমার চাকরীর ব্যবস্থা করে তারপর যাবেন।

[বিনয় আবার ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে যায়! দরজার পর্দার আরেকপাশ থেকে বেরিয়ে আসে সুনেত্রা]

সুনেত্রা ॥ দাদু আপনার বুদ্ধির জন্যেই মুখ রক্ষা হলো।

[সুনেত্রা তাড়াতাড়ি কথা বলে আবার ভেতরে যায়। পর মুহূর্তে প্রবেশ করে শিশির]

শিশির ॥ দাদু, লাইফ রিস্ক করে কাজ করেছি। চাকরীটার কথা মনে থাকে যেন।

[শিশিরও একইভাবে চলে যায়। একটু পরে বাইরের দরজা দিয়ে লিলি এবং ভেতরের দরজা দিয়ে আবার বিনয়, সুনেত্রা ও শিশির একসঙ্গে প্রবেশ করে বলে উঠে—"দাদু"]

হরপ্রসাদ ॥ কি ব্যাপার বল ?

সবাই ॥ (এক সঙ্গে) আপনি চলে যাচ্ছেন ?

হরপ্রসাদ ॥ হ্যাঁ যাই—মাইডিয়ার ইয়ংগ্রুপ। অনেক রাত হলো। তোমরা সাবধানে থেকো, শেষরক্ষা যেন হয়। গুড নাইট—!

সবাই ॥ গুড নাইট—!

[হরপ্রসাদ বেরিয়ে যায়। পর্দা নেমে আসে]

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য

[সুনেত্রার সেই ঘর। পর্দা উঠতে দেখা যায় সুনেত্রা গুন গুন করে গানের সুর ভাজছে। আর ফুল দিয়ে ফুলদানীটাকে সাজিয়ে রাখছে আস্তে আস্তে সেই সুর একটি গানে পরিণত হয়। গান শেষ হবার একটু আগেই শিশির এসে ঘরে ঢোকে। তাকে দেখা সুনেত্রা চুপ করে যায়। শিশিরের পেছনে দেখা যায় কানাই দাঁড়িয়ে আছে]

শিশির ॥ একটু ডিসটার্ব করলাম।

সুনেত্রা ॥ আসুন, আসুন। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

শিশির ॥ আমার কথা ভাবছিলেন, না মনের আনন্দে গান গাইছিলেন?

সুনেত্রা ॥ (হেসে) দু'টোই—। বসুন।

শিশির ॥ (বসে) কানাই—

কানাই ॥ হুজুর—

শিশির ॥ তুই এখন বাইরে গিয়ে বসে থাক।

[কানাই পকেট থেকে একটা টেবিল কলিং বেল বার করে শিশিরের হাতে দেয়]

কানাই ॥ এই কলিং বেলটা রাখুন।

শিশির ॥ কলিং বেল দিয়ে কি হবে?

কানাই ॥ দরকার হলে ক্রিং ক্রিং করে রিং করবেন, আমি তিড়িং তাড়িং করে ছুটে আসব। দু'একবার কলিং বেল্ বাজালেই লোকেরা ভরকী খেয়ে যাবে।

শিশির ॥ আচ্ছা আচ্ছা তুই যা।

[কানাই বাইরে চলে যায়]

সুনেত্রা ॥ লোকটা ও রকম বিশ্রী ভাবে কথা বলে কেন?

শিশির ॥ ওর দোষ নেই, কথাগুলো হোটেল ব্র্যাণ্ড।

সুনেত্রা ॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন? বাবা আপনাকে দু'তিনবার খুঁজেছেন। আজকেই আপনাকে চাকরীর সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন। ঠিকমত কাজ করতে পারবেন তো? দেখবেন বাবার কাছে যেন আমার মুখ নষ্ট না হয়।

শিশির ॥ কাজ দিয়ে দেখুন না? আপনার মুখ তো সামান্য, আপনার বাবার মুখ পর্যন্ত ব্রাইট করে ছেড়ে দেব।

সুনেত্রা ॥ কাজ না দেখেই এতটা আশা করেছেন কি করে?

শিশির ॥ স্রেফ এ্যাম্বিশন্। ঐ একটা জিনিস দিয়ে যে-কোন কাজ করে দেওয়া যায়। আপনি যে আমাকে কবি মলয়কুমাররূপে চেয়েছিলেন, সেটাও—

সুনেত্রা ॥ এ্যাম্বিশন্। (মুখ টিপে হেসে) আপনি যে আমার ঘরে ডাকাতি করতে ঢুকেছিলেন—

শিশির ॥ এ্যাম্বিশন্। [মধু দু'কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে]

সুনেত্রা ॥ মধু, তুই দেখছি কাজের লোক হয়ে গেছিস। না চাইতেই চা—

মধু ॥ (গম্ভীরভাবে) এ্যাম্বিশন্!

[মধু দু'জনকে চা দেয়]

সুনেত্রা (শিশিরকে) কি পাজি দেখেছেন? আমাদের কথা বাইরে দাঁড়িয়ে সব শুনেছে।

মধু ॥ কেন শুনব না? এখনও না শোনার মত কথা তো শুরু করেন নি! সেটা শুরু করুন, তখন কানে আঙুল দিয়ে ঘরে ঢুকব।

সুনেত্রা ॥ থাক হয়েছে! বাপীকে গিয়ে বল যে শিশিরবাবু এসেছেন।

মধু ॥ সে তো জানি। এমনি আপনার কাজের ঠ্যালায় দম ফেলবার সময় পাইনা। তারমধ্যে আবার এসে জুটেছেন ঐ বাবুটি!

সুনেত্রা ॥ (ধমক দেয়) যা এখান থেকে। দাঁড়িয়ে বাজে বকতে হবে না!

মধু ॥ কথায় কথায় খালি ধমক। ঘুম থেকে উঠে আপনার ধমক খেয়ে যাই বাবুর কাছে, বাবুর ধমক খেয়ে আসি আপনার কাছে।
আমি যেন একটা ফুটবল। এক লাথি খেয়ে এখানে, আরেক লাথি খেয়ে ওখানে। এখানে ওখানে, ওখানে এখানে করতে করতেই দিন কেটে যায়।

[মধু কিছুটা গিয়ে আবার ঘরে আসে]

বেশী দিন আর ধমকনো চলবেনা, বুঝেছেন দিদিমণি? প্রায় হয়ে এসেছে—

সুনেত্রা ॥ কি হয়ে এসেছে?

মধু ॥ চাকরদের ইউনিয়ন। দেব ধর্মঘট করে, তখন বুঝতে পারবেন।

[মধু চলে যায়]

শিশির ॥ ভেরী স্পিরিটেড সারভেণ্ট!

সুনেত্রা ॥ এক নম্বরের অসভ্য হয়েছে। আপনি মনে কিছু করবেন না শিশিরবাবু।

শিশির ॥ না না, চাকর বাকর একটু অসভ্য থাকাই ভাল। সভ্য হলে আর ঐ নামের কোন পদার্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

[বাইরে থেকে প্রবেশ করে লিলি ও বিনয়]

লিলি ॥ একি, মলয়বাবু, আপনি এই সকালবেলা কাজকর্ম ছেড়ে এখানে কেন ?

শিশির ॥ ঐ—চাকরীটার ব্যাপারে—

সুনেত্রা ॥ (বাধা দিয়ে) থাক তোমাকে বলতে হবে না। জানিস লিলি, মলয় স্টেট পোয়েটের পোষ্টের জন্য একটা চাকরীর অফার পেয়েছে। আচ্ছা তোরাই বল, ঐ চাকরী নিলে ওর প্রতিভা নষ্ট হয়ে যাবে না ?

বিনয় ॥ না না সুনেত্রা দেবী, আপ'ন ভুল বুঝেছেন। মলয়বাবু যদি স্টেটের কবি হ'ন, তাহলে গভরমেণ্টের খরচায় কালচারাল ডেলিগেট হয়ে ফরেন-টুর করতে পারবেন। সারা পৃথিবীতে ওনার যশ ছড়িয়ে পড়বে। এতে আপত্তি করবেন না। ওনাকে আপনি ছেড়ে দিন।

শিশির ॥ আপনি বললেই আমাকে ছাড়বে কেন ? সুনেত্রা দেবী, আপনি আমাকে, তুমি আমাকে ছেড়ো না।

সুনেত্রা ॥ চুপ কর এখন, পরে ভেবে দেখা যাবে। লিলি, তোদের খবর কি বল ?

লিলি ॥ এ সপ্তাহে আমরা খুব ব্যস্ত থাকব ; তাই তোকে জানাতে এলাম। বাড়ী গিয়ে হয়তো আমার দেখা পাবি না।

সুনেত্রা ॥ কেনরে, বাইরে যাচ্ছিস নাকি ?

লিলি ॥ (বিনয়কে) তুমি বলনা ?

বিনয় ॥ বলছি—ঐ জার্মান থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যানুফ্যাক্‌চারিং কোম্পানীর রিপ্রেজেনটেটিভরা ইণ্ডিয়াতে এসেছে। কনসুলেট জেনারেল্‌ তাদের এবং আমার অনারের জন্য আজ বিকেলে একটা পার্টি দিচ্ছে। তারপর

ধরুন—এখানে ওখানে পরপর ডিনার পার্টি, ডানস্ পার্টি, ককটেল, ক্যাডাভ্যারাস্, ম্যাগনোলিয়া, কোকোকোলা লাগাই থাকবে ।

লিলি ॥ আরেকটা সুখবর তো বললে না ?

বিনয় ॥ কোনটা বলতো ?

লিলি ॥ এত ভুলে গেলে কি করে চলে ?

বিনয় ॥ কি করব বল ? সব সময় ইঞ্জিনীয়ারিং মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে। আচ্ছা তুমি আগের অক্ষরটা একটু ধরিয়ে দাও তো !—

লিলি ॥ হনি—

বিনয় ॥ হনিমুন। মনে পড়েছে।

সুনেত্রা ॥ (আশ্চর্য হয়ে) কাদের হনিমুন ?

বিনয় ॥ আমার আর লিলির।

সুনেত্রা ॥ সেকি—বিয়ে না হতেই হনিমুন !

বিনয় ॥ আপনাদের আশ্চর্য হবারই কথা। যদিও ইওরোপীয়ান, বুলগেরিয়ান, হাঙ্গেরিয়ান স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ানদের কাস্টম—বিয়ের পর হনিমুন করা। কিন্তু আমরা তাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকব কেন ? আমরা আরো এক ধাপ এগিয়ে যাব বিয়ের আগে হনিমুন করে।

শিশির ॥ বেশী পাকামো করতে যাবেন না। জেল খেটে মরবেন।

বিনয় ॥ জেল ? ওয়াণ্ডারফুল ! জেলের ভয় আপনাদের থাকতে পারে। কারণ আপনারা কুষ্ঠী বিচার করে—আইমিন হরোস্কোপ জাজ্ করে, প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হবেন,—আইমিন ম্যারেজাইসড্ হবেন।

সুনেত্রা ॥ ম্যারেজাইসড্টা কি সুবীরবাবু ?

বিনয় ॥ ম্যাগনেট্ — ম্যাগনেটাইসড্, ম্যারেজ—ম্যারেজাইসড্। পিওর জার্মান প্রসেস্।

শিশির ॥ আপনিও তাহলে একটি জার্মানাইসড্।

বিনয় ॥ থ্যাংক্ ইউ ভেরীমাচ্। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম—আমি এবং লিলি,

আই এ্যাণ্ড মাই লিলি ; সুইট হার্ট লালি, জুস্ লাইক লালা, দু'জনে ঠিক করেছি বিয়ের আগেই হনিমুনটা সেরে নেব। কি বল সুইট হার্ট, ডালিং, জুস্ লাইক—লিলি, লালি লালা—।

লিলি ॥ সিওর। এবার চলো দেরী হয়ে যাচ্ছে। আবার মার্কেটে যেতে হবে।

বিনয় ॥ মার্কেটে, কেন বলতো ?

লিলি ॥ বাঃ তুমি না ব'লে মার্কেটে, থেকে আমাকে কত জিনিস কিনে দেবে।

বিনয় ॥ ইয়েস ইয়েস মনে পড়েছে। (চেঁচিয়ে) বেয়ারা—

[বলাই প্রবেশ করে]

বলাই ॥ সাব্ ?

বিনয় ॥ ড্রাইভারকে বল গাড়ী স্টার্ট করতে।

বলাই ॥ বোলকে আর কি লাভ হোগা ? লক্কর মার্কা গাড়ীকো সবাই মিলে ঠেল্কে স্টার্ট করনে হোগা।

বিনয় ॥ আচ্ছা তুই গিয়ে ঠেল্, আমরা আসছি।

বলাই ॥ আপনারাও আকে ঠেলিয়ে। আমি একলা ঠেল্নেসে আমার দম্ ফাট্ যায়গা।

[বলাই চলে যায়। কানাই প্রবেশ করে]

কানাই ॥ (শিশিরকে) হুজুর, ম্যানেজারবাবু টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করছেন, আজ দুপুরে কি কি খাবেন ?

শিশির ॥ বলে দে কাল যা খেয়েছিলাম আজও তাই খাব।

কানাই ॥ আচ্ছা। (বিনয়ের দিকে চোখ পাকিয়ে) ভরকী কাকে বলে দেখিয়ে দিলাম।

[কানাই হন্ হন্ করে চলে যায়]

লিলি ॥ (বিনয়কে) ওকি লোকটা তোমাকে ওরকম রেড-আইস্ শো করে গেল কেন ?

বিনয় ॥ লোকটা বোধহয় রেড ইণ্ডিয়ান।

লিলি ॥ চলো এখন যাওয়া যাক। বাই বাই সুনেত্রা, বাই বাই মলয়বাবু।

সুনেত্রা ॥ বাই বাই।

[লিলি ও বিনয় চলে যায়]

ওদের পেয়ারটাকে বেশ লাগে।

শিশির ॥ আমারও মন্দ লাগে না।

সুনেত্রা ॥ রিয়ালিষ্টিক রোমান্স কত সুন্দর। আচ্ছা শিশিরবাবু, আপনি কি বলুন তো?

শিশির ॥ কেন?

সুনেত্রা ॥ ওদের সামনে আমার সঙ্গে দু'চারটে রোমাণ্টিক ডায়লগ আপনি বলতে পারলেন না?

শিশির ॥ ওসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ।

সুনেত্রা ॥ (রেগে) আপনি অনভিজ্ঞ থাকলে আমার চলবেনা। আপনাকেও শিখতে হবে।

শিশির ॥ বেশ তো, আপনি স্কুল খুলুন, আমি আপনার স্কুলে ভর্তি হয়ে যাব।

সুনেত্রা ॥ সামনের রবিবার বিকেলে কি করছেন?

শিশির ॥ কেন বলুন তো?

সুনেত্রা ॥ একটা সুন্দর জায়গা আছে, বেড়াতে যাবেন?

শিশির ॥ কোথায়?

সুনেত্রা ॥ বাবার বড় গোডাউনের পাশে একটা মাঠ আছে।

শিশির ॥ জায়গাটা জানা রইল। এক সময় গিয়ে বেড়িয়ে আসব।

সুনেত্রা ॥ এক সময় কেন, রবিবার বিকেলেই আমার সঙ্গে চলুন।

শিশির ॥ আপনার সঙ্গে—মানে—

সুনেত্রা ॥ কেন, আমি বাঘ না ভাল্লুক যে আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি।

শিশির ॥ না না আপনি চমৎকার। তবে—

সুনেত্রা ॥ কি বলুন ?

শিশির ॥ (লজ্জার হাসি হেসে) আমার ভীষণ লজ্জা করে।

[সুনেত্রা একদৃষ্টে শিশিরের দিকে চেয়ে থাকে]

সুনেত্রা ॥ লিলির জন্ম দিনে "সুনেত্রা, সুনেত্রা" করে যে রকম ভাব দেখাচ্ছিলেন, তাতে তো একটুও লজ্জা পাননি ?

শিশির ॥ সেদিন নেহাৎ চাকরীর তাগিদে একদিনের জন্য নায়কের ভূমিকায় অভিনয় না করে উপায় ছিল না।

সুনেত্রা ॥ যদি বলি এখনও নায়িকার মন আপনাকে মানিয়ে চলতে হবে।

শিশির ॥ আমি যদি আপনার কথা না শুনি ?

সুনেত্রা ॥ তাহলে আপনার পাওয়া চাকরী ফস্কে যাবে।

শিশির ॥ (ভয়ে) না না আমি যাব আপনার সঙ্গে।

সুনেত্রা ॥ এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা। এতক্ষণ আপত্তি করছিলেন কেন ?

শিশির ॥ আমি ভেবেছিলাম নাটক বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি শেষ হয়নি, হয়েছে ইণ্টারভ্যাল্।

সুনেত্রা ॥ আপনি যে-কথাই ভাবুন—আপনাকে পরিস্কার করে বলে দিচ্ছি, চাকরী বজায় রাখতে হলে আপনাকে যেভাবে চলতে বলব, ঠিক সেই-ভাবে চলবেন। যা করতে বলব, তাই করবেন। সব সময় মনে রাখবেন মাত্র একদিনের অভিনয়ের জন্যে আপনাকে অতটাকা মাইনের চাকরী দেওয়া হয়নি।

শিশির ॥ বেশ, মনে রাখব। আর কোনদিন আপনার অবাধ্য হব না।

[যোগেশ রায় প্রবেশ করে]

সুনেত্রা ॥ ঐ তো বাপী এসেছে।

[শিশির দাঁড়িয়ে নমস্কার জানায়]

যোগেশ ॥ (ধমক দিয়ে) টেক ইওর সীট্ ! (শিশির ধমক খেয়ে ধপাস করে বসে পড়ে) ওসব নমস্কার টমস্কার আমি পছন্দ করি না। আমি চাই কাজ।

শিশির ॥ আমি সব সময়ই কাজ করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি। পেলেই আরম্ভ করে দেব।

যোগেশ ॥ (চড়া গলায়) নো—সব সময় কাজ নয়। কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা। "ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক, প্লে হোয়াইল ইউ প্লে, ত্থাট ইজ দি ওয়ে টু বি হ্যাপী এ্যাণ্ড গে।"

শিশির ॥ আজ্ঞে জানি।

যোগেশ ॥ ঘোড়ার ডিম জান। আগে ছোকরা বোঝ কি কাজ তোমাকে করতে হবে।

শিশির ॥ বেশ বলুন।

যোগেশ ॥ (সুনেত্রাকে) সুনি, তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও। কাজটা ওকে প্রাইভেটলি বোঝাতে হবে।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা বাপী আমি যাচ্ছি। তোমাদের কথা শেষ হলে আমাকে ডেকো।

শিশির ॥ (ভয়ে) সুনেত্রা দেবী, আপনি এখানে থাকলে ভাল হোত।

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে) নো—শি—মাষ্ট লিভ দিস্ রুম !

শিশির ॥ (আরো ভয়ে) আচ্ছা তাহলে থাক।

[সুনেত্রা চলে যায়]

যোগেশ ॥ (চোখ বড় করে) এইবার আমি তোমাকে কাজ বোঝাব। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছি। আচ্ছা বলতো মিনিটে তোমার হার্টে ক'টা করে বিট দিচ্ছে ?

শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে) তাতো কোন দিন গুণিনি।

যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) গুড্! এই তো সুলক্ষণ। যদি গুণে রাখতে তাহলে প্রমাণ হোত তুমি একটি নারভাস্, অপদার্থ এবং উজবুক!

শিশির ॥ এবার তাহলে বলুন, কি কাজ আমাকে করতে হবে?

যোগেশ ॥ আগুন লাগাতে হবে।

শিশির ॥ (চমকে) কোথায়?

যোগেশ ॥ আমারই একটি চিনির গুদামে। চিনির বস্তাগুলো আমি বার করে নিয়েছি। তুমি গিয়ে সেই গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসবে।

শিশির ॥ কি সাংঘাতিক কাজ। তবে যে শুনেছিলাম আপনার বিজনেস আছে, সেখানে আমাকে কাজ করতে হবে।

যোগেশ ॥ দিস্ ইজ মাই বিজনেস। পাঁচহাজার টাকার টিনের গুদাম পুড়িয়ে এই বিজনেস স্টার্ট করি। এখন সেই টাকা রোল করতে করতে দশলাখ টাকায় এসে দাঁড়িয়েছে।

শিশির ॥ (অবাক ভাবে) বলেন কি?

যোগেশ ॥ আশ্চর্য্য হয়োনা। একদিন দেখবে আমারই এই বাড়ীখানায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছি। তারমানেই তখন বুঝতে হবে, আমার বাড়ীখানা পুড়ে গিয়ে ক্যাপিটাল হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা।

শিশির ॥ আপনার বিজনেস তো খুবই ভাল। তবে আমাকে আগুন ধরাবার কাজ না দিয়ে অন্য কিছু কাজ দিন।

যোগেশ ॥ (হুঙ্কার দিয়ে) নো—। তোমাকে এই কাজই করতে হবে। যদি না কর—ইউ উইল বি কিকড্ আউট ফ্রম দিস্ সারভিস্।

শিশির ॥ না, না—আমি করব। এই রকম রেসপেক্টবল্ সারভিস্ হাতছাড়া করা যায় না। বলুন কবে আগুন লাগাতে হবে?

যোগেশ ॥ দ্যাটস্ গুড। এদিকে এগিয়ে এসো আমি তোমার পিঠ চাপড়ে আদর করি।

[শিশির ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায়]

শিশির ॥ আস্তে মারবেন।

যোগেশ ॥ (পিঠ চাপড়ে) কাজের বিচার করোনা। খেটে যাও। একদিন তার ফল পাবেই পাবে।

শিশির ॥ আমি আপনার উপদেশ মাথা পেতে নিলাম।

যোগেশ ॥ তুমি আজ থেকেই মনে প্রাণে সব সময় ধ্যান করবে আগুন—আগুন—আগুন। তারপর টাইম ফিক্স করে দিলেই দেবে ঐ গোডাউনে আগুন ধরিয়ে।

শিশির ॥ বেশ তাই করব।

যোগেশ ॥ খুব সাবধান! কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি যারা তোমার চাকরীর জন্যে রিকমেণ্ড করেছে, সেই স্বনেত্রা এবং তার দাদুর কাছেও গোপন রাখতে হবে! (চড়া গলায়) তোমাকে সতর্ক করে রাখছি—যদি একথা কোন রকমে তোমার কাছ থেকে ফাঁস হয়ে যায়—আই শ্যাল সেপারেট ইওর হেড ফ্রম ইওর বডি। (ধমক দিয়ে) মনে থাকবে?

শিশির ॥ (গলা-ভাঙ্গা স্বরে) থাকবে।

যোগেশ ॥ তুমি বোস, আমি স্বনেত্রাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

[যোগেশ ঘর থেকে চলে যায়। শিশির ক্লান্ত হয়ে চোখ বুজে চেয়ারে বসে থাকে। পরক্ষণেই প্রবেশ করে স্বনেত্রা]

স্বনেত্রা ॥ বাপীর কাছ থেকে সব কিছু বুঝে নিয়েছেন?

শিশির ॥ (চোখবন্ধ অবস্থায় চিৎকার করে ওঠে) আগুন—

স্বনেত্রা ॥ কোথায় আগুন?

শিশির ॥ (তাকিয়ে) মনে প্রাণে, না না—গানে।

স্বনেত্রা ॥ গানে! কোন গানে আগুন?

শিশির ॥ (কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে) কেন—"আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল" সেই গানে।

স্বনেত্রা ॥ ঐ গানটা বুঝি আপনার ভাল লাগে?

শিশির ॥ খুব ভাল লাগে।

সুনেত্রা ॥ আপনি যদি বলেন, সে গান আমি শোনাতে পারি। আমি গাইব।

শিশির ॥ দয়া করে এখন আর গাইবেন না।

সুনেত্রা ॥ বেশ এখন না গাইলাম। বরং সেইদিনই গোডাউনের পাশে মাঠের মাঝখানটায় দাঁড়িয়ে মনপ্রাণ উজার করে গাইব "আগুন-জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল"।

শিশির ॥ (চাপা গলায়) আপনার ভয় করবেনা ?

সুনেত্রা ॥ ভয় কিসের ? যখন বসন্তই এসে গেছে, নিজের আবেগকে চেপে রেখে লাভ নেই।

শিশির ॥ আপনার যা খুশী তাই করুন। আসল ব্যাপার ফাঁস হয়ে গেলে আমি কিছু জানিনা।

[সুনেত্রা আস্তে আস্তে শিশিরের কাছে এসে দাঁড়ায়]

সুনেত্রা ॥ আপনি কি কিছুই বোঝেন না ?

শিশির ॥ কি ?

সুনেত্রা ॥ আপনিইতো আমার জীবনের বসন্ত।

শিশির ॥ (ঢোক গিলে) মরেছি—বুঝবনা কেন ? কিন্তু আমার যে প্রাণান্ত !

সুনেত্রা ॥ কেন বলুন তো ?

শিশির ॥ (গম্ভীর ভাবে) বলব কেন ? আমার বুঝি প্রাণের মায়া নেই ! আগুনের কথা প্রকাশ হয়ে যাক—না বাবা বলব না ! (চেঁচিয়ে) কানাই—[কানাই দৌড়ে প্রবেশ করে]

কানাই ॥ কলিং বেল বাজালেন না কেন হুজুর ?

শিশির ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) শক্তি নেই—আমার মাথা ঘুরছে, তুই আমাকে ধরে নিয়ে চল।

সুনেত্রা ॥ আপনার শরীর খারাপ হয়েছে ? চলুন, আপনাকে ধরে নীচে পৌঁছে দিয়ে আসছি।

শিশির ॥ না-না আপনাকে ধরতে হবেনা। কানাই আমাকে নিয়ে যেতে পারবে।

কানাই ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ আমিই পারব। আমার হাতটা ধরুন—আমি হাঁটি হাঁটি —পা-পা করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

শিশির ॥ (দাঁড়িয়ে ক্লান্তভাবে) কানাই, আমাকে ধর। আমি পড়ে যাব—

[কানাই তাড়াতাড়ি শিশিরের হাত ধরে। শিশির সেই অবস্থায় টলতে টলতে হাঁটতে আরম্ভ করে। কানাই সুর করে বলতে থাকে "হাঁটি হাঁটি, পা-পা—হাঁটি হাঁটি পা-পা—"]

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যোগেশ রায়ের গুদামের কাছে একটি উন্মুক্ত মাঠ। পেছন দিকে কিছু গাছপালা নজরে আসে। ভ্রমণকারীদের বসবাস জন্যে এদিক ওদিক দু'একটি পার্কের মত বেঞ্চ পাতা আছে। বিনয় ও অমর সিংহ সেখানে বসে কথা বলছে।]

অমর ॥ তুমি হয়তো ভাবছ যে, তোমাকে আমি এতদিন বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছি অথচ তোমাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছি না কেন।

বিনয় ॥ আপনি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাননি বলে আমি কিছুই ভাবিনি। কারণ আমি জানি বড় পোষ্টের চাকরী মানেই কাজের চাইতে মাইনে দেওয়াটাই বড় কথা।

অমর ॥ যাক সে কথা। এখন কথা হচ্ছে আজ তোমাকে আমি কিছু কাজের দায়িত্ব দেব। কাজটা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। খুব গোপনে সেই কাজ তোমাকে করতে হবে।

বিনয় ॥ বলুন কি কাজ ?

অমর ॥ (নেপথ্যের দিকে হাত দেখিয়ে) ঐ যে দেখতে পাচ্ছ একটা বড় গোডাউন—

বিনয় ॥ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি।

অমর ॥ ওটা হচ্ছে যোগশ রায়ের চিনির গোডাউন। আমার কোম্পানীতে দশলাখ টাকার ইনসিওর করে রেখেছে। আমি খবর পেয়েছি আজ সন্ধ্যে ছ'টা পনের মিনিটে যোগেশ রায় ঐ গোডাউনে আগুন লাগাবে। এই আগুন যাতে ধরাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমাদের আগে থেকেই করতে হবে।

বিনয় ॥ (আনন্দিত হয়ে) বাঃ কাজটা তো খুব থ্রিলিং বলে মনে হচ্ছে।

অমর ॥ ভেরী ইণ্টারেষ্টিং ওয়ার্ক। তোমাকে কি করতে হবে সেটা আগে শোনো। আমি এবং ফায়ার বিগ্রেড অফিসার মিষ্টার সেন আগে থেকেই দমকলের লোকজন নিয়ে গোডাউনের পেছন দিকে থাকব। (পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল বার করে দেয়) এই নাও, এই হুইস্‌লটা তোমার কাছে রাখো। ওরা আগুন জ্বালালেই তুমি জোরে হুইস্‌ল বাজিয়ে দেবে। তোমার হুইস্‌ল শুনলেই আমরা পেছন দিক থেকে জল দিয়ে গোড়াউন ভাসিয়ে দেব।

বিনয় ॥ ওঃ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ব্যাটেল ফিল্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। রোমাঞ্চে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে। রীতিমত বিলতী গোয়েন্দার মত কাজ! দেখুন শরীরে কেমন শিহরণ হচ্ছে! (কেঁপে কেঁপে ওঠে)

অমর ॥ খুব সতর্ক থাকবে। তোমার হুইস্‌ল বাজাতে যেন এক সেকেণ্ড দেরী না হয়। তা হ'লে আর গোডাউন রক্ষা করা যাবে না।

বিনয় ॥ আমাকে অতকরে বোঝাতে হবেনা। আমি খুব ইনটেলিজেণ্ট সব বুঝে নিয়েছি। এবার বলুন, আমাকে কিসের ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে ?

অমর ॥ আমার গাড়ীতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ আছে। তার মধ্যে করে আমি একটা পরচুল, গেরুয়া জামা-কাপড় সব এনেছি। সেগুলো পরে তুমি একজন সাধুর ছদ্মবেশ নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করবে। তাহলে ওরা তোমাকে কোনরকম সন্দেহ করতে পারবে না।

বিনয় ॥ এতদিনে একটা মনের মত কাজ পেলাম।

[বীরু দু'হাতে বড় বড় দুটো বালতী নিয়ে প্রবেশ করে]

বীরু ॥ স্যার এইদুটো বালতীতে হবে ?

অমর ॥ হ্যাঁ, হয়ে যাবে। একটা বালতী দিয়ে আপনি জল ঢালবেন আরেকটা দিয়ে আমি ঢালব। বিনয় তুমি যাও। ছদ্মবেশ নেবার জিনিসগুলো গাড়ী থেকে বার করে নাও।

[বিনয় চলে যায়]

আসুন বীরুবাবু, মিষ্টার সেন আসবার আগেই আমরা টিউবওয়েল থেকে দু'বালতী জল ভরে রাখি।

বীরু ॥ চলুন স্যার।

[অমর ও বীরু যেতে থাকে। পেছন থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়।—"একটু দাঁড়ান অমরবাবু"। দুজনে ঘুরে দাঁড়াতেই গৌরী-প্রসাদ নামে জনৈক বৃদ্ধলোক প্রবেশ করে। তার হাতে কতগুলি কাগজপত্র। চাল চলনে বোঝা যায় লোকটা অশিক্ষিত।]

গৌরী ॥ আপনি ইনসিওর কোম্পানীর ডিরেক্টার তো ?

অমর ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৌরী ॥ আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম। শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন।

অমর ॥ বলুন কি দরকার?

গৌরী ॥ অত ছট্‌ফট্ করবেন না, বলছি।

[গৌরীপ্রসাদ কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠে]

স্ববলা—কোথায় গেলিরে—

অমর ॥ কাঁদছেন কেন? চুপ করুন। এটা কাঁদবার জায়গা নয়।

গৌরী ॥ (আরো কাঁদে) জানি—জানি কি সর্বনাশ হোলরে—

অমর ॥ মহা বিপদে পড়া গেল তো। কি চান আপনি?

গৌরী ॥ (চোখ মুছে, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে) হা—সব শেষ!

অমর ॥ দেখুন, শোক-তাপ করবার জায়গা এটা নয়। কি দরকার আপনার বলুন?

গৌরী ॥ আমার নাম গৌরীপ্রসাদ। আগুনে পুড়ে গেলে আপনারা টাকা দেন তো?

অমর ॥ ইনসিওর করা থাকলে দিই।

গৌরী ॥ হ্যাঁ, করা আছে। কাগজপত্র সব সঙ্গেই এনেছি।

অমর ॥ আপনি আমার অফিসে যাবেন। আমি এখন ব্যস্ত আছি।

গৌরী ॥ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

অমর ॥ কত টাকা ক্ষতি হয়েছে বলতে পারেন?

গৌরী ॥ ক্ষতি যা হয়েছে আপনার কোম্পানী বিক্রী করলেও তার সমান হবে না। তবু বিবেচনা করে যা হয় দিন।

অমর ॥ কারো সঙ্গে শত্রুতা ছিল নাকি?

গৌরী ॥ পুড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বটে, সংসারের কাজের জন্যেই আমাকে আরেকটা বিয়ে করতে হয়েছিল। সেই নিয়েই খটাখটি, ফাটাফাটি, লাঠালাঠি, তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি পুড়ে গেছে।

অমর ॥ আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি কি পুড়েছে বলুন তো?

গৌরী ॥ দুখানা হাত পুড়েছে, একখানা ঠ্যাং পুড়েছে, চোখটা বেঁচেছে, নাকটা আধখানা পুড়েছে।

অমর ॥ কি যা-তা বলছেন? দেখি আপনার কাগজপত্র?

গৌরী ॥ (কাগজগুলো দিয়ে) এই দেখুন।

অমর ॥ সুবলা দাসী কে?

গৌরী ॥ (কেঁদে ওঠে) আমার স্ত্রী। কত মারধোর করেছি, কোনদিন এ বুদ্ধি হয়নি! সামান্য একটা বিয়ে করেছি বলে এই কাণ্ড করে বসেছে।

অমর ॥ আমাদের কোম্পানীর কাগজ কোথায়?

গৌরী ॥ সব কাগজ ওরই মধ্যে আছে। (কেঁদে ওঠে) সুবলা…

অমর ॥ (কাগজ খুঁজতে খুঁজতে) থাক থাক, কাঁদবেন না।

গৌরী ॥ (চোখ মুছে) এক সঙ্গে চোদ্দ বছর কাটিয়েছি।

অমর ॥ (রেগে) আরে মশাই ওগুলো তো আপনার স্ত্রীর লাইফ ইনসিওরেন্সের কাগজ।

গৌরী ॥ ওরে মশাই সেই তো আগুনে পুড়ে গেছে।

অমর ॥ ইয়ার্কী করবার জায়গা পাননি?

গৌরী ॥ অর্দ্ধাঙ্গিনী পুড়ে গেলে কারো ইয়ার্কী বেরোয়? শহরের লোকগুলোর কথা শুনলে পিত্তি জ্বলে ওঠে!

অমর ॥ (রেগে) ঘর বাড়ী পোড়ান, গুদামঘর পোড়ান, তারপর আমার কাছে টাকা নিতে আসবেন, বুঝেছেন?

গৌরী ॥ মানুষের মূল্য ঘর-বাড়ীর চেয়ে কম হলো?

অমর ॥ (আরো রেগে) মানুষের মূল্য আমাদের কাছে কাঁচকলা!

গৌরী ॥ মানুষের মূল্য আপনাদের কাছে কাঁচকলা? (কেঁদে ওঠে) সুবলা—

[গৌরীপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে কিছুটা গিয়ে ফিরে আসে]

কি বলছিলেন তখন—বাড়ী-ঘর, গুদাম-ঘর পোড়ালে আপনি টাকা দেন ?

অমর ॥ (চড়া-গলায়) হ্যাঁ দিই।

গৌরী ॥ আচ্ছা মনে থাকল। (কেঁদে ওঠে) সুবলা—

[গৌরীপ্রসাদ কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়]

অমর ॥ কাজের সময় যত সব ঝামেলা এসে কপালে জোটে। চলুন বীরুবাবু।

বীরু ॥ চলুন স্যার।

[অমর ও বীরু হন্ হন্ করে হেঁটে চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে প্রবেশ করে যোগেশ ও শিশির। শিশিরের দু'হাতে দুটো পেট্রোলের টিন]

যোগেশ ॥ এখানে দাঁড়াও। ওদিকে আর না এগোনোই ভাল। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর লোক কিন্তু আসেপাশে থাকতে পারে। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ শেষ করতে হবে।

শিশির ॥ আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার ইন্সট্রাকশন পেলেই আমি গোডাউনের দফা রফা করে দেব।

যোগেশ ॥ তোমাকে যা যা বলেছি, মনে আছে তো ?

শিশির ॥ সব মনে আছে।

যোগেশ ॥ বলতো কি ?

শিশির ॥ ছ'টা বেজে তেরো মিনিটে গোডাউনের সামনের দিকটা পেট্রোল ঢেলে ভিজিয়ে দেব। ছ'টা চোদ্দ মিনিটে পকেট থেকে দেয়াশলাই বার করে প্রস্তুত হয়ে থাকব। ছ'টা পনের মিনিটে অন্তরাল থেকে আপনার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে—"আগুন জ্বালা"। সঙ্গে সঙ্গে আমি একটার পর একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে গুদামে ফেলতে থাকব।

যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) ভেরী-ভেরী গুড্। কোন কথা ভোলনি দেখতে

পাচ্ছি। আরেকটা কথা শুনে রাখ—যখন দেখবে গোডাউনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে, তখন এক দৌড়ে আমার গাড়ীতে এসে বসবে। গাড়ী আগে থেকেই স্টার্ট করা থাকবে। তুমি বসলেই গাড়ীতে করে তোমাকে সোজা হাসপাতালে নিয়ে যাব।

শিশির ॥ হাসপাতালে কেন ?

যোগেশ ॥ কারণ এর আগে আমার দু'তিনজন স্টাফ এইরকম আগুন লাগাবার পরই আনকনার্ভড হয়ে হার্টফেল করে মারা গেছে।

শিশির ॥ (চোখবুজে) ভগবান তাঁদের আত্মার মঙ্গল করুন !

যোগেশ ॥ ([illegible]) তাঁদের শোক-সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই !

[শিশির কিছুক্ষণ চোখবন্ধে থাকার পর, চোখ মেলে তাকায়]

তোমাকে আরেকটি কথা বলে রাখছি।

শিশির ॥ বলুন ?

যোগেশ ॥ হাসপাতালে নিয়ে তোমার অবস্থা যদি ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে, মৃত্যু যদি তোমার নিশ্চিত ঘনিয়ে আসে, তখন পুলিশ হয়তো তোমার ডেথ্-বেডে গিয়ে তোমাকে নানারকম প্রশ্ন করবে। খুব সাবধান—মৃত্যুর ঘোরে যেন আমার নাম প্রকাশ করে দিওনা। শহীদের মত মৃত্যু বরণ ক'রো।

শিশির ॥ (আবার চোখ বুজে) ভগবান আমার আত্মার মঙ্গল করুন ! (তাকিয়ে) আচ্ছা শহীদের মৃত্যুর আগে কি প্যালপিটেশন হয় ?

যোগেশ ॥ কেন বলো তো ?

শিশির ॥ আমার বুকে এরকম বড়াস ধড়াস করছে কেন ?

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে) দুর্বলতা ! আমার সঙ্গে চলো, গাড়ীতে ফ্লাস্কের ভেতর হরলিকস আছে। খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শিশির ॥ (গলা-ভাঙ্গা স্বরে) চলুন—

[যোগেশ ও শিশির যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে লিলি ও বলাই]

লিলি ॥ কৈ বলাই, এখানেও তো বিনয়বাবুকে দেখতে পাচ্ছি না !

বলাই ॥ তাই তো দেখতা হায়। কিন্তু আমাকে বোলাথা বিকেলে এইখানেই আসেগা।

লিলি ॥ আমি বুঝতে পারছিনা এখানে কি করতে আসবে।

বলাই ॥ আপনি কি করকে বুঝেগা। কত রকমের কাজ থাকতা হায়।

লিলি ॥ কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তো তার কোথাও যাবার হুকুম নেই। যেখানেই যাক আমাকে বলে যেতে হবে।

বলাই ॥ হয়তো আপনার মনে কষ্ট দেনেকে লিয়ে এই রকম গা-ঢাকা দিয়া হায়।

লিলি ॥ তুমি আবার হিন্দীতে কথা বলছ কেন ? বাঙ্গালীর ছেলে বাঙলায় বলতে পার না ?

বলাই ॥ মাপ করেগা, হিন্দী বোলনেকেই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা হায়। সেই জন্যই ঠিক করা হায় আর জীবনে বাঙ্গলা নাহি বোলেগা।

লিলি ॥ চলো ঐ দিকটায় একবার ভাল করে দেখে আসি।

বলাই ॥ সে আপনি বোলেগা তো রসাতল পর্যন্ত যায়গা।

লিলি ॥ এসো—

বলাই ॥ যাতা হায়।

[লিলি ও বলাই যোগেশের প্রস্থান পথের দিকে চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে সুনেত্রা ও কানাই]

সুনেত্রা ॥ তুমি ঠিক করে বলোতো—শিশিরবাবু তোমাকে কি বলেছেন ?

কানাই ॥ আমাকে পঁচিশ টাকা বকৃশিশ দিয়ে বললেন—আর হয়তো তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। জন্মের মত এই শেষ দেখা !

সুনেত্রা ॥ তুমি জিজ্ঞেস করেলে না—কেন ওকথা বলছেন ?

কানাই ॥ হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন—এই মাঠ ওনাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে। আজ বিকেলে তাই উনি এইখানে এসে দেহত্যাগ করবেন।

সুনেত্রা ॥ তুমি জেনেশুনে লোকটাকে এইভাবে ছেড়ে দিলে?

কানাই ॥ কি করব—লোকটা যে আমার বস্ হয়ে বসে আছে।

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য ব্যাপার। আমার সঙ্গে কিন্তু কথা ছিল আমিই তাকে হোটেল থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এই মাঠেই বেড়াতে আসব।

কানাই ॥ তাই নাকি বুঝি? তা হ'লে এখানেই ভাল করে খুঁজুন, দেখবেন কোথাও ব্যাট হয়ে মেয়ে বসে আছে।

সুনেত্রা ॥ এসো তো—ঐ দিকটা। একবার ভাল করে দেখে আসি।

কানাই ॥ চলুন।

[সুনেত্রা ও কানাই মিলনের প্রস্থানের পথ দিয়েই চলে যায়। একটু পরে যোগেশ ও অমর একই সঙ্গে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে দু'দিক দিয়ে প্রবেশ করে। একই অবস্থায় দু'জন দু'জনের দিকে এগোতে থাকে দু'জনের দৃষ্টি দূরে থাকায় কেউ কাউকে দেখতে পায় না। এগোতে এগোতে একজনের সঙ্গে আর একজন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে প্রথমটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তারপর ক্রমে হাসতে থাকে]

অমর ॥ যোগেশবাবু, আপনি হঠাৎ এখানে?

যোগেশ ॥ বেড়াতে এসেছিলাম। আপনি?

অমর ॥ আমারও অনেকটা একই ব্যাপার। একটু ফ্রেশ এয়ার নিতে এলাম। ....অনেকদিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, কি বলেন?

যোগেশ ॥ কি করে হবে? বিজনেসের চাপ—

অমর ॥ বাইনাকুলার দিয়ে কি দেখছিলেন, যোগেশবাবু?

যোগেশ ॥ দূরে ছেলেদের ফুটবল খেলা দেখছিলাম। আপনিও তো বাইনাকুলারে কি যেন দেখছিলেন?

অমর ॥ আমিও চু-কিৎ-কিৎ খেলা দেখছিলাম। সে যাই হোক এখানে কতক্ষণ থাকবেন ?

যোগেশ ॥ আর থাকব কেন ? খেলা দেখা হয়ে গেল এবার চললাম। আপনি ?

অমর ॥ আমি ধরে নিন চলে গেছি।

যোগেশ ॥ আচ্ছা নমস্কার !

অমর ॥ নমস্কার !

[যোগেশ চলে যায়। অমর দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে। অন্যদিক দিয়ে সাধুর ছদ্মবেশে প্রবেশ করে বিনয়]

বিনয় ॥ বোম্‌শংকর !

অমর ॥ তুমি এসে গেছে, ভালই হয়েছে। পরচুলটা আলগা মনে হচ্ছে কেন ? ভাল করে লাগাও নি ?

বিনয় ॥ পরচুলটা কোত্থেকে এনেছেন ?

অমর ॥ কেন ?

বিনয় ॥ মাথায় মধ্যে অসম্ভব কুট্‌কুট্‌ করে কামড়াচ্ছে। পরচুলটা পাল্টে দিলে ভাল হোত।

অমর ॥ এখন আর পাল্টাবার সময় নেই। যোগেশ রায় এসে গেছে, ওটা মাথায় দিয়েই কাজ চালাতে হবে।

বিনয় ॥ (হাত দিয়ে পরচুলটা উঁচু করে মাথা চুলকে-নেয়) উঃ কম করে ওটার মধ্যে একশ ছারপোকা আছে।

অমর ॥ অতবড় একটা কাজের দায়িত্ব নিয়েছ আর মাত্র শ'খানেক ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পারবেনা ?

বিনয় ॥ কেন পারবনা ? আপনি যান। আমি মাত্র শ'খানেক ছারপোকার কামড় খেতে খেতেই কাজের দায়িত্ব পালন করব।

অমর ॥ আমি তাহলে চললাম।

বিনয় ॥ আসুন—বোমশংকর !

[অমর চলে যায়। বিনয় বেঞ্চের একপাশে বসে মাথাটা আরেকবার চুলকে নেয়। লিলি ও বলাই প্রবেশ করে]

লিলি ॥ তাহলে এখন কি করা যায় বলোতো ?

বলাই ॥ কি আর করেগা, ধৈর্য ধরকে অপেক্ষা করনে পড়েগা।

বিনয় ॥ বোম্ শংকর !

[বলাইয়ের সন্দেহ হতে বিনয়ের দিকে কিছুটা এগিয়ে যায়]

বলাই ॥ (বুঝতে পেরে) আরে—

বিনয় ॥ (ধমক দেয়) চুপ্ !

বলাই ॥ (হেসে) বুঝা হায়। নাহি বোলেগা। (লিলিকে) সাধু বাবার রাগ হোতা হায়।

লিলি ॥ চলো ঐ দিকটায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি।

[লিলি ও বলাই চলে যায়। অন্যদিক দিয়ে শিশির দু'টিন পেট্রোল হাতে নিয়ে চোরের মত প্রবেশ করে। তাকে দেখে বিনয় হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—"বোম্ শংকর !" শিশির ভয় পেয়ে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে দেখা যায়, শিশিরের গন্তব্য পথের দিক থেকে একটা লম্বা বাঁশ শূন্য দিয়ে বিনয়ের মাথার দিকে এগিয়ে আসে। বিনয় একদৃষ্টে বাঁশটির আগমন দেখতে থাকে। বাঁশটি তার মাথায় আঘাত করবার জন্যে ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে থাকে। বিনয় ভয়ে দু'হাত দিয়ে মাথা ঢেকে "বোম্ শংকর !" বলে চেঁচিয়ে এক দৌড়ে বিপরীত দিক দিয়ে চলে যায়। বাঁশটিও যে পথে এসেছিল, সেই পথ দিয়েই আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। একটু পরে শিশির নিশ্চিন্ত মনে সেই স্থানে প্রবেশ ক'রে পেট্রোলের টিন দু'টো বেঞ্চের পেছনে দিকে রেখে দেয়। হাত ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে বেঞ্চের ওপর ক্লান্তভাবে বসে পড়ে। পর মুহূর্তে প্রবেশ করে সুনেত্রা]

সুনেত্রা ॥ আশ্চর্য লোক আপনি! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

[শিশির লাফ দিয়ে দাঁড়ায়]

শিশির ॥ ঐ—মাঠের ঐ দিকটায়। কি সুন্দর কচি কচি ঘাস উঠেছে!

সুনেত্রা ॥ আপনার আমার সঙ্গে আসবার কথা ছিল না।

শিশির ॥ তা ছিল। আমি আগেই চলে এসেছি। ভাল করিনি?

সুনেত্রা ॥ (অভিমানে) খুব ভাল করেছেন! আমি এদিকে দুশ্চিন্তা করছি।

শিশির ॥ দুশ্চিন্তা কেন? এই তো আমি রয়েছি। বলুন আমাকে কি করতে হবে?

সুনেত্রা ॥ আসুন দু'জনে মিলে এই বসন্তের বিকেল উপভোগ করি!

শিশির ॥ (জামার হাতা গোটাতে গোটাতে) আসুন—। (গলা চড়িয়ে) আসুন—।

সুনেত্র ॥ (হেসে দূরে সরে যায়) এত সহজে ধরা দেব না। আগে বসন্তের গান গাই।

শিশির ॥ (লজ্জার হাসি হেসে) ধ্যাৎ আমার লজ্জা করে।

[সুনেত্রা গলা ছেড়ে গান ধরে—"বসন্তে ফুল গাঁথল আমার জয়ের মালা" শিশির চোখ বুজে গানের তালে তালে মাথা দোলাতে থাকে। সুনেত্রা গান গাইতে গাইতে "আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল" লাইনটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য থেকে বিনয় ফু র-র, ফু-র-র করে হুইসল বাজাতে থাকে। হুইসল বাজবার পর দমকলের ঘণ্টা ঢং ঢং করে বাজতে শোনা যায়। এবং প্রচণ্ড বেগে টিনের চালের ওপর জল পড়বার শব্দও ভেসে আসতে থাকে। নানা রকমের শব্দ একসঙ্গে কানে আসতেই সুনেত্রা গান থামিয়ে দেয়। শিশির চোখ মেলে তাকায়]

শিশির ॥ একি, দমকলের ঘণ্টা বাজছে কেন?

সুনেত্রা ॥ কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই।

শিশির ॥ দাঁড়ান আমি দেখে আসি।

[শিশির সেই দিকে যায় এবং পরমুহূর্তে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে]

সর্বনাশ করেছে। ছ'টা পনের বাজবার আগেই সমস্ত গোডাউন জল দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছে। দেখুন দেখি কি কাণ্ড হোল ?

সুনেত্রা ॥ তার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন ?

শিশির ॥ ভাবব না ! ভিজে গোডাউনে আগুন লাগাব কি করে ?

সুনেত্রা ॥ সে কি, আপনার কি ঐ গোডাউনে আগুন লাগাবার কথা আছে নাকি ?

শিশির ॥ না বাবা বলব না !

সুনেত্রা ॥ আপনি কি বলেছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না !

শিশির ॥ আপনার না বোঝাই ভাল। এসব অফিসিয়াল কাজ। টপ্ সিক্রেট।

সুনেত্রা ॥ আপনার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে। আপনি কি এখানে অফিসের কাজ করতে এসেছেন নাকি ?

শিশির ॥ হ্যাঁ আমি এখন অন ডিউটিতে আছি। (হাত ঘড়ি দেখে) সর্বনাশ ছ'টা দশ। আপনি শীগগির পালান। আপনার বাবা যদি এসে দেখেন আমি আপনার সঙ্গে— পালান, পালান।

সুনেত্রা ॥ সেটা আগে বললেন না যে বাবার আসবার কথা আছে। কোন দিক দিয়ে যাব ?

শিশির ॥ বাঁ দিক দিয়ে, না না ডান দিক দিয়ে। মাথায় ঘোমটা টেনে যান।

সুনেত্রা ॥ (মাথায় লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়ে) আমি কাছাকাছি থাকব।

[সুনেত্রা তাড়াতাড়ি কিছুটা যেতেই সামনে পড়ে যায় যোগেশ রায়। সুনেত্রা উল্টো ঘুরে বিপরীত দিকে যাবার সময় আরেকবার চাপা গলায় বলে যায়—"আমি কাছাকাছিই থাকব।" তখনও নেপথ্য থেকে জল দেবার আওয়াজ ভেসে আসে]

যোগেশ ॥ দমকল জল দিচ্ছে কেন ?

শিশির ॥ কি জানি।

যোগেশ ॥ ন্যাকামো কোরো না। ঠিক করে বলো কি হয়েছে ?

শিশির ॥ (ঢোক গিলে) ঐ যে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন—'উনি আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা হুইস্‌ল বেজে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দমকল জল দিতে আরম্ভ করল।

যোগেশ ॥ ভদ্রমহিলা কে ? আর কেনই বা বসন্তের গান গাইল ?

শিশির ॥ (লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে) আমি যে তার জীবনের বসন্ত—

যোগেশ ॥ কার ?

শিশির ॥ আপনার মেয়ে সুনেত্রা দেবীর।

[যোগেশ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে। শিশির লজ্জানত মুখখানা সেই দিকে ঘোরাতেই দেখতে পায় যোগেশ তার মাথা লক্ষ্য করে পিস্তল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে যায়। সে প্রাণভয়ে কাঁপতে থাকে। নেপথ্যে জল দেবার শব্দ বন্ধ হয়ে যায়]

যোগেশ ॥ তুমি একটা থার্ডগ্রেড কর্মচারী হয়ে আমার মেয়ের দিকে এগিয়েছ ?

শিশির ॥ আমি এগোতে যাব কেন ? আপনার মেয়েই আমাকে এক পুরুষ-মানুষ পেয়ে ঘুসঘিয়েছে।

যোগেশ ॥ সাট আপ্। এখুনি গুলি করে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও।

শিশির ॥ আমি প্রস্তুত, মারুন গুলি। আমি হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করছি—হাঃ হাঃ হাঃ। মারুন—হাঃ হাঃ হাঃ।

[নেপথ্যে কিছু কথা কথাবার্তা শোনা যায়]

যোগেশ ॥ চুপ ; লোকজন আসছে বলে মনে হচ্ছে ?

শিশির ॥ (কান পেতে) হ্যাঁ লোকজন আসছে। এখন আমাকে মারবেন না,

পরে মারবেন। পিস্তলটা তাড়াতাড়ি লুকিয়ে ফেলুন, না হলে এ্যাটেম্পট্ টু মার্ডার বলে ধরা পড়ে যাবেন।

[যোগেশ পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে]

যোগেশ ॥ তুমি পেট্রোলের টিন দু টো নিয়ে সরে পড়ো।

শিশির ॥ ঠিক আছে, আমি বেশী দূরে যাব না। যখন আমাকে গুলি করে মারার দরকার হবে ডাকবেন, আমি দৌড়ে চলে আসব।

[শিশির দৌড়ে চলে যায়। অমর ও মিষ্টার সেন প্রবেশ করে]

অমর ॥ যোগেশবাবু, খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই হোল না।

যোগেশ ॥ না—অল্পের জন্য ফস্কে গেল।

অমর ॥ (মিষ্টার সেনকে) দিস ইজ দি স্পট মিষ্টার সেন। এখান থেকেই আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। আপনি অক্লান্তভাবে জল ঢেলে যে উপকার করেছেন তার তুলনা নেই।

মিঃ সেন ॥ না না উপকার আর কি। আমাদেরর ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন—জল যদি দিতেই হয় তাহলে একেবারে ফ্লাড করে দেওয়াই ভাল।

অমর ॥ (জোরে হেসে ওঠে) থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ মিষ্টার সেন।

যোগেশ ॥ (রেগে) অত জোরে হাসবেন না অমরবাবু। জল ঢেলে আপনি যত আনন্দ করছেন, ঠিক ততো আনন্দ করবার কথা আপনার নয়।

অমর ॥ আনন্দ করব না কি বলছেন! এতগুলো টাকা পেমেন্ট করবার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম, তবু বলছেন আনন্দ করব না।

যোগেশ ॥ মোটেই নয়, বরং টাকা দেবার ব্যবস্থাটা পাকাপাকিই করে ফেলেছেন।

অমর ॥ তার মানে?

যোগেশ ॥ আপনি নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়েছেন। আগুন না ধরতেই গোডাউনে জল দেবার আপনাদের কোন রাইট নেই। অথচ আপনারা

এত জল দিয়েছেন যে সমস্ত গোডাউনের চিনি গলে বেরিয়ে গেছে। সুতরাং সমস্ত চিনির দামই আপনাকে পেমেণ্ট করতে হবে।

অমর ॥ কিন্তু আপনি রীতিমত আগুন ধরিয়েছিলেন। আমার কর্মচারী নিজে চোখে দেখে হুইসল বাজিয়ে সে খবর জানিয়েছে।

যোগেশ ॥ তাহলে আসল ব্যাপার শুনুন। একটি মেয়ে মনের আনন্দে মাঠে বসে গান গাইছিল। তার গানের লাইনে কয়েকটি শব্দ ছিল 'আগুন জ্বালা বসন্তে ফুল গাঁথল।' সেই শুনেই আপনার অপদার্থ কর্মচারী হুইসল্ বাজিয়েছে।

মিঃ সেন ॥ তাই নাকি? তাহলে তো আমাদের জল দেওয়া অন্যায় হয়েছে। সত্যি যদি আগুন না ধরে থাকে আমরা তো জল দিতে পারি না। কারণ আমাদের ডকুমেণ্ট অ্যাশ বলে—কোন কিছু পুড়ে ছাই হলেই তাকে আগুন ধরা বলে গণ্য করা হবে। তারপর সেখানে জল ঢালতে হবে।

যোগেশ ॥ মিঃ সেন আপনি এখন একথা বলছেন? জল দেবার সময় তো একথা কিছু ভাবেন নি?

মিঃ সেন ॥ আমাকে মিসগাইড করা হয়েছে। আমাকে বলা হয়েছিল হুইসল্ শুনলেই বুঝতে হবে—গোডাউনের সামনের দিক দাউ দাউ করে জ্বলছে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকব না। আমি চললাম।

[মিষ্টার সেন চলে যায়। বীরু গেঞ্জি পরে মালকোচা মেরে, হাতে একটা বালতী নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে]

বীরু ॥ (হাঁপাতে হাঁপাতে) স্যার আর জল দেব? একশ বালতী জল দেওয়া হয়েছে।

অমর ॥ (রেগে) বন্ধ করুন জল। আপনারা সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবেন।

বীরু ॥ আচ্ছা স্যার, খুব হাঁপিয়ে গেছি।

[বীরু বালতী হাতে চলে যায়]

যোগেশ ॥ অমরবাবু, আমার এই ক্ষতি-পূরণের টাকাটা কবে আনতে যাব বলুন ?

অমর ॥ (নরম স্বরে, হেসে) যোগেশবাবু, ভেতরের ব্যাপারটা আপনিও বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। বিজনেসে আপনারও ব্রেন আছে, আমার ব্রেন আছে। আসুন আমরা জয়েণ্টাল বিজনেস্ স্টার্ট করি। দু'ব্রেন একসঙ্গে কাজ করলে আমরা অনেক বড় বিজনেস করতে পারব !

যোগেশ ॥ ভেরী গুড প্রপোজাল। সত্যিই তো, আমাদের মত দু'জন পাকালোক যদি এক সঙ্গে কাজ করতে পারি, তাহ'লে যে কোন অসাধ্য সাধন আমরা করেতে পারব !

অমর ॥ আমিও তো সেই কথাই বলছি। টাকাটাই কি জীবনের সব কিছু ?

যোগেশ ॥ ডেফিনেটাল নট। আসুন আমরা হাত মেলাই।

[দু'জন করমর্দন করে। বিনয় প্রবেশ করে]

বিনয় ॥ বোম্ শংকর ! আর কতক্ষণ পরচুল মাথায় রাখতে হবে ?

অমর ॥ (গম্ভীরভাবে) আর রাখতে হবে না খুলে ফেল।

বিনয় ॥ ছুঁ মন্তর !

[একটানে পরচুল খুলে ফেলে]

অমর ॥ বিনয়, তুমি বিফোর টাইমে হুইসল বাজিয়ে সব কাজ পণ্ড করে দিয়েছ। সুতরাং তোমার মত অপদার্থ কর্মচারীকে আমি এই মুহূর্তে বরখাস্ত করলাম।

বিনয় ॥ বোম শংকর ! এত পরিশ্রমের এই প্রতিদান ?

অমর ॥ হ্যাঁ—এই তোমার শাস্তি।

যোগেশ ॥ আমারও একটি ওয়ার্থলেস্ কর্মচারী আছে। তাকেও আমি ডাকছি।

[যোগেশ একটু এগিয়ে গিয়ে—"শিশির" বলে জোরে ডাকে। শিশির বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করে]

শিশির ॥ মারুন গুলি হাঃ হাঃ হাঃ! মৃত্যুকে ভয় করি না, হাঃ হাঃ হাঃ!

যোগেশ ॥ তুমি শান্ত হও। তোমাকে একটি কথা বলা প্রয়োজন।

শিশির ॥ বলুন?

যোগেশ ॥ আমি চিন্তা করে দেখলাম তোমার মত দায়িত্বহীন কর্মচারীর আমার আর প্রয়োজন নেই। সেইজন্যে আজ থেকে আমি তোমাকে বরখাস্ত করলাম।

শিশির ॥ প্রাণটা যে এখনও রয়ে গেল?

যোগেশ ॥ ওটা থাক। শাস্তি ভোগ করবার জন্যে ওটার দরকার হবে। আসুন অমরবাবু, আমরা ওদিকে গিয়ে বিজনেস্ টক্ করি।

অমর ॥ চলুন।

[যোগেশ ও অমর চলে যায়]

বিনয় ॥ (শিশিরকে) বোম শংকর! আমারও চাকরী চলে গেছে।

[শিশির ভাল করে একবার বিনয়কে দেখে নেয়]

শিশির ॥ তুই এখানে কেন এসেছিলি?

বিনয় ॥ আমি এসেছিলাম আগুন নেভাতে। তুই?

শিশির ॥ আগুন জ্বালাতে।

বিনয় ॥ তাহলে এখন কি করা যায়?

শিশির ॥ আয় আমরা দু'জনে গলাগলি ধরে কাঁদি।

বিনয় ॥ না না কান্নাকাটি হচ্ছে ওল্ড ফ্যাশান্। তার চাইতে নতুন কিছু করি।

শিশির ॥ কি করব বল?

বিনয় ॥ আয় আমরা পাথর হয়ে যাই।

শিশির ॥ বেশ—তুই ওয়ান, টু, থ্রি বল।

বিনয় ॥ ওয়ান—টু—থি—

[বিনয় ও শিশির একসঙ্গে স্ট্যাচু হয়ে যায়। সুনেত্রা ও লিলি হাসতে হাসতে প্রবেশ করে]

লিলি ॥ (বিনয়কে) মনে করেচেন সাধুর বেশ নিলে আপনাকে কেউ চিনতে পারবে না? আমার কাছে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয় বুঝেছেন?

সুনেত্রা ॥ (বিনয়কে) হামবুর্গ জার্মান সাহেব। জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের হঠাৎ এই দুরবস্থা কেন?

[বিনয় কোন কথা না বলে শিশিরের দিকে একবার তাকায়]

কি হোল কথা বলছেন না কেন? বাক সংযম করেছেন নাকি?

লিলি ॥ (শিশিরকে) শুনলাম কবি মলয়কুমার নাকি দেহত্যাগ করবেন? কিসের দুঃখে জানতে পারি? কবিবর কথা বলুন—

শিশির ॥ (রেগে) কোন ব্যাটা কবি? আমার চোদ্দগুষ্টি কোনদিন কবিতা লেখেনি?

লিলি ॥ সে কথা বলতে হবেনা। আমি আর সুনেত্রা দু'জনেই দু'জনের কাছে ধরা পড়েছি। আপনাদের আসল পরিচয়ও আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে। আপনারা সত্যি ভাল অভিনয় করছেন।

শিশির ॥ আমরা অভিনয় করেছিলাম চাকরী পাবার লোভে। আপনারা অভিনয় কেন করেছিলেন বলতে পারেন?

লিলি ॥ মজা করবার জন্যে। আমার আর সুনেত্রার মাথায় মাঝে মাঝে এইরকম দুষ্টু বুদ্ধি চাপে, আর আমরা তাই নিয়ে নানা রকম মজা করি।

বিনয় ॥ কাজটা খুব ভাল করেন না। আমরা ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের নাকে দড়ি দিয়ে ইয়ো-ইয়োর মত ঘুরিয়ে মজা করা অত্যন্ত অন্যায়।

সুনেত্রা ॥ (গম্ভীরভাবে) দেখুন বিনযবাবু, আমরা যে-ভাবে খুশী সেই ভাবে মজা করব। এ বিষয়ে আপনাদের কোন রকম উপদেশ আমরা শুনতে চাই

না। আমাদের জন্যে আপনাদের দু'জনের যে পরিশ্রম হয়েছে, তারজন্য আপনাদের দু'জনকেই দু'টো চাকরী দেওয়া হয়েছে।

বিনয় ॥ খুব চাকরী দিয়েছেন, কাজে জয়েন করতে না করতেই স্যাক্!

সুনেত্রা ॥ তারমানে?

শিশির ॥ আমাদের চাকরী চলে গেছে। আপনাদের দু'জনের বাবা পার্টনারশিপ বিজনেস স্টার্ট করে আমাদের দু'জনকেই চাকরী থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন।

সুনেত্রা ॥ নিশ্চয়ই আপনারা ঠিকমত কাজ করতে পারেননি।

শিশির ॥ লাইফ রিস্ক করে কাজ করেছি জানেন?

বিনয় ॥ একশ ছারপোকার কামড় সহ্য করেছি বুঝেছেন? মাপ করবেন আমি আর কথা বলতে পারব না। কারণ অলরেডি আমি পাথর হয়ে গেছি।

[বিনয় আবার স্ট্যাচু হয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ বাবা আর কাকাবাবু কোনদিকে গেছেন?

শিশির ॥ ঐদিকে গিয়ে বিজনেস টক করছেন।

সুনেত্রা ॥ আচ্ছা আমারা জিজ্ঞেস করে দেখছি, কি হয়েছে। আয় লিলি।

[সুনেত্রা ও লিলির প্রস্থান]

বিনয় ॥ চাকরীটা আবার হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে।

শিশির ॥ কি করে বুঝলি?

বিনয় ॥ দু'জনের চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম দারুণ সিমপ্যাথেটিক এক্সপ্রেশন।

শিশির ॥ তাহলে আমাদের আর পাথর না হওয়াই ভাল।

বিনয় ॥ না, না, কিছুছু দরকার নেই। আয় আমরা নরম্যাল্ হয়ে যাই।

[দুজনেই হাসিমুখে স্বাভাবিক হয়ে যায়। যোগেশ, অমর, সুনেত্রা ও লিলি একসঙ্গে প্রবেশ করে]

যোগেশ ॥ আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি সুনি, কি করে তুমি এইরকম ওয়ার্থলেস লোককে চাকরীর জন্যে রেকমেণ্ড করেছ? তুমি কি চাও এইরকম একটা

লোকের জন্যে আমার লক্ষ লক্ষ টাকা লস্ হয়ে যাক, আমার আর্থিক অবনতি ঘটুক।

সুনেত্রা॥ আমি কখনও তা চাই না বাপী। আমি বুঝতে পারিনি শিশিরবাবু তোমার এই রকম ক্ষতি করবে।

অমর॥ লিলি, তুমি কি চাও বিনয়ের জন্যে তোমার ড্যাডির বিজনেস ডকে ওঠে যাক, সোসাইটি থেকে আমাদের স্ট্যাটাস নেমে আসুক?

লিলি॥ না, না ড্যাডি, আমি তা চাই না। আমি আর সুনেত্রা জোক করতে গিয়ে এদের দু'জনকে দরকার হয়েছিল। আর দরকার হবে না। এখন বরখাস্ত করেছ বেশ করেছ।

যোগেশ॥ ভেরিগুড্। তোমরা অনেক বড় ঘরের মেয়ে ভুলে যেও না। তোমাদের পজিশন অনেক ওপরে। এই সমস্ত ভবঘুরেদের জন্য তোমরা অযথা কেন ভাববে?

[হরপ্রসাদ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

হরপ্রসাদ॥ এই যে তোমরা এইখানেই রয়েছ। তোমাদের খোঁজেই আমি এসেছি। (শিশির এবং বিনয়ের দিকে চেয়ে) একি, শিশির আর বিনয়ের এই অবস্থা কেন?

যোগেশ॥ আমরা ওদের বরখাস্ত করেছি।

হরপ্রসাদ॥ কেন?

সুনেত্রা॥ জানো দাদু, শিশিরবাবুর জন্যে বাপীর লক্ষ লক্ষ টাকা লস্ হয়ে যাচ্ছিল।

লিলি॥ বিনয়বাবুর জন্যেও ড্যাডির এতবড় কোম্পানী নষ্ট হতে বসেছিল।

হরপ্রসাদ॥ তাই নাকি? তাহ'লে যা করেছ ভালই করেছ। এই রকম কর্মচারী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এমনি এমনি ছাড়লে কেন? জেলে ঢুকিয়ে দাও।

[গৌরীপ্রসাদ প্রবেশ করে]

গৌরীপ্রসাদ ॥ এক্সকিউজ মি। যোগেশবাবু এবং অমরবাবু আপনাদের দুইজনকেই পুলিশষ্টেশনে যেতে হবে। ইউ আর আণ্ডার এ্যারেষ্ট।

অমর ॥ (অবাক হয়ে) আপনি ?

[গৌরীপ্রসাদ পকেট থেকে কার্ড বার করে দেয়]

অমর ॥ (কার্ড পড়ে) ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ গৌরীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী !

গৌরী ॥ ইয়েস্।

অমর ॥ কিন্তু আমাদের অপরাধ কি বুঝতে পারছি না।

গৌরী ॥ মিসইউজ অফ ফায়ার সার্ভিস। আগুন না ধরতেই বিনা কারণে দমকল ব্যবহার করেছেন। যোগেশবাবুর অপরাধ আরো মারাত্মক। গুদামে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন।

যোগেশ ॥ না, না আমি করিনি। আমার নিজের গুদামে আমি কেন আগুন ধরাতে যাব ? আপনি শিশিরকে এ্যারেষ্ট করুন। হি ইজ দি কালপ্রিট সে-ই আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিল।

অমর ॥ ইন্সপেক্টরবাবু, আপনি বিনয়কেও এ্যারেষ্ট করুন। তারই অপদার্থতার জন্যে দমকল মিসইউজ হয়েছে।

গৌরী ॥ (চড়াগলায়) নিজেদের বাঁচাবার জন্যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না। আমি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু নিজে চোখে দেখিছি। অসৎ উপায়ে বেশীদিন অর্থ উপার্জন করা যায় না জানবেন।

হরপ্রসাদ ॥ দেখুন ইন্সপেক্টরবাবু, যা হবার হয়েছে। দয়া করে এদের ছেড়ে দিন।

গৌরী ॥ আপনি কে ?

হরপ্রসাদ ॥ আমি যোগেশের হতভাগ্য শ্বশুর। আর অমরও আমার সন্তানের মত। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি। এটা নিয়ে আপনি এদের রেহাই দিন।

গৌরী ॥ পুলিশ অফিসারকে ঘুষ দিতে চাইছেন? ইউ আর অলসো আণ্ডার এ্যারেষ্ট। আপনাকেও থানায় যেতে হবে।

[সুনেত্রা ও লিলি কাঁদতে আরম্ভ করে]

যোগেশ ॥ ইন্সপেক্টরবাবু, আমরা অপরাধ স্বীকার করছি।

গৌরী ॥ আমার কাছে স্বীকার করে কোন লাভ হবে না। আদালতে গিয়ে যা বলবার বলবেন।

যোগেশ ॥ আদালত পর্যন্ত আর দয়া করে টানাটানি করবেন না। মান সম্মান সব নষ্ট হয়ে যাবে। আপনাকে কথা দিচ্ছি আগে যা করেছি করেছি, এরপর আর অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করব না।

গৌরী ॥ বিপদে পড়লে সবাই ওকথা বলে। আমি জানি ছেড়ে দিলে আপনারা আবার এই কাজ আরম্ভ করবেন।

যোগেশ ॥ প্রমিস্ করছি, কোনদিন এমন কাজ করব না।

গৌরী ॥ বেশ, আপনাদের আমি ছাডতে পারি একটি কণ্ডিশনে।

যোগেশ ॥ বলুন কি কণ্ডিশান?

গৌরী ॥ আপনারা যে দুজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন, তাদের এখুনি আবার চাকরীতে বহাল করতে হবে।

যোগেশ ॥ এ আর বেশী কথা কি? এখুনি করে দিচ্ছি। (হাসি-মুখে) শিশির, তোমাকে আমি আবার এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিলাম।

শিশির ॥ আমি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করলাম।

অমর ॥ বিনয়, তোমার চাকরী আজ থেকে পারমানেণ্ট।

বিনয় ॥ ঠ্যালার নাম বাবা!

গৌরী ॥ যোগেশবাবু, অমরবাবু আপনারা দুজন এখান থেকে যান। হরপ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকটা জরুরী কথা আছে।

যোগেশ ॥ এখুনি চলে যাচ্ছি। আসুন অমরবাবু, ইমিডিয়েটলি চলে যাই—

অমর ॥ চলুন।

[দুজনে প্রচণ্ড বেগে চলে যায়। একটু পরে হরপ্রসাদ হাসতে হাসতে গৌরীপ্রসাদের দিকে এগিয়ে যায়]

হরপ্রসাদ ॥ থ্যাংক ইউ গৌরিপ্রসাদ। কাজটা যে তুমি এত সহজে সমাধা করতে পারবে ভাবতে পারিনি। সাধে কি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তোমাকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার করেছিল, রায় বাহাদুর টাইটেল দিয়েছিল।

গৌরী ॥ তা তো করেছিল—কিন্তু আমি একজন রিটায়ার্ড বুড়ো লোক। আমাকে দিয়ে এইভাবে পরিশ্রম করানো তোমার অত্যন্ত অন্যায় হরপ্রসাদ।

হরপ্রসাদ ॥ কি করব বল? এরা যেভাবে অর্থ উপার্জন করে সেটা চেক করা দরকার। কোনদিন হয়তো সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে জেল খেটে মরবে।

[সবাই অবাক হয়ে যায়]

সুনেত্রা ॥ দাদু, তোমার ভেতরে ভেতরে এইসব কাণ্ড করা হচ্ছে?

হরপ্রসাদ ॥ (গম্ভীর হয়ে) সুনি, লিলি, তোমাদের ওপর আমার এতদিন উঁচু ধারণা ছিল। কিন্তু শিশির আর বিনয়ের ওপর তোমরা যে ব্যবহার করেছ, তাতে আমার সমস্ত ধারণা পালটে গেছে। ঠাট্টা-তামাশা মানুষের জীবনে থাকা ভাল। কিন্তু মনুষ্যত্ব হারানো ভাল নয়। চাকরী দুটো ওদের কতটা প্রয়োজন তা তোমরা ভাবনি। ভাবতে চেষ্টা করনি। তোমরা মজা করতে গিয়ে ওদের দু'জনকে হাতের পুতুল বানিয়েছ, যতদূর পেরেছ নামিয়ে দিয়েছ। না না, প্রাণ বলে কোন পদার্থ তোমাদের নেই।

লিলি ॥ আমাদের অন্যায় হয়েছে দাদু। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।

হরপ্রসাদ ॥ যাও, ওদের দু'জনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও।

[লিলি ও সুনেত্রা মাথা নীচু করে বিনয় শিশিরের দিকে এগোতে থাকে। শিশির বাধা দেয়]

শিশির॥ থাক থাক, এগোবেন না। চাকরী ছ'টো ফেরত পেয়েছি সেই আমাদের বাপের ভাগ্যি। (আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে) কানাই—

বিনয়॥ (একইভাবে) বলাই—

শিশির॥ কানাই—

বিনয়॥ বলাই—

[সকলের মুখ হাসিতে ভরে যায়। পর্দা নেমে আসে]

জীবন্ত স্ট্যাচু

চরিত্রলিপি

পরিতোষ	অনিল
বিশু	সুধাময়
যাদব	বিপিন
রমেন	চৌধুরী
হরিহর	ডাকাত
পুলক	সরলা
মায়া	ডলি
অর্ধেন্দু	উমা

জনৈক লোক, দ্বিতীয় ব্যক্তি, বেয়ারা (প্রয়োজন বোধে হোটেলের দৃশ্যের একাধিক চরিত্র এক সঙ্গে জুড়ে কম সংখ্যক শিল্পী দ্বারা অভিনয় করানো চলতে পারে।)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা পড়া অবস্থায় দর্শকের পেছন দিকে গণ্ডগোল হয়। হঠাৎ চিৎকার শোনা যায়—ধর ধর। মাঝ বয়সী একজন লোক, নাম পরিতোষ রায়, জীর্ণ কোট-প্যান্ট-টাই পরা অবস্থায় দর্শকের পেছন দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে মঞ্চের ওপরে উঠে পর্দার সামনে দাঁড়ায়। তার পেছনে পেছনে বিশুবাবুও একই ভাবে এসে পরিতোষের কোটের কলার চেপে ধরে। পরিতোষ তাকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করে]

পরিতোষ ॥ আহা ছাড়ুন, ছাড়ুন—

বিশু ॥ আজ আর ছাড়ছি না। অনেক চালাকী খেলেছেন। এবার যাবেন কোথায় ?

পরিতোষ ॥ কথাটা শুনুন না! কোটটা ছাড়ুন! ছিঁড়ে যাবে যে—

বিশু ॥ মনে করেছেন আপনি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ইন্সপেক্টর বলে, আপনার ধাপ্পাবাজী আমি বুঝতে পারব না ? বার করুন টাকা।

পরিতোষ ॥ টাকা সঙ্গে নেই, পরে দিয়ে দেব ? আপনি আমার এজেন্ট হয়ে লোকজনের মাঝখানে এভাবে টানা-হ্যাঁচরা করলে আমার রেসপেক্ট নষ্ট হবে।

বিশু ॥ মেরে আপনাকে রেসপেক্ট দেব।

পরিতোষ ॥ মেরে রেসপেক্ট দিলে আপনার প্রসপেক্ট নষ্ট হবে।

বিশু ॥ আমার প্রসপেক্ট দরকার নেই। আপনার মত ইন্সপেক্টরের আণ্ডারে আমি এজেন্ট হয়ে থাকতে চাই না।

পরিতোষ ॥ গুড ডিসিশন্! এবার তাহলে ছেড়ে দিন চলে যাই—

বিশু ॥ টাকা না দিলে এক পা নড়তে দেব না ।

পরিতোষ ॥ কোন টাকা বলুন তো ?

বিশু ॥ ন্যাকা সাজা হচ্ছে ? আমার কাছ থেকে পার্টির প্রিমিয়ামের টাকা জমা দেবেন বলে নিয়ে গিয়ে এক পয়সাও জমা দেননি কেন ?

পরিতোষ ॥ জমা দিয়েছি ।

বিশু ॥ কোথায় জমা দিয়েছেন ?

পরিতোষ ॥ পেটে ।

বিশু ॥ এবার পিঠে মেরে পেট থেকে বার করব ।

[পরিতোষ ইশারায় বিশুর কান তার কাছে আনতে বলে। বিশু হঠাৎ কিছু না বুঝে কানটা তার মুখের কাছে নেয়। পরিতোষ খুব গোপনীয় কথার মত করে বলে]

পরিতোষ ॥ পিঠে মারলে আমার ব্যথা লাগবে। তার চাইতে ছেড়ে দিন। হাজার হোক আমি একজন ভদ্রলোক ।

বিশু ॥ (ধমকে) চোপ্, জোচ্চোর ! ওপরে ভদ্রলোক সেজে লোক ঠকানো—

[যাদব নামে একজন লোক দর্শকের পেছন দিক থেকে দৌড়ে আসে]

যাদব ॥ কোথায় দেখি দেখি। আরে একেইতো আমি খুঁজে মরছি। অমার মুদী দোকান থেকে ছ'মাস হলো পঞ্চাশ টাকার মাল ধারে নিয়ে গেছে। আর টাকা দেবার নাম নেই। যখনই বাড়ীতে খোঁজ করতে যাই, তখনই শুনি বাড়ী নেই ।

পরিতোষ ॥ বাড়ী না থাকাই স্বাভাবিক। আফটার অল আমি একজন বিজি লোক। এই নেই এই আছি, আবার এই আছি এই নেই ।

যাদব ॥ (কোটের আরেক দিক ধরে) এইবার আমিও ধরেছি। আর "এই নেই" হবে না। টাকা দিন ।

পরিতোষ ॥ টাকার জন্য কি আছে, কাল আসবেন, চেক দিয়ে দেব। ক্রস্ চেক নেবেন, না বেয়ারার চেক নেবেন?

যাদব ॥ আবার চালবাজী কথা! টাকা দিন না হলে এখানেই জ্যান্ত পুঁতে রাখব!

বিশু ॥ আপনি আবার কোথেকে এসে জুটলেন? আমার টাকা আগে আদায় করতে দিন। আপনি ছেড়ে দিন।

যাদব ॥ ছাড়ব মানে? দিনের পর দিন হন্তে হয়ে ঘুরেছি ধরবার জন্য। এখন হাতের কাছে পেয়ে ছেড়ে দেব! বেশ কথা বললেন!

বিশু ॥ আরে মশাই আমার ক্যাশ টাকা চোট দিয়েছে।

যাদব ॥ আপনার টাকাটা টাকা, আমার টাকাটা বুঝি মাটি? আমি ছাড়ব না। দরকার হয়, আপনি ছাড়ুন।

বিশু ॥ বাঃ বাঃ বাঃ, আমি কষ্ট করে ধরলাম, আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসে বলছেন ছাড়ুন! (ধমক দিয়ে) ভাল কথা বলছি—ছাড়ুন।

যাদব ॥ ধমক দিয়ে কথা বলছেন কেন? এটা কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? ওসব মেজাজ বাড়ীতে বৌয়ের কাছে দেখাবেন।

পরিতোষ ॥ আপনারা নিজেদের মধ্যে সেটল করুন, কে ধরবেন, কে ছাড়বেন?

বিশু ॥ আমি আগে ধরেছি। আমি কেন আপনাকে ছাড়ব বলুন তো?

পরিতোষ ॥ ঠিকইতো। আপনি ছাড়বেন না। আমাকে ধরে রাখুন।

যাদব ॥ আগে ধরেছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমি ছাড়ব না।

পরিতোষ ॥ তার চাইতে এক কাজ করুন। আপনারা দু'জন দু'জনকে ধরে রাখুন।

যাদব ॥ আপনি চুপ করুন। মাঝখান থেকে আপনি ফোঁড়ন কাটছেন কেন?

বিশু। আপনি যে ওনাকেও চোখ রাঙিয়ে কথা বলছেন, ব্যাপারটা কি ?

যাদব। বেশ করছি মশাই, তাতে আপনার কি ?

বিশু। আমার লোককে ধরে টানাটানি করছেন, আবার বলছেন, আপনার কি ?

যাদব। আপনার লোক কি করে হলো মশাই।

বিশু। আমি এর পাওনাদার, আমার লোক হবে নাতো কার লোক হবে ?

যাদব। আমি বুঝি দেনদার ?

বিশু। (চড়া গলায়) আপনি ছাড়বেন কিনা জানতে চাই।

যাদব। না ছাড়লে মারবেন নাকি ?

বিশু। আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করলে মারব।

যাদব। মস্তানী দেখাচ্ছেন ? মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেব।

বিশু। চুপ শালা, জীব উপড়ে নেব !

যাদব। জুতিয়ে মুখ লম্বা করে দেব।

বিশু। (পরিতোষকে ছেড়ে) তবেরে রাস্কেল, অনেক সহ্য করেছি।

যাদব। (পরিতোষকে ছেড়ে) আয় শালা, দেখি তোর কত ক্ষমতা !

[দু'জনে কীল, চড়, ঘুঁষি চালাতে আরম্ভ করে। পরিতোষ সেই সুযোগে মঞ্চ থেকে নেমে এক পা দু'পা করে দর্শকের মাঝখান দিয়ে পালিয়ে যেতে থাকে। তখনও পর্দার সামনে মারামারি চলছে। হঠাৎ দু'জনে খেয়াল করে আসল লোক পালিয়েছে]

বিশু। লোকটা কোথায় গেল ?

[পরিতোষ তাদের কথা শুনে দর্শকের মাঝখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে যায়]

যাদব। পালিয়েছে।

বিশু। আপনার জন্ত মশাই পালাল।

যাদব। আমি কি করলাম ?

বিশু ॥ মাঝখানে এসে ঝামেলা করলেন। আপনার জন্ম আমার টাকা হাত-ছাড়া হলো। এই টাকা এখন আপনাকে দিতে হবে।

যাদব ॥ মামাবাড়ীর আব্দার! আমাকে টাকা দিতে হবে। কেন মশাই আমি টাকা দেব?

বিশু ॥ আলবাৎ দেবেন। না দিলে আপনার গলায় গামছা দিয়ে আদায় করে নেব।

যাদব ॥ আয় শালা, কার গলায় কে গামছা দেয় দেখি—

[দু'জনে দু'জনকে জাপ্টে ধরে ঘুরপাক খেতে থাকে। বিশু হঠাৎ পরিতোষকে লক্ষ্য করে যাদবকে ছেড়ে দেয়]

বিশু ॥ ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে।

[পরিতোষ ছুটে পালায়]

যাদব ॥ ধর ধর শালাকে—

[বিশু ও যাদব 'ধর ধর' বলে পরিতোষের পেছনে পেছনে অদৃশ্য হয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়]

দৃশ্যান্তর

দ্বিতীয় দৃশ্য

[প্রথম দৃশ্য শেষ হবার পর পর্দা খুলতেই দেখা যায় পরিতোষের বাইরের ঘর। বাইরে থেকে নম্না নম্না করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে পরিতোষ প্রবেশ করে। চেঁচিয়ে ডাকে—রমেন—রমেন—। আবার সুর ভাঁজে। পরিতোষের স্ত্রী সরলা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে]

সরলা ॥ চিৎকার করছ কেন? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি?

পরিতোষ ॥ (একই সুরে) নম্না—নম্না—রমেন কোথায়?

সরলা ॥ আড্ডা দিতে বেরিয়েছে।

পরিতোষ ॥ ঠিক আছে। নম্রা—নম্রা—

সরলা ॥ কি নম্রা নম্রা করছ! কোথায় গেছে জান?

পরিতোষ ॥ না।

সরলা ॥ পাশের বাড়ীর দিদি বলেছেন ও কোন এক বাড়ীর মেয়ের জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

পরিতোষ ॥ ও!

সরলা ॥ এই বয়সে ওভাবে তাকিয়ে থাকার ফল কি হয় জান?

পরিতোষ ॥ বিয়ের আগে তোমার জানলার দিকে তাকিয়ে আমার যা ফল হয়েছে তাই।

সরলা ॥ বুড়ো বয়সে এইসব কথা বলতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!

[সরলা রেগে ভেতরে যেতে থাকে]

পরিতোষ ॥ চলে যাচ্ছ যে?

সরলা ॥ কি দরকার?

পরিতোষ ॥ খেতে দাও। অফিস যাবার সময় হয়ে গেল।

সরলা ॥ খাওয়া আসবে কোত্থেকে?

পরিতোষ ॥ রান্নাঘর থেকে।

সরলা ॥ রান্নার জিনিস এনেছ?

পরিতোষ ॥ যা আছে তাই দাও।

সরলা ॥ আনছি। (সরলা ভেতর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে আসে) জল আছে জল খাও।

পরিতোষ ॥ (রসিকতা করে) আমি তোমার পাণিপ্রার্থী নই, অন্ন প্রার্থী।

সরলা ॥ অন্ন রেশনের দোকানে।

পরিতোষ ॥ এই দ্যাখ—রেশনটা আনাওনি বুঝি?

সরলা ॥ টাকা দিয়েছ যে রেশন আনব?

পরিতোষ ॥ টাকার জন্য কি আছে, আমার নাম করে ধারে আনবে।

সরলা ॥ দোকানদার আমার শ্বশুর কিনা যে তোমার নাম শুনে ধারে রেশন দেবে!

পরিতোষ ॥ কেন দেবে না? আমার নাম শুনে পোষ্ট অফিস ধারে পোষ্টকার্ড দেয়, আর রেশন ধারে দেবে না? যাক্—তাহলে আর দেরী করে লাভ নেই। অফিসের দিকে পা বাড়াই।

সরলা ॥ আর অফিসে যেতে হবে না।

পরিতোষ ॥ ম্যানেজার মিটিং ডেকেছেন। আমি ইন্সপেক্টর, আমার না গেলে চলে?

সরলা ॥ কাঁচকলার ইন্সপেক্টর। মাইনের বিশটা টাকাও ঘরে আসে না। ও চাকরী করে কি হবে?

পরিতোষ ॥ তুমি কিছু ভেবো না। সামনেই আমার প্রমোশন। তখন ডবল ইনকাম হবে। তুমি তখন রান্নার জন্য একটা ঠাকুর রেখে পায়ের ওপর পা দিয়ে শুধু বসে থাকবে। আমি একটা এ্যাম্বাসাডার গাডী কিনে নেব। না—এ্যাম্বাসাডার নয। এ্যাম্বাসাডার চডলেই ডাকাত বলে ধরে নিয়ে যাবে। কি গাডী কেনা যায় বলতো?

সরলা ॥ কর্পোরেশনের গাডী কিনো!

পরিতোষ ॥ সেটা উচিত হবে না। তাহলে শহরের জঞ্জাল সাফ করা বন্ধ হযে যাবে।

[বাইরে থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সের যুবক রমেন প্রবেশ করে]

এইতো রমেন এসেছে।

রমেন ॥ আমাকে খুঁজছিলে নাকি?

পরিতোষ ॥ তোর মা খুঁজছিল।

রমেন ॥ কেন?

পরিতোষ ॥ তোকে চোখের আড়াল করতে চায়না—মা তো!

রমেন ॥ আমি কচি খোকা নাকি?

পরিতোষ ॥ ওরে—মা জননী গর্ভধারিণী তারে তুই ঠিক চিনিলনি।

সরলা ॥ তুমি চুপ করবে? লাই দিয়ে দিয়ে তো মাথায় তুলে দিয়েছ। এখন আমাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করতে চায় না।

পরিতোষ ॥ এটা অন্যায়, রমেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দামোদর নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কার জন্যে? মায়ের জন্যে!

[পরিতোষ সরলার দিকে তাকায়। সরলা কটাক্ষ করে চলে যায়]

রমেন ॥ বাবা, আমার একটা ঘড়ি না হ'লে চলছেনা। কত জায়গায় টাইমলি এ্যাটেণ্ড করতে হয়।

পরিতোষ ॥ ঠিকই তো। ঘড়ি না হ'লে চলে নাকি? কিনে দেব।

রমেন ॥ কবে?

পরিতোষ ॥ সামনেই আমার প্রমোশন। সেটা পেলেই—

রমেন ॥ অত দেরী?

পরিতোষ ॥ দেরীতো হবেই। সুইডেন থেকে নামী কোম্পানীর দামী ঘড়ি আনিয়ে দেব। কি চাস—ফেবার লিউবা না টি-সট্?

রমেন ॥ টাইমস্টার।

পরিতোষ ॥ তাই দেব। গোল্ডেন কালার না সিল্ভার কালার?

রমেন ॥ গোল্ডেন সিল্ভার এক ঘেঁয়ে হয়ে গেছে।

পরিতোষ ॥ তাহলে পিংক কালার দেব। তুই ত্যাখতো ধারে রেশনটা আনতে পারিস কিনা।

রমেন ॥ ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আমি রেশন আনব? আমি পারব না। হরিহরকে আনতে বল।

পরিতোষ ॥ হরিহরকে আনতে দিলে অর্দ্ধেক চাল রাস্তায় বিক্রি করে দিয়ে আসবে।

রমেন ॥ ঐ চোরটাকে বাড়ীতে রেখেছ কেন?

পরিতোষ॥ মাইনে তো পায় না। দু'চার পয়সা চুরি না করলে ওরই বা চলে কি করে?

রমেন॥ তাই বলে নিজেদের ক্ষতি করে কেউ চোর বাড়ীতে পোষে?

পরিতোষ॥ সারা জীবন এখানে কাজ করে এই বুড়ো বয়সে আর কোথায় যাবে? তুই যা, রেশনটা নিয়ে আয়।

রমেন॥ তুমি গিয়ে নিয়ে এসো।

পরিতোষ॥ আমাকে অফিসে যেতে হবে।

রমেন॥ তাহলে অফিস থেকে ফেরার পথেই নিয়ে এসো।

[সরলা টাকা আর ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসে]

সরলা॥ হতভাগা ছেলে! অফিস থেকে ফেরার পথে রেশন আনতে বলচিস, এ বেলা খাওয়া হবে কি? দুপুরে যদি গিলতে হয় এই টাকা আর ব্যাগ নিয়ে এক্ষুণি রেশন নিয়ে আয়।

রমেন॥ কাজের সময় তোমরা এমন বিরক্ত করনা ভাল লাগে না!

[রমেন টাকা আর ব্যাগ নিয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে চলে যায়]

পরিতোষ॥ দেখলে তো—ইচ্ছে থাকলেই টাকার যোগাড় হয়ে যায়।

সরলা॥ হ্যাঁ যায়। লক্ষ্মীর ঘট ভেঙে যা ছিল দিয়ে দিলাম।

পরিতোষ॥ দুঃখ করো না। লক্ষ্মীর ঘট মানেই ইমারজেন্সী ঘট। আরেকটা এনে দেব।

সরলা॥ জোড়াতালি দিয়ে আর কতদিন চলবে? দেনার দায়ে মাথার চুল অব্দি বিকিয়ে রেখেছ। দশ হাজার টাকা ধার করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে কি লাভ হলো? দু'টো বছরও গেল না। শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়েকে শক্ত অসুখ ধরিয়ে ছ'মাস ধরে এখানে ফেলে রেখেছে। বিয়ের পর মেয়ের অসুখ সারবার দায়িত্বও কি বাপ মায়ের?

পরিতোষ॥ নিশ্চয়ই। মেয়ে-বিয়ের আইন বড় কড়া। মা বাপকে মেয়ের

গ্যারাণ্টার হয়ে থাকতে হয়। মা বাপের জীবিত অবস্থায় মেয়ের কোন ডিফেক্ট হলেই মা-বাপকেই তা রিপেয়ার করে দিতে হয়!

[বাইরে থেকে গলা শোনা যায়—পরিতোষবাবু—ও পরিতোষবাবু]

পরিতোষ ॥ বলে দাও, বাড়ী নেই।

সরলা ॥ মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

পরিতোষ ॥ আঃ, বল না।

[আবার শোনা যায়—পরিতোষবাবু]

সরলা ॥ তুমি নিজে গিয়ে দেখ, কে!

পরিতোষ ॥ কে আবার—রাজদ্বারে শ্মশানে য তিষ্ঠতিঃ স বান্ধবঃ। ভয়ের কিছু নেই, বলে দাও।

সরলা ॥ বাড়ী নেই।

বাইরের গলা ॥ কোথায় গেছেন?

পরিতোষ ॥ বল, টুরে গেছেন।

সরলা ॥ টুরে গেছেন।

বাইরের গলা ॥ কখন ফিরবেন?

পরিতোষ ॥ বল, আর ফিরবেন না।

সরলা ॥ সে আবার কি অলক্ষণে কথা। ও কথা আমি উচ্চারণ করতে পারব না।

পরিতোষ ॥ তুমি সতী সাধ্বী। শাঁখা সিঁদুর তোমার অক্ষয় থাকবে। আমি সহজে মরব না। যা বলতে বলছি বল।

বাইরের গলা ॥ কখন ফিরবেন জানতে পারি?

সরলা ॥ আর ফিরবেন না।

বাইরের গলা ॥ তিনি কি বানপ্রস্থে গেছেন? যদি কোন দিন ফিরে আসেন বলে দেবেন, বিশুবাবু এসেছিলেন। [পরিতোষ মাথা নাড়ে]

সরলা ॥ আচ্ছা।

পরিতোষ ॥ বুঝতে পারছ কত ইম্পরটেন্ট ম্যান আমি। সব সময় লোক আমার খোঁজ করে!

সরলা ॥ কত টাকা পায়?

পরিতোষ ॥ এই ছাখ, তুমি পাওনাদার ভেবেছ নাকি? আসলে আমার এজেন্ট হতে চায়। সেই জন্যই ঘোরাঘুরি করছে।

[বাহিরে থেকে আচমকা বিশুবাবু প্রবেশ করে]

বিশু ॥ কি মশাই, টুর থেকে কখন ফিরলেন?

[সরলা তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢোকে]

পরিতোষ ॥ (একগাল হেসে) এইমাত্র। দেখছেন না, এখনও জামা কাপড়ই ছাড়িনি।

বিশু ॥ ঘরের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে থেকে স্ত্রীকে দিয়ে দিব্যি বলিয়ে দিলেন টুরে গেছেন।

পরিতোষ ॥ টুরেই গিয়েছিলাম। আমার স্ত্রী জানতেন না যে আমি অলরেডি টুর থেকে ফিরে এসেছি। উনি হয়তো ভেবেছিলেন—

বিশু ॥ আপনি টুর থেকে জীবনেও ফিরবেন না।

পরিতোষ ॥ ভাবাটাই স্বাভাবিক। কারণ আমি একজন কাজের লোক। কখনও কাজের মধ্যে ডুবে যাই, আবার কখনও কাজের ফাঁকে ভেসে উঠি।

বিশু ॥ পার্টির প্রিমিয়ামের টাকা হজম করে আপনি এখন আমার কমিশনের টাকাও জক্‌ দেবার তাল করেছেন?

পরিতোষ ॥ কেন বলুন তো?

বিশু ॥ (পকেট থেকে একটা চেক বার করে) এটা কি দিয়েছেন?

পরিতোষ ॥ চেক। ভাঙ্গাননি?

বিশু ॥ আপনার এ্যাকাউন্টে টাকা থাকলে তো ভাঙ্গাব!

পরিতোষ ॥ এ্যাকাউন্টে টাকা নাই বা থাকল। যেথানে আমার নামে হাজার

হাজার টাকা ট্রানজাকশন হচ্ছে—সেখানে সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্যে তো চেক ডিস্অনার হতে পারে না। আপনি অন্য ব্যাংকে যাননি তো?

বিশু॥ আমি কি রামছাগল যে এক ব্যাংকের চেক নিয়ে অন্য ব্যাংকে যাব!

পরিতোষ॥ আচ্ছা—আমি আজই ব্যাংককে ইন্সট্রাকশন দিয়ে দেব—ভবিষ্যতে আমার এ্যাকউন্টে টাকা জমা পড়বে এই আশা নিয়েই যেন আপনাকে পেমেন্ট করে দেয়। আপনি কাল আবার ট্রাই করবেন।

বিশু॥ আপনাকে দু'দিন টাইম দিয়ে যাচ্ছি, এর মধ্যে আমার কমিশনের টাকা আর পার্টির প্রিমিয়ামের টাকা সব মিটিয়ে না দিলে কেস্ করে আপনাকে জেলে ঢোকাব

[চেক ছুঁড়ে দিযে বিশু চলে যায়। সরলা প্রবেশ করে]

সরলা॥ অপমান করে গেল তো!

পরিতোষ॥ এখনও করেনি। অপমানের প্রস্তাবনা করে গেল।

সরলা॥ এত লোকের পাওনা টাকা তুমি কেমন করে শোধ দেবে?

পরিতোষ॥ ভবিষ্যতে কিছু পাব, এই আশা নিয়ে এখন শুধু ঠ্যাকনা দিয়ে যাচ্ছি। কিছু পেলেই ঠ্যাকনা সরিয়ে নেব দেখবে সব ঠাণ্ডা।

[বাইরে থেকে বৃদ্ধ চাকর হরিহর একটি সুটকেস হাতে প্রবেশ করে]

সরলা॥ কার সুটকেস নিয়ে এলে?

হরিহর॥ জামাইবাবু এসেছেন।

সরলা॥ এখন জামাইবাবু?

হরিহর॥ বললেন, এখানে কিছুদিন থাকবেন।

[সরলা পরিতোষের দিকে তাকায়]

সরলা॥ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

পরিতোষ॥ কোথায় আবার থাকবে। গাঁজার খোঁজে ঘুরছিল।

হরিহর॥ সবাই আমার জন্য গাঁজার কলকে নিয়ে বসে রয়েছে।

সরলা ॥ সুটকেসটা শান্তার ঘরে নিয়ে যাও। শান্তা যদি ঘুমিয়ে থাকে ওকে ডেকো না।

[হরিহর ভেতরে যায়। জামাই পুলক প্রবেশ করে]

পুলক ॥ জামাইষষ্ঠীর পনের দিন আগেই চলে এলাম। মার শরীর খারাপ, তখন আবার আসতে পারি কি না পারি!

[পুলক উভয়কে প্রণাম করে]

সরলা ॥ পুলক, বস।

পুলক ॥ শান্তা এখন কেমন আছে?

সরলা ॥ আর থাকা! বিছানা ছেড়েই উঠতে পারে না।

পুলক ॥ ভাল করে চিকিৎসা করান। মা বলে দিয়েছেন, একেবারে সুস্থ হয়েই যেন আমাদের বাড়ী যায়।

[সরলা পরিতোষের দিকে তাকায়]

পরিতোষ ॥ পুলকের জলখাবারের ব্যবস্থা কর।

পুলক ॥ হ্যাঁ—খিদেও পেয়েছে খুব।

পরিতোষ ॥ পাবেই তো পথটা তো কম নয়। (সরলাকে) শোন, পুলককে গাওয়া ঘিতে লুচি ভেজে দাও।

সরলা ॥ (অর্থপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে) অসময়ে লুচি খেলে দুপুরে খেতে পারবেনা তার চাইতে তুমি দোকান থেকে মিষ্টি এনে দাও।

পরিতোষ ॥ আচ্ছা আনছি কি মিষ্ট আনা যায় বলতো? দু'টো করে রসগোল্লা, সন্দেশ, পানতুয়া, চমচম—আনব?

পুলক ॥ দুটো করে কেন! বেশি করেই আনুন। সবাই মিলেই খাওয়া যাবে।

পরিতোষ ॥ আচ্ছা বেশী করেই আনছি।

[পরিতোষ অসহায় ভাবে সরলার দিকে চেয়ে চলে যায়। ভেতর থেকে হরিহর বেরিয়ে আসে]

হরিহর ॥ শান্তা দিদি ঘুমোচ্ছে!

সরলা ॥ পুলক, তুমি তাহলে এই ঘরেই কথা বল। ডাক্তার ওর ঘুম ভাঙ্গাতে বারণ করেছে। আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসছি। [সরলা চলে যায়]

হরিহর ॥ জামাইবাবু, আপনি একটু রোগা হয়ে গেছেন।

পুলক ॥ রোগা হয়ে গেছি বলেই তো অফিস থেকে একমাস ছুটি নিয়ে এসেছি, এখানে থেকে শরীরটাকে ভাল করব বলে।

হরিহর ॥ এখানে একমাস থাকবেন ?

পুলক ॥ হ্যাঁ—এখানে একমাস ভাল খাওয়া দাওয়া করলেই শরীর ভাল হয়ে যাবে। তাছাড়া শান্তাকেও দেখাশোনা করতে পারব। আচ্ছা হরিহর, এবার জামাইষষ্ঠীতে আমাকে কি দেওয়া হবে, কিছু ঠিক হয়েছে নাকি ?

হরিহর ॥ এখনও হয়নি। হব হব হচ্ছে—।

পুলক ॥ মাকে বলো এবার ধুতি পাঞ্জাবী দিতে হবে না। জামাইবাবু টেরিলিনের জামা-প্যাণ্ট চেয়েছেন।

[সরলা প্রবেশ করে]

সরলা ॥ পুলক, জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নাও। চায়ের জল চাপিয়েছি, এখুনি হয়ে যাবে।

[পরিতোষ খালি হাতে প্রবেশ করে]

সরলা ॥ মিষ্টি আনলে না ?

পরিতোষ ॥ ভুলেই গিয়েছিলাম আজ সুইটলেস ডে।

পুলক ॥ সুইটলেস ডে আবার কি ?

পরিতোষ ॥ মিটলেস ডে-তে যেমন মাংস পাওয়া যায় না, সুইটলেস ডে-তে তেমনি মিষ্টি পাওয়া যায় না।

পুলক ॥ দিনদিন কি যে সব নিয়ম হচ্ছে। যাকগে—এখন ডিমের অমলেট দিন, তাই দিয়েই চা খাই।

পরিতোষ ॥ ডিমও পাওয়া যায় না।

পুলক ॥ সেকি, ডিম পাওয়া যায় না কেন?

পরিতোষ ॥ ডিমে এ্যালার্জি হয় বলে হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট এখানে এগ্‌লেস্ এরিয়া করে দিয়েছে।

পুলক ॥ তাহলে, শুধু চা-ই খেয়ে নিই।

পরিতোষ ॥ হ্যাঁ, এখন চা খাও। দুপুরে ভাল করে খেয়ে নিও।

পুলক ॥ দুপুরে বেশি কিছু করবার দরকার নেই। বাজার থেকে পাকা রুই নিয়ে আসুন।' আমাদের ওখানে ভাল মাছ পাওয়া যায় না। এখানে খেয়ে মুখ পাল্টে নেওয়া যাবে।

পরিতোষ ॥ (সরলাকে) তাহলে পাকা রুই নিয়ে আসি, তুমি কি বল?

[সরলা অস্বস্তি বোধ করে]

পুলক ॥ মা কি বলবেন। মা তো ভাল করেই জানেন রুই মাছের কালিয়া আমার কি রকম প্রিয় খাদ্য। আচ্ছা—আমি তাহলে মুখ হাত ধুয়ে নিই। হরিহর, আমাকে একটা তোয়ালে দাও।

[পুলক ও হরিহর ভেতরে যায়। পরিতোষ বাইরের দিকে যেতে থাকে]

সরলা ॥ তুমি কোথাও যাচ্ছ?

পরিতোষ ॥ পাকা রুই আনতে।

সরলা ॥ দাঁড়াও। (হাতের একটা চুড়ি খুলে) এই নাও।

পরিতোষ ॥ (একগাল হেসে) ভেরী ইনটেলিজেণ্ট ওয়াইফ। তুমি কিছ্ছু ভেবোনা। প্রমোশন পেলেই—(সরলা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়) তেষ্টা পেয়েছে জল খাই!

[পরিতোষ টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে খেতে থাকে]

—দৃশ্যান্তর—

তৃতীয় দৃশ্য

[পুলিশ ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দু বোসের বাড়ী। তার যুবতী মেয়ে ডলি একটি ঘরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে। ঘরটির দু'দিকে দরজা। পেছনে দিকের দেয়ালে একটা বড় জানালা। একটু পরে ভৃত্য মান্না প্রবেশ করে]

মান্না ॥ দিদিমণি, সেই ছেলেটা আবার রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার জানালার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডলি ॥ তাই নাকি ?

মান্না ॥ হ্যাঁ। কি দেখে, বলতো ?

ডলি ॥ বয়স হোক তখন বুঝবি।

মান্না ॥ কি যে বল না ! মরবার সময় হয়ে গেল, আর বয়স হলো না ? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ছেলেটার মতলব ভাল নয়।

ডলি ॥ ওকে নিয়ে একটা মজা করব, দেখবি ?

মান্না ॥ কি মজা করবে ?

ডলি ॥ বাবা বাড়ী নেইতো ?

মান্না ॥ বাবুতো ডিউটি থেকেই ফেরেন নি।

ডলি ॥ ঠিক আছে। আমি জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ওকে শুনিয়ে গান করি। তুই গিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য করবি ও কি করে।

মান্না ॥ তাহলে আর দেখতে হবে না। লাই পেয়ে আরো বাড়াবাড়ি শুরু করবে।

ডলি ॥ কি আর করবে ? হয়তো আগ্রহটা আরো বেড়ে যাবে। তারপর ওকে এমন ঘোল খাওয়াব যে পালাতে পথ পাবে না।

মান্না ॥ কি দরকার ওসব ঘোল খাওয়া-খাওয়ি করে ? তার চাইতে বলতো বাবুকে বলে হাজতে ঢুকিয়ে দিই, মাস তিনেক জেল খেটে আসুক !

ডলি ॥ বাবার সঙ্গে থেকে থেকে তুইও পুলিশ হয়ে গেছিস। ওসব ছেলেদের শিক্ষা দিতে মেয়েরাই পারে। পুলিশ দরকার হয় না। তোকে যা করতে বললাম তাই কর।

মান্না ॥ কি যে তোমার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে!

[মান্না চলে যায়। ডলি গান ধরে। কখনও জানলায় মাথা রেখে গায়। গাইতে গাইতে কখনও ফুলদানী থেকে ফুলের তোড়া তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে দেখায়। আবার কখনও মিষ্টি হাসে। গান শেষ হয়। একটু পরে মান্না প্রবেশ করে]

মান্না ॥ দিদিমণি, তোমার গান শুনে ছেলেটা রাস্তার পাশে সটান শুয়ে পড়ে হুঁস হুঁস করে শ্বাস ছাড়ছে।

ডলি ॥ এইবার ওষুধ ধরেছে। তুই এক কাজ কর। ওকে এখানে ডেকে নিয়ে আয়।

মান্না। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

ডলি ॥ তুই দেখ না, ওকে কি করি। ভবিষ্যতে আমার জানালার দিকে আর তাকাবেনা।

মান্না ॥ কি যে তুমি কাণ্ড করছ! কোন বিপদ হলে কিন্তু আমি জানিনা।

[মান্না বক বক করতে করতে চলে যায়। একটু পরে রমেনকে সঙ্গে করে প্রবেশ করে। রমেনের হাতে চাল ভর্তি রেশনের ব্যাগ। বোকা বোকা ভাব নিয়ে ডলির দিকে তাকায়]

ডলি ॥ বসুন।

[রমেন রেশনের ব্যাগ এক পাশে রেখে বসে]

মান্না ॥ আমি গেলাম দিদিমণি।

ডলি ॥ কাছাকাছি থাকিস। ডাকলেই যেন পাই।

মান্না ॥ আচ্ছা।

[মান্না যায়। ডলি রমেনের দিকে ভ্রু কুঁচকে গম্ভীর ভাবে তাকায়। রমেন ঢোক গেলে]

ডলি ॥ আপনার থলের মধ্যে কি আছে ?

রমেন ॥ রেশনের চাল।

ডলি ॥ এমন একটা শুভ দিনে কেউ রেশনের ব্যাগ হাতে বেরোয় নাকি ?

রমেন ॥ আমি আগে ভাবতে পারিনি যে, আপনি আজকেই আমাকে কল দেবেন। একটু বুঝতে পারলে অন্য কিছু হাতে করে আনতাম।

ডলি ॥ বুঝতে পারলে কি হাতে করে আসতেন ?

রমেন ॥ মেয়েরা যা ভালবাসে—ফুল না হয় কুল।

ডলি ॥ মেয়েরা ফুল কুল ভালবাসে জানলেন কি করে ?

রমেন ॥ আমার বন্ধু বলেছে, মেয়েদের কাছে যেতে হলে অন্ততঃ একটা জবা ফুল না হয় এক ছটাক কুলের আচার নিয়ে যেতে হয়।

ডলি ॥ অন্য মেয়েদের মত আমার পছন্দ নাও হতে পারে।

রমেন ॥ বলুন, আপনার কি পছন্দ ? আমি তাই নিয়ে আসব।

ডলি ॥ যদি বলি একটা ভাল শাড়ী।

রমেন ॥ ঠিক আছে, কাল নিয়ে আসব। তাহলে মনের পাখীকে পাবতো ?

ডলি ॥ আপনার মনের পাখীটি কে ?

রমেন ॥ আপনি কি বোঝেন না ?

ডলি ॥ না-তো !

রমেন ॥ সে-যে, সে-যে আর বলতে পারবো না তোমাকে।

ডলি ॥ এতদূর ?

রমেন ॥ হ্যাঁ—অনেক দূর।

ডলি ॥ (গম্ভীর গলায়) আমি কার মেয়ে জানেন ?

রমেন ॥ হবেন কোন বাবার মেয়ে।

ডলি ॥ আমার বাবার পরিচয় জানেন ?

রমেন ॥ হবেন কোন রাম-বাবা কিম্বা শ্যামা-বাবা। পৃথিবীর সব মেয়ের বাবাইতো এক।

ডলি ॥ আমার বাবা কিন্তু অন্য বাবার চেয়ে আলাদা।

রমেন ॥ হোক আলাদা। দুদিন বাদে সম্পর্ক হলে আপনার বাবা, আমার বাবা; আমার বাবা, আপনার বাবা হয়ে যাবেন।

ডলি ॥ আপনি যখন এতদূর ভেবে ফেলেছেন, তখন আমার মায়ের সঙ্গে আপনার একবার পরিচয় হওয়া ভাল।

রমেন ॥ নিশ্চয়ই, আপনার মাকে আমি মা-মা বলে ডাকতে পারলে আপনাদের বাড়ীতে যাতায়াত করবার পথটা আমার অনেক সহজ হবে।

ডলি ॥ তাহলে মাকে ডাকি—

রমেন ॥ ডাকুন ডাকুন—

ডলি ॥ (চেঁচিয়ে) মা—মা—

[ভেতর থেকে ডলির মা উমার বাজখাঁই গলা শোনা যায়—কি হয়েছে ডাকছিস কেন ?]

একবার এই ঘরে এসো।

[ভেতরের কণ্ঠ—"আসছি দাঁড়া"। স্থূল চেহারার উমা প্রবেশ করে]

উমা ॥ (কর্কশ গলায়) ডাকলি কেন ?

ডলি ॥ এই যে ছেলেটিকে দেখছ—(হঠাৎ গম্ভীরভাবে) রোজ আমার জানলার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

উমা ॥ (রণমূর্তি ধরে) কেন তাকিয়ে থাকিস আমার মেয়ের জানলার দিকে ?

ডলি ॥ দাওতো মা একটু ভাল করে শিক্ষা দিয়ে !

রমেন ॥ (অবাকভাবে) আপনি কি বলছেন ? আপনিতো আমাকে ডেকে পাঠালেন !

উমা ॥ কে ডেকে পাঠিয়েছে ?

রমেন ॥ আপনার মেয়ে।

উমা ॥ এর আগেও আমার মেয়ে ষোলজন ছেলেকে ডেকে এনে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছে। যার যত নম্বর তাকে ততোগুলো গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছি। তোর নম্বর সতের, তোর গায়ে সতেরবার গরম খুন্তি ঠেসে ধরব। আয় আমার সঙ্গে রান্না ঘরে।

রমেন ॥ (ভয়ে) আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। আর আমি আপনার মেয়ের জানলার দিকে তাকাব না।

উমা ॥ একবার যখন আমার হাতে পড়েছিস, আর ছাড়ছিনে। (হাত ধরে টানে) আয় বদমাস—আয়—

রমেন ॥ আপনার পায়ে ধরছি, আর কোনদিন করব না।

উমা ॥ করবনা বললে শুনব না। একবার যখন করেছিস, তখন তোকে শাস্তি পেতেই হবে। ভাল কথা বলছি আয়, নাহলে দু'হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে উনুনে ছুঁড়ে ফেলে দেব।

রমেন ॥ (কাঁদ কাঁদ হয়ে ডলিকে) আপনি আমাকে এ কি বিপদে ফেললেন? আপনি আমাকে বাঁচান।

উমা ॥ কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। এখন তুই লেডি যমের হাতে পড়েছিস।

[উমা হাত ধরে হির হির করে টেনে ভেতরে নিয়ে যায়। রমেন চিৎকার করতে থাকে "ছেড়ে দিন, বাবারে, গেলামরে—"। মান্না প্রবেশ করে]

মান্না ॥ কি কাণ্ড করলে বলতো দিদিমণি!

ডলি ॥ মার হাতে ছেড়ে দিলাম। একটু শিক্ষা পাক, ভবিষ্যতে আর কোন দিন এদিকে আসবে না।

মান্না ॥ মা তো আধমরা করে ছেড়ে দেবেন।

ডলি ॥ দিক। আমাকে বলে কিনা—

.াম্না ॥ তোমাকে তো আগেই বলেছি—লাই দিও না, বাড়াবাড়ি শুরু করবে।

[বাইরে গাড়ীর শব্দ শোনা যায়]

ডলি ॥ কে এলো দেখতো ?

.াম্না ॥ গাড়ীর শব্দ শুনে বুঝতে পারছনা ? বাবু এলেন। এইবার সর্বনাশ হবে।

ডলি ॥ তাইতো! বাবা এক্ষুণি ভেতরে যাবেন। ছেলেটাকে দেখলেই তো গুলি করে মেরে ফেলে দেবেন। কি হবে মান্না ?

.াম্না ॥ আমি কিছু জানিনা।

[বাইরে অর্ধেন্দুর গলা শোনা যায়—মান্না]

বাবু ডাকছেন, আমি চললাম '

[মান্না বাইরে যায়। ডলি অস্থিরভাবে পায়চারী করে। একটু পরে অর্ধেন্দু পুলিশ ইন্স্‌পেক্টরের ইউনিফরমে প্রবেশ করে। ডলি তার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়]

অর্ধেন্দু ॥ কিরে—ওরকম করে তাকিয়ে আছিস কেন ?

ডলি ॥ (থতমত খেয়ে) তোমার ফিরতে দেরী হলো কেন বাবা ?

অর্ধেন্দু ॥ আর বলিস কেন! একটা ডাকাতকে কিছুতেই ধরতে পারছিনা। আজ হাতের কাছে পেয়েও মিস্ করলাম। আমার দেরী দেখে তোর মা বোধহয় চিন্তা করছে ? আমি ভেতরে যাই।

ডলি ॥ (বাধা দিয়ে) না—না, চিন্তা করবে কেন! তোমার তো এইরকম দেরী প্রায়ই হয়। এই ঘরে বসে একটু বিশ্রাম কর না!

[অর্ধেন্দু বসে। রমেনের গলা শোনা যায়—বাবারে, গেলামরে]

অর্ধেন্দু ॥ ভেতরে কে চেঁচাচ্ছে ?

ডলি ॥ আমাদের বাড়ীতে নয়। আচ্ছা বাবা, ডাকাতটা কি করে পালাল ?

অর্ধেন্দু ॥ একটা গাড়ীর অবস্ট্রাকশন্ হতেই চোখের আড়ালে চলে গেল। আর খুঁজে পেলাম না।

[রমেনের গলা শোনা যায়—"আর করবনা ছেড়ে দিন"]

আমাদের বাড়ীর মধ্যেইতো মনে হচ্ছে।

ডলি ॥ আমাদের বাড়ীর মধ্যে আবার কে আসবে ?

[রমেনের কান্না শোনা যায়—"মরলাম রে"]

অর্ধেন্দু ॥ ঐ তো স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি।

ডলি ॥ ভেতরে তো মা রয়েছে, তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন ? ডাকাতের পেছনে ঘুরে তোমার মাথা এখন বোঁ বোঁ করে ঘুরছে—

অর্ধেন্দু ॥ (হেসে) তা—যা বলেছিস। লোকটা আমাকে একেবারে নাজেহাল করে ছেড়ে দিল। অথচ ওপর থেকে চাপ দিচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাকাতকে এ্যারেষ্ট করা চাই—।

[আবার রমেনের কান্না শোনা যায়]

তুই শুনতে পাচ্ছিস না ? এ আওয়াজ ভেতর থেকেই আসছে। দাঁড়া, আমি একবার ভেতরে দেখেই আসি।

ডলি ॥ (বাধা দিয়ে) তুমি থাক, আমিই দেখে আসছি।

[ডলি ভেতরে যায় এবং পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসে]

কেউ নয়।

[কান্নার আওয়াজ এবার আরো জোরে শোনা যায়]

অর্ধেন্দু ॥ নিশ্চয়ই কেউ।

[অর্ধেন্দু হন হন করে ভেতরে যায়। ডলি অস্থির হয়ে ওঠে। মান্না প্রবেশ করে]

মান্না ॥ বাবু ভেতরে গেলেন তো ?

ডলি ॥ হ্যাঁ।

মান্না ॥ ব্যস্, আর দেখতে হবে না। এখুনি গুলির আওয়াজ শোনবার জন্য কান খাড়া করে রাখ।

[দু'জনে ভেতরের দিকে কান সজাগ করে মুহূর্ত গোনে]

ডলি ॥ কিরে—আর সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন?

মান্না ॥ তাইতো! তবে বোধহয় হয়ে গেল!

ডলি ॥ কি হয়ে গেল?

মান্না ॥ ভবলীলা সাঙ্গ।

ডলি ॥ কি বলছিস তুই, এখনও তো গুলির আওয়াজ শুনলাম না।

মান্না ॥ গুলির আওয়াজ আর শুনতে পাবে না। মা-ই বোধহয় গলাটিপে শেষ করে দিয়েছেন।

ডলি ॥ (কান্না-ভাঙ্গা গলায়) কি হবে মান্না! আমার জন্যেই একটা ছেলে এইভাবে প্রাণ দিল।

মান্না ॥ আমি তো আগেই বারণ করেছিলাম। শুনলে নাতো! এখুনি হয়তো বাবু ডেকে বলবেন—মান্না, লাসটাকে সৎকার সমিতির গাড়ীতে তুলে দে।

ডলি ॥ আর বলিসনে মান্না! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুই গিয়ে একবার দেখে আয় না।

মান্না ॥ হ্যাঁ—আমি যাই, আর আমার লাসও পড়ে যাক। তুমিই যাও—।

[ভেতর থেকে উমা এক হাতে রমেনের হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে, অন্য হাতে খুন্তি। রমেনের চুল এলোমেলো। কপালে, নাকে, মুখে গালে পোড়া দাগ। পেছনে অর্ধেন্দুও বেরিয়ে আসে]

উমা ॥ বল, আর করবি?

রমেন ॥ না, আর জীবনেও করব না।

অর্ধেন্দু ॥ কি হয়েছে, আমাকে বলবে তো!

উমা ॥ কি হয়েছে ডলিকে জিজ্ঞেস কর। বদমাসটার এতবড় সাহস!

অর্ধেন্দু ॥ কি ব্যাপার, ডলি ?

ডলি ॥ (ভয়ে) কিছু নয় বাবা।

উমা ॥ এতবড় অন্যায় করল, কিছু নয় বলছিস কেন ? তবে আমি বলছি শোন, এই বদমাসটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডলির জানলার দিকে রোজ তাকিয়ে থাকে।

অর্ধেন্দু ॥ (চড়া গলায়) সরে যাও, আমি শেষ করে দিচ্ছি।

[ইন্সপেক্টর খাপ থেকে রিভলভার বার করে রমেনের দিকে উঁচিয়ে ধরে। ডলি চিৎকার করে কেঁদে উঠে সামনে এসে দাঁড়ায়]

ডলি ॥ মেরো না বাবা—ওর কোন দোষ নেই—ওকে মেরে ফেলে দিও না।

অর্ধেন্দু ॥ তোর মা বলছে এক কথা, তুই বলছিস দোষ করেনি !

ডলি ॥ তুমি বিশ্বাস কর বাবা, ছেলেটা একেবারে বোকা—তাই ওকে নিয়ে মজা করবার জন্য মার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

অর্ধেন্দু ॥ (রিভলভার খাপে ভরে) কি কাণ্ড, আগে বলবি তো ! আমি তো এক্ষুণি ফায়ার করে দিতাম।

উমা ॥ (একগাল হেসে) ও—মা, তুই মজা করবার জন্য করেছিস নাকি ? আমি মনে করেছি সত্যই বুঝি ওরকম করেছে। তা বেশ হয়েছে ! বুড়ো-ধাড়ী ছেলে যদি বোকা হয়, তার এইরকম দুর্দশাই হয়।

অর্ধেন্দু ॥ কোথায় থাক তুমি ?

রমেন ॥ সাউথ রোডে।

অর্ধেন্দু ॥ কার বাড়ী বলতো ?

রমেন ॥ পরিতোষ রায়ের বাড়ী।

অর্ধেন্দু ॥ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে কাজ করেন ?

রমেন ॥ হ্যাঁ—তিনিই আমার বাবা।

অর্ধেন্দু ॥ ছিঃ ছিঃ, তোমরা কি কাণ্ড করেছ বলতো ! পরিতোষবাবুর ছেলেকে ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিলে ?

উমা ॥ কোন পরিতোষবাবু !

অর্ধেন্দু ॥ কি আশ্চর্য ! কুচবিহারে আমরা একপাড়ায় ছিলাম ভুলে গেলে ?

উমা ॥ কুচবিহারের পরিতোষ ঠাকুরপো ?

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ। কলকাতায় আমি আসবার পর রাস্তায় একদিন দেখা হয়েছিল। সময় করে একদিন ওনার বাড়ীতে যেতে বলেছিলেন। এমনই চাকরী করি যে পাঁচ বছরের মধ্যে আমি একবার যেতেই পারলাম না।

উমা ॥ আমার কি দোষ বল ! বাইশ বছর আগে ওকে এইটুকু দেখেছি। তুমি মনে কিছু করোনা বাবা। মান্না, যাতো ভেতর থেকে বার্ণল নিয়ে আয়। ওর পোড়া জায়গাগুলোতে লাগিয়ে দিই।

[মান্না ভেতরে যায়]

অর্ধেন্দু ॥ তোমার বাবা-মা কেমন আছেন ?

রমেন ॥ (ঢোক গিলে) ভাল—খুব ভাল।

উমা ॥ তা—বাবা, আমার হাতের মার যখন খেলে, আমার হাতের রান্নাও আজ খেয়ে যাও।

রমেন ॥ আমাকে রেশনের এই চাল নিয়ে এক্ষুণি বাড়ি ফিরতে হবে।

উমা ॥ রেশনে কি চাল দিয়েছে ! সেদ্ধ না আতপ ?

রমেন ॥ সেদ্ধ।

উমা ॥ খুব ভাল হয়েছে। আতপ খেতে খেতে মুখ পচে গেছে। সেদ্ধ চাল যখন সঙ্গে করেই এনেছ, এই চাল দিয়েই আজ আমরা সবাই মিলে আনন্দ করে ফিস্ট করব।

রমেন ॥ না-না, আমার জন্য বাড়ীতে সবাই অপেক্ষা করে আছে।

উমা ॥ ও কথা বললে শুনব না। তুমি বরং পরিতোষ ঠাকুরপোকে বলে এসো—তার উমা বৌদি চালগুলো রেখে দিয়েছে। শুনে ভীষণ খুশী হবেন।

[ভেতর থেকে বার্ণল হাতে মান্না বেরিয়ে আসে]

মান্না ॥ মা, এই যে এনেছি।

উমা ॥ এনেছিস? দে আমি নিজে হাতে লাগিয়ে দিই। আহা বেচারার নিশ্চয়ই জ্বলে যাচ্ছে। দেখিতো বাবা কোথার কোথায় পুড়েছে? (বার্ণল লাগাতে লাগাতে) সেরে যাবে ভয়ের কিছু নেই। কতজনকে গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দিয়েছি, বার্ণল-লাগিয়ে সবাই ভাল হয়ে গেছে। এক্ষুণি জ্বলুনি কমে যাবে। দাও, চালের থলেটা আমার হাতে দাও, আমি তাক চাপিয়ে দিই। (চালের ব্যাগ হাতে নিয়ে) তুমি কিন্তু দেরী করো না বাবা। মান্না, আমার সঙ্গে ভেতরে আয়—

[উমা একগাল হেসে মান্নাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে যায়]

অর্ধেন্দু ॥ তোমাকে আমি খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তোমার নাম কি?

রমেন ॥ রমেন।

অর্ধেন্দু ॥ তোমার দিদির কথা অবশ্য আমার একটু মনে আছে। আচ্ছা, আমাকে এখুনি একবার থানায় যেতে হবে।

[অর্ধেন্দু বাইরে চলে যায়]

ডলি ॥ আমি অত্যন্ত দুঃখিত রমেনবাবু। আমার দুষ্টুমির জন্যেই আপনার এই দুর্ভোগ। পোড়া জায়গাগুলো জ্বালা করছে নিশ্চয়ই।

রমেন ॥ শরীরের জ্বালা সেরে গেছে, অন্তরের জ্বালা যে এখনও সারেনি।

ডলি ॥ আপনার এখনও শিক্ষা হয়নি? আবার সেই কথা!

রমেন ॥ সেটাইতো আসল কথা। যার জন্য আপনার মায়ের হাতের মার খেলাম, রেশনের চালগুলো নির্বিবাদে দিলাম।

ডলি ॥ ওসব কথা থাক। আপনি বাড়ী থেকে ঘুরে আসুন।

রমেন ॥ আর বাড়ী গিয়ে কি হবে? যে জিনিস বাড়ী পৌছে দেবার জন্য তাড়া ছিল, সেই জিনিসইতো এখানে রয়ে গেল।

ডলি ॥ তবু যান, বাড়ির লোক হয়তো আপনার জন্য ভাবছেন।

রমেন ॥ একেবারে খালি হাতে যাব ? রেশনের ব্যাগটা অন্ততঃ ফেরত দিন, সেটা হাতে করেই বাড়ী যাই।

ডলি ॥ আচ্ছা—আমি এনে দিচ্ছি।

[ডলি ভেতরে গিয়ে খালি ব্যাগটা এনে রমেনের হাতে দেয়]

এই নিন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন। আমরা কিন্তু আপনার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।

[রমেন রেশনের ব্যাগের দিকে বিষণ্ণভাবে তাকায়। তারপর ডলির দিকে চেয়ে চলে যায়। ডলি একটু হাসে]

[দৃশ্যান্তর]

চতুর্থ দৃশ্য

[পরিতোষের বাড়ী। সরলা ও হরিহর কথা বলছে]

হরিহর ॥ শান্তাদিদি খুব রাগারাগি করছেন। বলছে এত বেলা হয়ে গেল জামাইবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা হল না! বাড়ীর লোকের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই।

সরলা ॥ শান্তাকে অসুস্থ শরীরে ব্যস্ত হতে বারণ কর। সব কিছুই রান্না হয়ে গেছে। রমেন রেশন নিয়ে এলেই চাল চাপিয়ে দেব। ভাত হতে আর কতক্ষণ লাগবে ?

হরিহর ॥ সে তো আমি বুঝলাম। শান্তাদিদি যে বুঝছেন না। জামাইবাবুর দশটার মধ্যে খাওয়া অভ্যেস ; খুব নাকি খিদে খিদে করছেন।

সরলা ॥ তুমি গিয়ে জামাইবাবুকে একটু ভুলিয়ে রাখ না !

হরিহর ॥ বাচ্চা ছেলে কি না যে খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখব !

সরলা ॥ খবরের কাগজটা পড়তে দিয়ে এসো।

হরিহর ॥ খবরের কাগজ দিয়েছি। সেটা মুখস্থ করে ফেলেছেন।

সরলা ॥ এক কাজ কর। সেল্‌ফ থেকে এ্যালবামট নিয়ে ছবিগুলো দেখাও।

হরিহর ॥ সেটাও দিয়েছিলাম। ফেরত দিয়ে বললেন, এক ছবি আর কতদিন দেখব হরিহর!

সরলা ॥ তাহলে তুমি গিয়ে ওর সাথে গল্প করে কিছু সময় কাটিয়ে দাও। এর মধ্যে আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলছি।

হরিহর ॥ কি গল্প করব? রাজপুত্র আর কোটালের?

[ভেতর থেকে পুলক শুকনো মুখে বেরিয়ে আসে]

সরলা ॥ বাইরে এলে কেন, পুলক? ভেতরে গিয়ে শুয়ে থাকনা! রান্না হলেই তোমাকে আগে খেতে দেব।

পুলক ॥ ভেতরে অনেকক্ষণ একা একা বসে আছি। তাই বাইরে এলাম।

সরলা ॥ সত্যিই তো—শান্তা ভাল করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। কতক্ষণ আর একা চুপচাপ বসে থাকা যায়। হরিহর, তুমি জামাইবাবুকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে কথা বল। আমার বাপের বাড়ীর গল্পই না হয় শোনাও গিয়ে। (পুলককে) শান্তা বোধ হয় আমার বাপের বাড়ীর আগেকার অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেনি?

পুলক ॥ না।

সরলা ॥ বিরাট অবস্থা ছিল। দশ বিঘা জমি নিয়ে বাড়ী ছিল। আশিটা ঘর ছিল। প্রত্যেক দিন একশজন লোক খেত। স্কুলে যেমন ঘণ্টা বাজিয়ে ক্লাস আরম্ভ হয়, আমার বাড়ীতে সেইরকম ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে খেতে ডাকা হতো। ব্যাচ্ ব্যাচ্ সবাই খেত। সে এক দেখবার জিনিস ছিল। কতরকমের যে মিষ্টি হতো তার ঠিক নেই। ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা, রাবড়ী, দৈ যে যতো পারো খাও। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকরেতো বোঝাই ছিল।

হরিহর ॥ বাড়ীর সামনে চারজন দারোয়ান বন্দুক নিয়ে সব সময় পাহারা দিত।

সরলা ॥ চারটে ফুল বাগান ছিল।

হরিহর ॥ দশটা আম বাগান ছিল।

সরলা ॥ তিনটিতে শুধু গোলাপখাস হতো। বাকীগুলোতে নানারকমের আম হতো।

হরিহর ॥ কর্তাবাবু বিদেশ থেকে অনেক চারা আনাতেন।

সরলা ॥ হ্যাঁ—ইংল্যাণ্ড থেকে ইঙ্গ-ম্যাংগো, বেলজিয়াম থেকে বঙ্গ-ম্যাংগো, কলিঙ্গ থেকে কংগো ম্যাংগো। ফুল বাগানও ছিল সেইরকম।

হরিহর ॥ পুজোর সময় গোটা বাড়ীটাকে ফুল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো।

সরলা ॥ হরিহর, তুমি জামাইবাবুকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে, আমার বাপের বাড়ীতে আরো যা যা ছিল সব বল।

হরিহর ॥ কর্তাবাবুর একটা পোষা বানর ছিল। আপনার মত কোন বাইরের লোক এলেই নমস্কার করে এইভাবে তার হাত ধরে (পুলকের হাত ধরে) ভেতরে নিয়ে যেতো।

[হরিহর পুলককে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়। বাইরে থেকে রমেন বিষণ্ণ ভাবে, শূন্য ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রবেশ করে]

সরলা ॥ কি রে, তোর কি হয়েছে? চাল কোথায়?

রমেন ॥ পড়ে গেছে। কোথায়?

রমেন ॥ রাস্তায়।

সরলা ॥ রাস্তায় কি করে চাল পড়ে গেল?

রমেন ॥ একটা ভাগলপুরী গরু তাড়া করেছিল। আমি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। হাত থেকে রেশনের ব্যাগ ছিটকে গেল। এক মিনিটে কি যে হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। উঠে দেখি সমস্ত চাল রাস্তায় ছড়ানো।

সরলা ॥ কি সর্বনেশে কথা! বাড়ীতে জামাই এসেছে, এখন আমি খেতে দেব কি?

রমেন ॥ ওটা আবার এসেছে কি করতে ?

সরলা ॥ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর। বে-আক্কেল ছেলে কোথাকার।

রমেন ॥ আমাকে বে-আক্কেল বলছ কেন ?

সরলা ॥ গরুর তাড়া খেয়ে তুই পড়ে গেলি কেন ?

রমেন ॥ ব্যালান্স রাখতে পারিনি তাই পড়ে গেছি।

সরলা ॥ পড়ে গেলি, পড়ে গেলি, হাতের ব্যাগটা শক্ত করে ধরে রইলি না কেন ?

রমেন ॥ কি অদ্ভুত কথা যে বল না। আমার কি তখন জ্ঞান ছিল ?

সরলা ॥ এখন উপায় কি হবে ? নিজেরা না খেয়ে থাকা যায়। জামাইকে খেতে দিতে হবে না ?

রমেন ॥ আগেই বলেছিলাম, দিদির বিযে দিওনা। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া মানেই ল্যাংবোটের ঝামেলা।

সরলা ॥ বিয়ে দেবো নাতো কি আইবুড়া করে রাখব ?

রমেন ॥ ভাল জামাই দেখে বিয়ে দিলেই পারতে। এই শালাকে খাবার যা লোভ দেখিয়েছ, বারবার এসে জ্বালাবে।

সরলা ॥ মুখ সামলে কথা বলবি। মুখে যা আসে তাই বলবি ?

রমেন ॥ যা সত্যি তাই বললাম। বাড়ীতে হাঁড়ী চড়ে না, এখানে এসে ব্রেকফাষ্ট লাঞ্চ চায়। একদিন না-খাইয়ে রাখ, বাপ বাপ বলে পালাতে পথ পাবে না।

সরলা ॥ তুই না খেয়ে থাক।

রমেন ॥ আমি না খেয়ে থাকব কেন ? আমার একজায়গায় নেমনতন্ন আছে। পাঞ্জাবীটা বার করে দাও, ফ্রেস হয়ে যেতে হবে।

সরলা ॥ চাল না নিয়ে এলে কিছু পাবিনা।

রমেন ॥ কি মুস্কিল, টাকা খরচ হয়ে গেছে, কি করে চাল আনব ?

সরলা ॥ যেখান থেকে পারিস সেখান থেকে নিয়ে আয় হতভাগা !

[সরলা রেগে ভেতরে যায়]

রমেন ॥ এতো মহা ঝামেলায় পড়লাম !

[ভেতর থেকে পুলক আসে]

পুলক ॥ কি খবর শালাবাবু ? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন ?

রমেন ॥ আচ্ছা, আপনার আক্কেলটা কি বলুনতো ? রেশনিং এরিয়াতে এলে সঙ্গে খাবার চাল আনাতে হয় সে বুদ্ধিটুকু আপনার নেই ?

পুলক ॥ ঠাট্টা করছ না সিরিয়াসলি বলছ ?

রমেন ॥ সিরিয়াসলি বলছি।

পুলক ॥ তাহলে বড্ড ভুল হয়ে গেছে।

রমেন ॥ ভুল যখন হয়েছে, দশটা টাকা দিন, ভুল সংশোধন করে দিচ্ছি।

পুলক ॥ (চমকে) টাকা !

রমেন ॥ টাকার নাম শুনে যে চমকে গেলেন ! দিন চাল আনতে হবে।

পুলক ॥ চাল আনার টাকা আমি দেব !

রমেন ॥ আপনি দেবেন নাতো কে দেবে ? তাড়াতাড়ি বার করুন। আমার টাইম নেই।

[পুলক নিরুপায়ভাবে টাকা দেয়]

পুলক ॥ এই নাও।

রমেন ॥ আচ্ছা চলি।

[রমেন বাইরে যায় সরলা আবার ঢোকে]

সরলা ॥ রমেন কোথায় গেল ?

পুলক ॥ চাল আনতে গেল।

সরলা ॥ এক্ষুণি এসে যাবে। একটু ধৈর্য ধরে থাক বাবা।

পুলক ॥ (কাতরকণ্ঠে) আর কত ধৈর্য ধরব মা ?

সরলা ॥ আর একটু বাবা—আর একটু—

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজারের চেম্বার। দু'পাশে দু'টো দরজা। পেছন দিকের দেয়ালের কাছে মাঝামাঝি জায়গায় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও সংলগ্ন চেয়ার। টেবিলের সামনে দু'দিকে কোণাকুণি ভাবে সাজান কতগুলি চেয়ার অফিসারদের বসবার জন্য রাখা আছে। পেছন দিকের দেয়ালে গ্রাফ করা একটা বড় কাগজ টাঙ্গানো। কাগজের বাঁ দিকে ইন্সপেক্টরদের নাম পর পর লেখা। বাঁ দিকের নামগুলো থেকে কাগজের ডান দিকে তীর চিহ্নিত করে রেখা অঙ্কিত করা আছে। একটি ছাড়া সব কটি রেখা উঁচুর দিকে উঠে গেছে। শুধু পরিতোষের নামের রেখা'টি অস্বাভাবিক ভাবে নীচের দিকে নেমে গেছে। ঘরে তিনজন ইন্সপেক্টর, অনিল, সুধাময় ও বিপিন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে]

অনিল ॥ কি ব্যাপার বলুনতো। বারোটা বাজতে চললো ম্যানেজার আসছেন না কেন।

সুধাময় ॥ আসবে, আসবে, আপনি যে একেবারে ঘোড়ায় জিন্ লাগিয়ে এসেছেন!

অনিল ॥ বসে বসে কোমরে যে ব্যথা হয়ে গেল!

সুধাময় ॥ বসে বসে কোমর টান করে নিন! মিটিং শুরু হলে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে তার ঠিক নেই।

অনিল ॥ কিসের জন্য আজ মিটিং ডেকেছেন. আপনারা কিছু হিন্টস্ পেয়েছেন নাকি?

বিপিন ॥ সেকি! আপনি জানেন না?

অনিল ॥ না।

বিপিন ॥ ইন্সপেক্টরদের উপদেশ দেবার জন্য।

অনিল ॥ আমি তো ওনার উপদেশ মতই কাজ করি। তবে শুধু শুধু আমাকে মিটিং-এ ডাকলেন কেন?

সুধাময় ॥ মাঝে মাঝে জ্ঞান না দিলে বড় কর্তা বলে মানায় না।

বিপিন ॥ চেম্বারে বসে বড় বড় কথা বলতে পরিশ্রম তো কিছু নেই। আমাদের মত ফিল্ডে নেমে কাজ করলে দু'দিনে বাপের নাম ভুলে যাবে।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবের সম্বন্ধে ও কথা বলবেন না।

বিপিন ॥ থামুন মশাই, সাহেব! সাহেব যারা ছিল, তারা চলে গেছে। তাদের চেহারাও যেমন ছিল, মেজাজেও তেমনি দিল্ দরিয়া ছিল। পলিসির কোটা পুরো করতে পারলেই একশ টাকার লিফ্ট বাঁধা ছিল। এখনকার এইসব ম্যানেজার যোগ্যতায় যেমন অপদার্থ, দেখতেও তেমনি কদাকার। হনুমান কোট-প্যাণ্ট-টাই পরলেই সাহেব হয় না, বুঝেছেন?

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে হনুমান বলবেন না। হাজার হোক, আমাদের বস্।

বিপিন ॥ যান, আপনি গিয়ে বস্ বলে পূজো করুন। দু'বছরের মধ্যে একটাও ইনক্রিমেণ্ট দিল না। এক নম্বরের চশমখোর!

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে চশমখোর বলবেন না।

বিপিন ॥ চশমখোর বলব না তো কি বলব? শালা মনে করে নিজের পকেট থেকে যেন টাকা দিতে হবে।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে শালা বলবেন না।

বিপিন ॥ একশবার বলব। নেহাৎ বাজার খারাপ, না হলে ম্যানেজারের মুখে ব্লো মেরে চাকরীতে রিজাইন করে চলে যেতাম।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে ব্লো মারার কথা বলবেন না!

সুধাময় ॥ আরে ধ্যাৎ! আপনারা তো মশাই আচ্ছা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ লাগালেন।

সব ইণ্ডিয়ান অফিসার যে রকম হয়, আমাদের ম্যানেজারও তাই। শুধু শুধু আপনারা তর্ক করছেন কেন ?

বিপিন॥ আমিতো আগে ঘাঁটাতে যাইনি! অনিলবাবু সব জেনেও যদি ন্যাকা সাজেন কতক্ষণ সহ্য করা যায় ?

অনিল॥ ছিঃ ছিঃ, আমি আপনার সহকর্মী আমাকে ন্যাকা বলবেন না।

সুধাময়॥ আপনি আর ছিঃ ছিঃ করবেন না! সেই এককথা তখন থেকে ভ্যানর ভ্যানর করছেন!

অনিল॥ ছিঃ ছিঃ, আমার কথাকে ভ্যানর ভ্যানর বলবেন না।

বিপিন॥ শুনলেনতো সুধাময়বাবু! এর কথা শুনলে কার না রাগ হয় বলুন ?

অনিল॥ ছিঃ ছি, রাগ করবেন না।

বিপিন॥ দেখুন মশাই, ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

সুধাময়॥ আপনি চুপ করুন বিপিনবাবু। অনিলবাবুর কথার উত্তর দেবেন না। দেখি একা কতক্ষণ বকতে পারেন।

[ম্যানেজার চৌধুরী প্রবেশ করে। সবাই উঠে দাঁড়ায়]

চৌধুরী॥ টেক ইওর সীট প্লিজ। (সবাই বসে) আপনারা কখন এসেছেন ?

সুধাময়॥ মিটিং-এর টাইম যখন দিয়েছেন। জাষ্ট এ্যাট ইলেভেন।

চৌধুরী॥ আপনারা টাইমলি এসেছেন জেনে আমি আনন্দিত হলাম। আমি চাই আপনারা অফিসের সব কাজেই এইরকম পানচুয়ালিটি মেনটেন করেন।

বিপিন॥ আমরা বরাবরই মিটিং-এ টাইমলি আসি। কিন্তু আপনি লেট করে আসেন বলে মিটিং কোনদিনই টাইমলি আরম্ভ হয় না।

চৌধুরী॥ আমি টাইমলি এলাম কি-না বড় কথা নয়। আপনাদের পানচুয়ালিটি সবার আগে প্রয়োজন। আপনারাতো বিদেশে যান নি। সেখানে প্রতিটি লোক টাইমে বাঁধা। সেইজন্যেই দুরন্ত গতিতে জাতি এগিয়ে

চলেছে। ওরা জানে সময় আর ফিরে আসবেনা। ওদের টাইম জ্ঞান দেখে আমার মনে হতো—দেশে ফিরে আমি প্রত্যেকটি লোককে এক একটা পেণ্ডুলাম করে ছাড়ব।

[পরিতোষ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

পরিতোষ ॥ মিটিং আরম্ভ হয়ে গেছে ?

চৌধুরী ॥ জাষ্ট লুক এ্যাট দিস্ জেন্টলম্যান। এক ঘন্টা লেট করে এলেন। আমি যদি জিজ্ঞেস করি কেন লেট করলেন ? হি উইল আনসার—সংসারের কাজের জন্য লেট হয়েছে। উনি ভাবলেন না যে সংসারটা দাঁড়িয়ে আছে কর্মস্থলের ওপর। সেই কর্মস্থলে লেট হলে গোটা সংসারটাই লেটরান করবে।

পরিতোষ ॥ আই এ্যাম সরি।

চৌধুরী ॥ সরি ডাজ নট কভার এভরি থিং। নোট ইট ফর ফিউচার গাইডেন্স।

পরিতোষ ॥ নোটেড্।

চৌধুরী ॥ টেক ইওর সীট।

পরিতোষ ॥ (বসে) সীটেড্।

চৌধুরী ॥ আপনাদের কাজের রিপোর্ট আমার হাতে এসেছে। কে কি রকম কাজ করেছেন তাই নিয়ে আলোচনা করব বলে আমি আজ মিটিং ডেকেছি। মিটিং-এর পর ছোট একটি টি-পার্টির ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা সবাই চা খেয়ে যাবেন। তাহলে মিটিং আরম্ভ করছি। দেয়ালে গ্রাফের দিকে নজর করুন। প্রথম নাম—অনিল মুখার্জী। বছরের প্রথম থেকে আপনার লাইন যে লেবেল থেকে আরম্ভ হয়েছে, বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত একই লেবেল এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ছ'মাসে আপনি তিন লাখ টাকার বেশি কেস দিতে পারেননি। নেক্‌ষ্ট থ্রি মানথসে আপনি জাম্প করে পাঁচ লাখ টাকার কোটা ফুলফিল করেছেন।

আমি আশা করব ভবিষ্যত আপনার প্রগেস অফ ওয়ার্ক ইউনিফরম হবে। যাই হোক আপনার কাজে মোটের ওপর আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। সামনের মাস থেকে আপনার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

অনিল ॥ আপনার দয়া স্যার।

চৌধুরী ॥ না-না দয়া কেন, এটা আপনার দাবী।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে দাবী করবার আমার কোন যোগ্যতা নেই।

চৌধুরী ॥ এই বিনয় আপনার মহত্ব। আপনার মত ইন্সপেক্টর ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এ্যাসেট।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না। আমার মত নগন্য ব্যক্তি এতবড় কোম্পানীর এ্যাসেট কি করে হবে।

চৌধুরী ॥ আমি ম্যানেজার, কোম্পানীর কে এ্যাসেট কে ল্যায়েবিলিটি সেটুকু বোঝাবার জ্ঞান আমার আছে।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আপনার জ্ঞান থাকবে না কেন স্যার। আপনার জ্ঞানের কাছে আমি অজ্ঞান। আপনি কত ওপরে আমি কত নীচে।

চৌধুরী ॥ চেষ্টা করলে আপনিও আমার মত ওপরে উঠতে পারেন।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলবেন না। আপনার মত অত ওপরে উঠতে এ জীবনেও পারব না।

চৌধুরী ॥ দেখুন মশাই, সব কথা ছিঃ ছিঃ বলে উড়িয়ে দেবেন না।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ আপনার কথা ওড়াবার দুঃসাহস আমার নেই।

চৌধুরী ॥ (রেগে) স্টপ ভাট ছিঃ ছিঃ। আবার যদি ছিঃ ছিঃ বলেন আই উইল মেক আউট অফ দিস্ মিটিং।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, অন্যায় হয়ে গেছে আমার।

চৌধুরী ॥ (চড়া গলায) আই সে গেট আউট্।

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আমি আমি চলে যাচ্ছি।

[অনিল বেরিয়ে যায়]

সুধাময় ॥ 'ছিঃ ছিঃ' বিদায় হয়েছে স্যার। আপনি আরম্ভ করুন।

চৌধুরী ॥ সুধাময়বাবুর কেস্ নিয়েই আলোচনা করছি। গ্রাফে আপনার লাইন গ্র্যাজুয়ালি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। যদিও টাকার দিক থেকে খুব বেশি কিছু করতে পারেননি—তবুও আপনার কাজের একটা স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখেছেন। আপনাকে পঁচিশটাকা স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট দিচ্ছি।

সুধাময় ॥ থ্যাংক ইউ স্যার।

চৌধুরী ॥ নীড্ নট্ মেনশন।

সুধাময় ॥ হোয়াই নট? দি প্লেজার ইজ মাইন।

চৌধুরী ॥ দেখুন মশাই, আপনিও অনিলবাবুর মত কথা বলছেন। আমি যখন বলে দিয়েছি নীড্ নট মেনশন—দেয়ার এণ্ডস্ দি ম্যাটার। দি প্লেজার ইজ মাইন বলে জিনিসটাকে ফেনাচ্ছেন কেন?

সুধাময় ॥ ভুল হয়ে গেছে স্যার।

চৌধুরী ॥ নেক্সট, বিপিনবাবু। আপনার অসাধারণ যোগ্যতা। আপনার লাইন গ্রাফে একেবারে সোজা ওপরে উঠে গেছে। এক বছরে আপনি কোটার অতিরিক্ত সেল্স্ দিয়েছেন। আপনার কাজ অনুযায়ী আপনার একশ টাকা স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু আমি আপনাকে একটাকাও বাড়াব না।

বিপিন ॥ আমার অপরাধ?

চৌধুরী ॥ আপনি সুপিরিয়র অফিসারকে রেসপেক্ট করেন না।

বিপিন ॥ রেসপেক্ট করা, মানে ঠিক বুঝলাম না!

চৌধুরী ॥ আপান আমাকে কোন সময় নমস্কার করেন না। মোরওভার আমাকে স্যার না বলে মিষ্টার চৌধুরী বলেন! হোয়াট ইজ দিস? এ্যাম আই ইওর ফ্রেণ্ড?

বিপিন ॥ কোম্পানীর কনডাক্ট রুলে এসব করতে হবে বলে তো লেখা নেই!

চৌধুরি ॥ ডোণ্ট আরগু। দিস্ ইজ কনভেনশন। আমি ম্যানেজার হয়েছি কাজের জন্য নয়, সুপিরিয়রকে—

পরিতোষ ॥ তেল লাগিয়ে।

চৌধুরী ॥ আপনি কথা বললেন কেন? আপনার কেস নিয়ে যখন আলোচনা করব, তখন যা বলার বলবেন। যে কথা বলছিলাম—রেসপেক্ট, এই রেসপেক্ট যতদিন না বিপিনবাবু করছেন, ততোদিন মাইনে বাড়ার কোন আশা নেই।

বিপিন ॥ অগত্যা আপনাকে রেসপেক্ট করা ছাড়া উপায় নেই স্যার।

চৌধুরী ॥ ভেরী গুড্! আপনার এই সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ। সিমপ্লি এই গাঁটের জন্যই আপনার ইনক্রিমেণ্ট আটকে গিয়েছিল! আপনি এবার গাঁট অতিক্রম করলেন। আপনি টাকা পাবেন। নেকস্ট পরিতোষবাবু। হি ইজ ওয়ার্স্ট অফ দি লট্। গ্রাফের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সব ইন্সপেক্টরদের লাইন অফ এ্যাকশন যেখানে ঊর্দ্ধগতি, আপনার লাইন অফ এ্যাকশন একেবারে নিম্নগতি। হোয়াই?

পরিতোষ ॥ এভরি এ্যাকশন্ দেয়ার ইজ এ্যান্ অপজিট রিএ্যাকশন।

চৌধুরী ॥ অন্যের এ্যাকশনে আপনার অপজিট রি-এ্যাকশনের কি সম্পর্ক আছে? থিওরী শেখাচ্ছেন? আপনার বছরে যেখানে এক লাখ টাকার কেস দেবার কথা, আপনি দু'বছরে সেখানে মাত্র তিন হাজার টাকার কেস্ দিয়েছেন। আপনার এজেণ্টগুলো কি কাজ করে? দেখতে পারেন না? দু'বছর ধরে কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন?

পরিতোষ ॥ এখনকার সরষের তেল নাকে দিলে ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে।

চৌধুরী ॥ সরষের তেলের দোষগুণ শুনতে চাই না। আমার মূল বক্তব্য বোঝবার চেষ্টা করুন।

পরিতোষ ॥ বলুন।

চৌধুরী ॥ কোম্পানী আপনাকে পুরো মাইনে দিয়েছে। অথচ আপনি দু'বছরে ওয়ান-ফোর্থ কোটা ফুলফিল করতে পারেন নি।

পরিতোষ ॥ ডাজণ্ট ম্যাটার। দু'বছর কমপ্লিট হতে এখনও একমাস বাকী।

চৌধুরী ॥ ডোণ্ট স্পিক লাইক এ ফুল। এক মাসে আপনি দু'লাখ টাকা কভার করবেন!

পরিতোষ ॥ কেন পারব না। সামনের মাসে আমার রাশিতে একাদশে বৃহস্পতি।

চৌধুরী ॥ আপনার রাশিফলের অপেক্ষায় কোম্পানী বসে থাকবে না। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, একমাসের মধ্যে যদি আপনার দু'বছরের কোটা ফিনিস করতে না পারেন, আপনাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করব। দিস্ ইজ মাই ফাইনাল ডিসিশন। নাউ ইউ গো।

[পরিতোষ কৃত্রিম হেসে দরজা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে]

পরিতোষ ॥ ভুলেই গিয়েছিলাম, মিটিং-এর শেষে টি-পার্টি আছে। (বসে) চা-টা খেয়েই যাই—

—দৃশ্যান্তর—

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[একটি হোটেল। এক পাশে পানীয় বিক্রীর কাউণ্টার। আশে পাশে কতকগুলো চেয়ার টেবিল সাজানো। কিছু লোক খাবার ও পানীয় খাচ্ছে। নেপথ্যে যন্ত্রসঙ্গীত চলছে। একটু পরে পরিতোষ প্রবেশ করে চারিদিকে তাকায়। একটি টেবিলে গিয়ে জনৈক নেশাকরা লোককে ডেকে সামনের দিকে নিয়ে আসে]

জনৈক লোক ॥ কে বাবা তুমি?

পরিতোষ ॥ পরিতোষ রায়।

জনৈক লোক ॥ কি বললে, আদালতের রায়।

পরিতোষ ॥ আদালতের রায় নয়, পরিতোষ রায়।

জনৈক লোক ॥ ঐ একই হোল। যাহা বাহান্ন তাহাই তিরানব্বুই। কি চাই? এক পেগ্ ম্যানেজ করবার তালে আছো তো? চলে এসো দিচ্ছি।

পরিতোষ ॥ আমি খাইনা।

জনৈক লোক ॥ কোন ব্যাটা খায় না! সবাই ওপরে সাধু সেজে বসে থাকে। ভেতরে ভেতরে সব কটা টানে। আমার কাছে মিথ্যে কথা বোল না বাবা চলে এসো খাবে।

পরিতোষ ॥ সত্যি বলছি আমি খাইনা।

জনৈক লোক ॥ তবে ডাকলে কেন?

পরিতোষ ॥ লাইফ ইনসিওর করাবেন?

জনৈক লোক ॥ তুমি এজেন্ট?

পরিতোষ ॥ আমি এজেন্ট নই। ইন্সপেক্টর। তবে ঠ্যালায় পড়ে আমাকেই এজেন্টের কাজ করতে হচ্ছে।

জনৈক লোক ॥ ইনসিওর করিয়ে লাভ।

পরিতোষ ॥ ব্রাইট প্রসপেক্ট।

জনৈক লোক ॥ কোন প্রসপেক্ট নেই। আমার বউটা রোগে ভুগছে দেখে তার লাইফ ইনসিওর করালাম। কিছুতেই মরল না। আমি শুধু মাসের পর মাস প্রিমিয়াম টেনে যাচ্ছি।

পরিতোষ ॥ মহিলার সহজে মরে না। আপনি পুরুষ, আপনার সহজ-মৃত্যু অনিবার্য।

জনৈক লোক ॥ আমার মৃত্যু কামনা করছ স্টুপিড! আই শ্যাল কিল ইউ। প্রে টু গড্ ফর মাই লাইফ।

পরিতোষ ॥ ভগবান আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।

জনৈক লোক ॥ এ্যাণ্ড প্রে টু গড ফর মাই ওয়াইফস্ ডেথ।

পরিতোষ ॥ আপনার স্ত্রী পটল তুলুন!

জনৈক লোক ॥ থ্যাংক ইউ। এনিথিং মোর?

পরিতোষ ॥ নাথিং।

জনৈক লোক ॥ দেন গো টু হেল্।

পরিতোষ ॥ গোয়িং।

[পরিতোষ দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যায়। জনৈক লোক তার চেয়ারে গিয়ে বসে। পরিতোষ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে পেছন থেকে টোকা মারে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার দিকে না তাকিয়ে তার প্লেট থেকে খাবারের টুকরো পেছন দিকে বাড়িয়ে দেয়। পরিতোষ সেই খাবারের টুকরো নিয়ে নিজের মুখে পুরে দেয়। আবার টোকা মারে, আবার খাবারের টুকরো পেয়ে মুখে দেয়। আবার মারতেই দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘুরে তাকায়; পরিতোষ অমায়িক হাসে]

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ কি চাই?

পরিতোষ ॥ লাইফ ইনসিওর করবেন? ভেরী ব্রাইট প্রসপেক্ট।

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ ননসেনস! গো অ্যাহেড্।

[পরিতোষ আবার একটু এগিয়ে গিয়ে অন্য ব্যক্তিকে টোকা মারে]

অন্যব্যক্তি ॥ (অভিনয় করে) আপনার বাড়ীতে কি মা-বোন নেই যে আপনি একজন মহিলার গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছেন?

পরিতোষ ॥ আপনি মহিলা নন। আপনি পুরুষ।

অন্যব্যক্তি ॥ বুঝতে পেরেছি। আমাকে ফুসলিয়ে আমার স্বামীর ঘর থেকে বার করতে চান। (কেঁদে) কি দিতে পারবেন আমাকে? শাড়ী, গয়না, বাড়ী গাড়ী?

পরিতোষ ॥ আপনাকে ওসব দিতে যাব কেন?

অন্য ব্যক্তি ॥ সে আমি জানি। আমাকে কিছু না দিয়ে আমার রূপ আর যৌবনের মোহে আমাকে আপনি পেতে চান। অথচ এই রূপ-যৌবন যখন আমার থাকবেনা, আমাকে আমের আঁটির মত ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। তখন আমি কিভাবে থাকব বলতে পারেন ?

পরিতোষ ॥ আমের আঁটি হয়েই থাকবেন। এখন আপনি স্বামীর ঘর করুন গিয়ে।

অন্যব্যক্তি ॥ আপনি অভিমান করবেন না। স্বামীর কাছ থেকে আমি কিছুই পাইনি। আপনার কাছ থেকেও যদি কিছু না পাই, আপনার সঙ্গে গিয়ে আমার কি লাভ ?

পরিতোষ ॥ কে আপনাকে যেতে বলেছে? আপনি যেমন আছেন, তেমন থাকুন। বরং আমি যাই।

অন্যব্যক্তি ॥ ভুল বুঝবেন না আমায়। "নাই বা হলো মিলন মোদের তোমায় আমি ভুলব নাগো—"

পরিতোষ ॥ তাহলে ঐ কথাই রইলো। এখন আমি ওদিকে যাই!

অন্যব্যক্তি ॥ কথা দাও রোজ আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে ?

পরিতোষ ॥ করব।

অন্যব্যক্তি ॥ আজ বিদায়—

পরিতোষ ॥ বিদায়।

[অন্যব্যক্তি এক-পা বাড়িয়েই স্বাভাবিক হয়ে যায়। পকেট থেকে একটা খাতা বের করে]

অন্যব্যক্তি ॥ সংলাপগুলো কেমন হলো বলুনতো ?

পরিতোষ ॥ সংলাপ ?

অন্যব্যক্তি ॥ একটা উপন্যাস লিখছি। আজকাল অবৈধ ভালবাসা না থাকলে উপন্যাস তেমন হিট করে না।

পরিতোষ ॥ হোটেলে বসে উপন্যাস লিখছেন ?

অন্যব্যক্তি ॥ হোটেলেই তো অবৈধ প্রেমের ছড়াছড়ি। অনেক খোরাক পাওয়া যায়। তাই এখানে এসে লিখি। আপনার কি মনে হয়—আমার উপন্যাস হিট করবে তো ?

পরিতোষ ॥ নিশ্চয় করবে। আপনি যদি আমার কাছে লাইফ ইনসিওর করান।

অন্যব্যক্তি ॥ তবে নিশ্চয়ই করাব।

পরিতোষ ॥ তাহলে ফরম বার করি ?

অন্যব্যক্তি ॥ এখন নয়। আগে উপন্যাস হিট করিয়ে আমার লেখক লাইফ স্টার্ট করি, তখন। আচ্ছা নমস্কার।

[অন্যব্যক্তি চলে যায়। হোটেলের ভীড় কমে আসে। একজন ডাকাত কালো পোষাক পরে প্রবেশ করে কাউন্টারে গিয়ে একটা মদের বোতল খুলে খেতে থাকে। পরিতোষ তার কাছে গিয়ে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে। ডাকাত ফিরে তাকায়। পরিতোষ একটু মুচকী হাসে]

পরিতোষ ॥ হাউ আর ইউ ?

ডাকাত ॥ (গম্ভীরভাবে) কি চাই ?

পরিতোষ ॥ লাইফ ইনসিওর করাবেন ? ব্রাইট ফিউচার।

ডাকাত ॥ সে কি জিনিস আছে ?

[পরিতোষ তাকে ইশারায় সামনের দিকে আসতে বলে। দু'জনে সামনের দিকে এসে দাঁড়ায়]

পরিতোষ ॥ জীবনবীমা বোঝেন ?

ডাকাত ॥ না।

পরিতোষ ॥ কোন দেশে বাড়ী ?

ডাকাত ॥ রাজস্থান।

পরিতোষ ॥ তাই বলুন। জীবন মানে জিন্দেগী। আপনার এই জিন্দেগী

যখন থাকবেনা ; তখন আপনার পরিবার টাকা পয়সার সমস্তায় পড়বে। কিন্তু আপনি যদি লাইফ ইনসিওর করান, আপনার জিন্দেগী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনার পরিবার মোটা টাকা সুদ সমেত পাবে। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মানে—সমঝা ?

ডাকাত ॥ থোরা সামঝা।

পরিতোষ ॥ ভেরীগুড্—মুখ নিয়েছে। আপনার জানানা আছে ?

ডাকাত ॥ আছে, বিশ জন।

পরিতোষ ॥ বিশজন! কি করে এতগুলো জানানা হলো ?

ডাকাত ॥ আমি যথন যে দেশে কাম করতে যাই, সেখানে যাকে পছন্দ হয় তাকে জোর করে সাদী করে নিই। এখন বিশ দেশে আমার বিশ জানানা আছে।

পরিতোষ ॥ বাঃ বাঃ, চমৎকার আপনার পরিবার পরিকল্পনা! আপনি মারা গেলেই বিশজন জানানাই টাকা পেয়ে যাবে।

ডাকাত ॥ কত টাকা পাবে ?

পরিতোষ ॥ যত টাকা জানানাকে দিতে চান। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার—

ডাকাত ॥ আমার জিন্দেগী বহুত খতরেমে আছে। যে কোন টাইম মরে যেতে পারি। শোচনা বিশজানানাকে লিয়ে। আমি মরে গেলে ওদের কে দেখবে ? ওদের তো কোন কসুর নাই। ওদের টাকার বন্দবস্ত আমাকেই করে যেতে হবে।

পরিতোষ ॥ আপনার মত দায়িত্বশীল পতি এ যুগে বিরল। আপনি ইনসিওর করালেই সব বন্দোবস্ত অটোমেটিক হয়ে যাবে। বলুন, পার জানানা কত টাকা দিতে চান ?

ডাকাত ॥ এক এক জানানাকে এক লাখ টাকা দিতে চাই।

পরিতোষ ॥ (চমকে) এঁ্যা ! তাহলে তা বিশ লাখ টাকার ইনসিওর করতে হবে। প্রিমিয়াম যে অনেক টাকা দিতে হবে।

ডাকাত ॥ সে কি জিনস ?

পরিতোষ ॥ কিস্তীতে কিস্তীতে কোম্পানীকে টাকা দিতে হবে। অত টাকা দিতে পারবেন না।

ডাকাত ॥ কত টাকা চাই ?

পরিতোষ ॥ হিসেব করতে হবে।

ডাকাত ॥ এখন হিসাব করার জরুরত নাই। (পকেট থেকে মোটা মোটা টাকার বাণ্ডিল বার করে) এই নাও টাকা। এতে কিস্তীর টাকার বেশি থাকবে তো তুমি নিয়ে নেবে। কম থাকবে তো—বাকী টাকা কাল এখানে এসে নিয়ে যাবে। আমি রোজ এই হোটেলে মদ খেতে আসি।

পরিতোষ ॥ (নিজে নিজে বলতে থাকে) হেঃ হেঃ, আনন্দে শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। আবার বড় নারভাস্ লাগছে। না- নারভাস হলে চলবে না। শক্ত হও পরিতোষ, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। পকেট থেকে তাড়াতাড়ি ফরম বার কর পরিতোষ। (পকেট থেকে ফরম বার করে) আপনার নামটা বলুন, ফরমে লিখে নিই।

ডাকাত ॥ রঘুরাম ডাকু।

পরিতোষ ॥ বাঃ বাঃ, নামটি চমৎকার, পদবীটাও চমৎকার ! রঘুরাম ডাকু—কে দিয়েছে নাম ? বাবা ? মা ? ঠাকুরমা ? পিসিমা ? হেঃ হেঃ তাহলে ফরমটা সই করে দিন। বাকী সব আমি ফিল আপ্ করে দেব !

[ডাকাত অনেক পরিশ্রম করে ফরমে সই করে]

ডাকাত ॥ কাল আবার দেখা হবে। আমি এখন যাই।

পরিতোষ ॥ যাই বলতে নেই। বলতে হয় আসি।

ডাকাত ॥ আমি এখন আসি।

পরিতোষ ॥ এসো বাপ্।

[ডাকাত মদের বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে একটা টেবিলে রাখে। পকেট থেকে আরো কিছু টাকা বার করে কাউণ্টারে ছুঁড়ে দেয়। তারপর দ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায়। হোটেলে লোকজন প্রায় শূণ্য হয়ে আসে]

পরিতোষ॥ (আনন্দে চেঁচিয়ে) হেঃ হেঃ বিশ লাখ! আর আমার চাকরী যাবে না। এবার শুধু একটার পর একটা প্রমোশন! ডবল, ট্রিপল—হেঃ হেঃ। (পাগলের মত করে) এখন কি করি? গান করি—(সুর করে) নন্না—নন্না—! নাঃ গলা খারাপ। বেসুরো বেরুচ্ছে। তাহলে নাচি। মিউজিক—মিউজিক।

[যন্ত্র-সংগীত বেজে ওঠে। পরিতোষ নাচতে আরম্ভ করে। হঠাৎ নাচ বন্ধ করে]

স্বপ্ন দেখছি নাতো? চিমটি কেটে দেখি।

[নিজের শরীরে চিমটি কেটে নিজেই ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে——উঃ—]

(উচ্চ কণ্ঠে) না-না স্বপ্ন নয় সত্যি! আমার তুঙ্গে বৃহস্পতি—ব্রাইট ফিউচার। বিশলাখ—বিশলাখ—

[পরিতোষ টাকাগুলো দু'হাতে উঁচু করে দুরন্ত গতিতে নাচতে থাকে]

—দৃশ্যান্তর—

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেই ঘর। পরিতোষকে সম্বর্ধনা জানাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরটিতে কিছু লোকজন বসে আছে। তাদের মধ্যে সরলাকে বসে থাকতে দেখা যায়। পরিতোষ একটু পরে প্রবেশ করে সরলার পাশে বসে। পরিতোষ ও সরলা উৎফুল্লিত। ম্যানেজার চৌধুরী প্রবেশ করতেই গুঞ্জন থেমে যায়]

চৌধুরী ॥ পরিতোষবাবুর সম্বর্ধনা সভায় এখনও হয়তো সবাই এসে পৌঁছুতে পারেন নি, দিনকাল ভাল নয়। তাই আর অপেক্ষা না করে সভার কাজ আরম্ভ করে দিচ্ছি।

অনেকে ॥ হ্যাঁ—করুন।

চৌধুরী ॥ আজকের এই সম্বর্ধনা সভার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, তা আপনারা জানেন। তবু আমি বিষদভাবে বলছি। পরিতোষবাবু এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে বিশ লাখ টাকার কেস্ করিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। আমাদের অনেক এফিশিয়েন্ট অফিসার আছেন যাঁদের আণ্ডারে ভাল ভাল এজেন্ট কাজ করে মোটা টাকার অনেক কেস্ করে থাকেন। কিন্তু পরিতোষবাবুর কাজ সবকিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। ওনার মত কর্মদক্ষব্যক্তি আমার আণ্ডারে কাজ করায় আমি গর্ব বোধ করছি। যদি ফরেন হতো তাহলে কোম্পানী ওনাকে বাড়ী-গাড়ী, মোটা মাইনে দিয়ে ওয়েল এষ্টাব্লিশড করে দিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা দেশী কোম্পানী। প্রতি পদে পদে বাধা। তবুও আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজার বলে এবং আমার দৃষ্টিভঙ্গী বিলিতী ধাঁচের বলে পরিতোষবাবুকে মাইনে আর পজিশনের দিক থেকে বেটার লিফ্ট দেবার ব্যবস্থা করেছি (সবার হাততালি)। এবার সভার কাজগুলো পরপর করে যাচ্ছি। প্রথমে মাল্যদান। পরিতোয়বাবু, এগিয়ে আসুন।

[পরিতোষ এগিয়ে আসে। চৌধুরী তাকে মালা পরিয়ে দেয়]

এবার আমি কোম্পানীর তরফ থেকে একটি মানপত্র পাঠ করছি—

[চৌধুরী একটি মানপত্র পাঠ করে]

হে পরিতোষ, তুমি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একটি অমূল্য রত্ন। তোমার কর্মকাণ্ডে জীবন বীমায় বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। তুমি একটি মূর্তিমান বীমা বিপ্লবী। তোমার কর্মনিষ্ঠা আজ তোমাকে কোম্পানীর মাস্তুলে বসিয়ে দিল। হে সৈনিক, হে জীবন বীমার গোলন্দাজ, তোমার গোলা প্রতিটি জীবনে গিয়ে আঘাত হানুক। হে দুর্গম গিরি পথের পথিক, তোমার শুষ্ক পথ কোম্পানীর আশীর্বাদের বারিধারায় পিছল হোক এবং তোমাকে পিছলিয়ে পিছলিয়ে তোমার যাত্রা জয়যুক্ত করুক। শুধু বেতন বৃদ্ধি করেই তোমার কর্মের প্রকৃত মূল্য দেওয়া যায় না। উপযুক্ত সম্মান দেওয়াও কোম্পানীর মহান কর্তব্য। তাই কোম্পানী এই শুভলগ্নে তোমাকে ইনসিওরেন্সশ্রী খেতাব দিয়ে ভূষিত করছে। তুমি এই ইনসিওরেন্সশ্রী খেতাব গ্রহণ করে এবং কোম্পানীর কাগজে মুকুট মস্তকে ধারণ করে কোম্পানীকে বাধিত কর।

[চৌধুরী পরিতোষকে একটি রঙচঙে কাগজের মুকুট মাথায় পরিয়ে দিয়ে হাতে মানপত্র দেয়। সবাই হাততালি দেয়]

এবার আমি পরিতোষবাবুকে অনুরোধ করছি কিছু বলতে।

পরিতোষ॥ (দাঁড়িয়ে) মাননীয় ম্যানেজার মহাশয়, ভদ্রমহোদয়গণ এবং আমার সহধর্মিণী। আজ আমাকে যে সম্মান জানানো হলো এই সম্মান অনেক আগেই জানানো উচিত ছিল। পূর্বে আমি ম্যানেজার মহাশয় এবং আমার সহধর্মিণীকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে আমার ন্যায় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এ যুগে বিরল। কিন্তু তাঁরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করে এবং মগজদ্বারে প্রবেশ না করিয়ে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এখন তাঁরা নিজেদের নির্বুদ্ধিতার জন্য অনুতপ্ত ও অনুশোচনায় জর্জরিত। যাই হোক এখন তাঁদের অবস্থায় অসম্ভাব কথা বিবেচনা করে সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি

মহাপুরুষের ন্যায় ক্ষমা করে দিলাম। ভবিষ্যতের জন্য আমি ম্যানেজার মহাশয়কে অনুরোধ করছি, তিনি যেন অফিসিয়াল কাজে আমার ওপর অযথা চাপ সৃষ্টি না করেন এবং এই সঙ্গে আমার স্ত্রী মহাশয়াকে অনুরোধ করছি তিনি যেন গৃহে আমার সহিত আর কলহ না করে সদাহাস্যে, সদালাপে আমার সেবা করেন। জয় জীবনবীমা!

[সবাই হাততালি দেয়]

চৌধুরী ॥ এখন পরিতোষবাবুর ভাগ্যবতী স্ত্রী শ্রীমতী সরলাদেবীকে কোম্পানীর তরফ থেকে একটি পানের ডিবে এবং একটি জর্দার কৌটা উপহার দেওয়া হবে। আসুন সরলাদেবী।

[সরলা এগিয়ে গিয়ে উপহার নেয়]

এবার সরলাদেবীকে তাঁর স্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করছি।

সরলা ॥ (লজ্জায়) আমি আবার কি বলব?

পরিতোষ ॥ আমার গুণের কথা বল।

সরলা ॥ তোমার আবার কি গুণ?

পরিতোষ ॥ আমার সম্বর্ধনা সভায় আমাকে জিজ্ঞেস করছ, আমার কি গুণ? হাউ অডাসিটি!

সরলা ॥ তুমি কি পাগল হলে নাকি? আমি কি কোনদিন বলেছি?

পরিতোষ ॥ আমিও কোনদিন আগে বলিনি। কিন্তু যেই বলতে আরম্ভ করলাম, ইনস্পিরেশন দেবী আমার ওপর ভর করেছেন, অমনি আমি অনর্গল বলে গেলাম। আমি তোমার ওপর ভর করছি, তুমি হুর হুর করে বলে যাও—

সরলা ॥ তুমি আস্তে আস্তে বলে দাও, আমি শুনে শুনে বলি।

পরিতোষ ॥ তাই হোক, আমি প্রম্‌ট করে যাচ্ছি, তুমি ফিলিংস দিয়ে বল।

[পরিতোষ প্রম্‌ট করে। সরলা বলে]

সরলা ॥ ভদ্রমহোদয়াগণ, প্রথমেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি—আমার স্বনামধন্য

স্বামীর নিকট নগণ্যা আমি। আমার স্বামী একজন জবরদস্ত স্বামী। এই স্বামীর একমাত্র সত্বাধিকারিণী আমি। আমার গুণের নিধি স্বামী—নিরহঙ্কার, নিরীহ, গো-বেচারী গো-স্বামী। ইনিই আমার ইহলোক-পরলোকের ভূস্বামী। এহেন স্বামীর পদযুগলে আমি বারবার নমি। জয় স্বামী!

[ইন্সপেক্টর সুধাময় খবরের কাগজ হাতে হন্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

সুধাময়॥ স্যার—স্যার—এই সম্বর্ধনা সভা বন্ধ করুন। সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেছে।

চৌধুরী॥ কি হয়েছে?

সুধাময়॥ (কাগজ দেখিয়ে) এই দেখুন স্যার।

[চৌধুরী কাগজ দেখে চমকে ওঠে। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়]

চৌধুরী॥ অনিবার্য কারণে এই সভা বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরিতোষবাবু ছাড়া সবাই এক্ষুণি চলে যান। ক্লিয়ার অফ্।

[সবাই যেতে আরম্ভ করে]

পরিতোষ॥ আমার স্ত্রী কি থাকতে পারেন?

চৌধুরী॥ আপনার স্ত্রীকেও যেতে হবে।

পরিতোষ॥ আমি থাকলে আমার অর্ধাঙ্গ কি করে যায়?

চৌধুরী॥ কোন অজুহাত শুনব না। যা বললাম তাই করতে হবে।

পরিতোষ॥ (সরলাকে) স্যার তোমাকে যেতে বলছেন।

সরলা॥ কি এমন হলো যে এক্ষুণি চলে যেতে হবে?

চৌধুরী॥ পরিতোষবাবু, আপনার স্ত্রীকে বলুন যে অফিসার অর্ডার করলে কোন আর্গুমেন্ট চলে না। এ্যাটওয়ান্স শুনতে হয়।

সরলা॥ আমি অফিসারের আণ্ডারে কাজ করি না। স্বামীর আণ্ডারে কাজ করি। স্বামীর অর্ডার না হলে যাব না।

পরিতোষ॥ স্যার, আমার স্ত্রী বলছেন আমার অর্ডার ছাড়া যাবেন না।

চৌধুরী ॥ (রেগে) আমি আপনাকে অর্ডার দিচ্ছি, আপনি স্ত্রীকে অর্ডার করুন চলে যেতে।

পরিতোষ ॥ (অনুরূপভাবে) আমি অর্ডার দিচ্ছি, চলে যাও—

সরলা ॥ রেগে বলছ কেন? ভাল করে বলতে পার না?

পরিতোষ ॥ (মিষ্টি স্বরে) চলে—যাও—

সরলা ॥ যাচ্ছি।

পরিতোষ ॥ ফুলের মালা, মানপত্র সঙ্গে নিয়ে যাও।

চৌধুরী ॥ না, ওগুলো ফেরত দিয়ে যান।

পরিতোষ ॥ ওগুলো তো আমাকেই দেওয়া হয়েছে।

চৌধুরী ॥ যা দেওয়া হয়েছিল, সব উইথড্র করে নেওয়া হলো।

পরিতোষ ॥ দিয়ে দাও স্যারকে। পরে স্যার গাড়ী করে ওগুলো বাড়ী পৌঁছে দেবে।

[সরলা মালা ও মানপত্র রেখে দিয়ে যেতে থাকে]

চৌধুরী ॥ পানের ডিবে আর জর্দার কৌটা রেখে যান, ও দু'টোও উইথড্র করে নেওয়া হয়েছে।

সরলা ॥ (ঘুরে দাঁড়িয়ে) আহা-হা, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখে যে সংসারের কাজের ক্ষতি হলো তার ক্ষতি পূরণ কে দেবে? ক্ষতিপূরণ বাবদ পানের ডিবে আর জর্দার কৌটো নিয়ে গেলাম। হুঁ!

[সরলা হন্ হন্ করে চলে যায়]

চৌধুরী ॥ হাউ অডাসিটি। মেয়েছেলে হয়ে আমাকে হুঁ করে গেল!

পরিতোষ ॥ ডাইভোর্স করে দিন!

ম্যানেজার ॥ আপনার স্ত্রীকে আমি ডাইভোর্স করব কি করে? যা বলবেন ভেবে চিন্তে বলবেন।

পরিতোষ ॥ আপনি যে ভাবে ধমকাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল আপনারই বোধহয় স্ত্রী।

চৌধুরী ॥ আপনি এদিকে এগিয়ে আসুন।

[পরিতোষ এগিয়ে আসে। তাকে কাগজ দেখিয়ে]

এই ছবিটা যার তাকে চেনেন ?

পরিতোষ ॥ (উৎসাহিত হয়ে) এই তো সেই রঘুরাম, যে বিশলাখ টাকার ইনসিওর করেছে। ভেরী নাইস জেণ্টলম্যান !

চৌধুরী ॥ ইউ ফুল, কার ইনসিওর করিয়েছেন জানেন ? এ একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত।

পরিতোষ ॥ ডাকাত। ভেরী ইণ্টারেষ্টিং।

চৌধুরী ॥ এই দেখুন, কাগজের নীচের দিকে এ্যানাউন্সমেণ্ট—রঘুরাম ডাকাতকে যে মৃত অবস্থায় সরকারের কাছে সমর্পণ করতে পারবে, সরকার তাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে।

পরিতোষ ॥ খুব ইমপরটেণ্ট পারসন মনে হচ্ছে। দেখেই মনে হয়েছিল হি ইজ নট এ্যান অরডিনারী ফেলো। টল্ ফিগার, হ্যাণ্ডসাম্ লুকিং, স্ট্রং পারসোনালিটি !

চৌধুরী ॥ চুপ করুন। ডাকাতের গুণগান করতে হবে না। কাগজে এই বিজ্ঞাপনের ফলাফল কি হবে বুঝতে পারছেন ? পুরস্কারের লোভে পুলিশ একে গুলি করে মারবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের নমিনীকে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বিশ লাখ টাকা পেমেণ্ট করতে হবে।

পরিতোষ ॥ তাতো করতেই হবে। এ্যাকরডিং টু কোম্পানীজ এ্যাক্ট ?

চৌধুরী ॥ আপনি এজেণ্টের কাছ থেকে কেন এই কেস্ ভেরীফাই করে নেননি ?

পরিতোষ ॥ ভেরীফাই করবার টাইম ছিল না। আপনি একমাস সময় দিয়ে বলেছিলেন, কোটা ফুলফিল করতে না পারলে চাকরী থাকবে না।

চৌধুরী ॥ তাই বলে এমন কেস্ করলেন যাতে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে যায় ! এই কেসের টাকা কোম্পানীকে পেমেণ্ট করতে হলে আপনার চাকরী তো থাকবেই না, আমারও চাকরী চলে যাবে।

পরিতোষ ॥ তাহলে ত'দ্যাখছি ভেরী ডিফিকাল্ট পজিসন।

চৌধুরী ॥ যত সব অপদার্থ আমার কপালে এসে জুটেছে ! আমি এখন নিজের চাকরী সামলাই কি করে ?

পরিতোষ ॥ আসুন, দু'জনে জয়েণ্টলি ভাবা যাক—কি করে দু'জনেরই চাকরী রাখা যায়।

চৌধুরী ॥ সেভ্ দি ক্রিমিনাল। চাকরী রাখতে হলে ডাকাতকে যে কোন উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। পুলিশ যেন কিছুতেই তাকে মেরে ফেলতে না পারে। পুলিশের পেছনে স্পাইং করুন। ছলে বলে কৌশলে ডাকাতকে রক্ষা করুন।

পরিতোষ ॥ তাই হবে। ছলে বলে কৌশলেই আমি তাকে বাঁচিয়ে রাখব।

চৌধুরী ॥ যান, ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়ুন।

পরিতোষ ॥ (হাত তুলে) গড্ সেভ দি ডাকাত !

— দৃশ্যান্তর—

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দুর বাড়ীর সেই ঘর। ডলি ও উমা মান্নার সঙ্গে কথা বলছে। মান্নার বগলে সতরঞ্চি দিয়ে জড়ানো একটি ছোট বিছানা ও হাতে একটি টিনের সুটকেস্]

উমা ॥ কি বিপদেই ফেললি বলতো। বাড়ীতে একজন কাজের লোক না থাকলে চলে !

মান্না ॥ কি করব মা, পরিবারের অসুখ শুনলে তো চুপ করে এখানে থাকা যায় না।

উমা ॥ তোর বৌ একটু ভাল হলেই কিন্তু চলে আসবি।

মান্না ॥ সে আর বলতে হবে না মা। পথ্যি করিয়ে সুস্থ হলেই ফিরে আসব। গাড়ীর সময় হয়ে গেল। আমি তাহলে এখন আসি মা।

[মান্না উমাকে প্রণাম করে চলে যায়]

উমা ॥ সংসারের সব কাজ কি আমার পক্ষে সামলান সোজা কথা! কতবার তোর বাবাকে বললাম, থানা থেকে একটা করে কন্‌স্টেবল পাঠিয়ে দিও। ওদের দিয়েই বাড়ীর কাজগুলো করিয়ে নেব। মাইনে, খাওয়া পরা কিছুই দিতে হতো না। তা কার কথা কে শোনে!

ডলি ॥ আজকাল আর সেইদিন নেই মা, কনস্টেবল এসে দারোগাবাবুর বাড়ীর সব কাজ করে দেবে।

উমা ॥ কে বলছে নেই। শশী দারোগা কাজ করিয়ে নেয় না?

ডলি ॥ বাবা তো সেহ রকম নন্।

ডলি ॥ তুই চুপ কর। পুলিশ অফিসারের অত সাধুগিরি ভাল লাগে না। তার তো কিছু হয় না। যত ঝামেলা আমাকেই সইতে হয়।

[উমা ভেতরে যায়। বাইরে পর্দা নড়ে উঠে]

ডলি ॥ (লক্ষ্য করে) কে?

রমেন ॥ (বাইরে থেকে) আমি রমেন।

ডলি ॥ আসুন।

[রমেন একটা খবরের কাগজে জড়ানো প্যাকেট হাতে ঢোকে]

রমেন ॥ কি গান গাইছিলেন?

ডলি ॥ গান আবার কখন গাইছিলাম। মান্না দেশে গেল, তাই নিয়ে মার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

রমেন ॥ কি আশ্চর্য আপনার কথা বলা! বাইরে থেকে অবিকল মনে হচ্ছিল আপনি গান গাইছেন।

ডলি ॥ ভারী মজা তো!

রমেন ॥ হ্যাঁ—খুব মজা। আর সেই মজাতেই আমি যে মজেছি।

ডলি ॥ কিন্তু এদিকে আর এক অসুবিধে হয়ে গেছে।

রমেন ॥ কি ?

ডলি ॥ মামাকে দিয়ে আপনার খোঁজ খবর নিতাম। এখন কি করে যে আপনার খবর পাব তাই ভাবছি।

রমেন ॥ ভাববার কি আছে ? আমি নিজে এসে আমার খবর আপনাকে দিয়ে যাব।

ডলি ॥ কত আসবেন জানা আছে ! ক'দিন ধরে তো আপনার দেখা নেই।

রমেন ॥ খালি হাতে কি করে আসি বলুন ? অনেক চেষ্টা করে শাড়ী যোগাড় করে তবে এলামা।

ডলি ॥ আমার জন্য শাড়ী এনেছেন, কৈ দেখি ?

রমেন ॥ (প্যাকেট দিয়ে) এই নিন, আপনাকে প্রেজেণ্ট করলাম।

[ডলি প্যাকেট খুলতেই সাদা খোলের চওড়া লাল পাড় শাড়ী বার হয়]

ডলি ॥ এমা ! একি শাড়ী এনেছেন ?

রমেন ॥ মার ট্রাংকে এর চাইতে আর ভাল পেলাম না।

ডলি ॥ মার শাড়ী এনেছেন ! এই শাড়ী পরতে আমার লজ্জা করবে না ?

রমেন ॥ শাড়ী তো লজ্জা নিবারণের জন্য। তা পরলে লজ্জা করবে কেন ?

ডলি ॥ না, এই শাড়ী আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

[উমা ভেতর থেকে প্রবেশ করে]

উমা ॥ কি ফিরিয়ে দিচ্ছিসরে, ডলি ?

ডলি ॥ রমেনবাবু আমাকে এই শাড়ীটা উপহার দিতে চাইছেন।

উমা ॥ তা ফিরিয়ে দেবার কি হয়েছে ?

ডলি ॥ বাঃ, সাদা খোলের লাল পাড় শাড়ী আমি কখনও পরি ?

উমা ॥ তুই না পারিস, আমি তো পরতে পারি।

ডলি ॥ তুমি পরবে ?

উমা ॥ পরব না কেন ? হাতে করে কেউ কোন জিনিস আনলে কখনও ফিরে দিতে আছে ? মনে দুঃখ পায় না ? দাও বাবা, আমি ভেতরে রেখে আসি। (রমেন হতবাক হয়ে শাড়ী দেয়) খুব ভাল ছেলে। ওর বাবাও যেমন দেবতুল্য লোক ছেলেটিও স্বভাব চরিত্রে সেই রকম। বেঁচে থাক বাবা।

[উমা শাড়ী নিয়ে ভেতরে যায়]

ডলি ॥ যাক্ আপনার উপহার আর ফিরিয়ে নিতে হলো না।

রমেন ॥ (আমতা আমতা করে) তা-তা হলো না।

ডলি ॥ আজ একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

রমেন ॥ কি !

ডলি ॥ আমার জন্য আপনি সব কিছু করতে পারেন।

রমেন ॥ এ্যাতো লেটে বুঝলেন। আগে বুঝলে আমার উপকার হতো। যাক বুঝেই যখন ফেলেছেন, একটা কথা বলি ?

ডলি ॥ বলুন।

রমেন ॥ চলুন, আজ বিকেলে বেড়িয়ে আসি।

ডলি ॥ কোথায় ?

রমেন ॥ যেদিকে দু'চোখ যায়।

ডলি ॥ ও বাবা ! তাহলে যে পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণ হয়ে যাবে।

রমেন ॥ আপনি তো শুধু ঠাট্টা করেন। আপনিতো বুঝবেন না, আপনার সঙ্গ পেতে আমার মন কেমন করে।

ডলি ॥ বুঝব না কেন ?

রমেন ॥ (হাত ধরে) তবে রাজী হচ্ছ না কেন ?

ডলি ॥ হাত ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।

[হঠাৎ উমা প্রবেশ করে। রমেন তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয়]

উমা ॥ আমি দেখেছি।

রমেন ॥ (ভয়ে) দেখেছেন ?

উমা ॥ হ্যাঁ—খুব ভাল শাড়ী, খুলে দেখেছি।

রমেন ॥ (হাঁপ ছেড়ে) ও!

উমা ॥ আমি খুব খুশি হয়েছি। এইরকম ছেলেই আমার পছন্দ।

রমেন ॥ (উৎসাহিত হয়ে) আমাকে আপনার পছন্দ?

উমা ॥ নিশ্চয়ই। এইরকম গুণ কোন ছেলের আছে?

রমেন ॥ জানেন, আমার এই রকম গুণ আরো আছে।

উমা ॥ সে আমি জানি। তা তোমার যখন এত গুণ, আমার একটা কাজ করে দাও তো বাবা।

রমেন ॥ কি করতে হবে বলুন?

উমা ॥ মান্না চলে গিয়ে খুব অসুবিধায় পড়ে গেছি। তুমি আমাকে কিছু কয়লা ভেঙ্গে দিয়ে যাও।

রমেন ॥ (নিরুৎসাহিত হয়ে) কয়লা—। (আমতা আমতা করে) আচ্ছা—

উমা ॥ রত্ন ছেলে। বাড়ীর সব কাজ বুঝি তুমিই কর?

রমেন ॥ এ্যাঁ! হ্যাঁ করি।

উমা ॥ দেখেই বুঝতে পেরেছি। আমাদের বাড়ীতে তুমি রোজ এসো।

রমেন ॥ (আবার উৎসাহিত হয়ে) রোজ আসব?

উমা ॥ মান্না যতদিন না ফেরে, তুমি এসে কাজগুলো করে দিয়ে যেও। মান্না এলে তোমাকে আর আসতে হবে না বাবা—এখন গায়ের জামাটা খুলে ভেতরে এসো। না হলে কয়লার কালি লেগে যাবে।

[রমেন বিমর্ষ হয়ে জামা খুলে উমার পেছন পেছন যায়। পরিতোষ বাইরে থেকে প্রবেশ করে]

ডলি ॥ কাকে চান?

পরিতোষ ॥ অর্ধেন্দুবাবু।

ডলি ॥ বাড়ী নেই। থানায় খোঁজ করুন।

পরিতোষ ॥ থানা থেকে বলল—বাড়ী এসেছেন!

ডলি ॥ না, বাড়ী আসেন নি।

পরিতোষ ॥ তাহলে অপেক্ষা করি।

ডলি ॥ এখানে কেন অপেক্ষা করবেন ?

পরিতোষ ॥ একজনের জীবন-মরণ সমস্যা !

ডলি ॥ জীবন-মরণ সমস্যা তো থানায় গিয়ে ডাইরী করুন।

পরিতোষ ॥ ডাইরী করলে হবে না। চাকরী নিয়েও টানাটানি।

ডলি ॥ বাবার কাছে কি দরকার ?

পরিতোষ ॥ ইনফরমেশন নিতে এসেছি।

ডলি ॥ কিসের ইনফরমেশন !

পরিতোষ ॥ কবে কোথায় কটার সময় মারা হবে, জানতে পারলে আমার পক্ষে লাইফ সেভ করা সহজ হতো।

ডলি ॥ কি বলছেন, মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

পরিতোষ ॥ ভেরী সিক্রেট ম্যাটার। কথা বার্তার মধ্য দিয়ে পেটের কথা টেনে বার করতে হবে।

ডলি ॥ (হেসে) আপনি পাগল নাকি।

পরিতোষ ॥ আমার কথায় সেরকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে ?

ডলি ॥ আপনি দয়া করে এখন যান।

পরিতোষ ॥ কাজ না করে গেলে চাকরী থাকবে না।

ডলি ॥ তাহলে থাকুন, আমি ভেতরে যাই।

পরিতোষ ॥ এক কাপ চা পাঠিয়ে দিন।

[ডলি যেতে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসে]

ডলি ॥ দিচ্ছি।

[ডলি ভেতরে যায়—বাইরে থেকে অর্ধেন্দু প্রবেশ করে]

অর্ধেন্দু ॥ আরে ! পরিতোষবাবু যে—পথ ভুলে নাকি ?

পরিতোষ॥ এদিকে একটা অফিসিয়াল এন্‌কোয়েরীতে এসেছিলাম। তাই ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

অর্ধেন্দু॥ বেশ করেছেন। আপনার চাকরীর খবর কি?

পরিতোষ॥ চাকরী—ভাল।

অর্ধেন্দু॥ আপনিতো রাজার চাকরী করেন। আমি পুলিশের চাকরীতে ঢুকে যা ভুল করেছি! দিন রাত চোর ডাকাতের পেছনে ঘুরতে হয়।

পরিতোষ॥ (উৎসাহ নিয়ে) ডাকাতের পেছনেও ঘুরতে হয়।

অর্ধেন্দু॥ তা হয় বৈকি।

পরিতোষ॥ ভেরী ইন্টারেস্টিং।

অর্ধেন্দু॥ এই তো রঘু নামের একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত, রাজস্থান থেকে বাংলা দেশে এসে একটার পর একটা ডাকাতী করে যাচ্ছে। আমার ওপর অর্ডার ছিল তাকে এ্যারেষ্ট করবার জন্য। আমি কয়েকবার হাতের কাছে পেয়েও ধরতে পারিনি।

পরিতোষ॥ ভেরী ভেরী ইন্টারেস্টিং! বলে যান মিলে যাচ্ছে! তারপর?

অর্ধেন্দু॥ এখন গভরমেণ্ট অর্ডার দিয়েছে, তাকে গুলি করে মারবার জন্যে।

পরিতোষ॥ (মুখ সঙ্কুচিত করে) এ—হে—হে—ইট ইজ নট এ্যাট অল্ ইন্টারেস্টিং। একজন জ্যান্ত লোককে মারা কি উচিত বলুন?

অর্ধেন্দু॥ কি বলছেন! গভরমেণ্ট এ্যানাউন্স করেছে—তাকে গুলি করে মারলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে। এই চান্স কেউ ছাড়ে নাকি?

পরিতোষ॥ তাহলে তো খুব চিন্তার কথা!

অর্ধেন্দু॥ কিসের চিন্তা?

পরিতোষ॥ ডাকাতকে কোথায় পাবেন, তাই চিন্তা করছি।

অর্ধেন্দু॥ আমার কাছে ইনফরমেশন্ আছে, একটা হোটেলে সে রোজ মদ খেতে যায়। আমি ঠিক করেছি, আজ রাত্রেই তাকে ফিনিশ করব।

[পরিতোষ অর্ধেন্দুর রিভলভারের খাপে হাত দিয়ে বলে]

পরিতোষ ॥ এই রিভলবার দিয়ে মারবেন বুঝি ?

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ, এটাকে আজ কাজে লাগাব।

পরিতোষ ॥ রিভলভার কি সব সময় সঙ্গে রাখেন ?

অর্ধেন্দু ॥ না-না, এই বোঝা সব সময় টানতে ভাল লাগে না। এ্যাকশনের সময় রাখি। না হলে বাড়ীতেই দেয়ালের সঙ্গে ঝোলান থাকে।

পরিতোষ ॥ যাক, মোটামুটি সব কিছু আমার জানা হয়ে গেল। এবার ওঠা যাক।

অর্ধেন্দু ॥ সে কি! বিশ বছর আগে আমার স্ত্রীকে দেখেছেন। আমার মেয়ে ডলিকে তো দেখেন নি। ওদের সঙ্গে দেখা করে যান।

[রমেন এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে। তার হাতে মুখে কয়লার কালির দাগ। পরিতোষকে দেখেই চমকে যায়। পরমুহূর্তে তাড়াতাড়ি ভেতরে যেতে থাকে! পরিতোষ তাকে দেখে ডাকে]

পরিতোষ ॥ এই—এই (রমেন দাঁড়িয়ে যায়) এখানে আয়। (রমেন মুখ কাচুমাচু করে এগিয়ে আসে) তুই এখানে ?

অর্ধেন্দু ॥ আরে, রমেনতো আমাদের বাড়ীতে রেগুলার যাতায়াত করে।

পরিতোষ ॥ কবে থেকে ?

অর্ধেন্দু ॥ সেকি! ও কিছু বলেনি ?

[রমেন চায়ের কাপ রেখে দৌড়ে ভেতরে যায়]

আপনাকে দেখে লজ্জা পেয়ে গেছে। চা খান্। আমি ওদের ডেকে দিচ্ছি।

[অর্ধেন্দু ভেতরে যায়। একটু পরে উমা, ডলি ও অর্ধেন্দু প্রবেশ করে]

উমা ॥ এতদিন পর সময় হলো ? সরলা দিদিকে আনলেন না কেন ?

পরিতোষ ॥ সরলা বড় অবলা তাই আনলাম না।

উমা ॥ (হেসে) আপনি সেই আগের মতনই আছেন। ডলি, কাকাবাবুকে প্রণাম কর! [ডলি প্রণাম করে]

অর্ধেন্দু ॥ তোমরা কথা বল, আমি ইউ নফরমটা ছেড়ে আসছি।

[অর্ধেন্দু ভেতরে যায়]

ডলি ॥ কাকাবাবু, আপনিতো এসে পরিচয় দেননি? ছিঃ ছিঃ না জেনে— আপনি মনে কিছু করবেন না।

উমা ॥ পরিতোষ ঠাকুরপো, বসুন। জলখাবারের ব্যবস্থা করছি।

পরিতোষ ॥ হ্যাঁ—করুন।

উমা ॥ ডলি, ভেতরে আয়।

[উমা ও ডলি ভেতরে যায়। পরিতোষ সন্তর্পণে উঠে ভেতরের দরজার পর্দা একটু ফাঁক করে কিছু দেখে! বাড়ীর ভেতর থেকে কাউকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি স্বস্থানে আসে। উমা রমেনের হাত ধরে টানতে টানতে ঢোকে]

উমা ॥ এই দেখুন, আপনার ছেলের কাণ্ড। আপনার ভয়ে রান্না ঘরের কোণে গিয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেলেকে কাছে ডেকে ওর ভয়টা ভাঙ্গিয়ে দিন তো!

পরিতোষ ॥ আয় বাবা, কাছে আয়।

উমা ॥ যাও বাবা ডাকছেন। কিছু ভয় নেই।

[রমেন পরিতোষের কাছে যায়]

পরিতোষ ॥ তোর হাতে মুখে কিসের কালি লেগেছে বাবা?

রমেন ॥ কয়লা ভাঙ্গছিলাম।

পরিতোষ ॥ আহা! হাতে কালি, মুখে কালি, বাবা আমার কেষ্ট হলি!

উমা ॥ রমেন আমাদের নিজের বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেছে।

পরিতোষ ॥ তা—দেখেই বুঝতে পারছি।

উমা আমাদের বাড়ীতে এসে অনেক কাজ করে দেয়। ছেলেটি আপনার রত্ন।

পরিতোষ ॥ আপনার মেয়েটিও নিশ্চয়ই রত্না।

উমা ॥ হ্যাঁ, ওর কাছেই রমেন আসে।

পরিতোষ ॥ রত্না থাকলেই রত্ন আসবে।

উমা ॥ রমেন, বাবার কাছে একটু বস। বাকী কাজ যা আছে পরে কোরো।

[উমা ভেতরে যায়]

পরিতোষ ॥ তোর এই পরোপকারিতা দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়েছি।

রমেন ॥ সন্তুষ্ট হয়েছ?

পরিতোষ ॥ খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। আরো সন্তুষ্ট হবো যদি আরেকটা কাজ করতে পারিস।

রমেন ॥ কি কাজ?

পরিতোষ ॥ খুব গোপনীয়। পর্দাটা সরিয়ে ভাখতো কেউ আসছে কিনা।

[রমেন দেখে]

রমেন ॥ না। বলো।

পরিতোষ ॥ তুই আজ এই বাড়ীতে আরো কাজ কর।

রমেন ॥ কি কাজ?

পরিতোষ ॥ বাসনমাজা, কাপড়কাচা যা বলবে, তাই করবি। তারপর কাজের ফাঁকে, অর্ধেন্দুবাবু ইউনিফরম খুলে যেখানে রেখেছে, তুই চুপি চুপি সেখানে গিয়ে খাপ থেকে রিভলভারটা বার করে কোথাও আড়াল করে রেখে দিবি। তারপর খাপটা এ্যাজ-ইট-ইজ বন্ধ করে রেখে দিবি যাতে বুঝতে না পারে যে রিভলভার বার করে নেওয়া হয়েছে?

রমেন ॥ রিভলভার বার করব কেন?

পরিতোষ ॥ অর্ধেন্দুবাবুর একজনকে গুলি করে মারার কথা। তাকে মারলেই আমার চাকরী চলে যাবে।

রমেন ॥ তাকে মারলে তোমার চাকরী যাবে কেন ?

পরিতোষ ॥ এ্যাকরডিং টু কোম্পানীজ ল। কোম্পানীর আইনে তাই লেখা আছে।

রমেন ॥ তাহলে তো খুব মুস্কিল হয়ে যাবে।

পরিতোষ ॥ হবেই তো। বাপের হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে। তখন অনাহারে পরোপকারিতার এই টেণ্ডেনসি আর থাকবে না।

রমেন ॥ তাহলে তো আমার ঘড়ি কেনাও হবে না।

পরিতোষ ॥ একজ্যাক্টলি। ঘড়ি কেনা না হলে এ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখা যাবে না।

রমেন ॥ তাহলে সে চটে যাবে।

পরিতোষ ॥ একজ্যাক্টলি। সে চটে গেলেই কেটে যাবে। একটার সঙ্গে একটা কিরকম চেন্ করা, ব্যাপার বুঝতে পারছিস ?

রমেন ॥ পারছি।

পরিতোষ ॥ তাহলে যা বললাম, তাই করবি।

রমেন ॥ বেশ, করব। তুমিও কিন্তু মাকে বোলনা যে আমি এখানে এসে কয়লা ভেঙ্গেছি।

পরিতোষ ॥ নেভার। এ কনট্রাক্ট বিটউইন্ ফাদার এ্যাণ্ড সান্। লেট আস্ শেক্ আওয়ার হ্যাণ্ডস।

[উভয়ে করমর্দন করে। পর্দা নেমে আসে]

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[পরিতোষের বাড়ী। পুলক উদাস ভাবে চেয়ে বসে আছে। তার কাছে দাঁড়ান হরিহর]

হরিহর ॥ আমার হয়েছে জ্বালা। মা খালি বলছেন, আপনার সঙ্গে কথা বলতে। আমার তো সব কথা ফুরিয়ে গেছে। এক কথা আর আপনাকে কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলব বলুনতো? এবার আপনি বলুন, আমি শুনি।

পুলক ॥ আমার কথা বলার শক্তি নেই হরিহর।

হরিহর ॥ আহা—সব সময় খাবার কথা ভাবলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।

পুলক ॥ শরীর খারাপ হতে আর বাকী কি আছে! হাঁটতে গেলে পায়ে জড়িয়ে যায়। হার্ট ধুক ধুক করে। স্টমাক চিন্ চিন্ করে—

হরিহর ॥ তুদিন অপেক্ষা করুন। আপিস থেকে বাবুর অনেকগুলো টাকা পাবার কথা আছে। টাকা পেলেই তখন শুরু হবে সত্যিকারের জামাই খাওয়া।

পুলক ॥ তু'দিন এইভাবে থাকলে তোমার শান্তাদিদির মত আমিও শয্যাশায়ী হবে যাব।

হরিহর ॥ দয়া করে এখানে শয্যাশায়ী হবেন না। এই বাড়ীতে শয্যার বড় অভাব। আমিই এখন পর্য্যন্ত শয্যা জোটাতে পারিনি। ওসব কথা মোটে ভাববেন না।

পুলক ॥ ভাবছি কি আর সাধ করে? সকাল ন'টার সময় আধ কাপ চা দিয়ে বলে গেলেন বেড্ টি খাও। বারোটার সময় একটা পচা কলা দিয়ে বললেন, লাঞ্চ খেতে দেরী হবে ফ্রুটস্ খাও। খিদের জ্বালায় তাই খেলাম। ভাবলাম জামাইয়ের জন্য স্পেশাল্ কিছু রান্না হচ্ছে, তাই দেরী হবে, তারপর একটা

বাজল, দুটো বাজল আর কোন সাড়া নেই। রান্না ঘরের দিকে গিয়ে দেখি কোথাও কিছু নেই। উনুনটা এক পাশে লেটার বক্সের মত হাঁ করে আছে।

হরিহর ॥ বাবু বাজার নিয়ে ফিরলে আর দেরী হবে না।

পুলক ॥ বাবু আমাকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে ফিরবেন।

[সরলা প্রবেশ করে]

সরলা ॥ পুলক, তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে ?

পুলক ॥ (করুণ সুরে) হ্যাঁ—মা, খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দিন মা—

সরলা ॥ খুব খুশী হলাম বাবা। যখন যা দরকার এইভাবে চাইবে।

পুলক ॥ চাইলামতো—এবার খেতে দিন মা।

সরলা ॥ এই তো রান্না হয়ে এলো বাবা।

পুলক ॥ উনুনই ধরাননি, রান্না কি করে হবে, মা ?

সরলা ॥ উতলা হয়ো না বাবা। আঁচ দিলেই উনুন ধরে যাবে।

পুলক ॥ এতক্ষণ আঁচ দেননি কেন, মা ?

সরলা ॥ তোমার শ্বশুর মশাই রান্নার জিনিস নিয়ে এলেই আঁচ দিয়ে দেব।

পুলক ॥ তাহলে চিড়ে মুড়ি যা আছে তাই খেতে দিন মা।

সরলা ॥ ছিঃ শ্বশুরবাড়ী এসে অত খাই খাই করতে নেই বাবা। সময় হলেই পাবে। হরিহর, তুমি নজর রেখো, ও যেন হুট করে আবার রান্না ঘরে ঢুকে না পড়ে। আমি যাই—[সরলা চলে যায়]

পুলক ॥ মা—মা—মা চলে গেলেন। আমি এখন কি করব ?

হরিহর ॥ বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসে এই ঘরে চুপি চুপি খেয়ে নিন।

পুলক ॥ শ্বশুর বাড়ী এসে রোজই যদি গাঁটের পয়সা খরচ করে খাই, এরপর বাড়ী ফেরার গাড়ী ভাড়াই থাকবে না।

হরিহর ॥ বাবুর কাছে বিল দিয়ে সব টাকা আদায় করে নেবেন। যান নিয়ে আসুন।

পুলক ॥ যাব ?

হরিহর ॥ যান। [পুলক বাইরে যায় ; সরলা প্রবেশ করে]

সরলা ॥ পুলক কি বাইরে গেল নাকি ?

হরিহর ॥ হ্যাঁ।

সরলা ॥ ভাল করেছে। দিন রাত ঘরে বসে থাকলে এমনিতে খিদে পায়।

হরিহর ॥ এক কাজ করুন না মা, জামাইবাবুর কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে তাই দিয়েই ওনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

সরলা ॥ জামাইয়ের কাছ থেকে টাকা চাইতে আমার লজ্জা করবে না ?

হরিহর ॥ লজ্জা কিসের ; উনি তো ঘর-জামাই হয়ে গেছেন।

সরলা ॥ টাকা চাইতে পারব না।

হরিহর ॥ টাকাও চাইতে পারবেন না, জামাইকে খাওয়াতে পারবেন না—তাহলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন ?

সরলা ॥ মেয়ের বিয়ে দিয়েই তো সংসারের এই হাল হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার কোন দরকারই ছিল না। কিন্তু বিয়ের আগে মেয়ে এমন সব কাণ্ড আরম্ভ করেছিল যে তাড়াতাড়ি বিয়ে না দিলে মান সম্মানই রাখা দায় হতো। তোমার বাবুরও দোষ ছিল। কত বলেছি ছেলে-মেয়ে শাসন কর। তা নয়—স্বাধীন ভাবে মানুষ করবো! খুব স্বাধীন হয়েছে! মেয়ে এক ডজন ছেলে-বন্ধু যোগাড় করে বসল, আর ছেলে কলেজের মাইনে দিয়ে সিনেমা রেস্টুরেন্ট করে উড়িয়ে দিল।

হরিহর ॥ মা, চুপ করুন।

সরলা ॥ ওরা বাবা-মার কথা কোনদিন ভাবে না।

হরিহর ॥ ছেলে মেয়ের কথা বাদ দিন, কিন্তু জামাইবাবু কি আক্কেল বলুন তো ?

সরলা ॥ ওটা তো একটা রাক্ষস। তা না হলে রান্না ঘরের পাশে দিন রাত ঘুর ঘুর করে! মেয়েটা দিনের পর দিন বার্লির জল খেয়ে বিছানায় পড়ে আছে, তার জন্য দুঃখ নেই! নিজের খাবার জন্য ছুক ছুক করছে।

হরিহর ॥ আরজন্মে জামাইবাবু ঠিক ছুঁচো ছিলেন।

সরলা ॥ ভেতরে চলো, দেখি ওবাড়ীর দিদির কাছ থেকে খাবার কিছু ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। বাবুর ভরসায় আর কতক্ষণ থাকব?

[দুজনে ভেতরে যায়। বাইরে থেকে পুলক একটা খাবারের ঠোঙ্গা নিয়ে ঢোকে। ঠোঙ্গা টেবিলের ওপর রেখে ভেতরে যায়। পরমুহূর্তে রমেন বাইরে থেকে প্রবেশ করে। খাবারের ঠোঙ্গা লক্ষ্য করে সেটা হাতে তুলে নেয়। তারপর একটার পর একটা খাবার খেতে থাকে। পুলক এক গেলাস জল হাতে ভেতর থেকে প্রবেশ করে। রমেনকে খেতে দেখে করুণ ভাবে তার দিকে চেয়ে এগিয়ে যায়]

পুলক ॥ তুমি খাচ্ছ?

রমেন ॥ খাচ্ছি।

পুলক ॥ কেন খাচ্ছ ভাই?

রমেন ॥ সামনে পেয়েছি তাই।

পুলক ॥ ওটা আমার।

রমেন ॥ আপনার নাম লেখা আছে?

পুলক ॥ আমি কিনে এনেছি। আমার পয়সার জিনিস তুমি খেয়ো না ভাই।

রমেন ॥ আমাদের পয়সার জিনিস আপনি যে খাচ্ছেন?

পুলক ॥ আমি যে তোমাদের জামাই।

রমেন ॥ জামাই কখনও শ্বশুরবাড়ী বসে এতদিন খায় না।

পুলক ॥ আমি শরীর ভাল করতে এসেছি, তাই এতদিন রয়েছি ভাই।

রমেন ॥ শরীর ভাল করতে দার্জিলিং যান মুসৌরী যান। এখানে কেন?

পুলক ॥ ভেবেছিলাম শ্বশুরবাড়ী এসে ভাল ডায়েট খেয়ে শরীর ভাল করব। কিন্তু তোমরা যেভাবে আমার ডায়েট কণ্ট্রোল করে দিচ্ছ, তাতে তো আমার শরীর ভাল হবে না ভাই।

রমেন ॥ এখানে শরীর ভাল করতে হবে না। আপনি আজকেই কেটে পড়ুন।

পুলক ॥ জামাইষষ্ঠীর আগে কি করে যাই। বাবা যে আমাকে টেরিলিনের স্যুট দিতে রাজী হয়েছেন।

রমেন ॥ টেরিলিনের স্যুট! আমার এখন ভাল ভাল জামা প্যাণ্ট পরা দরকার, হাতে একটা ঘড়ি দরকার, তাই পাচ্ছি না—আর আপনি উড়ে এসে স্যুট নিতে চাইছেন!

পুলক ॥ ওটা তো আমার প্রাপ্য।

রমেন ॥ কোথায় লেখা আছে?

পুলক ॥ ওকথা কোথাও লেখা থাকে নাই ভাই! ভাইফোঁটাতে তুমিও আমাদের বাড়ী থেকে কত জিনিস পাও সেটাও কোথাও লেখা থাকে না।

রমেন ॥ বলতে লজ্জা করল না! একটা গেঞ্জি আর রুমাল পাঠিয়ে বলছেন কত জিনিস পাও! নেবার সময় কাঁড়ি কাঁড়ি নেবেন আর দেবার সময় হাত দিয়ে জল গলবে না।

পুলক ॥ আমি তো নতুন কিছু করিনা ভাই। তুমিও যখন জামাই হবে, শ্বশুরবাড়ী থেকে আমার মত নেবে।

রমেন ॥ আমি অত চশমখোর হব না। শুধু ভালবাসা এক্সচেঞ্জ করে বৌকে ঘরে আনব। আপনার মত নগদ চার হাজার টাকা নেব না!

পুলক ॥ আমি যে উপযুক্ত জামাই, কেন নেব না বল?

রমেন ॥ কিসের উপযুক্ত? লেখা পড়ায় তো আমার মত বিদ্বান। অফিসে বসে মাছি মারেন। ভাড়া করা বাড়ীতে থাকেন। কোন দিক দিয়ে আপনি উপযুক্ত? নেহাৎ দিদিটা বিয়ের আগে একটা ফ্যাচাং বাধিয়ে বসেছিল—

পুলক ॥ দিদিকে কেন দোষ দিচ্ছ? বিয়ের আগে সবাই একটু আধটু ফ্যাচাং বাধায়, ওতে দোষের কিছু নেই। তুমিওতো তোমার দিদির মত একটা ফ্যাচাং বাধিয়ে বসে আছ ভাই—

রমেন ॥ আপনি কি করে জানলেন ?

পুলক ॥ তুমি মায়ের ট্রাংক থেকে একটা ধনেখালি শাড়ী বার করে নিলে সেটা তো আমি দেখেছি ভাই। আর কার জন্য নিলে সেটা বুঝতে পেরেছি ভাই।

রমেন ॥ (থতমত খেয়ে) আপনি কি করে দেখলেন ? ঘরে তো কেউ ছিল না !

পুলক ॥ আমি তখন খিদের জ্বালায় খাটের নীচে মুড়ির টিন হাতড়াচ্ছিলাম।

রমেন ॥ আপনিতো শালা জ্বালিয়ে দিলেন দেখছি। ট্রাংক থেকে শাড়ী নেবার কথা মাকে কিছু বলেছেন নাকি ?

পুলক ॥ এখনও বলিনি। তবে আমাকে আঘাত করলে, আমি মাকে বলে দিয়ে তোমায় প্রতিঘাত করব।

রমেন ॥ (নরম স্বরে) যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, মনে কিছু করবেন না।

পুলক ॥ কেন করব না ভাই ? তুমি আমার মুখের খাবার খেয়ে নিলে। আমি এখন কি খাব ?

রমেন ॥ টাকা দিন, আবার এনে দিচ্ছি।

পুলক ॥ আবার আমাকে টাকা দিতে হবে।

রমেন ॥ আপনি এত কঞ্জুস কেন ? শ্বশুর বাড়ী এসে না হয় দু চার টাকা খরচ করলেন। টাকা ছাড়ুন টাকা—ছাড়ুন—

পুলক ॥ (বিষণ্ন ভাবে) এই নাও। (টাকা দেয়)

রমেন ॥ মাকে যেন ওসব কথা বলবেন না !

পুলক ॥ তুমিও তাহলে জামাইষষ্ঠীর আগে আমাকে এখান থেকে তাড়াবেনা !

রমেন ॥ সেই শালা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে থাকবার মতলব ! (মুখ বিকৃত করে) থা—কু—ন— !

—দৃশ্যান্তর—

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[হোটেলের সেই দৃশ্য। অনেককে দেখা যায় খাবার ইত্যাদি নিয়ে টেবিলে টেবিলে বসে আছে। রেকর্ড প্লেয়ারে যন্ত্র সংগীত বাজছে। একটু পরে পরিতোষ প্রবেশ করে। তাকে দেখে পূর্বের সেই অন্যব্যক্তি (লেখক) এগিয়ে আসে]

অন্যব্যক্তি ॥ এই যে দাদা, কোথায় ছিলেন এতদিন? আপনাকে আমি রোজ এখানে খোঁজ করি।

পরিতোষ ॥ আপনার উপন্যাস হিট্ করেছে বোধ হয়?

অন্যব্যক্তি ॥ না দাদা, হলো না। উপন্যাস কমপ্লিট করবার পর প্রকাশক বললেন, সমস্ত অবৈধ ভালবাসা এখন সমাজে বৈধ হয়ে গেছে। ও উপন্যাস আর চলবে না। আমি এখন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে শুরু করেছি।

পরিতোষ ॥ অবৈধ ভালবাসার উপন্যাস থেকে একেবারে মহাপুরুষের জীবনী।

অন্যব্যক্তি ॥ কি করব! প্রকাশক বলেছেন—মহাপুরুষেরা কোনদিন যা বলেননি বা করেন নি, তাই নিয়ে যদি র‍্যান্ডাম্ গুল মেরে লিখতে পারেন, বই হিট্ করবে। আমি তাই মহাপুরুষের রোমান্স নিয়ে লিখছি। নাম দিয়েছি মহাপুরুষ ও সেবিকা। নামটা কেমন হয়েছে?

পরিতোষ ॥ নামতো ভালই দিয়েছেন। তবে মহাপুরুষের নামে কেচ্ছা—আপনাকে পুলিশ না ধরে নিয়ে যায়।

অন্যব্যক্তি ॥ পুলিশের ধরবার জন্যেই তো আমাকে চেষ্টা করতে হবে। প্রকাশক বলেছেন, বই হিট্ করাতে হলে এমন জিনিস লিখবেন যাতে লেখক ও প্রকাশক উভয়েই জেলে যায়। প্রকাশকের কথামত তাই আমার বইয়ের মহাপুরুষকে দেখাব, তিনি সারাজীবন যত পারলেন ভোগ করলেন তারপর যখন তাঁর সামর্থ আর থাকল না, তিনি একটি আশ্রম খুলে মানবজাতিকে ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন।

পরিতোষ ॥ এই বই লিখলে আশ্রমের স্বামীজীরাই আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে দেবেন।

অন্তব্যক্তি ॥ তাহলে কি বলছেন, লিখব না?

পরিতোষ ॥ লিখবেন না কেন? লাইফ ইনসিওর করিয়ে লিখুন তাহলে আপনার বিধবা স্ত্রী কিছু টাকা পেয়ে যাবেন। ফরম বার করি?

অন্তব্যক্তি ॥ তাহলে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করে আসি?

পরিতোষ ॥ স্ত্রীকে আবার কি জিজ্ঞেস করবেন?

অন্তব্যক্তি ॥ তিনি বিধবা হতে রাজী কিনা।

[অন্ত ব্যক্তি চলে যায়। ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দু সিভিল ড্রেসে প্রবেশ করে। পরিতোষ তাকে দেখে টেবিলের নীচে লুকোতে চেষ্টা করে। অর্ধেন্দু চোখ ফেরাতেই পরিতোষকে দেখে ফেলে]

অর্ধেন্দু ॥ আপনি এখানে?

পরিতোষ ॥ (স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করে) হায়ার অফিসারদের স্থান-কাল নেই। যখন যেখানে খুশী যেতে পারে।

অর্ধেন্দু ॥ তাহলেও উদ্দেশ্য তো একটা আছে!

পরিতোষ ॥ উদ্দেশ্য—কাজের ফাঁকে এখানে এসে একটু বিশ্রাম নেওয়া।

অর্ধেন্দু ॥ কি অদ্ভুত দেখুন, আপনি যেখানে বিশ্রাম নিতে এসেছেন, আমি সেখানে পরিশ্রম করতে এসেছি।

পরিতোষ ॥ খুবই অদ্ভুত। দুনিয়াটাই বিশ্রাম আর পরিশ্রমে টাগ অফ ওয়ার চলেছে। আমি এ নিয়ে কখনও ভাবি না। আর ভাবিনা বলেই আমি ধাপে ধাপে জীবনের শহীদমিনারে উঠে যাচ্ছি।

অর্ধেন্দু ॥ আপনার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

পরিতোষ ॥ আমি নিজেই বুঝতে পারি না, আপনি কি করে বুঝবেন! যাক সেই কথা! এ হোটেলের কথাই বুঝি বলেছিলেন?

অর্ধেন্দু ॥ হ্যাঁ, এখানেই সেই স্কাউনড্রেলটাকে গুলি করব।

পরিতোষ ॥ সিভিল ড্রেসে কেন ?

অর্ধেন্দু ॥ ইউনিফরমে এলে চিনে ফেলবে। তবে পকেটে রিভলভারটি ঠিক এনেছি।

পরিতোষ ॥ (চমকে এঁ্যা ! রিভলভার এনেছেন ?)

অর্ধেন্দু ॥ না আনলে মারব কি দিয়ে ? (বার করে) এই দেখুন।

পরিতোষ ॥ খাপ থেকে আনলেন বুঝি ?

অর্ধেন্দু ॥ আরে সে এক কাণ্ড হয়েছে !

পরিতোষ ॥ (ব্যস্তভাবে) কি কাণ্ড—কি কাণ্ড ?

অর্ধেন্দু ॥ জামা প্যাণ্ট পরে রিভলভারটা খাপ থেকে বার করতে গিয়ে দেখি রিভলভার নেই।

পরিতোষ ॥ তারপর—তারপর ?

অর্ধেন্দু ॥ মাথা বোঁ করে ঘুরে গেল।

পরিতোষ ॥ ঘুরবেইতো—তারপর ?

অর্ধেন্দু ॥ তারপর খোঁজ খোঁজ—শেষকালে দেখি টেবিলের ওপর একটা পাতলা প্লাসটিক কাগজ দিয়ে ঢাকা। স্বচ্ছ কাগজের মধ্য দিয়ে রিভলভারটা পরিষ্কার দেখতে পেলাম।

পরিতোষ ॥ ইশ্—রাস্কেলটা একটা মোটা কাগজ দিয়ে ঢাকতে পারল না !

অর্ধেন্দু ॥ কার কথা বলছেন ?

পরিতোষ ॥ রিভলভারের কথা বলছি। মোটা কাগজ দিয়ে ঢাকা থাকলেই ল্যাঠা চুকে যেত।

অর্ধেন্দু ॥ তাহলে নজরেই আসত না। ফলে আজকের অপারেশনই মাটি হয়ে যেত। ভগবানকে ধন্যবাদ—পেয়ে গেছি।

পরিতোষ ॥ ভগবান ব্যাটাই ভণ্ডুল মাষ্টার। রিভলভার নিয়ে চোর চোর খেলার কোন মানে হয়।

অর্ধেন্দু ॥ আমারই ভুলো মন। রিভালভার কখন টেবিলের ওপর রেখেছিলাম মনে করতে পারিনি।

পরিতোষ ॥ রিভলবারের গুলি আবার ভুল করে রেখে আসেননি তো ?

অর্ধেন্দু ॥ গুলি ভুল করে রেখে এলেও ক্ষতি নেই। কারণ ছটা গুলি সব সময় রিভালবারে লোড্ করা থাকে।

পরিতোষ ॥ রিভালভারটা আমার হাতে দিন তো, আমি দেখি গুলিগুলো বার করে নিতে পারি কিনা !

অর্ধেন্দু ॥ না মশাই, দরকার নেই। শেষকালে গুলি বার করতে গিয়ে ফায়ার করে বসবেন। এটা এখন পকেটে থাক। [রিভলভার পকেটে রেখে দেয়]

পরিতোষ ॥ (বিষণ্ণভাবে) তবে থাক।

অর্ধেন্দু ॥ সময় কাটাই কি করে বলুনতো ? কখন ডাকাত আসবে বুঝতে পারছি না ?

পরিতোষ ॥ ড্রিংক করবেন ?

অর্ধেন্দু ॥ আমি ডিউটির সময় ড্রিংক করি না।

পরিতোষ ॥ আমিতো ড্রিংক করে ডিউটি করি। তাতে কাজে উৎসাহ পাওয়া যায়। আসুন খাই—

অর্ধেন্দু ॥ যদি ঝিমুনি এসে যায় !

পরিতোষ ॥ অল্পপয়সার জিনিস খেলে ঝিমুনি আসে। ভাল জিনিসে এনার্জী বাড়ায়।

অর্ধেন্দু ॥ আমি তো বেশি টাকা সঙ্গে আনিনি।

পরিতোষ ॥ টাকার জন্য কি আছে, আমার এ্যাকাউন্টে খাবেন।

অর্ধেন্দু ॥ আপনার এখানে এ্যাকাউন্ট আছে ?

পরিতোষ ॥ পাঁচশ টাকার বিল মানথ্‌লি পেমেন্ট করি।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি মাসে এত টাকার ড্রিংক করেন ?

পরিতোষ ॥ (গর্বিত হেসে) কোম্পনী যখন আমাকে পাঁচশ টাকা ড্রিংকিং এ্যালাউন্স দেয়, টাকাটা ঐ পারপাসেই ব্যয় করি।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি ভাগ্যবান।

পরিতোষ ॥ আমারও তাই মনে হয়। আপনি বসুন, আমি বলে আসছি।

[পরিতোষ কাউণ্টারে গিয়ে কিছু বলে ফিরে আসে। একটু পরে বেয়ারা দু'গ্লাস পানীয় দিয়ে যায়]

নিন, আরম্ভ করুন।

[অর্ধেন্দু খেতে থাকে। পরিতোষ খাবার ভান করে]

অর্ধেন্দু ॥ অনেকদিন পর খাচ্ছি, বুঝলেন পরিতোষবাবু?

পরিতোষ ॥ খুব ভাল জিনিস। এসব জিনিস ফরেন থেকে স্মাগলিং হয়ে আসে।

অর্ধেন্দু ॥ আপনার সঙ্গে হোটেলে এইভাবে দেখা হয়ে যাবে কখনও ভাবতে পারিনি। যদিবা দেখা হলো, ড্রিংক করবার ব্যবস্থাটা কত ইজি হয়ে গেল।

পরিতোষ ॥ একেই বলে যোগাযোগ।

অর্ধেন্দু ॥ যা বলেছেন।

পরিতোষ ॥ কুচবিহারের কথা আপনার মনে আছে?

অর্ধেন্দু ॥ মনে থাকবে না! আপনার বাড়ীতে চুরি হলো। আপনি থানায় ডায়রী করে গেলেন। ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে আলাপ পরিচয় হয়ে গেল। দুঃখ হয় বুঝলেন—খুব দুঃখ হয়।

পরিতোষ ॥ কেন, আপনার দুঃখ কিসের?

অর্ধেন্দু ॥ আপনার সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা ছিল, ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

পরিতোষ ॥ দুঃখ করবেন না। আমাদের ভাঙ্গা হৃদ্যতা, আবার গাম দিয়ে জুড়ে নেব।

[অর্ধেন্দুর গ্লাস শূন্য হবার আগেই পরিতোষ তার নজর এড়িয়ে নিজের গ্লাসের পানীয় তার গ্লাসে ঢেলে দেয়। অর্ধেন্দু খেয়াল না করে খেতে থাকে]

অর্ধেন্দু ॥ পারবেন না। হৃদ্যতা একবার ভেঙ্গে গেলে আর তা জোড়া লাগেনা। আর সে এনারজী কোথায় ? সংসারের বোঝা টানতে টানতে একেবারে গরু বনে গেছি। জীবনে কত টাকা রোজকার করেছি জানেন ?

পরিতোষ ॥ না।

অর্ধেন্দু ॥ সে-এক ইতিহাস।

পরিতোষ ॥ ভাল করে খেয়ে নিন, তারপর আপনার ইতিহাস বলুন।

[অর্ধেন্দু খায়]

অর্ধেন্দু ॥ রোজ দু'পকেট বোঝাই ঘুষের টাকা এনেছি। ডিষ্ট্রিক্টে আমার মত টপ্ ঘুষখোর কেউ ছিল না। এস. পি বলতেন, ভেরী ট্যালেনটেড অফিসার। অল্প দিনের মধ্যেই পুলিসের সব গুণ গুলোই রপ্ত করে ফেলেছে। পুলিশের চাকরীতে লেগে থাকতে পারলে অনেক উন্নতি করতে পারবে। সবই করলাম কিন্তু কিছুই হলো না।

পরিতোষ ॥ টাকাগুলো কি করলেন ?

অর্ধেন্দু ॥ অনেক পুলিস অফিসার যা করে, আমিও তাই করলাম। বৌয়ের গয়না করলাম, বেনামিতে বাড়ী করলাম।

পরিতোষ ॥ তবে তো গুছিয়ে নিয়েছেন।

অর্ধেন্দু ॥ না, ভিজিলেন্স কামশন পেছনে লাগল। মামলায় জড়িয়ে গেলাম। সে যাত্রা অনেক কষ্টে বেঁচে গেলাম বটে কিন্তু টাকা গেল, বাড়ী গেল, সোনা দানা যা ছিল—সবস্ব গেল।

পরিতোষ ॥ আবার নতুন করে শুরু করুন। (গ্লাসের দিকে তাকিয়ে) খান।

অর্ধেন্দু ॥ আর আমার হবে না।

পরিতোষ ॥ আপনার বাবার হবে। বাকীটুকু শেষ করে ফেলুন তো !

অর্ধেন্দু ॥ আমার বাবার—হাঃ হাঃ, জানেন পরিতোষবাবু, আপনার সেন্স অফ হিউমার এত উগ্র যে আপনাকে আমার সারকাসের ক্লাউন মনে হয়।

পরিতোষ ॥ আপনাকেও ইউনিফরম ছাড়া জেমিনীর সিপাজী মনে হয়।

অর্ধেন্দু ॥ (খিলখিল হেসে) আপনাকে গণ্ডার মনে হয়।

পরিতোষ ॥ আপনাকে ভোঁদর মনে হয়।

[অর্ধেন্দুর জোর নেশা ধরে যায়]

অর্ধেন্দু ॥ (একই ভাবে) এবার আমি বলব। আপনাকে ভাল্লুক মনে হয়।

পরিতোষ ॥ তোকে উল্লুক মনে হয়।

[হঠাৎ ডাকাত প্রবেশ করে। সে কাউণ্টারে গিয়ে একটা মদের বোতল্ টেনে নেয়। কাউণ্টারের লোকটি নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্ধেন্দু ডাকাতকে লক্ষ্য করে। আরো ভালো করে দেখবার জন্যে নিজের চোখের পাতা দুটো আঙুল দিয়ে দু'দিকে টেনে দেখে]

অর্ধেন্দু ॥ চিনতে পেরেছি।

পরিতোষ ॥ কাকে ?

অর্ধেন্দু ॥ ডাকাতকে !

পরিতোষ ॥ কোথায় ডাকাত ?

অর্ধেন্দু ॥ ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে।

[অর্ধেন্দু টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ায় রিভলভার বার করবার জন্য প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু হাতটা পকেটে না ঢুকে পকেটের আশেপাশে ঘুরতে থাকে।]

পরিতোষবাবু, আমার হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দিন না। রিভলভার বার করব।

পরিতোষ ॥ দাঁড়ান, দিচ্ছি।

[পরিতোষ নিজের বুক পকেট থেকে একটা বড় কালো কলম বার করে আগে নিজের প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর অর্ধেন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে তার হাতটি ধরে সেই পকেটে ঢুকিয়ে দেয়]

নিন, বার করুন।

[অর্ধেন্দু পরিতোষের পকেট থেকে সেই কলমটি বার করে নেয়]

অর্ধেন্দু ॥ এত হালকা লাগছে কেন? এটা রিভলভারতো?

পরিতোষ ॥ হ্যাঁ—রিভলভার। আপনি ট্রিগার টিপুন।

[অর্ধেন্দু কলম উঁচু করে ধরে—আঙ্গুলটাকে ট্রিগার টেপার মত করে। পরিতোষ মুখ দিয়ে গুলির আওয়াজ করে ঠাঁই। ডাকাত ঘুরে তাকায়। পরিতোষ তাকে ইশারায় মাটিতে বসতে বলে। ডাকাত কিছু না বুঝে বসে পড়ে]

অর্ধেন্দু ॥ গুলি লেগেছে?

পরিতোষ ॥ লেগেছে।

অর্ধেন্দু ॥ লোকটাকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

পরিতোষ ॥ নীচে পড়ে কাতরাচ্ছে।

অর্ধেন্দু ॥ তবে তো এখনও প্রাণ আছে। আরেকটা গুলি করতে হবে।

পরিতোষ ॥ করুন!

[অর্ধেন্দু আবার কলম উঁচু করে। পরিতোষ আবার মুখ দিয়ে আওয়াজ করে]

অর্ধেন্দু ॥ আবার করব?

পরিতোষ ॥ করুন!

[উভয়ে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি করে]

অর্ধেন্দু ॥ মরেছে?

পরিতোষ ॥ হ্যাঁ মরেছে।

অর্ধেন্দু ॥ তাহলে তো এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হয়।

পরিতোষ ॥ যান ডেকে নিয়ে আসুন।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি ডেড বডিটা পাহারা দেবেন।

পরিতোষ ॥ হাঁ—দেব, আপনি যান।

[অর্ধেন্দু টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। পরিতোষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। ডাকাত তার কাছে আসে]

ডাকাত ॥ লোকটা কে আছে?

পরিতোষ ॥ আমার বন্ধু।

ডাকাত ॥ কোথায় গেল?

পরিতোষ ॥ এ্যাম্বুলেন্স ডাকতে।

ডাকাত ॥ এ্যাম্বুলেন্সে কে যাবে?

পরিতোষ ॥ এখন নিজেই যাবে!

ডাকাত ॥ আমাকে ইশারায় বসতে বলেছিলে কেন?

পরিতোষ ॥ আপনাকে এ্যাম্বুলেন্সে ওঠাতে চেয়েছিল। আপনি আর বেশিক্ষণ থাকবেন না! আবার হয়তো ঘুরে এসে আপনাকে এ্যাম্বুলেন্সে উঠতে বলতে পারে।

ডাকাত ॥ আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। পরে আবার মিলব।

[ডাকাত চলে যায়। বেয়ারা পরিতোষের পাশে এসে দাঁড়ায়]

বেয়ারা ॥ সার, বিল পেমেণ্ট করুন।

পরিতোষ ॥ কত?

বেয়ারা ॥ ত্রিশ টাকা।

পরিতোষ ॥ কাল দিয়ে দেব।

বেয়ারা ॥ ওসব ফোর টোয়েন্টি চলবে না। আগের দিন চিকেন রোষ্ট খেয়ে দাম না দিয়ে চলে গেছেন।

পরিতোষ ॥ কাল দু'দিনের দাম একসঙ্গে দিয়ে যাব।

বেয়ারা ॥ ফালতু কথা শুনব না। টাকা দিতে না পারেন, গায়ের জামা খুলে দিন।

পরিতোষ ॥ অফিসারের জামা খুলতে নেই।

বেয়ারা ॥ বড় অফিসার এসেছেন! আপনি যখন খুলবেন না, আমি হাত লাগিয়ে খুলে নিচ্ছি।

পরিতোষ ॥ খুল না—খুল না—

[বেয়ারা জোরে করে জামা খুলতেই ভেতর থেকে অসংখ্য ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ে। পরিতোষ অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে]

—[দৃশ্যান্তর]—

॥ তৃতীয় দৃশ্য

[ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সেই অফিস ঘর। ম্যানেজার চৌধুরীর কথা শুনলে বোঝা যায় মস্তিষ্কের সামান্য বিকৃতি ঘটেছে। সে একদিক থেকে আরেক দিকে জোরে পায়চারী করছে। সামনে সুধাময়, বিপিন ও অনিল]

চৌধুরী ॥ আপনারা সবাই আমাকে বোকা ভেবেছেন? মনে করেছেন আপনারা যা বোঝাবেন, আমি তাই বুঝব? আপনাদের জন্য আমার চাকরী যদি যায়, তাহলে আমিও আপনাদের ছাড়ব না। গুণ্ডা লাগিয়ে আপনাদের মার্ডার করাব। ভেবেছেন, মার্ডার করিয়ে আমি ধরা পড়ে যাব! পারবে না, কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। কারণ আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজার। মার্ডার করিয়ে কোনরকম ক্লু আমি রাখব না।

অনিল ॥ আপনি ওরকম করছেন কেন স্যার? আমার ভয় করছে—

চৌধুরী ॥ এখন কেন ভয় করছে? আগে মনে ছিল না?

সুধাময় ॥ আমাদের অপরাধ কি তাই তো বুঝলাম না।

চৌধুরী ॥ তা বুঝবেন কেন? বুঝলে যে কোম্পানীর উপকার হয়। আপনাদের স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল কিসের জন্য? ফিল্ডে গিয়ে ভালভাবে কাজ করবার জন্য। কাজতো ঘোড়ার ডিম করছেন। ফিল্ডে গরুর মত ঘাস চিবিয়েছেন।

বিপিন ॥ আমরা তো ভালভাবেই কাজ করছি।

চৌধুরী ॥ এর নাম ভাল কাজ? পলিসি হোল্ডারদের মেডিকেল একজামিনেশন ভাল ভাবে না করিয়েই বলছেন, ভাল কাজ করেছি!

সুধাময় ॥ ভাল ভাবেই করিয়েছি স্যার!

চৌধুরী ॥ আই ডোণ্ট বিলিভ সো! আমি বিশ্বাস করিনা। ভাল করে মেডিকেল একজামিনেশন করালে একটা করে প্রিমিয়াম দিয়ে পলিসি হোল্ডাররা মারা যায় কি করে?

বিপিন ॥ শহরে কলেরা লেগেছে!

চৌধুরী ॥ কলেরা হয় কেন? উঁ? (চেঁচিয়ে) কেন হয় কলেরা, জবাব দিন।

অনিল ॥ কলেরা হয় দূষিত জল খেলে, খোলা খাবার খেলে—

চৌধুরী ॥ এই কথাগুলো আমাকে না বলে পলিসি হোল্ডারদের গিয়ে বলতে পারেন না!

বিপিন ॥ এসব বলা তো কর্পোরেশনের কাজ।

চৌধুরী ॥ কার কাজ আমি জানতে চাই না। আমি অর্ডার দিচ্ছি—কাল থেকে পলিসি হোল্ডারদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে টীকা নিতে বলবেন। খাবার জল ফুটিয়ে খেতে বলবেন, ঢাকা দেওয়া খাবার খেতে বলবেন। চিংড়ি মাছ খেতে নিষেধ করবেন।

সুধাময় ॥ আমরা চিংড়ী মাছ খেতে নিষেধ করলে পলিসি হোল্ডার শুনবে কেন স্যার?

চৌধুরী ॥ না শুনলে পুলিশের সাহায্যে পি. ডি. এ্যাক্টে বাজারের সমস্ত চিংড়ী মাছ আটকে রাখবেন। দেখি কি করে লোক মারা যায়!

অনিল ॥ কলেরা ছাড়াও তো অন্য রোগে মারা যেতে পারে। কেউ যদি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়?

চৌধুরী ॥ হৃদয় রোগে আক্রান্ত হলে নিজের হৃদয় দিয়ে তার হৃদয়ের পরিবর্তন করাবেন।

সুধাময় ॥ আমাদের হৃদয় দিলে তো আমরা মরে যাব।

চৌধুরী ॥ আপনারা মরুন ক্ষতি নেই। কিন্তু পলিসি হোল্ডারদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ইন্সপেক্টর হওয়া মানে—রোড ইন্সপেক্‌শন নয়, যে কাজ করলাম না-করলাম কাগজ কলমে ইন্সপেক্‌শন্ দেখিয়ে দিলাম। আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজার। প্রতিটি কাজ আমি অঙ্ক কষে মিলিয়ে নেব।

[বিপিন নিজের মাথার আছে আঙ্গুল ঘুরিয়ে সবাইকে বোঝায়—মাথার গোলমাল হয়েছে। সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। চৌধুরী সেটা লক্ষ্য করে]

মাথার কাছে আঙ্গুল ঘুরিয়ে কি দেখালেন ?

বিপিন ॥ মাথাটা চুলকোচ্ছিলাম।

চৌধুরী ॥ আমাকে পাগল ভেবেছেন ?

সুধাময় ॥ না—স্যার, আপনাকে পাগল ভাবব কেন ?

বিপিন ॥ এবার আমরা তাহলে যাই ?

চৌধুরী ॥ যাবার সময় হলে আমিই আপনাদের ঘাড় ধরে বার করে দেব। তার আগে কেউ এখান থেকে ওঠবার চেষ্টা করলেই ঠ্যাং কামড়ে ধরব।

[সবাই দৃষ্টি বিনিময় করে চৌধুরীর মাথা খারাপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়। চৌধুরী তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে পায়চারী করতে থাকে। পরিতোষ প্রবেশ করে]

পরিতোষ ॥ গুড নিউজ আছে স্যার—গুড নিউজ—

চৌধুরী ॥ আপনি এখানে কেন ? আপনাকে বলেছি না ডাকাতকে গার্ড দিতে !

পরিতোষ ॥ গার্ড দিয়েছিলাম। ডাকাতকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।

চৌধুরী ॥ বাঁচিয়ে দিয়েছেন ? হাউ !

পরিতোষ ॥ কনফিডেনশিয়াল ম্যাটার।

চৌধুরী ॥ ও! (সবাইকে) আপনারা বসে আছেন, কেন?

সুধাময় ॥ আপনি আমাদের যেতে বারণ করেছেন।

চৌধুরী ॥ (চেঁচিয়ে) গেট আউট্—গেট আউট্!

[চৌধুরী তেড়ে যায়। সবাই পড়ি মরি করে পালায়]

অল্ ক্লিয়ার! এবার বলুন।

পরিতোষ ॥ যে পুলিশ অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল ডাকাতকে মারবার জন্য—

চৌধুরী ॥ ইয়েস—

পরিতোষ ॥ তাকে হোটেলে বসে হেভি ড্রিঙ্ক করিয়ে দিয়েছিলাম।

চৌধুরী ॥ ইয়েস্—

পরিতোষ ॥ ড্রিঙ্ক করবার পর, তার এমন নেশা ধরেছিল যে ডাকাতকে সামনে পেয়েও পকেট থেকে রিভলভার বার করে গুলি করতেই পারল না।

চৌধুরী ॥ গুড্—ভেরী গুড্। আনন্দে আমার কি করতে ইচ্ছে করছে জানেন পরিতোষবাবু?

পরিতোষ ॥ কি করতে ইচ্ছে করছে?

চৌধুরী ॥ আপনাকে মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে।

পরিতোষ ॥ এই হেভী বডি কি তুলতে পারবেন!

চৌধুরী ॥ দ্যাটস্ এ পয়েন্ট। এ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু পরিতোষবাবু, এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তো আমাকে করতেই হবে। আসুন আমরা দুজনে মিলে শ্যামা নৃত্য নাট্য করি।

পরিতোষ ॥ আরে ছিঃ ছিঃ, কি বলছেন স্যার!

চৌধুরী ॥ ছিঃ ছিঃ কেন? আপনি ভাবছেন আপনার সঙ্গে ডান্স করলে আমার সম্মান নষ্ট হবে! আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজার, উদার মন আমার। উৎসবে আনন্দে আমার কাছে ছোট বড় সবাই সমান (সুর করে) "ভুলি ভেদাভেদ জ্ঞান হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান হবে জয়—"

পরিতোষ ॥ আপনি কি সুস্থ আছেন ? কিরকম যেন এ্যাবনরম্যাল কথা বলছেন ?

চৌধুরী ॥ হতে পারে। ঐ ডাকাতই আমাকে এ্যাবনরম্যাল করে দিয়েছে। দিন রাত তার কথা ভাবি। ভাবতে ভাবতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। মনে হয় এই বুঝি সংবাদ এলো ডাকাত মরেছে। (কান্না ভাঙ্গা গলায়) জানেন পরিতোষবাবু, কাল রাত্রে আমি ঘুমের ঘোরে আমার স্ত্রীর গলা টিপে ধরে নাকি বলেছি—খবরদার, ডাকাতের গায়ে হাত দিলে খুন করে ফেলব।

পরিতোষ ॥ ডাক্তার দেখান। এতো পাগলের লক্ষণ।

চৌধুরী ॥ আর ভয় নেই। ডাকাতকে আপনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে গেছি। আচ্ছা পরিতোষবাবু, একটা কথা—

পরিতোষ ॥ বলুন ?

চৌধুরী ॥ ডাকাতকে আপনি একবার বাঁচিয়েছেন ! কিন্তু আবার যখন পুলিশ ডাকাতকে মারতে যাবে, তখন কি করে তাকে বাঁচাবেন ?

পরিতোষ ॥ সে এ্যারেঞ্জমেন্টও করেছি। আমার ছেলের সেই পুলিশ অফিসারের বাড়ীতে যাতায়াত আছে। তাকেও এনগেজ করে দিয়েছি। সে পুলিশ অফিসারের বাড়ী গিয়ে এক ফাঁকে রিভলবার থেকে ছ'টা গুলি বার করে সরিয়ে রাখবে। অফিসারের হ্যাবিট হচ্ছে—রিভলবারে ছ'টা গুলি সব সময় লোড করে রাখে। এ্যাকশনের সময় একস্ট্রা গুলি কখনও সঙ্গে নেয় না। ডাকাতকে মারতে যাবার সময় তার ধারণা থাকবে রিভলভারে গুলি লোড করা আছে। ব্যস্, তারপর ডাকাতকে মারবার জন্য যেই ট্রিগার টিপবে গুলি আর বেরুবে না।

চৌধুরী ॥ (খিল খিল করে হেসে) চমৎকার ! আপনার বুদ্ধির তুলনা নেই। আচ্ছা পরিতোষবাবু, আপনি কি খান ?

পরিতোষ ॥ সবাই যা খায়, আমিও তাই খাই।

চৌধুরী ॥ হতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই স্পেশাল কিছু খান যার জন্য আপনার বুদ্ধি এত প্রখর। বলুন কি খান?

পরিতোষ ॥ মাছের মুড়ো খাই।

চৌধুরী ॥ ঠিক ধরেছি। আপনি আরো বেশি করে মাছের মুড়ো খান। মাছের মুড়ো খেয়ে আপনি প্রচুর পরিমাণ বুদ্ধি আপনার মাথায় মজুত করুন। তারপর পুলিশ ডাকাতকে মারতে এলেই আপনার মাথার লকগেট খুলে হুর হুর করে বুদ্ধি ছেড়ে দেবেন। (খিল খিল করে হেসে) শালা পুলিশ আপনার বুদ্ধির তোড়ে ভেসে একেবারে বে-অফ বেঙ্গলে চলে যাবে।

পরিতোষ ॥ তাহলে দশটা টাকা দিন, আজ ডাকাতকে বাঁচতে যাবার আগে একটা বড় মাছের মাথা খেয়ে যাব।

চৌধুরী ॥ একটা নয় পরিতোষবাবু, দুটো মাছের মাথা খাবেন। এই নিন বিশ টাকা দিলাম। কিন্তু মনে রাখবেন, ডাকাত যেন না মরে—

পরিতোষ ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। যা ব্যবস্থা করেছি, ফায়ার করলেই ফক্কা—!

চৌধুরী ॥ ফায়ার করলেই ফক্কা? হাঃ হাঃ হাঃ—

[চৌধুরী হেসে লুটিয়ে পড়ে। পরিতোষও তার হাসিতে যোগ দেয়]

—দৃশ্যান্তর—

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[হোটেলের সেই দৃশ্য। অনেক লোকের মধ্যে দেখা যায় রমেন ও ডলি টেবিল বসে খাচ্ছে। টেবিলে অনেকগুলো খালি প্লেট দেখতে পাওয়া যায়]

ডলি ॥ আমি কিন্তু আরো খাবো। এইটুকু খেয়ে আমার কিচ্ছু হয়নি।

মেন ॥ আরো খাবে? লাইট ফুড খাওয়াইতো ভাল। বডি ফিট থাকে।

ডলি ॥ তুমি কি আমাকে খাওয়াতে নিয়ে এসে আধ পেটা খাইয়ে রাখবে নাকি?

রমেন ॥ না না, তা হবে কেন? বেশ খাও। ভেজিটেবল চপ খাও।

ডলি ॥ কি বললে? ভেজিটেবল চপ! ভেজিটেবস চপ খাইয়ে তুমি আমার ভালবাসা পেতে চাও নাকি? আগে বলনি কেন? সমীরণদাই আমার ভাল ছিল। কত জিনিস খাওয়াতো। তোমার জন্য আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।

রমেন ॥ রাগ করোনা ডলি, রাগ করো না আচ্ছা আচ্ছা খাও। ডাকো বেয়ারাকে।

ডলি ॥ (ডাকে) বেয়ারা—(বেয়ারা আসে) মেনু।

[বেয়ারা মেনু আনে]

রমেন ॥ তোমার খাবার আমি সিলেক্ট করে দেব, ডলি?

ডলি ॥ আমি খাব, তুমি কেন সিলেক্ট করবে?

রমেন ॥ তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না!

ডলি ॥ এইসব হোটেলে কত খেয়েছি জান? সঞ্জয়, অধীর, বিমলের সঙ্গে অনেকদিন এসে খেয়ে গেছি। এখানকার তৈরী সব খাবারই আমার জানা আছে।

রমেন ॥ আমি সিলেক্ট করলে আমার দিক থেকে সুবিধে হতো!

ডলি ॥ আপ রুচি খানা। আমার যা খেতে ইচ্ছে করবে, তাই খাব।

রমেন ॥ আচ্ছা খাও!

ডলি ॥ বেয়ারা, চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিয়ে এসো।

রমেন ॥ এই—এই—ওগুলো খেয়োনা।

ডলি ॥ কেন?

রমেন ॥ অসুখ হয়, ভীষণ অসুখ হয়।

ডলি ॥ তুমি কি আমাকে ছোট মেয়ে পেয়েছ নাকি যে অসুখের ভয় দেখিয়ে আমার খাওয়া বন্ধ করবে।

রমেন ॥ তোমার ভালর জন্যেই বলছিলাম।

ডলি ॥ চুপ করো। পুরুষ মানুষের মুখে মেয়েলি কথা ভাল লাগে না। প্রণবতো খাওয়াতে নিয়ে এসে কোন দিন তোমার মত ওটা খেয়োনা বলে নিষেধ করেনি। যা বলেছি, তাতেই রাজী। সব কিছুতেই একটা কুছ পরোয়া নেহি ভাব।

রমেন ॥ ও! তাহলে আমিও রাজী।

ডলি ॥ বেয়ারা, যা বললাম নিয়ে এসো।

বেয়ারা ॥ ক' প্লেট আনব?

ডলি ॥ দু' প্লেট আনো।

রমেন ॥ (ব্যস্তভাবে) না-না, এক প্লেট আনো। আমি খাই না।

ডলি ॥ কি খাওনা?

রমেন ॥ মাংস খাই না।

ডলি ॥ সেকি, তুমি বিধবা পুরুষ নাকি? মাংস খাওনা কেন?

রমেন ॥ কবচ আছে, কবচ।

ডলি ॥ কিসের কবচ?

রমেন ॥ বাবা তারকেশ্বরের কবচ।

ডলি ॥ কি দিয়ে তুমি সৃষ্টি হয়েছ? মাংস খাওনা, কবচ আছে, আরো কত কি যে শুনতে হবে কে জানে। তাহলে তুমি অন্য কিছু খাও। নইলে আমি খাব আর তুমি দেখে দেখে ঢোক গিলবে, তাতেই আমার অসুখ করবে।

রমেন ॥ আমাকে থিন্ এ্যারারুট বিস্কুট আর চা দাও।

বেয়ারা ॥ কোত্থেকে এসেছেন আপনি? হোটেল বারে থিন্ এ্যারারুট বিস্কুট চা পাওয়া যায় না জানেন না?

রমেন ॥ তাই নাকি? তাহলে থাক কিছু আনতে হবে না। আমার খিদে নেই।

বেয়ারা ॥ ওই কথাটা আগে বলতে কি হয়েছিল? শুধু শুধু আমার টাইম নষ্ট করলেন। [বেয়ারা খাবার আনতে যায়]

ডলি ॥ এখান থেকে খেয়ে কোথায় যাব জান?

রমেন ॥ কোথায়?

ডলি ॥ সিনেমায় যাব। দু'জনে একসঙ্গে বেরোতে পারি না। আজ যখন সুযোগ পেয়েছি, ভীষণ ফুর্তি করব।

রমেন ॥ সময় কোথায়? তোমার খেতে খেতেই সিনেমার টাইম পার হয়ে যাবে। আজ আর সিনেমা দেখা যাবে না।

ডলি ॥ ঠিক দেখা যাবে। চটপট আমি খেয়ে নেব। তুমি একটা ট্যাক্সি ডাকবে। দু'জনে ট্যাক্সি চেপে বোঁ করে চলে যাব। তুমি ট্যাক্সির মধ্যে আগে থেকেই আমাকে সিনেমার টিকিটের দাম দিয়ে রেখো। আমি নেমেই দু'খানা টিকিট কেটে ফেলব। তুমি ততক্ষণ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দেবে। দারুণ মজার হবে ব্যাপারটা।

[বেয়ারা এক প্লেট খাবার দিয়ে যায়। ডলি মুচকী হেসে তাড়াতাড়ি খেতে থাকে। রমেন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রথম হোটেলের দৃশ্যের (দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের) দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে। ডলিকে দেখে তার দিকে এগিয়ে যায়]

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ হ্যালো ডলি—

ডলি ॥ আরে আপনি? কতদিন আপনার খোঁজ করছি জানেন? আপনি বলেছিলেন—টোকিও থেকে আমাকে জাপানী ছাতা আনিয়ে দেবেন। ভুলে গেছেন তো!

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ ভুল এই শর্মার হয় না। তোমার জাপানী ছাতা আমি অনেক দিন আগেই আনিয়ে রেখেছি।

ডলি ॥ সত্যি!

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ শুধু তাই নয়। একটা বিউটিফুল শাড়ী আর হ্যাণ্ডব্যাগও আনিয়েছি।

ডলি ॥ কবে দেবেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আমার গাড়ী আছে। যদি আমার সঙ্গে যাও, এখুনি দিতে পারি।

ডলি ॥ তবে চলুন। এক্ষুণি যাব। উঃ কি আনন্দ হচ্ছে না? (খাওয়া শেষ করে) রমেন তুমি মনে কিছু করো না। তোমার সঙ্গে অন্য একদিন যাব। তুমি আজ যাও। কাল আমাদের বাড়ী এসো কেমন! (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে) চলুন।

[দু'জন বেরিয়ে যায়। রমেন বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। তারপর উঠে দাঁড়ায়। আস্তে আস্তে বাইরের দিকে যেতে থাকে। বেয়ারা ডাকে]

বেয়ারা ॥ টাকা না দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

রমেন ॥ ও' ভুলে গিয়েছিলাম!

বেয়ারা ॥ আমরা লোক চিনি। উনিশ টাকা ত্রিশ পয়সা দিন।

রমেন ॥ এত কেন?

বেয়ারা ॥ এক প্লেট দো-পেঁয়াজী, প্রণ ফ্রাই, চাউ চাউ, চিকেন ফ্রায়েড রাইস দিয়েছি। এই দেখুন বিল।

রমেন ॥ বাপরে—এত টাকা হয়ে গেল?

বেয়ারা ॥ মেয়েছেলে নিয়ে খাবার সময় মনে থাকে না যে কি অর্ডার দিচ্ছেন! পরে বিল দেখলেই বেশি মনে হয়!

রমেন ॥ আরে বাবা মনে ছিল। কিন্তু না খাওয়ালে যে ভালবাসা কাট-আফ হয়ে যেতো।

বেয়ারা তাড়াতাড়ি পেমেন্ট করুন, আমার অন্য কাজ আছে!

রমেন ॥ অত টাকাতো নেই। সাত টাকা আছে।

বেয়ারা ॥ মাত্র সাত টাকা নিয়ে হোটেলে খেতে এসেছেন?

রমেন ॥ এই টাকাইতো বাড়ী থেকে স্টীলের টি-পট্ নিয়ে বাজারে বিক্রী করে যোগাড় করেছি।

বেয়ারা ॥ ওসব শুনে লাভ নেই। টাকা দিন, নাহলে পুলিশ ডাকব।

রমেন ॥ বলছিলাম কি, তুমি যদি আজকের মত আমার বাকী টাকা দিয়ে দিতে, খুব উপকার হতো। কাল আরেকটা জিনিস বিক্রী করে দিয়ে তোমায় টাকা দিয়ে যেতাম।

বেয়ারা ॥ রঙবাজী ছাড়ুন। টাকা না থাকে হাতের ঘড়ি খুলে দিয়ে যান। তারপর বাড়ী থেকে টাকা এনে ঘড়ি ফেরৎ নিয়ে যাবেন।

রমেন ॥ ঘড়ি!

বেয়ারা ॥ হ্যাঁ—ঘড়ি। খুলুন।

[রমেন অগত্যা ঘড়ি খুলে দিয়ে বিমর্ষ ভাবে চলে যায়। একটু পরে অর্ধেন্দু প্রবেশ করে। একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। তার কিছুক্ষণ পর পরিতোষ প্রবেশ করে। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অর্ধেন্দুকে লক্ষ্য করে। অর্ধেন্দু তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে]

অর্ধেন্দু ॥ আসুন, আসুন পরিতোষবাবু। আপনাকে আমার ভীষণ দরকার। আপনার বাড়ীর ঠিকানাও মনে নেই যে সেখানে গিয়ে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে আসব।

পরিতোষ ॥ আমাকে হঠাৎ আপনার কি দরকার হয়ে পড়ল?

অর্ধেন্দু ॥ বসুন বলছি। (পরিতোষ বসে) আচ্ছা সেদিন কি হয়েছিল বলুনতো। এত ড্রিংক করেছিলাম যে পরিষ্কার কিছুই খেয়াল করতে পারছিনা। আমি কি সেদিন কাউকে ডাকাত মনে করে ফায়ার করতে গিয়েছিলাম?

পরিতোষ ॥ আমারও তো সেদিন আপনার মত অবস্থা হয়েছিল। আমারও কিছুই মনে নেই।

অর্ধেন্দু ॥ আমার যেন ভাসাভাসা মনে হচ্ছে, ডাকাতকে আমি দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যস্, তারপর যে কি হলো আর খেয়াল করতে পারছি না। ভোর বেলার নেশা কাটতেই দেখি বিছানায় শুয়ে রয়েছি।

পরিতোষ ॥ আমার মনে হয় আপনি সেদিন আদৌ ডাকাতকে দেখেননি। আপনার ভাসাভাসা যা মনে হচ্ছে, আসলে সেটা হয়তো নেশার ঘোরে স্বপ্ন দেখেছিলেন।

অর্ধেন্দু ॥ তা হবে। কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন, যে জন্যে সেদিন এখানে আসা, সেটাই হলো না। নেশা করে ডিউটি করলেই এরকম অঘটন ঘটে। যাইহোক, আজ কিন্তু আমাকে ড্রিংক করতে অনুরোধ করবেন না। ডাকাতকে আজ এনি হাউ মারতে হবে।

পরিতোষ ॥ মাকন মাকন—ওভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়—হাঃ হাঃ!

অর্ধেন্দু ॥ আপনার ভয় হতে যাবে কেন?

পরিতোষ ॥ ভয় হতো, যদি আমি অর্ডিনারী ক্যালিবারের লোক হতাম। কিন্তু আমার আসাধারণ বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা আমাকে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছে। এখন আমি প্রস্তুত—হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ কিসের প্রস্তুত?

পরিতোষ ॥ গুলির আওয়াজ যাতে কানে না আসে, তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি কি গুলির আওয়াজের ভয়ে কানে সাইলেন্সার লাগিয়ে এসেছেন নাকি?

পরিতোষ ॥ সাইলেন্সার লাগাইনি। তবে এমন কলকাঠি ঘুরিয়েছি যে ফায়ার করলেই ফক্কা, হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ কি যে আবোল তাবোল বলেন—

পরিতোষ ॥ ইন্‌টেলেকচুয়ালদের কথা প্রথমে আবোল তাবোল মনে হয়। কিন্তু আবোল তাবোলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নতুন নতুন কৌশল হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ (বিরক্ত হয়ে) হাঃ হাঃ করছেন কেন ?

পরিতোষ ॥ হাঃ হাঃ তো সবে শুরু। এরপর এই হাঃ হাঃ ক্রমশঃ অট্টহাসিতে পরিণত হবে—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি কি আজ আগে থেকেই টেনে বসে আছেন নাকি ?

পরিতোষ ॥ না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছি।

অর্ধেন্দু ॥ বিশ্বাস হয় না। স্বাভাবিক থাকলে কেউ কখনও উল্টোপাল্টা কথা বলে ? আপনার এক লাইন কথার সঙ্গে আরেক লাইন কথার কোন মিল নেই।

পরিতোষ ॥ এখন লাইনগুলো আপনার কাছে আলাদা আলাদা মনে হচ্ছে। কিন্তু পরে দেখবেন, এই আলাদা লাইনগুলো লিংক-আপ হয়ে একটা জংসন্ হয়ে গেছে—হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ থামুনতো মশাই। আর হাঃ হাঃ করবেন না।

পরিতোষ ॥ কেন করব না ? এতো বিজয়ীর হাঃ হাঃ।

[ডাকাত প্রবেশ করে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে যায়। অর্ধেন্দু তাকে লক্ষ্য করে]

অর্ধেন্দু ॥ চুপ করুন, ডাকাত এসে গেছে।

পরিতোষ ॥ এসে গেছে ! এইবার মজা হবে। ফায়ার করলেই ফক্কা। চালান গুলি হাঃ হাঃ।

অর্ধেন্দু ॥ আমি আগে পজিশন নিয়ে নিই।

পরিতোষ ॥ আমিও তাহলে পজিশন নিয়ে নিই।

অর্ধেন্দু ॥ আপনি আবার পজিশন নেবেন কেন ?

পরিতোষ ॥ বুদ্ধির লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে দেখব। কোন এ্যাংগেল থেকে ভালভাবে দেখা যাবে বলুন তো ?

অর্ধেন্দু ॥ মাথা নীচু করে বসে পড়ুন। (উভয়ে টেবিলের পাশে মাথা নীচু করে বসে) আপনি হামাগুড়ি দিয়ে ঐ দিকটায় সরে যান। আমি এখান থেকেই গুলি করব।

[পরিতোষ হামাগুড়ি দিয়ে কিছুটা গিয়ে আবার হামাগুড়ি দিয়ে তার কাছে ফিরে আসে]

পরিতোষ ॥ গুলি করবার আগে আমাকে ইশারা করবেন।

অর্ধেন্দু ॥ (রেগে) আপনাকে ইশারা করব কেন ?

পরিতোষ ॥ আমি আপনাকে চীয়ার আপ্ করব।

অর্ধেন্দু ॥ আপনিতো আমাকে পাগল করে দেবেন দেখছি। প্লিজ ডিসটার্ব করবেন না। আজ মিস্ করলে আর মারতে পারব না। যান আপনার পজিশনে।

পরিতোষ ॥ তাহলে যা বললাম, তাই করবেন।

অর্ধেন্দু ॥ কি মুস্কিল, এত জোরে কথা বলবেন না। টের পেলেই পালিয়ে যাবে। আমাকে নিশ্চিন্তে মারতে দিন।

পরিতোষ ॥ (নীচু গলায়) মারুন আমি চললাম—হাঃ হাঃ।

[পরিতোষ আবার হামাগুড়ি দিয়ে কিছু দূরে একটা টেবিলের পাশে যায়। অর্ধেন্দু রিভলভার তাক করে। ডাকাত আপনা থেকেই একটু অন্য দিকে সরে যায়। অর্ধেন্দু সেই দিকে তাক করে। ডাকাত আবার আগের জায়গায় আসে। পরিতোষ জোরে হাসতে আরম্ভ করে। ডাকাত ঘুরে তাকায়। কিছু না বুঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। অর্ধেন্দু ইশারায় পরিতোষকে চুপ করতে বলে। পরিতোষ সেইদিকে কর্ণপাত না করে অট্টহাসি হাসতে থাকে—হাঃ হাঃ হাঃ। মুহূর্তের মধ্যে রিভলভার গর্জন করে ওঠে। পরিতোষের হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়।

ডাকাত হাত দিয়ে বুক চেপে টলতে থাকে। সবাই এদিক ওদিক ছুটে পালায়। পরিতোষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাঁড়ায়]

পরিতোষ ॥ একি হলো? গুলি বেরুল কোথা থেকে—এ্যাঁ? (দৌড়ে গিয়ে ডাকাতকে ধরে) রঘুরাম—রঘুরাম—

[ডাকাতের কণ্ঠে তীব্র যন্ত্রণার আওয়াজ শোনা যায়। পরিতোষ তাকে হাত দিয়ে ঝাঁকাতে থাকে]

রঘুরাম, তুমি মরো না। প্লিজ তুমি মরো না।

[ডাকাত টলতে টলতে মাটিতে পড়ে যায়। পরিতোষ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে]

(হাত জোড় করে) আমি রিকোয়েষ্ট করছি. তুমি বিবেচনা করে দেখ—এখন তোমার মরা উচিত নয়। ফর গড্স্ শেক্ আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি বাঁচ। মা কালীর দিব্যি দিচ্ছি, তুমি বেঁচে থেকে আমাকে বাঁচতে দাও রঘুরাম, আমাকে বাঁচতে দাও—

[ডাকাত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। পরিতোষের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে]

তুমি মরে গেলে! এত অনুরোধ করলাম তবু তোমার দয়া হলো না। (কান্না ভাঙ্গা গলায়) তুমি—তুমি নিষ্ঠুর।

অর্ধেন্দু ॥ এত চেষ্টা করেও ডাকাতকে বাঁচাতে পারলেন না। পরিতোষবাবু! ছেলেকে দিয়ে আমার রিভলভারের গুলি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু আপনার দুর্ভাগ্য, সে আমার কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে।

পরিতোষ ॥ (দাঁড়িয়ে) ধরা পড়ে গেছে! রাস্কেলটা ছেলে হয়ে বাপের বাঁচার লড়াইয়ে কো-অপারেশন. করতে পারলনা? সব স্বার্থপর। আমাকে ঘানিতে জুড়ে দিয়ে যে যার গোছাতে ব্যস্ত। এইবার বুঝবে। বাপের নাম ভুলে যাবে।

অর্ধেন্দু ॥ একটা জিনিস আমি বুঝলাম না। ডাকাতকে বাঁচাবার জন্য আপনি এত উঠে পড়ে লেগেছিলেন কেন ?

পরিতোষ ॥ আপনি বুঝবেন না। আমার সমস্যার সঙ্গে কারো সমস্যার মিল নেই। আমি এক অদ্ভুত জীব, না হলে ডাকাতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হবে কেন ?

অর্ধেন্দু ॥ আপনার মৃত্যু হযেছে ? আপনি তো চোখের সামনে জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছেন।

পরিতোষ ॥ আমার বডির জিওগ্রাফী, স্ট্যাচু হযে বেঁচে আছে ঠিকই। কিন্তু আসলে আপনার হাতে আমার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে। আপনি ডাকাতকে মারতে গিয়ে আমাকে মেরে ফেলেছেন। দি গেম ইজ আপ্। খেলা শেষ। আমার চাকরী শেষ, আমাব ফ্যামেলি শেষ, আমি শেষ। আপনি দয়া করে আমার পরিবারকে বলবেন—আমার মৃত্যুর জন্য আমি দুঃখিত। আমার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাবেন। (ধরা গলায়) আসুন, আমার বিদেহী আত্মার ওপরের হেড্ কোয়ার্টারে শান্তি লাভের জন্য, নীরবতা পালন করি।

[পরিতোষ হাতঘডি দেখে চোখ বুজে মাথা নীচু করে দাঁড়ায়। সরলা পুলককে সঙ্গে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে]

সরলা ॥ পুলক জ্যাঠোতো কোথায় ?

পুলক ॥ বাবা এখানে কেন আসবেন ? এটাতো হোটেল। আসুন আমরা আগে খেয়ে নিই।

সরলা ॥ কি বলছ তুমি ! সারা দিন লোকটা বাড়ী ফেরেনি। আমি অফিসে খুঁজতে গিয়েছিলাম। অফিস থেকে বলল এখানে এসেছে। আর তুমি বলছ আগে খেয়ে নিই ?

পুলক ॥ মা, দেখুন তো—লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, বাবা কি না ?

সরলা ॥ তাইতো ! চলো চলো।

[সরলা পরিতোষের কাছে এগিয়ে যায়]

অর্ধেন্দুবাবু ওর কি হয়েছে? ওরকম করে দাঁড়িয়ে আছে কেন? (পরিতোষকে) ওগো—কি হয়েছে তোমার? কথা বলছ না কেন?

অর্ধেন্দু ॥ ওনার নাকি অপঘাত মৃত্যু হয়েছে।

সরলা ॥ (কান্না ভাঙ্গা গলায়) এঁ্যা! কি সর্বনাশ হলো আমার। এতো বজ্রাঘাতে মৃত্যুর মত। ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে এমন হলো নাকি গো—? (পায়ের কাছে বসে) ওগো কি করে এমন হলো? এই ভাখ আমি এসেছি চোখ মেলে একবার তাকাও—

পুলক ॥ (আরেক পায়ের কাছে বসে) বাবা কথা বলুন। আপনি ষষ্ঠীর আগেই চলে গেলেন বাবা? আমি এখন কার কাছে আব্দার করব বাবা।

সরলা ॥ তুমি আমাদের পথে ভাসিয়ে গেলে গো। কত অন্যায় করেছি তোমার ওপর, কত দুখ করেছি তোমাকে। আমার সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দিও।

[সরলা পরিতোষের পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পুলক তার সঙ্গে যোগ দেয়। পরিতোষ আশীর্বাদ করার মত শূন্যে হাত তুলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কান্নার রোল চলে। পর্দা আস্তে আস্তে পড়ে]

যবনিকা